রাধাগোবিন্দলীলামৃত।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা ও নিশান্তলীলা।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের
মিশ্রানুবাদ।

অনুবাদক ও প্রকাশক।
শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ।
গোয়ারহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।

দাবাদ
সৈয়দাবাদ কণিকা প্রেস, খাগড়া চন্দ্রপ্রভা প্রেস,
ও
কাশীমবাজার সত্যরত্ন প্রেসে মুদ্রিত।

১৩২০

সডাক মূল্য ১৷৹ টাকা।

জ্যোতিরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্যমেকং
নিত্যানন্দং নিখিল জগতামীশ্বরং বিশ্ববীজং।
গোলোকেশং দ্বিভুজমুরলিধারিণং রাধিকেশং
বন্দে বৃন্দাবনেশং হরিহরব্রহ্মবন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং ॥

ভূমিকা।

পুরাণ-প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস কামক্রীড়া নহে, উহা ঘনীভূত চিদানন্দ-রসের দ্রবাংশ। জল শৈত্য সহযোগে করকায় পরিণত হয়, আবার করকা তাপ সহযোগে জলে পরিণত হয়। চিদানন্দ রসের ঘনীভূত ভাব শুদ্ধ-জ্ঞান, উহার দ্রবীভূত ভাব প্রেম। এক বস্তুরই অবস্থাভেদে বিভিন্ন স্বভাব বিচিত্র নহে; করকা কঠিন বস্তু, উহার কার্য্য কাঠিন্যময়; জল তরল বস্তু, উহার কার্য্য তারল্য ও কোমলতাময়। কিন্তু দুইই এক বস্তু, কেবল অবস্থাভেদে সেই এক বস্তুই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম প্রকাশ করে। এইরূপ চিদানন্দরস কখন করকাধর্ম্মী জ্ঞান, কখন সলিলধর্ম্মী প্রেম। রস যখন জ্ঞানধর্ম্মী হয়, তখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে; যখন প্রেমধর্ম্মী হয়, তখন মাধুর্য্য প্রকাশ করে।

শুনিয়াছেন—মহাশীতপ্রধানদেশে সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়? কিন্তু সমস্ত জলই বরফ নহে, বরফাচ্ছন্ন। উপরিভাগে ঘন বরফ আবরণ হইয়া থাকে, ভিতরে বিমল জল। অতএব বরফ, জলের বহিরাবরণ।—অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। ইহাঁর বহিরাবরণ জ্ঞানঘন শ্রীনারায়ণ। অতএব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই অপর একটি স্বরূপ-মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের রূপান্তর নহেন, নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তর। কারণ স্বভাবতঃ রস সলিলধর্ম্মী অর্থাৎ জলীয়, করকাই জলের রূপান্তর। এবং করকা জলই—কেবল শৈত্য সহযোগে কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহার পরিণতি জল, জলের পরিণতি করকা নহে। কিন্তু আবার করকা যখন কোন আধারে থাকিয়া জলে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়, তখন করকা অভ্যন্তরে নিমগ্ন থাকে, উপরিস্থিত জলই তাহার আবরণ হয়। এইরূপ অপ্রপঞ্চে জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপের আবরণ হন; আবার প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী ধামে প্রেমস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপের আবরণ হন। ইহাই লীলামাধুর্য্য।

গোলোক, গোকুল, মথুরা, দ্বারিকা এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিত্যধাম। গোলোক জ্ঞানাবরণের ভিতরে অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত অতএব সেখানে ঐশ্বর্য্য ঢাকা মাধুর্য্য। আর গোকুল জ্ঞানাবরণের বাহিরে অর্থাৎ প্রপঞ্চের অন্তর্বর্ত্তী অপ্রপঞ্চ নিত্যধাম, এজন্য এখানে মাধুর্য্য ঢাকা গূঢ় ঐশ্বর্য্য। অর্থাৎ লীলাময় গোকুল-মণ্ডলে নিত্যপ্রকটমাধুর্য্য, মাধুর্য্যাবরণে ঐশ্বর্য্য ডুবিয়া আছে,

তাই সেখানে মাধুর্য্য ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের অনুভব নাই। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই অনৈশ্বর্য্যাবৃত পূর্ণ মাধুর্য্য, পূর্ণ প্রেমস্বরূপ। চিন্ময় জ্ঞানের কথা দূরে থাক্, তাঁহার মধুর বংশীরবে জড়ীয় পাষাণও দ্রবীভূত হইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ জ্ঞানেরও উপরিতন বস্তু, অতএব তাঁহার লীলামাধুর্য্য আত্মারামগণাকর্ষী। সে লীলা, মানুষী হইয়াও অমানুষী, ঐশ্বর্য্যের পরম পরিণতি প্রেমরূপা, পরম মাধুর্য্যময়ী। যদিও শ্রীব্রজমণ্ডলে গর্গাদি ঋষিগণের ও দেবগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাও স্বাভাবিক। কারণ তিনি নিখিল রসের পূর্ণাধার, ভাবানুরূপে সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ অভিমতরূপে দেখিয়া থাকেন। যে স্তনে শিশু দুগ্ধ চোষণ করে, সেই স্তনেই জলৌকা রক্ত চোষণ করিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে ইক্ষুমূল মিষ্টরসাকর্ষণ করে, সেই ক্ষেত্রেই চিরতামূল তিক্তরসাকর্ষণ করে। এই স্থলে লীলার ও নিত্যলীলার ইহাই বিশেষত্ব। যাঁহারা নিত্যলীলা পরিকর, তাঁহাদের নিকট ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশে সক্ষম নহে, কারণ তাঁহারা সেই রসস্বরূপের পরমাশ্রয়, সাক্ষাৎ রাগাত্মক চিদ্বিগ্রহ। তাঁহাদের বিলাসই নিত্যসিদ্ধা রাগাত্মিকা-ভক্তি, চিদ্রসের তরঙ্গভঙ্গ। এই রস—ব্রজে অগাধ, মধুপুরে রসের কিঞ্চিন্ন্যূনতায় ঐশ্বর্য্য অগভীর, দ্বারিকায় রসের অল্পতায় ঐশ্বর্য্য অল্প অল্প প্রকাশিত। পূর্ণৈশ্বর্য্য মহাবৈকুণ্ঠে। পূর্ণ মাধুর্য্য শ্রীব্রজমণ্ডলে।

চিনিতে রস আছে, আস্বাদন নাই ; ঐ রসের আস্বাদন রসনায়। রসনায় রস ও রসানুভাবিকা শক্তি দুই আছে। আবার রসনা কতকগুলি রসসঞ্চারিণী শিরায় আবৃত। ফুলে সৌন্দর্য্য আছে, পরাগে সুবাস আছে, সঙ্গীতে সুরব আছে, আস্বাদ্যে রস আছে, নবনীতে কোমলতা আছে, কিন্তু নাই তাহাতে অনুভব ; অনুভব ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য—বিষয়। বিষয়ের আশ্রয়—ইন্দ্রিয়। বিষয়ে আশ্রয়ে সম্মিলন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। সম্মিলন একাত্মক বস্তুরই লক্ষণ, এবং বিকার জনক ও গুণ প্রকাশক। যথা "রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতি" "স্বাত্মোমেনাত্ভুত মধুরিমা" ইত্যাদি। কিন্তু এখানে সামন্ত জড়ের সহিত চিদ্বস্তুর উপমা "শাখাচন্দ্র ন্যায়ে" দিগ্দর্শনার্থ। জড়ীয় বিষয় আশ্রয় উভয়েই অনুভব বিহীন, অনুভব হয় চিদংশে। চিদ্বস্তুর কার্য্য ভিন্ন জড়ে কোন কার্য্য প্রকাশিত হয় না। পরে এ বিষয় বলা হইতেছে।

লীলায় শ্রীকৃষ্ণ রস স্বরূপ, শ্রীরাধা রসনা, রসের বিস্তারকারিণী সখীগণই

শিরা প্রতিশিরা অর্থাৎ শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ। তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমস্বরূপ অর্থাৎ প্রেমের বিষয়। শ্রীরাধা সেই প্রেমেরই বিকৃতি হলাদিনী শক্তি অর্থাৎ প্রেমের আশ্রয়। হ্লাদিনী শক্তি হইতেই প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণে হ্লাদরূপ অনুভব কার্য্য প্রকাশিত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি নিষ্কাম অবস্থায় আছে, তাহাতে কাম আছে, কিন্তু স্ফুরণ নাই, সুতরাং তাহার অনুভব কার্য্য প্রকাশিত হয় নাই। এমন সময় কোন সুন্দরী যুবতী আসিয়া আলিঙ্গন করিলে যেমন তাহার অন্তর্ভূত কাম ক্ষুভিত হইয়া তাহাকে কামুক করে ও সেই যুবতীতে ক্রীড়াসক্ত করে; হ্লাদিনী শক্তি হইতে প্রেমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সেইরূপ বিক্ষোভিত অবস্থা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ শান্তরসামৃতসিন্ধু তরঙ্গিত হয়। সমুদ্র ও তরঙ্গ যেমন পৃথক্ নহে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তদীয় বিলাস, বিলাসাঙ্গীভূত স্থান, পরিকরাদি তদ্রূপ ভিন্ন প্রতীয়মানত্বেও একাত্মক। ইহারই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। ইহা চিন্তাদ্বারা নিরূপিত হয় না বলিয়া অচিন্ত্য এবং অচিন্ত্যতত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাদের উজ্জ্বলরসাত্মক বিলাসও কামক্রীড়া সাম্য হইয়াও কামগন্ধ শূন্য, শুদ্ধ-প্রেমসিন্ধু-তরঙ্গ ভঙ্গ।

কেহ মনে করিতে পারেন "নির্ব্বিকার পরমেশ্বরে বিকারী মনুষ্যসাম্য লীলা কেন?" ইহা মনে করা উচিৎ নয়। কায়া হাত পা না নাড়িলে কি ছায়া হাত পা নাড়ে? কেহ ধ্বনি না করিলে কি প্রতিধ্বনি হয়?

ঐ দেখ, একজন চিত্রকর তুলিকা দ্বারা বিবিধ বর্ণক সহযোগে চিত্র করিতেছে। এ চিত্র কি হাতে হইতেছে? হইতেছে মনে। তুমি হাতের চিত্রটী দেখিতে পাইতেছ মাত্র কিন্তু মনের চিত্রের ছায়া ভিন্ন উহা স্বতন্ত্র চিত্র নহে। এখানে হাতের চিত্রটি জড়ীয় বলিয়া তোমার গোচর, মনের চিত্রটি স্মৃতিময় বলিয়া তোমার গোচর নহে। কিন্তু স্মৃতির চিত্রটির অনুরূপেই জড়ীয় চিত্রটির উৎপত্তি ও বিকাশ। এখানে যেমন প্রত্যক্ষ চিত্রের মূলে কোন অপ্রত্যক্ষ চিত্রের মৌলিকতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ জড়ীয় মানুষী ক্রীড়ার মূলে কোন অপ্রত্যক্ষ চিন্ময়ী অমানুষী ক্রীড়ার নিত্যস্বত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহার বিভেদ এই—একটী জড়ীয় সবিকার; অপরটি জড় সম্পর্কহীন, বিশুদ্ধ চিদাত্মক, নির্ব্বিকার। নিশ্চয়ই একটি চিণ্ময় দেহের অবয়ব ও আবয়বীক ক্রিয়া হইতেই লোকে জড়ীয় অবয়ব ও আবয়বীক ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও তৎপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত আছে। একই ক্রিয়া ও ক্রিয়ার প্রকার, কৌশল,

উপাদান, অনুভূতি ; কেবল একটি জড়-সম্পর্কে বিকৃত ও পরিণামী। অপরটি জড়-সম্পর্কহীন বলিয়া অবিকৃত, অপরিণামী।

আমরা ভগবান হইতে যতই সরিয়া পড়ি—যতই জড়াসক্ত হই, ততই অসৎ গুণ সমূহ আমাদের স্বাভাবিক হয়। আর সাধুগণ সাধনমার্গে যতই ভগবদুন্মুখ হন, ভক্তির পরিমাণে ততই বিবিধ সদ্‌গুণ সমূহ তাঁহাতে প্রস্ফুরিত হয়। ইহা কোথা হইতে আসিল বল দেখি ? তিনিই রূপের সীমা, গুণের সীমা, ক্রিয়ার সীমা, সুখের সীমা, আনন্দের সীমা, সমস্তই তাঁহা হইতে সঞ্চারিত হয়। তাঁহার নামগুণ-লীলাচিন্তনে প্রেমোদয় হয় বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি তিনিই প্রেমস্বরূপ। জড়ীয় প্রেম স্নেহাদিও তাহারই বিকৃত ছায়া। অতএব তাঁহার মনুষ্যসাম্য লীলা অতি বিচিত্র ! উহা অলীক মনে করিয়া বঞ্চিত হইও না, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—উহা তাঁহার অনুগ্রহ ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার অনুস্মরণ মননরূপ সহজ উপায়।

লীলা দুই প্রকার ; নৈত্যিক ও নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক লীলা কার্য্য কারণাত্মিকা, কার্য্যাবসানে উহার অবসান হয়। নৈত্যিক লীলা স্বাভাবিক, প্রকটে অপ্রকটে উহা একই প্রকার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব কলিজীবে দয়া পরবশ হইয়া ইহার ভজন-প্রকার অর্থাৎ অষ্টকালীয় স্মরণ, ভাবমার্গে সেবা-প্রণালী ভক্তগণ সহ স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ, নক্ত, এই অষ্টকালের নিত্যলীলাকে অষ্টকালীয় লীলা কহে। এই লীলার নিত্যতার প্রমাণাদি উপক্রমণিকা খণ্ডে বিস্তারিত সংগৃহীত হইয়াছে ; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমি নিতান্ত অজ্ঞ ও অধমজীব। আমার সম্বলের মধ্যে আমার পরম ভাগবত পিতৃদেবের সঞ্চিত কতকগুলি শ্রীগোস্বামিগ্রন্থ ছিলেন। অতি অল্প বয়সে বিবিধ ভোগবিলাসের মধ্যে থাকা সত্বেও ঐ গ্রন্থগুলি আমার চিত্তাকর্ষণ ও মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। তখন সহসা এক সময় আমার মনে হইল, আমার মত ভোগবিলাসী বিষয়াসক্ত বৈষ্ণবভাববিরোধীচিত্তও যাহাতে আকর্ষিত হয়, সেই গুপ্ত মহারত্ন সংস্কৃতের কঠিনাবরণে আবৃত থাকা উচিৎ নহে, সমাজের বর্ত্তমান রুচির অনুরূপ সুললিত সুবোধগম্য ভাষায় ইহা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে নিশ্চয়ই লোকের উপকার হইবে ; নিশ্চয় এই অপ্রাকৃত প্রেম-পরাকাষ্ঠার সীমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস লোকে একবার পাঠ করিতে পাইলে সমাজের

কুসংস্কার বিদূরিত হইবে। এই বিষয় লইয়া প্রথমে শ্রীগৌরভূমি মাসিক পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা হয়। অনন্তর নানা স্থানের ভক্ত ও পণ্ডিতগণের নিকট উত্তরোত্তর প্রচুর উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ পাইয়া শ্রীরূপপাদ প্রণীত বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের মর্ম্মানুবাদ সমাপ্ত করিলাম। তারপর শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, সেই বিজ্ঞাপন পাঠে মেদিনীপুর—সাউড়ী নিবাসী পরম ভক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃত কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থদ্বয় পদকল্প-তরুর অষ্টকাল পদাবলীসহ মিশ্রানুবাদ করিবার আদেশ দিলেন। আরও লিখিলেন "উক্ত মানসীসেবার পদ্ধতিস্বরূপ অষ্টকালীয় লীলাগ্রন্থগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকায় ভক্তগণের পাঠের ও স্মরণের সুবিধা হয় না, উহার মিশ্রানুবাদে একখানি গ্রন্থে সমস্ত অষ্টকালীয় লীলাগুলি একত্র পাইলে বৈষ্ণব সমাজের একটি প্রধান অভাব বিদূরিত হইবে।" আরও অনেকেরই এই মর্ম্মে পত্র পাইলাম। ত্রিপুরা মহারাজার সভাপণ্ডিত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাচস্পতি, বৈষ্ণবসঙ্গিনী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী, ভক্তি সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপাদ কৈলাসকুঞ্জ গোস্বামী, শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ভক্তিবিশারদ, শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু উকিল, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দেব উকিল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সিংহ, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সিংহ, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দাস প্রভৃতি শতাধিক ভক্ত-বৈষ্ণব ও মহানুভবগণ এই সঙ্কল্পে প্রচুর উৎসাহ ও আদেশ দিতে লাগিলেন। আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হইয়া প্রথমে অন্ধকার দেখিলাম, দুই খানি বিভিন্ন গ্রন্থ অবিকল মর্ম্মানুবাদ কিরূপে হইবে? সাতদিনকাল কেবল আহার নিদ্রা ভুলিয়া গ্রন্থদ্বয়ের অনুশীলন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই ঠিক্ হইল না। সহসা একদিন জানিনা কাঁহার অজ্ঞাত কৃপাবেশে অন্ধকার ছুটিয়া গেল। দেখিলাম গ্রন্থদ্বয়ের এমন সামঞ্জস্য আছে, যে উহার একটি শ্লোকার্দ্ধেও দ্বিরুক্তি নাই। একখানির সংক্ষিপ্ত ও অনুক্ত বিষয় অপর খানিতে পল্লবিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থ অতি বৃহৎ, এককালীন সম্পূর্ণ করিতে বহুদিন সাপেক্ষ। এই জন্য ইহার অষ্টকালের লীলা বিলাস পৃথক্ পৃথক্ অষ্ট খণ্ডে পৃথক্ পৃষ্ঠাঙ্কে, আটখানি গ্রন্থরূপে প্রকাশে মনস্থ করিলাম। ভক্তগণের

কৃপায় প্রথম খণ্ডে উপক্রমণিকা ও নিশান্তলীলা সম্পূর্ণ হইল, জানিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম। আমার ক্ষণভঙ্গুর দেহ, সংসারাসক্ত চিত্ত, কাল কাহারও অপেক্ষা করে না, জানিনা আটটি খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে কি না। হে ভক্তগণ! আপনারাই আমার ভরসা। আপনাদের শ্রীচরণে আমার সকৃতজ্ঞ শত শত প্রণাম।

উপক্রমণিকা ভাগে ১ম অংশে প্রেমসেবা ও অষ্টকালীয় নিত্যলীলা নির্ণয় এবং ব্রজে পঞ্চরসিক অর্থাৎ শান্তাদি পঞ্চরস ও রসের আশ্রয় নিরূপণ। ২য় অংশে ব্রজমণ্ডলের নিত্যতা ও চিণ্ময়ত্বের প্রমাণ। ৩য় অংশে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার শাস্ত্রীয়তা ও ব্রজবিভূতির শাস্ত্রীয়তা, এবং সখীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপক্রমণিকা খণ্ডের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গতঃ ১ম অংশে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, সিদ্ধসেবার অধিকারী ভেদ, গতিভেদ, ধামভেদ, লীলাভেদ, প্রকাশাদি মূর্ত্তিভেদ, ভাব ও ভাবমার্গীয় সাধন, সিদ্ধসেবা, স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ, মঞ্জরীভাব ইত্যাদি। ২য় অংশে নিত্যলীলা ও লীলাধামাদির বেদ গোপ্যত্বে হেতু নির্ণয়, ত্রিবিধ তন্ত্র নির্ণয়, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, অবতারতত্ত্ব, রাগাত্মিকা ও রাগানুগা তত্ত্ব, ব্রজবিলাসে শ্রীকৃষ্ণের বয়স নিরুপণ; নিত্যপ্রিয়াভেদ, দ্বাদশবন ও উপবন নিরুপণ, বৃন্দাবনের অপ্রাপঞ্চিকত্ব, নন্দনন্দন ও বাসুদেব তত্ত্বভেদ, শ্রীরাধাতত্ত্ব, যোগপীঠ ও আবরণ নিরূপণ ইত্যাদি। ৩য় অংশে, বিলাস স্থান সমূহের বিশেষ আলোচনা, গোবিন্দলীলামৃত ও কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থদ্বয়ের মৌলিকত্ব, বহুবিধ ধ্যানাদি হইতে অষ্টকালীয় লীলা নিরুপণ, অধিকারী অনধিকারী বিচার, শ্রীরাধাতত্ত্ব, ভূষণাদি তত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব, সেবাদি নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

লীলাভাগের ১ম খণ্ডে নিশান্তলীলায়, রসালস, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, প্রাভাতিক বিলাস, মঙ্গল আরতি, কুঞ্জভঙ্গ ও গৃহগমন। এই ৬ দণ্ডের ৬টী বিলাল বিস্তারিত বর্ণন করা হইয়াছে। এবং প্রসঙ্গতঃ বৃন্দাবন, চম্পককুঞ্জ, মণিমন্দির, অষ্টসখীকুঞ্জ, অষ্টমঞ্জরীরকুঞ্জ, পঞ্চবিধা সখী, স্নেহ, বেশ, বর্ণ, বয়স, সেবাদি ও মঞ্জরীগণের বেশ, বর্ণ, বয়স, সেবাদি, বৃন্দাদি কুঞ্জদাসীগণের সেবাদি বিশেষরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইতি

সন ১৩২০ সাল, } কৃপার্থী—শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।
ফাল্গুন। } গোরহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।

৫ম ও ষষ্ঠ বর্ষ

শুদ্ধি পত্র।

মুদ্রাঙ্কণ দোষে এবারে শ্রীগৌড়ভূমির গ্রন্থাবলীতে বহুতর ভুল হইয়াছে। উহার মধ্যে যে যে স্থানে ভুলক্রমে ভাব ও ভাষার ব্যতিক্রম হইয়াছে, মোটামুটি তাহা এই শুদ্ধপত্রে নির্দ্দিষ্ট হইল। পাঠকগণ নির্দ্দেশ মত পত্রাঙ্ক মিলাইয়া ভুল গুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পাঠ করিবেন নচেৎ যথার্থ সুখ পাইবেন না। অনুগ্রহ করিয়া শুদ্ধ পত্র মত ভুল গুলি কাটিয়া অক্ষর দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবেন। তাহা না হইলে অনেক স্থলের ভাব ও অর্থ বোধ হইবে না। সংশোধন করা থাকিলে কোন পাঠকেরই সুখ ভঙ্গ হইবেনা।

উপক্রমণিকা।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
প্রাণবন্ধো	১	২	প্রাণবন্ধো
জল সেচনে	২	২৫	জলসেবনে।
সাধ্যন	৬	১০	সাধন
সাধেন	"	"	সাধনে
তত্ত্বা	"	২১	তত্ত্বা
গোলকে	৭	৮	গোলোকে
৮৪ ক্রোশ মথুরামণ্ডল উহার মধ্যে ১৬ ক্রোশ গোকুল মণ্ডল অর্থাৎ ব্রজ ; ব্রজমণ্ডল মধ্যে ৫ ক্রোশ বৃন্দাবন।	"	২৬।২৭	৮৪ ক্রোশ মথুরা মণ্ডলই ব্রজ মণ্ডল। উহার মধ্যে ৫ পঞ্চ যোজন গোকুল মণ্ডল। অর্থাৎ আনন্দ কন্দাখ্য বৃন্দাবন। বৃন্দা রক্ষিত বৃন্দাবন ৫ পঞ্চ ক্রোশ। পরিশিষ্টে বিস্তারিত প্রমাণ দেওয়া হইবে।
আত্মত্ব প্রকটা	৯	১৭	অন্তাত্বপ্রকটা
অস্বাদনীয়	২৬	৪	আস্বাদনীয়
ভাবস্তুক্তি	"	২২	ভবেস্তুক্তি
প্রাতঃ	২৭	১	প্রীতঃ
ব্রজ নাথাদৌ	"	২৬	ব্রজনাথাদৌ
শ্রদ্ধাশু	২৮	২৭	শ্রদ্ধাশ্চ

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
সনকসম নন্দমুখা	২৮	২৮	সনক সনন্দন মুখা
আত্যন্তকি	৩২	২৪	আত্যান্তিকি
ত্রৈগুণ্য	৩৩	১৬	ত্রৈগুণ্য
বেদসাধ্য,	,,	২৯	বেদ সাধ্য,
প্রমোনন্দাশ্রু	৩৯	৮	প্রেমানন্দাশ্রু
গৌতমীয়	৪৮	১	বৃহদ্ গৌতমীয়
বৃান্দবন	৫০	৫	বৃন্দাবন
পরম শ্রেষ্ঠ	৫৩	২০	পরম শ্রেষ্ঠ
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলোখা	,,	২৩	তুঙ্গাবিদ্যেন্দুলেখা
পীব	৫৬	৭	পীঠ
প্রকটাববারেও	,,	৯	প্রকটাবতারেও
বর্ষাণ	,,	১০	বর্ষাণ
একটা	,,	২৫	প্রকটা
অবতার তৎপরিকর	৫৭	৮	অবতার ও তৎপরিকর
সন্তান কানা	,,	২৬	সন্তানকানা-
ফণা মণ্ডর ন্যায়	৫৯	১০	ফণা মণ্ডলের ন্যায়
মহা জ্যোতির্ম্ময়	৬০	১৪	মহাজ্যোতির্ম্ময়
বুবুক্ষা	৬১	২৩	বুভুক্ষা
পিপাশা	,,	,,	পিপাসা
কুশলচ্ছারি	৬২	৩	কুশলচ্ছায়
চিন্তয়েন্মন্ত্রী	,,	৪	চিন্তয়েন্মন্ত্রী
স্থানে	৬৩	২৩	স্থানে স্থানে
শিথরাবলে	৬৮	২৪	শিথরাবনে (পাঠান্তর)
রাজন্মনোজ্ঞ	৬৯	৬	রাজন্মনোজ্ঞ
রত্নস্ফুরন্মকর	,,	১০	রত্নস্ফুরন্মকর
চারুরুজানু	,,	১৯	চারুরুজানু
মদনাবেশকুলা	৭২	১৮	মদনাবেশাকুলা
বিরজিত	৭৩	১১	বিরাজিত
কমলষ্য	,,	১৭	কমলস্য
তাহাভে	৭৪	৯	তাহাতে
ভৃঙ্গ্যাঙ্গণ	,,	৮	ভৃঙ্গ্যাঙ্গনা
অনুরাগসিন্ধ	৭৬	১৩	অনুরাগসিন্ধু
তরঙ্গসমুদ্ভুত	,,	১৪	তরঙ্গ সমুদ্ভুত

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
পঞ্চম পুরুষা	৭৮	৫	পঞ্চম পুরুষার্থ
কদলী কাণ্ড মণ্ডলে	৮৩	২৫	কদলী কাণ্ড মণ্ডলাভ্যন্তরে রাধায়াঃ উরৌ শয়ানং। কিম্বা রাধায়াঃ কদলী কাণ্ড মণ্ডলে উরৌ শয়ানং। কদলী কাণ্ড বৎ মণ্ডল অর্থাৎ বর্ত্তুল উরুতে শয়ান। এখানে কদলী কাণ্ড মণ্ডল উরুর বিশেষণ হেতু সপ্তমী। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা গোবিন্দ লীলা-মৃতের বর্ণনানুযায়ী করা হইয়াছে। পর ব্যাখ্যাই এ স্থলে সঙ্গত।
উপোবন	৮৫	১৪	উপবন
সমুদ্ভাষিত	৮৭	২৩	সমুদ্ভাসিত
পঙ্ক জক্ষণ	৮৯	১২	পঙ্কজেক্ষণ
বৈধীভাবোত্থ	৯০	৮	বৈধিভাবোত্থ
পাঠ	"	১৫	পীঠ
সাচ্চদানন্দ	৯১	৮	সচ্চিদানন্দ
একী	৯৫	২৪	এক
চন্দ্রাবল	"	২৫	চন্দ্রাবলী
পোষ্কর	৯৬	২১	পৌষ্কর
ফুল্ল।।	৯৮	২৩	ফুল্লরা

রাধাগোবিন্দ লীলামৃত ১ম অঙ্ক।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
ব্রজরমণির মনের	১০	১৩	ব্রজরমণিরমণের
ধর্ম্ম সখীগণে	১১	২১	নর্ম্মসখীগণে
কিরে	[illegible]	[illegible]	কিয়ে
বেসন	"	[illegible]	ঠৈসন
গণবজ্মনীকরস	১৯	১৭	সগণানুক্লনীকর

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
ঢালিয়া	২০	৫	ঢালিয়া
অঙ্গলোটন	২২	২	অঙ্গ মোটন
গাত্র মার্জ্জনীও	২৪	১২	গাত্রমার্জ্জনী ও
উপসা	৩০	১	উপমা
ধ্রারে	„	১১	ধারে
ঝুনুর ঝুনু	৩৪	৬	ঝুনুর ঝুনুর
সথীয়া	„	২৫	সাথীয়া
নয়ান	৩৫	১	নয়নে
আধ আধ আধ আধ খুলিয়া মিলিয়া	৩৫	২	আধ আধ খুলিয়া আধ আধ মিলিয়া
উন্মুখ	„	১০	উন্মুখ
প্রাণেস্পন্দন	„	১৮	প্রাণে প্রাণে স্পন্দন
অরুণ কিরণ হবে, উঠি ঘরে যাই। বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাই	৩৮	২৭।২৮	বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাই। অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥
নিজ অনুরাগগণের	৩৯	১৩	নিজ অনুগাগণের
রসালদ	„	২৮	রসালস
তান্তবিকও	৪০	২	তাণ্ডবিকও
সুস্মত	৪৫	৯	সুস্মিত
সঙ্গিত্ত শৃঙ্গ রঙ্গপানি	৫১	২৪	স্তুঙ্গ শৃঙ্গ সঙ্গি পানি
মধুস	„	২৭	মধুর
বন্নবী	৫৪	১৫	বল্লবী
তহু	৫৭	৩	তুঁহি
পিঁধারহ	„	১২	পিন্ধায়হ
শূন্যে মস্ত	৬৪	১১	শূন্যেবমস্ত

শ্রীরাধাগোবিন্দলীলামৃত।

উপক্রমণিকা।

॥ ১ ॥

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণ কমলয়োঃ কেশ শেষাদ্যগম্যা।
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিত পরৈর্গাঢ় লৌল্যৈক লভ্যা।
সাস্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি॥ ১॥

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথনক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥ ২॥

শ্রীরূপ গোস্বামি কৃত সংক্ষিপ্ত লীলাস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রং॥

শ্রীবৃন্দাবনে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণানুরাগিণী শত শত যূথেশ্বরীগণ থাকিলেও বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধিকার প্রাণবন্ধু, শ্রীরাধাও সেইরূপ কৃষ্ণপ্রাণের একমাত্র বন্ধু অর্থাৎ প্রাণরক্ষা মহৌষধি। উভয়েই যেন উভয়ের প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, তনু মাত্র ভেদ।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তারগন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।

অগ্নিতে জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

এই দুই স্বরূপ বস্তু লইয়াই শ্রীব্রজলীলা, অন্য যাহা কিছু বা যে কেহ সে কেবল এই যুগল লীলা রসপুষ্টির উপকরণ মাত্র। অতএব "শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোঃ" এই সঙ্কেত বাক্য যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেছে, "শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদ কমলয়োঃ প্রেম সেবা সাধ্যা॥"

প্রেম সেবা কি? প্রেমই যাহাতে সেবা স্বরূপে প্রতীয়মান্ হয় অর্থাৎ সেবা স্বরূপ স্বাভাবিক প্রেমই প্রেম-সেবা বা প্রেমের স্বাভাবিক ক্রিয়া। ইহার পূর্ণ বিকাশ শ্রীবৃন্দাবনে, অন্যত্রে ইহার পূর্ণতা নাই, যেহেতু যেখানে ঐশ্বর্য্য বিকাশ, সেখানে প্রেম সঙ্কুচিত। ব্রজেই বিশুদ্ধ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, এই পঞ্চরসে শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হন। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ প্রেম স্বরূপা নিত্যসিদ্ধা ললিতা বিশাখাদি অন্তরঙ্গা সখীগণ, শ্রীরূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী আদি নিত্যসিদ্ধা কিঙ্করীগণ এবং তাঁহাদের গণ প্রবিষ্টা তত্তৎ অনুগা সাধন সিদ্ধা দাসীকাগণ প্রতিদিন প্রতি ক্ষণ স্বাভাবিক প্রেমের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের সময়োচিত যে সেবা করেন তাহারই নাম যুগল সেবা, এই যুগল সেবাই মুখ্য প্রেম সেবা *। ইহার অধিক বা সমান জগতে কোন সেবাই নাই। এই যুগল সেবাই সাধকের সাধ্যসার, সিদ্ধের সিদ্ধিসার, গতির পরম গতি। এই প্রেম-সেবা সুদুর্ল্লভা, অন্যের কথা কি? "কেশশেষাদ্যগম্যা।"

* প্রেমসেবাধিকার যথা সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে ষোড়শ সেবা প্রসঙ্গে।
তাম্বুলে ললিতাদেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন সেবনে॥
অঙ্গরাগে রঙ্গদেবী সুদেবী জলসেচনে।
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখাচ নর্ত্তনে॥ ৮॥

ক—ব্রহ্মা, ঈশ—রুদ্র, শেষ—অনন্তদেব। ব্রহ্মা, রুদ্র, অনন্তদেবও সতত শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চনাদি নবধা ভক্তিযোগ আচরণ করিয়া এই প্রেম সেবা জানিতে সমর্থ হন নাই, কারণ তাঁহারা শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইলেও; ঐশ্বর্য্য নিষ্ঠা হেতু শুদ্ধ মাধুর্য্য রসাশ্রিতা ভক্তির উপাসনায় অনধিকারী। অতএব এই প্রেম-সেবা ঐশ্বর্য্য ভাবাশ্রিতা বৈধী ভক্তির সাধনে লাভ হয় না॥

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের কঠোর ভাব, এইজন্ত ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের বিকাশে প্রেম-স্বতই সঙ্কুচিত হইয়া যায়; কারণ ঐশ্বর্য্য ভাবের সাধন সাধকেরও চিত্ত কঠোর করে, কঠোর চিত্তে প্রেম অঙ্কুরিত হয় না। প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ব্রজ জনে, ব্রজ জনের রাগোদ্দীপ্ত স্বাভাবিক প্রেম প্রভাবে ঈশ্বরের

দর্পণে শশিরেখাচ বিমলা পাদসেবনে।
পালিকা পুষ্প শয্যায়াং বেশে চানঙ্গ মঞ্জরী॥
শ্যামলা চন্দনাদৌচ গানে মধুমতি তথা।
ধন্যা বস্ত্রবিভূষায়াং মঙ্গলা মাল্যসেবনে॥৮

তাম্বূলে ললিতা, কর্পূরাদি গন্ধদানে বিশাখা, চামরে চম্পকলতা, বসন সন্নিবেশ কার্য্যে চিত্রা, অঙ্গরাগ চিত্রন কার্য্যে রঙ্গদেবী, পানীয় প্রদান কার্য্যে সুদেবী, বিবিধ বাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা, নৃত্যে ইন্দুরেখা, প্রধানা অষ্ট-প্রাণ প্রেষ্ঠ সখী এই অষ্ট সেবাধিকারিণী।

দর্পণ প্রদর্শনে শশিরেখা, চরণ সেবনে বিমলা, পুষ্প শয্যা বিন্যাসে পালিকা, বেশ বিধান কার্য্যে অনঙ্গমঞ্জরী, চন্দনাদি অনুলেপন কার্য্যে শ্যামলা, হৃদ্‌গত ভাবানুরূপ সঙ্গীতে মধুমতি, (এই জন্য ইনি শ্রীরাধার মর্ম্মী সখী বলিয়া বিখ্যাতা) রত্ন ভুষায় ধন্যা, পুষ্পমালা সেবনে মঙ্গলা অধিকারিণী। পূর্ণাধিকারিণী গণের নিকট অনুগাগণের এই প্রেম সেবা প্রার্থনা করিতে হয়। ইঁহাদের ইঙ্গিত ক্রমে অন্যান্য সেবাপরাগণ সেবাধিকারিণী হন এবং ইঙ্গিত ক্রমে সেবাযোগ্য সামগ্রী যোগাইয়া কৃতার্থ হন।

ঐশ্বর্য্য কঠোরতা বিদূরিত হইয়া তাঁহাকে মধুর করিয়া ফেলে, এইজন্য মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য বিকাশ নাই। ব্রজের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, রতি-ভেদ মাত্র, ফলতঃ উহা মাধুর্য্যেরই অন্তর্গত। মাধুর্য্যের পূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা গোপীগণে, তাই গোপী অনুগত ভাবই ব্রজগতি প্রাপ্তির এক মাত্র সাধন, অন্য সহস্র সাধনেও শ্রীনন্দ নন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমর্থা ও সমঞ্জসা রতিভেদে গোপীভাব দুই প্রকার; সমর্থা মুখ্যারতি, সমঞ্জসা গৌনীরতি * ॥ শ্রীরাধিকার গণেই সমর্থা রতির বিলাস, এই জন্য শ্রীরাধিকার গণই ‡ প্রেম সেবার উত্তম আদর্শ। এই শ্রীরাধার গণানুচরিত

---

* সমর্থারতি লক্ষণং যথা সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে

কৃষ্ণসৌখ্যে সদাচেষ্টা স্বসুখৈঃ পরিবর্জ্জিতা।

কৃষ্ণাদি দর্শনাজ্জাতা সমর্থা রাধিকাদিষু ॥ ১ ॥

সমঞ্জসারতি লক্ষণং তত্রৈব ॥

জানাতি পত্নীং কৃষ্ণস্য সুখদুঃখপরস্পরং।

শ্রবণাদ্দর্শনাজ্জাতা রতি সেয়ং সমঞ্জসা ॥ ২ ॥

আপনার সুখ দুঃখ না করে বিচার। কৃষ্ণ সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর সম্বন্ধীয় গণ। দেখিলে জন্ময়ে রতি সমর্থা লক্ষণ ॥
অতি গাঢ় রতি সেই রাধাতেই রয়। রাধা বিনু তারতম্য অন্যত্র আছয় ॥ ১ ॥
আপনাকে পত্নী ভাব কৃষ্ণে পতিমানে। সমঞ্জসা রতি জন্মে শ্রবণে দর্শনে ॥
আত্ম সুখ পর সুখ সম করি লয়। অতএব সমঞ্জসা রতি তারে কয় ॥ ২ ॥

(সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

‡ তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধা চন্দ্রাবলীত্যুভে।

যূথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্য মৃগীদৃশঃ ॥

উজ্জ্বল নীলমনি ॥

যুগল সেবার অধিকারই ব্রজের উত্তম গতি, রাগানুগীয় সাধনের উহাই সাধ্য। ঐশ্বর্য্য ভজন নিষ্ঠা ও রাগের অনুৎপত্তি নিবন্ধন ঐশ্বর্য্য জ্ঞান যুক্ত সাধনের গতি গোলোক, বৈকুণ্ঠ, দ্বারিকাদি ঐশ্বর্য্যময় ধামে। মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ বৈধী ভক্তি সাধনে যে বৈধীভাবোত্থ প্রেমের উদয় হয়, সে প্রেম ব্রজ গতি দানে অসমর্থ। অতএব সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা প্রেম সেবা কেবল "ব্রজচরিতপরৈঃ সাধ্যা!"

শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ মধুর রসময়ী ব্রজলীলাকেই যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন এবং সেই অপ্রাকৃত প্রেম পরাকাষ্ঠা ব্রজলীলা রসেই যাঁহাদের চিত্ত একান্ত আসক্ত, এই প্রেম সেবা সেই সকল ব্রজ চরিত পরায়ণ ভক্ত গণেরই সাধ্যন যোগ্য, অন্য সাধকের ইহার সাধেন যোগ্যতা নাই, কারণ ইহা "গাঢ়লৌল্যৈক লভ্যা"

লোল অর্থ সতৃষ্ণ, লৌল্য অর্থ সতৃষ্ণভাব, গাঢ় লৌল্য অর্থ অতিশয় সতৃষ্ণভাব অর্থাৎ সান্নিপাতিক রোগী যেমন পুনঃ পুনঃ শীতল জল পান করিয়াও অতিশয় তৃষ্ণাজনিত চাঞ্চল্য প্রকাশ করে; সেই প্রকার এই প্রেম সেবাধিকার প্রাপ্তিজন্য যাঁহাদের চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠায় ব্যগ্র বা তৎপ্রাপ্তির অদম্য তৃষ্ণা চাঞ্চল্য ভিন্ন যাঁহাদের অন্য তৃষ্ণা নাই; এই প্রেম সেবা এক মাত্র তাঁহাদেরই লভ্য। সেই গাঢ় লৌল্যৈকলভ্যা প্রেমসেবা প্রাপ্তির সাধন কি? "রাগাধ্বপান্থৈর্ভাব্যা অস্য মানসীসেবা।"

মানসী সেবা কি? (সাধক ভক্তৈ র্মনসা ভাবিতা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞাত গোপীকাকার তন্বা ক্রিয়মাণা সতী সাপ্রেম সেবা মানসী সেবোচ্যতে) স্ব স্ব গুরু নির্দ্দিষ্ট গোপীকাকার সিদ্ধদেহে সাধক ভক্ত মানসে যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম সেবা স্মরণ মনন করেন তাহাই মানসী সেবা। অতএব "অধুনা তাং প্রথয়িতুং তস্য ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং নৌমি।

ব্রজে শ্রীরাধা গোবিন্দের সেই সাক্ষাৎ প্রেমসেবা যাহার দ্বারা লাভ হয়, রাগমার্গীয় ভক্তগণের নিত্য চিন্তনীয়া সেই মানসী সেবার ক্রম নির্দ্দেশ জন্য সম্প্রতি আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজানুচরিত দৈনন্দিন নিত্য লীলার আরাধণা করি॥ ১॥ *

এই দৈনন্দিন অর্থাৎ অহোরাত্র কৃত লীলাকে অষ্টকালীয়ালীলা কহে। প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, এই চারিটি, দিবা বিভাগ। সায়ং, প্রদোষ, নক্ত, নিশান্ত, এই চারিটি রাত্রি বিভাগ। অহোরাত্রির এই অষ্ট বিভাগকে অষ্টকাল কহে। ‡

* সিদ্ধ সাধকে সেবা সম করি মানি।
সাক্ষাৎ মানস তাহে দ্বিবিধ বাখানি॥
সিদ্ধ দেহে স্বাভাবিক সাক্ষাৎ সেবন।
মানসে করিব সেবা সাধক লক্ষণ॥
(সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

‡ অথাষ্টকালাঃ। গোবিন্দলীলামৃত টীকায়াং যথা—
নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্ন শ্চাপরাহ্নিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টোকালাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
চত্বারোহ্নি প্রাতরাদ্যা এবাং শেষা নিশি স্মৃতাঃ॥
ঋতু দণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ যাম দণ্ডকৌ॥
ইতি কালনির্ণয়ঃ।

নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ, নক্ত, এই অষ্ট কাল। ইহার প্রাতরাদি চারিকাল দিবস, অপর চারিকাল রাত্রি। প্রত্যেক কালের পরিমাণ ৬ দণ্ড, কেবল দিবা ও রাত্রির তৃতীয় কাল অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ও নক্ত এই দুই কালের পরিমাণ ১২ দণ্ড করিয়া ২৪ দণ্ড। নিশান্ত লীলা বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিয়োগাত্মিকা এই জন্য বৈষ্ণবগণ নিশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নক্তপর্য্যন্ত অর্থাৎ রসালস হইতে আরম্ভ করিয়া অলস পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের নৈত্যিক মানসী সেবা করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ পরে প্রদর্শিত

২৪ দণ্ড রাত্রির পর হইতে সূর্য্যোদয় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড নিশান্ত। নিশান্ত কালে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দীগ্রামে নন্দালয়ে প্রবেশ করেন।

সূর্য্যোদয় হইতে ৬ দণ্ড প্রাতঃ। সূর্য্যাস্ত হইতে ৬ দণ্ড সায়ং। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহনাদি ও ভোজন লীলা।

প্রাতঃকালের পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড কাল সঙ্গব অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ন কাল। এই পূর্ব্বাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে সখাগণের সহিত বনে বিহার করেন।

পূর্ব্বাহ্নের পর অর্থাৎ দিবা ১২ দণ্ডের পর হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ১২ দণ্ড কাল মধ্যাহ্ন। প্রদোষের পর নিশান্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাত্রি ১২ দণ্ডের পর হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত নক্ত বা নিশীথ। মধ্যাহ্ন কালে ও নিশীথ কালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিলাস।

মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড অপরাহ্ন। এই অপরাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণান্তে পুনরায় নন্দালয়ে আইসেন।

সায়ংকালের পর নক্ত পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড কাল অর্থাৎ ৬ দণ্ড রাত্রির পর ১২ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত প্রদোষ কাল। প্রদোষ কালে শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদগণকে আনন্দিত করেন। এই প্রকার নিত্যকাল ব্রজধামে অষ্টকালীয় লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট অপ্রকট উভয় কালেই এই অষ্ট কালীয় লীলা এক রূপই হইয়া থাকে কখন ভঙ্গ বা ব্যতিক্রম নাই, এই জন্য ভক্তগণ ও শাস্ত্রকারগণ, শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্ট কালীয় ব্রজলীলাকে নিত্যলীলা বলেন। আর প্রকটাবতার কালে কার্য্যানুরোধে বা অন্য কোন হেতু বশতঃ যে লীলা হয়, তাহা কেবল লীলা মাত্র, নিত্যলীলা নহে; উহা বহিরঙ্গা লীলা। এই অষ্ট কালীয় ব্রজ লীলাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অন্তরঙ্গা নিত্যলীলা। লীলা মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের একটি অসাধারণ গুণ। শ্রীনন্দনন্দন, বাসুদেব হইতে লীলামাধুর্য্য, প্রেম মাধুর্য্য, বেণু মাধুর্য্য ও রূপ মাধুর্য্য এই চারিটি অসাধারণ গুণে অধিক। লীলাখ্যা শক্তির আশ্রয়ে ভগবানের যে বিলাস উহার নাম লীলা। বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা ভেদে লীলা দুই

প্রকার। বহিরঙ্গা কার্য্যকারণাত্মিকা। অন্তরঙ্গা প্রেমাত্মিকা, নির্হেতু ও স্বাভাবিকী। মুখ্যা ও গৌণী ভেদে অন্তরঙ্গা লীলা দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস মূর্ত্তিতে যে অন্তরঙ্গা লীলা করেন উহা গৌণী অন্তরঙ্গা, ইহা দ্বারিকার নিত্যলীলা। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বা প্রকাশ মূর্ত্তিতে যে অন্তরঙ্গা লীলা করেন, উহা মুখ্যা অন্তরঙ্গা, ইহা ব্রজের নিত্যলীলা। দ্বারিকা লীলা ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য মিশ্রা, ব্রজলীলা শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী। ব্রজলীলা দুই প্রকার, ব্রজলীলা ও পুরলীলা। মথুরার লীলাকে পুরলীলা কহে, উহা প্রকটাবতারে হইয়া থাকে, অপ্রকটে থাকে না; এই জন্যই উহা নিত্যলীলা নহে। গোলকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস—শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিন্তু উহা লীলাখ্যা শক্তির আশ্রিতা নহে এই জন্য উহা লীলা নহে। অতএব ব্রজ, মধুপুর, দ্বারিকা, গোলোক, এই চারিটি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম হইলেও ব্রজ ও দ্বারিকাই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা ধাম, এই দুই ধাম ভিন্ন অন্য কোন ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয় না।

যস্তবাস পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থান চতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এবচ ॥ ৩ ॥

(লঘুভাগবতামৃতং)

পুরাণাদি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ব্রজ, মথুরা, দ্বারিকা, ও গোলোক এই চারিটি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম। ভেদাভেদ তত্ত্ব বিচার করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামী গণ উহাকে দুইটি বলিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

ধামস্য দ্বৈবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্বতী তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহু গোঁকুলংপুরমেবচ ॥
যত্ত, গোলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুল বৈভবং ॥ ৪ ॥

(লঘুভাগবতামৃতং)

মাথুর ও দ্বারিকা এই দুই ধাম। গোকুল ও পুর ভেদে মাথুর ধাম দুইটি। আর যে গোলোক নামে ধাম আছে, উহা গোকুলেরই বৈভব ধাম, অতএব এই তিনটি অভিন্ন ধাম; সুতরাং একা দ্বারিকা একটি স্বতন্ত্র লীলাধাম উহার বৈভব ধাম বৈকুণ্ঠ, ৮৪ ক্রোশ মথুরা মণ্ডল, উহার মধ্যে ১৬ ক্রোশ গোকুল মণ্ডল অর্থাৎ ব্রজ; ব্রজমণ্ডল মধ্যে ৫ ক্রোশ বৃন্দাবন

বৃন্দাবন ও গোলোক ঊর্দ্ধাধঃ সমসূত্রপাতে অবস্থিত, তত্ত্বতঃ অভিন্ন, কেবল ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়ত্ব মাত্র বিশেষ।

গোলোকে মধুরৈশ্বর্য্যে বর্ত্ততে ভগবান্ স্বয়ং।
যস্যেচ্ছয়া ভবেল্লীলা প্রকটাপ্রকটা দ্বিধা॥ ৫॥

ঐশ্বর্য্যময় গোলোক পরব্যোমের ঊর্দ্ধদেশে। মাধুর্য্যময় গোলোক ভূমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবন। ঐশ্বর্য্যময় গোলোক মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনেরই বৈভব ধাম, সুতরাং অভিন্ন। এই ঐশ্বর্য্যধাম গোলোকে ও মাধুর্য্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্থাৎ স্বরূপ * মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকেন। তাঁহারই ইচ্ছায় প্রকটা অপ্রকটা দুই প্রকার লীলা হইয়া থাকে। ৫।

প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে॥
সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি॥
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
সহৈব স্ব পরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥
কৃষ্ণ ভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥
প্রপঞ্চাগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যস্তু প্রকটা ভান্তি তাদৃশ্য স্তদগোচরা॥
তত্র প্রকট লীলায়া মেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিনঃ॥
যা স্তত্র তত্রা প্রকটা স্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ॥ ৬॥

(লঘুভাগবতামৃতং।)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই গোপ গোপীগণের সহিত ক্রীড়া অর্থাৎ

* স্বরূপ বা স্বয়ং রূপ যথা লঘুভাগবতামৃতে——

অনন্যাপেক্ষী যদ্রূপং স্বয়ং রূপ স উচ্যতে।

যেরূপ অন্য কোন রূপের অপেক্ষিত নহে অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ গোপেন্দ্র নন্দনত্ব রূপে যে মূর্ত্তি নিত্য বিরাজিত, উহাকে স্বয়ং রূপ বলে।

বিলাস প্রসিদ্ধ আছে। ‡ অতএব উহা অবতার কালের লীলা হইতে বিভিন্ন অর্থাৎ নিত্যলীলা। আর অসুর মারণাদি যাহা অবতার কালের লীলা উহাও নিত্যলীলা হইতে বিভিন্ন। অতএব এই উভয় লীলার এক কালতা ও নিত্যতা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার সিদ্ধান্ত এই—প্রকটা অপ্রকটা ভেদে লীলা দুই প্রকার।

কৃষ্ণ অনন্ত প্রকাশ স্বরূপ নিজ আত্মা ও অনন্ত প্রকাশ × স্বরূপ

‡ অথ মধ্য নিশাভাগে যুবত্য পরমাদ্ভুতাঃ।
পূর্ব্বদৃষ্টা স্তথান্যাশ্চ বিচিত্রাভরণ স্রজাঃ॥
দৃষ্ট্বা মনসি সম্ভ্রান্তো দণ্ডবৎ পতিতোভুবি।
পরিবার্য্য মুনিং সর্ব্বা স্তাস্তা প্রবিবিশুঃ শুভাঃ॥
প্রষ্টুকামোপি স মুনিঃ কিঞ্চিৎ স্বাভিমতং প্রিয়ং।
নাশকদ্রূপ লাবণ্য শ্রিয়াশ্চৈব প্রধর্ষিতঃ॥

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডং

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখিবার জন্য নারদ ব্রজে আসিয়া বৃষভানু গৃহে রাধার শৈশবী মূর্ত্তি দেখিলেন এবং মুনির স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীরাধা তাঁহাকে নিত্য সখী পরিবৃত স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং মুনির প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্দর্শন দিবার জন্য বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন গিরি সমীপস্থ অশোক কুঞ্জ নিকটে রাত্রিকালে থাকিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর মধ্য নিশাভাগে নারদ পরম অদ্ভুত রূপলাবণ্য সম্পন্ন যুবতীগণকে সেই অশোক কুঞ্জ সমীপে দেখিলেন, পূর্ব্বে এক বার শ্রীরাধার স্বরূপ দর্শন কালে যাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা ছাড়াও বিচিত্র বসন ভূষণে বিভূষিতা অনেক যুবতী শ্রীরাধার সহচরী আছেন দেখিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া নারদ সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। মুনিকে নিবারণ করিয়া তাঁহারা সকলে সত্বর সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে স্বাভিমত কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তাঁহাদের রূপ লাবণ্য ও শোভায় স্তম্ভিত হইয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না।

× অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

স্বকীয় আত্মীয় অর্থাৎ শ্রীরাধাদি লীলা পরিকরগণের সহিত নিত্য কাল লীলা করিয়া থাকেন।

সেই অনন্ত প্রকাশ সকলের মধ্যে কোন প্রকাশ মূর্ত্তিতে স্বীয় পরিবারগণের সহিত কোন সময় জগদন্তরে অর্থাৎ প্রপঞ্চ গোচরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জন্মাদি লীলা প্রকটিত করেন। এখানে কদাচিৎ অর্থে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর শেষে ও জগদন্তরে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে, ইহাই শাস্ত্রাদি মন্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি হইলেও পরং ব্রহ্ম, তৎ পরিবারগণও তৎতুল্য, অতএব সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরিবারগণের অসর্ব্বজ্ঞ প্রায় মানুষ লীলা কি প্রকারে সুসঙ্গত হয়? এ বিতর্কের সিদ্ধান্ত এই—লীলাশক্তি কৃষ্ণ ভাবানুরূপে তাঁহার লীলা পরিকরগণকেও বিভাবিত করেন।

প্রপঞ্চের গোচর বলিয়া এই লীলাকে প্রকটা লীলা কহে। এই প্রকার যে লীলা প্রপঞ্চের অগোচরে হয়, তাহাকে অপ্রকটা লীলা কহে।

প্রকট লীলায় গোকুল, মথুরা, দ্বারিকা, এই তিন ধামে গতাগতি হয়, অপ্রকটা লীলায় তাহা হয় না; যে যে ধামের যে লীলা, যে বিগ্রহ, যে পরিকর, সেই ধামেই তাহা থাকে। ৬।

এখানে অনন্ত প্রকাশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অনন্ত বৃন্দাবনে, ইহাই টীকার মন্তব্য। কোন প্রকাশ মূর্ত্তি কোন না কোন বৃন্দাবনে প্রকট, অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রকট অপ্রকট উভয় লীলাই নিত্য বর্ত্তমান। ইহাও টীকার মন্তব্য।

তবে প্রকট লীলাবসানে নন্দাদির যে ধামান্তর প্রাপ্তি পদ্মপুরাণাদিতে উক্ত আছে, উহা তাৎকালীয় প্রাপঞ্চিক ও ধামান্তরাগত অংশাদির, নিত্য পরিকরগণের নহে। উহার শাস্ত্র সিদ্ধ গোস্বামী মীমাংসা এই—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণ স্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিনোদিতি সাম্প্রতম্॥

এক সময়ে বহুস্থানে এক রূপের যে প্রকটতা উহাকে প্রকাশ কহে। এই প্রকাশ সকল সর্ব্ব প্রকারেই তৎ স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ স্বরূপ মূর্ত্তি হইতে ভিন্ন বা ঊন নহে।

প্রেষ্ঠেভ্যোপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ৭ ॥
(লঘুভাগবতামৃতং)

নন্দাদির অংশভূত যে দ্রোণ বসু প্রভৃতি প্রকটাবতার কালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তত্তৎ যোগ্য বৈকুণ্ঠে * প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম, সেই সকল নিত্যসিদ্ধ গোকুল পরিকরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল বৃন্দারণ্যে বিহার করিতেছেন। ৭। এই মীমাংসাই সমীচীন, কারণ, নিত্য বস্তুতে অনিত্যগন্ধ সংস্পর্শ অতি অসঙ্গত যুক্তি। বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে যথা——

নিত্যাবতারো ভগবন্নিত্য মূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো ** নিত্যৈশ্বর্য্য সুখানুভূঃ ॥ ৮ ॥

জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার নিত্য ও তাঁহার মূর্ত্তি নিত্য, তাঁহার রূপ নিত্য, তাঁহার সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সমস্তই নিত্য। তিনি নিত্য ঐশ্বর্য্যময়, নিত্য সুখ স্বরূপ অর্থাৎ নিত্য মধুর। ৮। অতএব বৈভব ধাম গোলোকে যিনি পূর্ণৈশ্বর্য্যময়, নিত্যলীলা ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তিনিই নিত্যমাধুর্য্যময়। যথা— পদ্মপুরাণে শিবোমা সংবাদে——

গুহ্যাদ্গুহ্যতরং হৃদ্যং পরমানন্দ কারণং।
অত্যদ্ভুত রহস্যানাং রহস্যং পরমং পরং ॥
সর্ব্ব শক্তিময়ং দেবি সর্ব্ব স্থানেষু গোপিতং।

* গোলোকের নামান্তর নিত্য বৈকুণ্ঠ, ইহা নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে এবং বৈকুণ্ঠেরও অনেকত্ব শাস্ত্রে শুনা যায়। সাম্প্রতং—অর্থ—উচিত, যোগ্য। অতএব যথাযোগ্য বৈকুণ্ঠ ইহাই মর্ম্ম। গোলোকেও ব্রজের ন্যায় নন্দাদির নিত্য বিগ্রহ আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহা দেখা যায়। আর প্রকটাবতার কালে সকল ধামের নিত্য মূর্ত্তি যেমন প্রকট মূর্ত্তিতে মিলিত হন, নিত্য পার্শ্বদ গণেরও ধামান্তরীয় নিত্য মূর্ত্তি সকল সেই রূপ অবতারিত ও প্রকট ধামের নিত্যপার্শ্বদগণে সংযুক্ত হন। প্রকট লীলাবসানে তাঁহাদেরই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ধাম প্রাপ্তি ও তাৎকালিক তদ্ধাম বাসী প্রাপঞ্চিক গণের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ইহাই পদ্ম-পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

** গন্ধ—সম্বন্ধ।

স্বাত্বতাং স্থান মূর্দ্ধণ্যং বিষ্ণো রত্যন্ত বল্লভং ॥
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতাং।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং ॥
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি।
গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎ কিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
বৈকুণ্ঠাদি বৈভবং যৎ দ্বারকায়াং প্রকাশিতং ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে নিত্য বৃন্দাবন (গোলোক) নামে সকল বৈষ্ণব ধামের মস্তক স্বরূপ হরির অতিপ্রিয় এক ধাম আছে। উহা গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, মনোজ্ঞ, পরমানন্দ স্বরূপ, অত্যাশ্চর্য্য, দুর্ব্বোধ হইতেও দুর্ব্বোধ, পরাৎপর। সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত ঐ ধাম অন্য কোন ধামেরই গোচর নহে। পূর্ণব্রহ্ম সুখ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যময় সেই ধাম নিত্য আনন্দপূর্ণ ও অব্যয়। বৈকুণ্ঠাদিধাম উহার অংশ ও অংশাংশ। ভূমণ্ডল মধ্যে যে বৃন্দাবন ধাম আছে, তাহা ঐ ধামেরই স্বরূপ প্রকাশ। সেই বৃন্দাবন ধাম গোকুল মণ্ডলে অবস্থিত, গোকুলের যাহা কিছু সে সমস্তই গোলোকৈশ্বর্য্য। বৈকুণ্ঠাদির বৈভব দ্বারিকায় প্রকাশিত অতএব কৃষ্ণ গন্ধীয় অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সমস্তই নিত্য, ইহাতে সন্দেহারোপ সাধু মীমাংসা নহে। ৯। যথা পদ্মপুরাণ নির্ব্বাণ খণ্ডে, বারাহে চ——

নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনা গোপকন্যাশ্চ তথা গোপাল বালকান্ ॥
মমাবতারো নিত্যোয়মত্র মাসংশয়ং কুরু।
মমেষ্টাহি সদা রাধা সর্ব্বজ্ঞোহং পরাৎপরঃ ॥ ১০ ॥

আমার মথুরা নিত্য, মথুরা মণ্ডলস্থ বৃন্দাবনও সেই প্রকার নিত্য বলিয়া জানিও। যমুনা, গোপকন্যা, এবং গোপাল বালক ইহারাও নিত্য। আমার এই অবতারও এখানে নিত্য, ইহাতে সংশয় কর্ত্তব্য নহে। ১০। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণাবতার কেবল প্রপঞ্চ অগোচর স্বরূপ মূর্ত্তি ও মুখ্য অন্তরঙ্গা নিত্যলীলার প্রপঞ্চ গোচরে প্রকাশ মাত্র। যথা সনৎকুমার তন্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎপটলে শিব নারদ সংবাদে——

শ্রীনারদোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ যৎ পৃষ্টং ময়া গুরো।

অধুনা শ্রোতু মিচ্ছামি ভাবমার্গ মনুত্তমং॥

শ্রীশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র সর্ব্বলোক হিতৈষিণা।
রহস্যমপি বক্ষ্যামি তন্মে নিগদিতং শৃণুঃ॥

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যামুনি শ্রেষ্ঠ তত্তুল্য-গুণ শালিনঃ॥
যথা প্রকট লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্য লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি।
গমনাগমনে নিত্যং করৈব বন গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনং॥
পরকীয়াভিমানিন্য স্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রমন্তি নির্জ্জনে প্রিয়ং॥ ১১॥
আত্মানং চিন্তয়েৎতত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবন সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং॥
নানা শিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণ ভোগানুরূপিণীং।
প্রার্থিতা মপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগ পরাংমুখীং॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎ সেবন পরায়ণাং।
কৃষ্ণাদপ্যাধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীং॥
প্রত্যন্থদিবসং যত্নাৎ তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং।
তৎ সেবন সুখাস্বাদ ভাবেনাতি সুনিবৃতাং॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবস্যাত্তু মহানিশা॥ ১২॥

নারদ। "ভগবন্! গুরো! যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই বলিয়াছেন, সম্প্রতি সকল সাধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবমার্গ শুনিবার ইচ্ছাকরি।" (ভাবমার্গ—রাগ মার্গ)

শিব। "বিপ্র! তুমি সকল লোকের হিত ইচ্ছা কর, অতএব উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার কথিত এই ভাব মার্গীয় সাধন অতি গূঢ়, শুন বলিতেছি।

তাপসোত্তম! এই ভূমণ্ডলবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সীগণ, সকলেই নিত্য, সকলেই তাঁহার তুল্য গুণশালী। প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার ব্রজ বিলাস পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে, অপ্রকট লীলা-তেও ভূমণ্ডলবর্ত্তী বৃন্দাবনেই তাহা সেই রূপ হইয়া থাকে। সেই রূপই গোচারণ জন্য প্রতিদিন বন গমন, বয়স্যগণের সহিত গোচারণ, আবার অপরাহ্নে গোচারণান্তে গৃহাগমন, সেই রূপই অভিসার ও কুঞ্জভঙ্গে বনগোষ্ঠে গমনাগমন নিত্যই হইয়া থাকে। (বন-শ্রীবৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বন। গোষ্ঠ—গোশালা, নন্দীশ্বরপুর শ্রীনন্দালয়। ইহাই অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সঙ্কেত) নিত্য লীলায় কেবল অসুর নিধনাদি নৈমিত্তিক লীলা নাই। পর-কীয়াভিমানিনী কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সেই প্রকারই গোপনভাবে নির্জ্জন নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যই বিহার করিতেছেন॥ ১১॥

পরকীয়াভিমানিনী অর্থাৎ নিত্যপ্রিয়া হইলেও লীলাশক্তি প্রভাবে যাঁহাদের নিত্য পরকীয়াভিমান ভিন্ন অন্যাভিমান নাই। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে পরকীয়া রতিই নিত্য

অথ স্বকীয়া। যথা সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে।

কান্তংপ্রিয়ং স্বয়ংপ্রাপ্তা পত্যুরাদেশ তৎপরা।

পাতিব্রত্যাদবিচলা স্বকীয়া পরিকীর্ত্তিতা॥ ১৩

পরকীয়া। যথা তত্রৈব।

পতিং কুলভয়ং ত্যক্তা গুরুণামপি গৌরবং।

পর ভর্ত্তৃরতা যা সা পরকীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৪

যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ।

রাগে নৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিনা।

ধর্ম্মেনা স্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তিতাঃ॥ ১৫॥

উপপতি যথা উজ্জ্বলে

রাগেনোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা।

তদীয় প্রেম স্বর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ ১৬॥

যথা চরিতামৃতে——

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

উজ্জলে যথা——

অত্রৈব পরমোৎকর্ষ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ। ১৭॥

উজ্জলে যথা——

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রস নির্য্যাস স্বাদার্থমবতারিণি॥ ১৮॥

যথা পদ্মপুরাণে।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ং।
ভূমি শ্চিন্তামণি স্তোয়মমৃতং রস পূরিতং॥
বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমা স্তত্র সুরভীবৃন্দ সেবিতং।
শ্রীলক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদংশাংশ সমুদ্ভবঃ॥ ১৯॥

দূতী প্রভৃতির সহায়তা ভিন্ন যে নায়িকা প্রিয়তম কান্তকে স্বয়ং প্রাপ্ত হন, সেই পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অবিচলিতা নায়িকাকে স্বকীয়া কহে। স্বকীয়ার প্রেমের বিষয় স্বামী।

যে নায়িকা পতি, কুলভয়, গুরুগৌরব পরিত্যাগ করিয়া পর পতিতে অনুরক্তা হয়, ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা না রাখিয়া যে নায়িকা অনুরাগভরে পর পুরুষে আত্ম সমর্পণ করে, যাহাকে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে পরকীয়া নায়িকা কহে। পরকীয়া নায়িকার প্রেমের বিষয় উপপতি।

যে ব্যক্তি আসক্তি হেতু ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়া অবলায় প্রেম প্রার্থী হয় এবং তাহারই প্রেম যাহার সর্ব্বস্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উপপতি কহেন।

ইহাতে শৃঙ্গার রসের পরমোৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠিত, অতএব পরকীয়া রতিতে সকল রসের পূর্ণত্ব আছে, স্বকীয়া রতিতে সকল রসের পুষ্টিতা নাই। এই জন্য পরকীয়াতে যে রসের অতি উল্লাস উহাই মহামুনি ভরত পরমারতি বলিয়াস্বীকার করিয়াছেন, ব্রজ বিলাসে এই পরমারতির পরমোৎকর্ষতাই শ্রীরাধার মহাভাব, অতএব ব্রজভিন্ন অন্য ধামে ইহার বিকাশ নাই। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যত্র এই পরকীয়া রতি অতি ঘৃণিত।

পরকীয়া রতি অতি ঘৃণিত বলিয়া যে শাস্ত্রাদির উক্তি আছে তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধে। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নহে। যে হেতু মধুর রসের সার আস্বাদন

জন্য ব্রজে তাঁহার অবতার। অবতার বলায় প্রকটলীলার মাত্র পরকীয়া নহে, উহা ব্রজের নিত্য রস।

রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন পূর্ণানন্দ রসের আশ্রয়, সেখানে ভূমিচিন্তামণিময়ী, জলাশয় অমৃত রস পূরিত, সকল বৃক্ষই কল্পতরু, তথাকার শ্রীকৃষ্ণ-সেবিত ধেনু মাত্রই সুরভী। ব্রজের স্ত্রী মাত্রেই লক্ষ্মী—এবং পুরুষ মাত্রেই বিষ্ণুর অংশ ও অংশাংশ। অতএব ব্রজ যুবতীগণের তিনিই পতি, তিনিই উপপতি, পরকীয়া স্বকীয়া ভেদ শ্রীকৃষ্ণে কি আছে? কেবল পূর্ণরসাস্বাদের জন্য লীলাশক্তির আশ্রয় মাত্র। ইতি ১১ শ্লোকের পরকীয়া তত্ত্ব বিচার। ১৩—১৯।

রাগ মার্গীয় সাধক সেই শ্রীবৃন্দাবনে পরকীয়াভিমানিনী গোপীগণ মধ্যে আপনার আত্মাকে মনোরম প্রমদাকৃতি চিন্তা করিবে। সেই অন্তশ্চিন্তিত স্ত্রী দেহকে কৃষ্ণ ভোগানুরূপিণী রূপ যৌবন সম্পন্না গোপ কিশোরী বলিয়া জানিবে। আপনাকে যুগল পরিচর্য্যানুকুলা নানা শিল্প কলা নিপুণা শ্রীরাধার অনুচরী জানিয়া তাঁহার সেবাতেই সদাকাল রত থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও তাঁহার অঙ্গসঙ্গ সুখ সম্ভোগে পরাংমুখী হইবে। কৃষ্ণাপেক্ষাও শ্রীরাধায় অধিক প্রেমবতী হইয়া প্রতিদিন নানা যত্নে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন করাইবে। সেবাপরা দাসীভাবে সেই যুগল সেবন সুখাস্বাদে অতিশয় আনন্দিত থাকিবে। আপনার আত্মাকে এই প্রকার বৃন্দাবনস্থ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মহা নিশাপর্য্যন্ত মানসী সেবায় নিমগ্ন থাকিবে। ১২

শ্রীনরোত্তমকৃত বৈরাগ্য নির্ণয়ে যথা—

মনেতে মানস আত্মা প্রকৃতির কায়। বর্ণ, বস্ত্র, অলঙ্কার ভূষা সর্ব্ব গায়॥
স্থায়ী স্থিতি বিলাস এই স্থান নিরূপণ। মাতা পিতা শ্বশুর শাশুড়ী বিবরণ॥
আপনার নিজপতি স্বকীয়ের সার। কৃষ্ণের সহিত পরকীয় ব্যবহার॥
আপনার গুরুবর্গ সখীরূপা জানি। তাঁর অনুদাসী মনে তাঁহার সঙ্গিনী॥

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা আত্মানং বাসনাময়ী।
আজ্ঞাসেবাপরা তত্তৎ কৃপালঙ্কার ভূষিতাং॥ * ২০

* সাধক আপনাকে গুরুরূপা সখীর সঙ্গিনী ভাবিয়া এবং সখীগণের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া লালসাময়ী সেবা পরায়ণা হইবে। নিজ সিদ্ধ দেহকে তাঁহাদের কৃপাদত্ত বসন ভূষণে ভূষিতা ভাবনা করিবে।

ছয় মঞ্জরী আর অষ্টসখী মেলি। আট আটে চৌষট্টি সখী সঙ্গে কেলি॥
রাধা কৃষ্ণ লীলার সহায়ে ব্যগ্র মন। সবাকার আজ্ঞা প্রতিপাল্য প্রতিক্ষণ॥
যে সময়ে যে যে লীলা করেন রাধাশ্যাম। মানসে সখীর সঙ্গে দেখে অনুপাম॥
দিবা আর রাত্রি এই অষ্টম প্রহর। নিত্য নিত্য লীলা করেন যুগলকিশোর॥
অন্তরে মানসরূপে পরিচর্য্যা কর। বাহ্যেতে বৈরাগ্য চেষ্টা অতি স্বতন্তর॥
এই সব ভাবভক্তি মানসে করিবে। ভাবসিদ্ধ দেহে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে যথা—

সাধকস্য যথাভাব সিদ্ধে প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ।
প্রতিপদাদি চন্দ্রস্য পূর্ণত্বং পূর্ণিমাবধি॥ ২১

শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক কলা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যেমন চন্দ্রের পূর্ণত্ব হয়, সেইরূপ যে সাধকের যেরূপ ভাব, সাধন পরিপাকে সিদ্ধাবস্থায় তাহার সেইরূপ প্রাপ্তি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২১

তত্রৈব—

বিষয়ঃ পুংসো দেহোঽয়ং রসাস্বাদোঽত্র কেবলং।
আশ্রয়ঃ স্ত্রীত্বমাপন্নং কৃষ্ণেন সহ ক্রীড়য়ন্॥ ২২

এই পুংস দেহ হয় বিষয় কেবল। সাধুমুখে লীলারস আস্বাদে সকল॥
তাহে দৃঢ়চিত্ত হৈলে ভাবোৎপত্তি হয়। ভাবসিদ্ধ হৈলে প্রেমা জানিহ নিশ্চয়॥
আশ্রয় ব্যতীত প্রেমার না হয় উৎপত্তি। প্রেম বিনা নাহি জানে ভজনের রীতি॥
যুবতীত্ব হৈলে তবে কহিয়ে আশ্রয়। কৃষ্ণ সহ ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রিয় হয়॥

কৃষ্ণ সহ ক্রীড়া—শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়ারস পুষ্টিরূপ দাস্য বলিয়া জানিবে। মঞ্জরীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ বিলাস নাই। যদিও কিঙ্করীগণের সহিত

সুবর্ণের ঝারি করি রাধাকুণ্ডে জল পূরি,
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
(শ্রীনরোত্তম প্রার্থনা)

কৃষ্ণের বিলাস কোন কোন স্থানে উল্লেখ আছে, উহা স্বেচ্ছায় নহে, স্বপ্ন দর্শনবৎ। স্বেচ্ছা বিহার হইলে সখীর সমত্ব হয়, মঞ্জরীভাব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও মঞ্জরী অর্থাৎ কিঙ্করীগণ উহা উপেক্ষা করেন। অতএব সাধক কদাপি কিঙ্করী ভাব ভিন্ন বিহার লালসা করিবেন না। মানসী সেবার প্রথম আরম্ভ শ্রবণ কীর্ত্তন। উহা হইতেই উদ্দীপন হয়। তার পর একটি অস্থায়ী ভাবের আবেশ হয়, সেই ভাবাবেশে স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় লীলাদি স্ফূর্ত্তি হয়, আবার ভাবান্তে কিছুই থাকেনা এইভাব স্থায়ীভাবে পরিণত হইলে ভাবসিদ্ধ নিত্য দেহ প্রাপ্তি হয়। ২২

অপ্রাপ্ত নিত্য দেহস্ত কথং সেবা বিধীয়তে।
সেবার্থে লালসাং কুর্য্যাৎ কদা মে সফলং ভবেৎ॥ ২৩

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

নিত্য দেহ প্রাপ্ত না হইলে সাক্ষাৎ সেবা হয় না, অতএব অপ্রাপ্ত নিত্য দেহ সাধক "কবে আমি সেই যুগল সেবার অধিকার পাইব।" এইরূপ সেবার্থ লালসা করিবে। এই লালসা নিজ ভাবানুকূল কোন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজজনের ভাবানুগত হওয়া প্রয়োজন হয়। ২৩

ভাবশ্চ স্বলাদিনাং গোপীনাং ভাব উত্তমঃ।
যেষাঞ্চক্রম সংখ্যায়াং প্রাপ্তিমেব প্রচক্ষ্যতে॥
অন্তরে প্রকৃতির্ম্মুখ্যা বাহ্যে পুংসা প্রকট্যতে।
স্ব স্ব ভাবে সদা মগ্নঃ পুংসাচারং নচাচরেৎ॥
অন্যভাবান্ পরিত্যজ্য রাধাভাবং সমাশ্রিতঃ।
ভবেত্তদনুগারূপা মঞ্জর্য্যাখ্যাং প্রসূয়তে॥
তদাখ্যাচ গুরোর্দত্তা নিত্যসৈব প্রসিদ্ধিতঃ।
হৃদয়ে চিন্তিতে নিত্যং ক্রমতা প্রাপ্যতে গুরৌ॥
ভজনস্য ফলেনাপি ভবন্তি ব্রজ কন্যকাঃ।
ব্রজরাজ সুতং কৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

সখ্যে সুবলাদির, বাৎসল্যে যশোদাদির, মাধুর্য্যে গোপীগণের ভাব উত্তম। ইহাঁদের সমভাব গ্রহণ করিবে না, অনুগত ভাব সাধনীয়। ইহাঁদেরই ক্রম সংখ্যায় অর্থাৎ গুরুপর্য্যায় ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিম্বা শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা প্রত্যাশী সাধকগণের পক্ষে সুবলাদি প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের ভাব ও গোপীগণের ভাব উত্তম। (যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অতি-গোপনীয় বিষয় সকল জানেন, যাঁহারা সখা হইয়াও সখীভাবাশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রণয়িজন শ্রেষ্ঠ সেই সকল সখাকে প্রিয়নর্ম্ম সখা কহে। সুবল ইহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অধিকারী। শ্রীরূপমঞ্জরীও সুবলের যুগল সেবাধিকারের গৌরব করিয়াছেন।) গোপীভাব বলিতে মঞ্জরীভাব জানিবে, সখীভাব নহে। সখীগণের শ্রীরাধার সহিত প্রায় সমভাব, মঞ্জরীগণের দাস্যভাবাশ্রিত সখ্য। অতএব সেবাপরা মঞ্জরীগণের অনুগত ভাবে সেবা কামনা করিবে।

মুখ্যা প্রকৃতিভাব অন্তরে গুপ্ত রাখিয়া বাহিরে পুরুষভাবে অর্থাৎ নদীয়া পার্ষদানুগত ভক্তভাবে থাকিবে। সর্ব্বদা নিজ নিজ সাধ্যভাবে মগ্ন থাকিয়া পুংসাচার এককালে পরিত্যাগ করিবে।

অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার ভাব আশ্রয় করিবে। রাধাভাব বলিতে রাধিকাতুল্য ভাব নহে, মহাভাব স্বরূপিণীর ভাব গ্রহণে অন্যের শক্তি নাই, সেই ভাবানুগত বিশুদ্ধ পরকীয়া ভাব মাত্র বুঝিবে। আপনাকে শ্রীরাধার অনুগা দাসী বিবেচনা করিয়া মঞ্জরী নাম গ্রহণ করিবে।

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট গুরুপরম্পরাগত সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে গুরু সেই সেই মঞ্জরী নামাদি প্রদান করিবেন। সেই গুরুদত্ত সিদ্ধোপদেশ নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে গুরুর নিকটেই ভজন ক্রম প্রাপ্ত হইবে। কারণ সিদ্ধ উপদেশ উপযুক্ত গুরুর নিকট ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতে হয়; * অসিদ্ধ দেহে সিদ্ধোপদেশে বিশ্বাস জন্মেনা, এই জন্য যেমন যেমন ভজন পরিপক্ব হয়, গুরুও তদনুরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। "যেমন ভজন তার অনুভব তেমন। বিশ্বাস এই তিন এককালে হন॥" ইতি প্রসিদ্ধ।

* সিদ্ধোপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়া অধুনা অনেকে ঘৃণিত ইন্দ্রিয়চর্য্যায় লিপ্ত হন, সাবধান সে প্রকার ব্যক্তির ছায়া স্পর্শ করিবেনা, বিশুদ্ধভক্ত ও

এই রাগানুগীয় ভজনের ফলে ব্রজধামে ব্রজকন্যারূপ জন্ম লাভ হইয়া নিশ্চয় শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৪

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃতে রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায়াং যথা—

তত্রোচ্যতে। সাধক দেহ ভঙ্গ সময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় চির সমঙ্গ বিধৃত সাক্ষাৎ সেবাভিলাষ মহোৎকণ্ঠায় ভগবতা কৃপয়ৈব সপরিকরস্য স্বস্য দর্শনং তদভিলষণীয় সেবাদিকং চালব্ধস্নেহাদি প্রেম ভেদায়াপি সকৃদ্দীয়তে এব যথা নারদৈব। চিদানন্দময়ী গোপিকা তনুশ্চ দীয়তে। সৈবতনু যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয় প্রকট প্রকাশে কৃষ্ণপরিবার প্রাদুর্ভাব সময়ে গোপীগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। নাত্রকাল বিলম্ব গন্ধোঽপি। প্রকট লীলায়া অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয় লীলানাং প্রাকট্যং তত্রৈবাস্যামেব ব্রজভূমৌ। অতঃ সাধক প্রেমিভক্ত দেহভঙ্গ সমকালেঽপি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভাবঃ সদৈবাস্তি, ইতি ভো ভো মহানুরাগিসোৎকণ্ঠভক্তা মাভৈষ্ট, সুস্থিরাস্তিঃ স্বস্ত্যোবাস্তি ভবতাইতি। ২৫

সৎশাস্ত্র আশ্রয়ে কার্য্য করিবে। অন্তরে যথার্থ লালসার উদয় হইলে সেই, শ্রীকৃষ্ণই সাধকের সমুদয় অভাব বিমোচন ও শুভ সংযোজন করিয়া দেন, তদর্থ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। একান্ত আসক্ত চিত্তে লীলামৃত আস্বাদন ও সাধুশাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন মহাজনগণের রাগমার্গীয় গ্রন্থাবলী এবং শ্রীপাদ গোস্বামীগণের ভক্তিগ্রন্থাবলী অনুশীলন করুন, তাঁহাকে পাইবার যথার্থ লালসা থাকিলে তিনি তদনুরূপ বুদ্ধিযোগ ও সৎসঙ্গ প্রদান করিবেন। সদ্‌গুরুর আশ্রয় তিনিই দিবেন, জগতে অভাব কিছুনাই। সিদ্ধভক্তও শিক্ষাগুরু স্থানীয়, অতএব দীক্ষাগুরু হইতে যাঁহার সকল অভাব পূর্ণ না হয়, তিনি সিদ্ধ ভক্তের উপদেশে সুপথ আশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। গুরুক্রমাগত সিদ্ধ প্রণালী প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, উহা না পাইলেও হতাশ হইতে নাই। গুরুরূপী হরির কৃপায় উহা না পাইলেও সিদ্ধিলাভ হয়। লীলা ও নামাশ্রয় করুন। প্রাচীন মহাজনের নাম দিয়া বাজারে অনেক কুৎসিৎ গ্রন্থ বিক্রয় হয়, প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ ভক্তজন প্রকাশিত গ্রন্থ ভিন্ন ঐরূপ গ্রন্থাদি রাগমার্গীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

যখন গোপী জন্ম লাভ ব্যতীত পরকীয় রসের পোষক পিতা, মাতা, পতি, প্রভৃতির নির্দ্দেশ হয় না এবং অপ্রকট বৃন্দাবন সিদ্ধভূমি, সেখানে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতিও নাই, সুতরাং সাধক দেহ ভঙ্গের পর পুনর্ব্বার প্রকটলীলায় গোপজন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পরমোৎকণ্ঠিত ভক্ত এই সুদীর্ঘকাল কোথায় থাকেন? এ আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু সে আশঙ্কা নাই। এ কথার উত্তর এই—যে সকল প্রেমিকভক্ত চিরকাল ব্যাপিয়া সাক্ষাৎ সেবাভিলাষে মহাউৎকণ্ঠিত থাকেন, তাঁহাদের স্নেহাদিভাব * সমূহ লাভ না হইলেও, সাধকদেহ ভঙ্গ সময়ে অর্থাৎ জীবনান্তকালে শ্রীভগবান কৃপা করিয়া নিত্য পরিবারগণের সহিত একবার দেখা দিয়া থাকেন এবং সাধকের চিরাভিলষিত সেবাদিও একবার প্রদান করেন। সে সময় সেই ভক্তকে গোপীদেহও দিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। (পদ্মপুরাণে এ প্রসঙ্গ আছে) বৃন্দাবনীয় প্রকট প্রকাশে কৃষ্ণপরিবারগণের যখন প্রাদুর্ভাব হয়, যোগমায়া সেই সময় সেই গোপীদেহকেও গোপী গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভাবিত করিয়া থাকেন। এই গোপী জন্ম প্রাপ্তিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হয় না, কারণ প্রকট লীলারও বিরাম নাই। যে ব্রহ্মাণ্ডে সে সময় লীলা প্রকট হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তদন্তর্গত প্রকট ব্রজভূমিতে যোগমায়া সেই সাধকের গোপীদেহ গোপী গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত করেন। অতএব প্রেমিভক্তের সাধক দেহ ভঙ্গ সমকালে নিশ্চিত সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদাই প্রকট রহিয়াছে। হে মহানুরাগি উৎকণ্ঠাকুল ভক্তগণ! ভীত হইও না, স্ব স্ব ভাবে স্থির থাক, তোমাদের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। ঐ শুন শ্রীকৃষ্ণ কি প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিতেছেন। ২৫

গোপী ভাবেন যে ভক্তা মামেব সমুপাসতে।

তেষু তাস্বিব তুষ্টোঽহং সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥ ২৬

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

* সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

চরিতামৃত।

যে সকল ভক্ত গোপীভাবে আমার সম্যক্‌রূপে উপাসনা করে, আমি গোপীগণের প্রতি যেরূপ, সেইরূপ তাহাদের প্রতি তুষ্ট হই। ইহা সত্য অতি সত্য। আহা! কি মধুরাশ্বাস! আমরা ত্রিতাপ জ্বরে সর্ব্বদা শীত কম্পিত, তাই এমন মাধুর্য্য নিকুঞ্জের শীতল ছায়া পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যের অগ্নিতাপ সেবনে সদা নিপুণ। আমাদের এই জ্বর শান্তির কি কোন সুখসেব্য ঔষধ নাই? অবশ্যই আছে; সাধুসদ্বৈদ্যাশ্রয়, আর নিরন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা রসামৃত পান করিলে এই ত্রিতাপ জ্বর সদ্যই শান্তি হইয়া মাধুর্য্য কুঞ্জের শীতল ছায়া সেবনে রুচি হইয়া থাকে। ২৬

বস্তুতত্ত্ববিচারেণ মহৈশ্বর্য্যং পুনঃ পুনঃ।
তদেবলীলয়াতত্ত্বে পূর্ণ মাধুর্য্য মেবচ॥ ২৭

(সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়)

বস্তুতত্ত্ববিচারিতে পরম ঐশ্বর্য্য। লীলাতত্ত্ব বিচারিতে কেবল মাধুর্য্য॥

॥ সি॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বস্তুতত্ত্ব অনুশীলনে উত্তরোত্তর তাঁহার মহৎ ঐশ্বর্য্যই গোচর হইয়া থাকে। এই প্রকার শ্রীগোবিন্দের আত্মারাম গণাকর্ষী ব্রজলীলা তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে পূর্ণ মাধুর্য্য অনুভূত হয়। ২৭

ঐশ্বর্য্যানুশীলন জনিত জ্ঞানাগ্নি বিশুষ্ক কঠোর চিত্তক্ষেত্র লীলামৃত রস সিঞ্চনে কোমল হয়। চিত্ত কোমল হইলেই ভাব মধুর হয়। নিজের ভাব মধুর হইলেই শ্রীকৃষ্ণের মধুরাদপি সুমধুর পূর্ণ মাধুর্য্য গোচর হয়। গোচর হইতে আস্বাদ, আস্বাদ হইতে রসানুভব, রসানুভব হইতে লোভোৎপত্তি, লোভের অদম্য বর্দ্ধিতাবস্থার নাম লালসা, লালসার পরিণতি পূর্ব্বরাগ, তারপর ভাবোদয়, ভাবোদয়ে উৎকণ্ঠাতিশয্যে এই লালসাই অনুরাগ, অনুরাগের গাঢ়ত্বই সারসিকী অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রেম, প্রেম হইতে সেবা প্রবৃত্তি, সেবানুরক্তি, সেবা পরিণতি, সেবাই সাক্ষাৎ প্রাপ্তি। অতএব ভক্তগণ সাবহিত চিত্তে নিরন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দলীলামৃত অনুশীলন করুন, লীলানুশীলনই সকল ভজনের মূল অর্থাৎ আদি আরম্ভ ও পরিণতি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের উপক্রমণিকা খণ্ডের এই প্রথমাংশে রাগানুগীয় ভজন ক্রম কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল। আজ কাল সমাজে রাগানুগা ভক্তির বিশুদ্ধ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে বুঝিয়াছেন, সৎশাস্ত্রের দুর্লভতা ও দুরধিগম্যতা প্রযুক্ত অজ্ঞান তমসাবৃত শাস্ত্রবোধ শূন্য নিম্নতম বৈষ্ণব সমাজে এতদিন রাগানুগীয় ভজন বলিয়া কতিপয় ইন্দ্রিয় পরায়ণ ভণ্ডদল প্রবর্ত্তিত কুৎসিৎ ইন্দ্রিয় চর্য্যার প্রবল প্রাদুর্ভাব বিধবাকুলের বৈধব্যব্রত ধ্বংসন ও পাতিব্রাত্য ধর্ম্মে অশনি সম্পাত করিয়া পরম করুণাবতার শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাস্বরূপ চিরাদনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল রসাশ্রিতা রাগানুগীয়া ভক্তিপথে দুরপণেয় কলঙ্কারোপ করিয়াছিল, উহা অমৃত নাম দিয়া বিষ বিক্রয় মাত্র। এখন সমাজে বিশুদ্ধ ভক্তি শাস্ত্রের বহুল প্রচার হওয়ায় সে দুর্দ্দিনের ক্রমেই অবসান হইতেছে। বিশুদ্ধ শাস্ত্রাদি অনুশীলনে অনেকে রাগানুগীয়া ভক্তির বিশুদ্ধতা ও উপাদেয়তা অনুভব করিয়া ভজন পিপাসু হইয়াছেন। সেই সকল ভজন পিপাসু ভক্তগণের ভজনানুকুল্য বিধান জন্য রাগমার্গীয়া মানসী সেবা সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি ও সাধুপদেশ সহায়ে যৎকিঞ্চিৎ সাধন তত্ত্ব অনুশীলন করা হইল। সমাজে আজ কাল অনেকে রাগানুগীয়া ভক্তি সাধনে ইচ্ছা রাখেন, অথচ শাস্ত্র বা উপদেশ অভাবে সুপথ প্রাপ্ত হন না, এই যৎসামান্য অনুশীলন হইতেই তাঁহারা প্রচুর উপকার পাইবেন, কারণ বহু ভক্তিশাস্ত্রের সার সার উপদেশগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিনয়করি মূঢ় তার্কিক ব্যক্তিগণ এ সকল সাধনানুভবনীয় তত্ত্বে তর্কারোপ করিয়া কোমল প্রাণ ভক্তজনের মনে কষ্ট দিবেন না। কারণ যাহা সাধকজন সাধন বলে অনুভব করেন, বিনা সাধনে সেই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব লইয়া তর্কাদি করা নির্ব্বুদ্ধিতা, শ্রীপাদ গোস্বামীগণের সুবিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র সমূহ বহু বহু মহামহোপাধ্যায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহুবার বিচারিত হইয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব আর কাহারও পিষ্টপেষণে আবশ্যক নাই। নিশ্চিন্ত চিত্তে এই সকল বিষয়ের অনুকুল অনুশীলন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থখানি কেবল পাঠ্য নহে, ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকুলে নিত্য ভজনীয়। তাই ইহার উপক্রমণিকার প্রথমাংশে রাগানুগীয় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ভজন পথ যথা সম্ভব প্রদর্শিত হইল।

ব্রজে পঞ্চ রসিক।

:০০:

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥

উপক্রমণিকা ৩৪ পত্র দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দ্বারিকা ও ব্রজ * এই দুইটি নিত্যধাম। উভয় ধামেই মধুর রসের বিলাস হইলেও দ্বারিকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য মিশ্র সুতরাং সংকীর্ণ। ব্রজধামে রাগময় শুদ্ধ মাধুর্য্য সুতরাং বিস্তীর্ণ ও অসীম। দ্বারিকার বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ ব্রজের শ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি বাসুদেব। ব্রজে শ্রীনন্দ নন্দন স্বয়ং রূপ, সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি, শুদ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণাধার। রূপ গুণ বয়ো বেশ বিলাস বৈদগ্ধ্যাদি যাহার বিষয় তাহাকেই শৃঙ্গার † বা মধুর রস কহে। রতির আস্বাদনীয় বিষয়ের নাম রস। রতির বিভিন্নতা হেতু রসেরও বিভিন্নতা হয়। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, এই অষ্টবিধ রসের মধ্যে এক শৃঙ্গার মুখ্যরস, অপর সাতটি গৌনরস। এইজন্য শৃঙ্গার বা মধুর রস সকল রসের রাজা। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণই এই রস

* মথুরা মণ্ডলের যতটুকু অংশ শ্রীনন্দনন্দনের চরণাঙ্কিত বিলাস ভূমি, তাহার নাম, ব্রজমণ্ডল, গোকুল মণ্ডল, বা নন্দব্রজ। এই নন্দব্রজ শ্রীনন্দ মহারাজের অধিকৃত গোষ্ঠভূমি। ব্রজ শব্দের অর্থ গোচারণ স্থান, গোষ্ঠ। এই ব্রজ মণ্ডলের বাহিরে শ্রীনন্দনন্দনের কোন লীলা নাই, অতএব উহা অনাদি সিদ্ধ নিত্য লীলাধাম।

† ব্রজে সাধারণতঃ বেশ ভূষার নাম শিঙ্গার। শৃঙ্গার শব্দই শিঙ্গারের মৌলিক শব্দ। অতএব মাধুর্য্যই শিঙ্গার বা শৃঙ্গার রসের রতি উৎপাদক। শান্তি, প্রীত, প্রেয়, বৎসল, মধুর, এই পঞ্চবিধ রতি শৃঙ্গার রসে স্বাভাবিক। এই পঞ্চ রতি ভেদে শৃঙ্গার রসও, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, এই পঞ্চবিধ হয়। গৌণ সপ্তরস লইয়া দ্বাদশ রস।

রাজের পূর্ণাধার, তাই তিনি শুদ্ধ মাধুর্য্যময়। অন্যত্র ঐশ্বর্য্য মিশ্রণে মাধুর্য্য অপূর্ণ। এই জন্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে রাগের অসদ্ভাব হেতু সেই মাধুর্য্যময়কে পাওয়া যায় না, কেবল রাগানুগীয়া মধুরা রতি হইতেই তাঁহার পূর্ণ মাধুর্য্য অস্বাদনীয় হয়। গোপী অনুগত ভাব, রাগানুগীয়া মধুরারতি ‡; তাই উহাতে ঐশ্বর্য্যানুভব নাই। একমাত্র গোপী ভাবে শান্তাদি পঞ্চ ভাবের সমাবেশ হেতু, গোপী অনুগত ভাব বলায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চ ভাবেই ভাব ও ভাবনানুরূপা ব্রজগতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শান্ত রসিক ভক্তের ব্রজে গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে কোন কোন ভক্ত সন্দিহান হইয়াছেন; এই জন্য নিম্নে উহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধিয়তে ১
পুরাণে নাট্য শাস্ত্রেচ দ্বয়োস্তু রতি ভাবয়ে
সমানার্থ তয়াহত্র দ্বয়মৈক্যেন লক্ষিতং ॥ ২
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥ ৩ ॥ চ।

ভক্তি রসামৃতে—

ব্যক্ত মস্‌নতেবাস্তর্লক্ষ্যতে রতি লক্ষণং। ৪
সাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানিতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষাকৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ৫
স্থায়ী ভাবোত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ারতিঃ।
মুখ্যা গৌনীচ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬
পূর্ব্বমুক্তাদ্বিধা ভেদামুখ্য গৌণতয়া রতেঃ।
ভাবভক্তি রসোপ্যেব মুখ্য গৌণতয়া দ্বিধা ॥
পঞ্চধাপি রতে রৈক্যান্মুখ্যস্তেক ইহোদিতঃ।
সপ্তধাত্র তথা গৌণ ইতিভক্তি রসোহষ্টধা ॥

‡ বৈধী রাগানুগামার্গ ভেদেন পারকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ॥
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্রনিষ্পাদয়ন্ রুচিং।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ ॥ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ।

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্ব মনুত্তমাঃ॥
হাস্যোদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥
এবং ভক্তি রসো ভেদা দ্বয়ো র্দ্বাদশধোচ্যতে।
বস্তুতস্তু পুরাণাদৌ পঞ্চধৈব বিলোক্যতে॥ ৭ (ভক্তিরসামৃত)

যথা চরিতামৃতে—

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার। শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্য রতি মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ। রতিভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।
হাস্যোদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়। পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণরস সপ্ত হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে। সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥ ৮
শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত। দাস্য ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ মাতৃ স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা। ভক্তি শব্দে কহিল এই অর্থের মহিমা॥ ৯
শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর। দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন॥
মধুর রসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুই ত প্রকার। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা কেবলাভেদ আর॥‡
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন। পুরীদ্বয় * বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীন॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥ ১০
কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে। ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥
শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যা কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা। শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধ্যে ইতি শ্রীমুখ গাথা॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য্য মানি। অতএব শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত এক জানি॥

‡ রত্যন্তরস্যগন্ধেন বর্জ্জিতা কেবলাভবেৎ। ব্রজানুগে রসালাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে। গুরৌচ ব্রজ নাথাদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

* পুরীদ্বয় মথুরা ও দ্বারিকা।

কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে। এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন। অতএব দাস্য রসের এই দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম সেবা সখ্যে বিশ্বাস ময় ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার ॥
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান। চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥
মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়। সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্যে হয় ॥
কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ ॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ১১

শান্ত ভক্তি-রস নিরূপণং। ভক্তিরসামৃতে—

নাস্তি যত্র সুখং দুঃখং ন দ্বেষো নচ মৎসরঃ।
সমঃ সর্ব্বেষুভূতেষু স শান্ত প্রথিতো রসঃ ॥ ১২
মানসে নির্ব্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধিযতে। ১৩
প্রায়ঃ শম প্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তারতির্মতা ॥ ১৪
শমস্ত নির্ব্বিকারত্ব রাটচ্চৈর্নৈব মন্যতে।
শান্ত্যাখ্যায়া রতেস্তত্র স্বীকারান্ন বিকল্প্যতে ॥
শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্ত রতিং বিনা ॥ ১৫
অত্র শান্তি রতিঃ স্থায়ী সমা সান্দ্রাচ সা দ্বিধা ॥ ১৬
বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তি রতির্ধীরৈঃ শান্ত ভক্তিরসঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭

অথ শান্তভক্তাস্তত্রৈব—

তত্রাপীশ স্বরূপানুভবস্যৈবোরু হেতুতা।
দাস্যাদি মন্মনোজ্ঞত্ব লীলাদের্নতথা মতা। ১৮
শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ তৎপ্রেষ্ঠ কারুণ্যেন রতিং গতাঃ।
আত্মারামাস্তদীয়াধ্ব বদ্ধ শ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ ॥
আত্মারামাস্তু সনকসনন্দমুখা মতা ॥ ১৯

ভক্তির্মুক্তৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্ত বিরক্ততাঃ।
অনুজ্‌ঝিত মুমুক্ষা যে ভজতে তেতু তাপসাঃ॥ ২০
ভক্তাত্মারাম করুণা প্রাপক্ষেনৈব তাপসাঃ।
শান্তাখ্য ভাব চন্দ্রস্য হৃদাকাশে কলাংশ্রিতাঃ॥ ২১
শ্রীনন্দনন্দননিষ্ঠ শান্তভক্তা স্তত্রৈব
ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি নন্দসূনোঃ কৃপাভরঃ।
প্রথমং জ্ঞান নিষ্ঠোপি সোত্রৈব রতি মুদ্বহেৎ॥ ২২

তত্র শ্রীমন্নন্দসূনু রূপস্য তস্য কৃপাতিশয়েতু পরমোৎকর্ষ মাহ ভবেদিতি। অত্র শ্রীনন্দসূনাবেব রতি মুচ্চৈর্বহেত তদযোগ্যতাং শান্তি মতিক্রম্য রতিবিশেষং বহতীত্যর্থঃ। ২৩

জন্মহৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥ সনকাদ্যের কৃষ্ণ কৃপায় সৌরভে হরে মন। গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥* ব্যাস কৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া করেন ভজন॥‡ নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী। বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণ গুণ শুনি॥ গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে কৃষ্ণের ভজন। একাদশ স্কন্ধে তার ভক্তি বিবরণ॥ ২৪ চ নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ। মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥ কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়। মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়॥ ২৫ চ

ব্রজে শান্তভক্তাঃ। শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়োবতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণু গীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির প্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিত দৃশো বিগতান্য বাচঃ॥ ২৬
এতেঽলিন স্তবযশোঽখিল লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদি পুরুষান্ পথং ভজন্তে।

* যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ তদেবাকৃতি চিন্তাতে। ত্রিভঙ্গ ললিতাশেষ লাবণ্য সার নির্ম্মিতং॥ রাধাতন্ত্রং॥

‡ হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ঃ॥ ভাগবতং।

প্রায়ো বতাম্ব মুনিগণা ভবদীয় মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং ॥ ২৭

সরসি সারস হংস বিহঙ্গা শ্চারু গীত হৃত চেতস এত্য।
হরি মুপাসততে যত চিত্তা হন্ত মীলিত দৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ২৮

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ বীরুধস্তৎ
পাদ স্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়ো রপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ২৯

গা গোপকৈ রনুবনং নয়তোরুদার বেণুস্বনৈঃ কলপদৈ স্তনুভৃৎ সুসখ্যাঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলক স্তরূণাং নির্যোগ পাশকৃত লক্ষণয়ো র্বিচিত্রং ॥ ৩০

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার বিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্ট তনবোববৃষুঃস্ম ॥ ৩১

বিদগ্ধ মাধবে—
সহরিভি ভবতিভিঃ স্বান্তহারী হারিণ্যো
হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী বাধায়ি।
মহুমুকুলিত বংশী কাকলীভির্মুখেভ্যঃ
মৃদুতৃণ কবলা বঃ সামিলীঢ়া স্খলন্তি ॥ ৩২
বিঘূর্ণান্তাঃ পৌষ্পং ন মধুলিহস্তেঽমী মধুলিহঃ
শুকোঽয়ং না দত্তে কলিত জড়িমা দাড়িম ফলং।
বিঘূর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং
পথানেন স্বামী তদিহ ভবতাগামী ধ্রুবমগাৎ ॥ ৩৩

নৈসর্গিকাণ্যপি নিরর্গল চাপলানি হিত্বাদ্য সঙ্কুলতনুঃ পুলকাঙ্কুরেণ।
দৃষ্টিং চিরেণ পরিরব্ধ তমাল শাখা শাখামৃগী ভবতি রিয়ং কিমনন্তনাতি ॥ ৩৪
সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ গন্ধর্বাঃ কোকিলাদ্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ পদ্মপুরাণং
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্ম রূপতঃ ॥ ৩৬ বৃহদ্গৌতমীয়
ভগবৎ সন্দর্ভ ধৃতশ্রুতিঃ—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীত্যাদি। ৩৭

পদ্মপুরাণে যথা—

সনকাদৈর্ভাগবতৈঃ সংস্তুতং মুনি পুঙ্গবৈঃ॥ ৩৮ *

সনৎকুমার কল্পে—

আবৃতং দেবতাবৃন্দৈঃ পুষ্পাঞ্জলিকরৈর্দিবি॥ ৩৯

গৌতমীয় তন্ত্রে—

দেবাসুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
যক্ষৈর্ব্বিদ্যাধর গণৈর্ব্বিহগৈর্ভুবি সংস্থিতৈঃ॥
ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানং কৃষ্ণৈকেণ শুচিস্মিতং। ৪০

গৌতমীয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যানে—

তুম্বুরু নারদশ্চৈব হা হা হূ হূ স্তথৈবচ। কিন্নরী মিথুনঞ্চাপি শ্রুত্বা গীতং তথা হরেঃ॥ বীনাদি সাধনং ত্যক্তা বিস্ময়াবিষ্ট চেতসঃ। তে স্তবন্তি মহাত্মানং গায়নাদ্বিরতি স্থিতাঃ॥ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্ব্বিহঙ্গমৈঃ। স্থাবরৈঃ পন্নগৈশ্চাপি সিদ্ধৈ বিদ্যাধরৈস্তথা॥ শাখামৃগৈর্মনুষ্যৈশ্চ বীক্ষমানৈঃ সুবিস্মিতৈঃ॥ সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্নং সৌন্দর্য্যেনাভিশোভিতং। মোহনং সর্ব্ব গোপীনাং লোকানাং পতিরব্যয়ং॥ নারদেন চ সিদ্ধেন বিশ্বামিত্রেন ধীমতা। পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুনাঙ্গিরসেন চ॥ দক্ষেণ সনকাদৈশ্চ সিদ্ধেন কপিলেন চ। বাস্তবাগীশ হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনঃ ক্রতু॥ মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ পুলস্ত পুলহাদিভিঃ। বশিষ্ঠাদৈর্ম্মুনীন্দ্রৈশ্চ স্তূয়মানং সুরাসুরৈঃ॥ ব্রহ্ম লোকগতৈঃ সিদ্ধৈর্নাগলোক গতৈরপি। অন্যৈরপি সুর শ্রেষ্ঠৈঃ স্তূয়মানং স্মরেদ্বিভুং॥ ৪১

হরিভক্তি বিলাস ধৃত নন্দনন্দন ধ্যানে—

গোপ গোপী পশুনাং বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্তগীর্ব্বাণ ঘটাং।
বিত্তার্থিনাং বিরিঞ্চি ত্রিনয়ন শতমন্যু পূর্ব্বিকাং স্তোত্রপরাং॥
তদ্দক্ষিণতো মুনি নিকরং দৃঢ় ধর্ম্ম বাঞ্ছনাম্নায় পরং।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষুমানান্ সমাধিনা সনকাদ্যান্॥
সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ কামার্থিনো নর্ত্তন গীত বাদ্যৈঃ॥ ৪২
শঙ্খেন্দুকুন্দ ধবলং সকলাগমজ্ঞং, সৌদামিনী ততিপিশঙ্গ জটাকলাপং।
তৎপাদ পঙ্কজ গতামচলাঞ্চ ভক্তিং বাঞ্ছন্ত মুজ্ঝিততরান্য সমস্ত সঙ্গং॥
নানাবিধ শ্রুতি গণান্বিত সপ্তরাগ গ্রামত্রয়ী গত মনোহর মূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্ত মুদিতাভিরমুং মহত্যা সঞ্চিন্তয়েন্নভসি ধাতৃ সুতং মুনীন্দ্রং॥ ৪৩

---

* ৩৮ হইতে ৪৩ প্রমাণের মূল অনুবাদ তাৎপর্য্যাদি উপক্রমণিকা ৩য় অংশে ১০।১২।৬।৫।৭ ধ্যানে দ্রষ্টব্য। উপরোক্ত ৩৭ প্রমাণের শ্রুতিবাক্যও দ্রষ্টব্য।

ব্রজস্থা দাসাশ্চ। ভক্তি রসামৃতে—

রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ॥
আনন্দ চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুল স্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥ ৪৪

ব্রজস্থা বয়স্যাঃ পঞ্চবিধা যথা—
সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ॥ ৪৫

সুহৃদঃ।— বাৎসল্য গন্ধি সখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধা স্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা পরায়ণাঃ॥
সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্র ভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ॥
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদ স্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৬

সখায়ঃ।— কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতি গন্ধিনা।
বিশাল বৃষভৌজস্বি দেবপ্রস্থ বরূথপাঃ।
মরন্দ কুসুমাপীড় মণিবন্ধ করন্ধমাঃ।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ॥ ৪৭

প্রিয়সখাঃ।— বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবল মাশ্রিতাঃ।
শ্রীদামাচ সুদামাচ দামাচ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিনী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেন বিলাসিনঃ।
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী।
রময়ন্তী প্রিয়সখাঃ কেলিভির্ব্বিবিধৈঃ সদা॥ ৪৮

প্রিয় নর্ম্মসখাঃ—প্রিয় নর্ম্ম বয়স্যাস্তু পূর্ব্বতো প্যভিতো বরাঃ।
আত্যন্তিক রহস্যেষু যুক্তাভাব বিশেষিণঃ।
সুবলার্জ্জুন গন্ধর্ব্বাঃ স্তে বসন্তোজ্জলাদয়ঃ॥

অথ বৎসল ভক্তাঃ—
ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেষ্বিমৌ। ৪৯

অথ মাধুর্য্য রসিকাঃ—
প্রেয়সীষু হরেস্তাসু প্রবরা বার্ষভানবী। ৫০

শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলামৃত।

উপক্রমণিকা।

॥ ২ ॥

উপক্রমণিকার প্রথম অংশে নিরূপিত হইয়াছে, রাগমার্গীয় সাধকের সাধ্য শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম সেবা, মানসী সেবা উহার সাধন। সেই সাধনভূতা মানসী সেবায় স্থায়ী ভাব উদ্দীপন জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ মনন অনুশীলন নিত্য প্রয়োজন। এই অষ্টকালীয়া লীলা কাল্পনিক নহে, উহা নিত্য বৃন্দাবনধামের অনাদি প্রবৃত্ত দৈনন্দিন নিত্য বিলাস। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ, সমাধিগম্য, রাগমার্গীয়া ভক্তিযোগ সাধকের পঞ্চম পুরুষার্থ সাধনলব্ধ পরমাসিদ্ধি ও গতি। এই নিত্যলীলা ও লীলাধাম বেদগোপ্য, গুহ্যাদপি গুহ্যতম, একমাত্র ব্রজজনানুচরিতপর রাগানুগীয়া ভক্তিসাধক ভিন্ন অন্য সাধকের অগম্য ও অগোচর। এই জন্য এই নিত্যলীলা ও লীলাধাম শাস্ত্র মধ্যে অতি গূঢ় ও সংক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

অনেকে বেদকেই মূল বলিয়া জানেন, বেদ গোপ্য বলায় সুতরাং অনেকেই চমকিত হইতে পারেন, কিন্তু বেদের উপরেও কিছু আছে,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥ গীতা।

বেদসকল ত্রৈগুণ্য বিষয়ীভূত, কিন্তু বেদাতীত নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত, সুতরাং বেদ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারে, প্রকাশ করিতে পারে না। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জানিবার জন্য অর্জ্জুনকে "নিস্ত্রৈগুণ্যোভব" বলিয়া ত্রৈগুণ্যবিষয়ের ঊর্দ্ধে উঠিতে উপদেশ দিয়াছেন। অতএব বেদগোপ্য বলায় চমকিত হইবার কারণ নাই। বেদসাধ্য, তদতীত বস্তু কৃপালব্ধ। সুতরাং শুদ্ধ রাগই যাঁহাদের স্বভাব, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণৈক-প্রাণ ভক্তজন গম্য লীলাধাম অন্য কোন্ সাধন দ্বারা লভ্য হইতে পারে? উহা একমাত্র সেই ভক্তজন প্রাণ শ্রীরাধাগোবিন্দ বিলাস রসে গাঢ় লালসা হইতেই গোচর হয়। এই জন্য সকল শাস্ত্রেই এই নিত্যলীলা ও লীলাধাম এবং রাগানুগীয়া ভক্তি অতি গূঢ়ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য গণিকাইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রং।

বেদ ও পুরাণ সাধারণ শাস্ত্র, বেশ্যার ন্যায় উহা সর্ব্বত্র প্রকাশ্য, এই জন্য গুহ্য বিষয় সকল উহাতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। শাম্ভবী বিদ্যা অর্থাৎ শিবভাবিত তন্ত্রোক্ত বিধি কুলবধূর ন্যায় গুপ্ত অর্থাৎ কেবল তৎতৎ সাধক জনেরই অধিগত। অতএব ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশ্য নহে; রাগমার্গীয়া ভক্তিও শাম্ভবী বিদ্যা, শিবভাবিত সনৎকুমার সংহিতাদি তন্ত্রশাস্ত্র হইতেই ইহা সাধকজনের গোচর হইয়াছে। (উপক্রমণিকা ১৪ পত্র ১১। ১২ শ্লোকাবলী দেখ) শ্রীনারদাদি শুদ্ধ ভক্ত ঋষিগণই ইহার ঋষি ও প্রাচীন সাধক। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজস, তামস। সাত্ত্বিক তন্ত্রই বৈষ্ণব তন্ত্র, পঞ্চরাত্র ও সংহিতা ইহার প্রকার ভেদ। এই ত্রিবিধ তন্ত্র মধ্যে রাজস ও তামস তন্ত্রে সাত্ত্বিক মত গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, সাত্ত্বিক তন্ত্র মধ্যে নির্গুণ মতও সেইরূপ অতি গূঢ়ভাবে রক্ষিত; উহা বিশেষ অধিকারী ভক্তের নিকটেই বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান শঙ্কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তন্ত্র উহার নির্দ্দেশমাত্র করিয়াছেন, রাগভক্তির সাধন ও অষ্টকালীয়া লীলা স্মরণক্রম নারদ ঋষিকেও বৃন্দাদেবীর নিকট উপদেশ লইতে হইয়াছিল। কারণ এই অন্তরঙ্গা রাগভক্তিযোগ ও নিত্যধাম ও নিত্যলীলা রহস্য একমাত্র সেই লীলাময় ও তাঁহার লীলাপরিকর ভিন্ন অন্যের গোচর নহে, সুতরাং তাঁহারই কৃপা ভিন্ন শত সহস্র সাধনেও সুদুর্লভ।

যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ভগবানের অবতার হয়। যে সময় যে ধর্ম্ম সকল জনের অনুকূল, ধর্ম্মবিপ্লবকালে ভগবান লোক-লোচনগোচরে অবতার গ্রহণ করিয়া তাহা শিক্ষা দেন। পরে উহা সমসাময়িক শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্ররূপে গ্রথিত ও প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ অবতারকাল অপেক্ষা করিয়া তৎপূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন না, কেবল নির্দ্দেশমাত্র করিয়া রাখেন, ইহাই চিরন্তন প্রথা। শাস্ত্রের ও অবতারের পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন।

আদিসত্যে জ্ঞানযোগ স্বতঃসিদ্ধ ছিল, পরে ধর্ম্ম বিপর্য্যয় হইলে ভগবান্ হংসাবতার গ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের পুনঃস্থাপন করেন, তাৎকালিক ও তৎ-

পরবর্ত্তী ঋষিগণ সেই বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎরূপে শাস্ত্রবদ্ধ করেন। ত্রেতাযুগে লোক সকল অপেক্ষাকৃত হীনতেজ হইলে সত্যযুগ ধর্ম্ম জীবের শক্ত্যতীত হওয়ায় ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ঘটিল, সেই সময় ভগবান্ হয়শীর্ষাবতার গ্রহণ করিয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত যজ্ঞবিধি প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড জীবলোকে প্রচারিত হয়। দ্বাপরের শেষভাগে, কাল প্রভাবে রজস্তম গুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে, লোক সকল সাত্ত্বিক তেজোহীন হইয়া নিতান্ত দর্পিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, যজ্ঞবিধির অপব্যবহার আরম্ভ হইল, সেই সময় ভগবান্ কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়া শান্তিপ্রদ পরমার্থসাধক ভক্তিযোগ ও উপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিত করেন। তৎসাময়িক ঋষি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ব্যাসদেব সেই ভক্তিযোগ ও উপাসনা ধর্ম্ম পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্ররূপে প্রকাশিত করেন, এই সময়েই সাত্ত্বিক তন্ত্র সকলও প্রচারিত হয়। উহাতে সকাম নিষ্কাম বৈধী ভক্তিযোগ ও ক্রিয়াযোগ বিস্তাররূপে বিবরিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পরবর্ত্তী অবতার অপেক্ষায় রাগমার্গীয়া ভক্তির বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। কলির আরম্ভে রাজস ও তামস তন্ত্র প্রচার এবং তামস যজ্ঞবিধি হইতে জীবহিংসা নিবারণ জন্য বুদ্ধাবতার হয়, এই অবতার হইতেও এক মহান্ ধর্ম্ম বিপ্লাবক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। তারপর শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধবিপ্লব শান্তি হইলেও, কালপ্রভাবে জীবের প্রকৃতি বিপর্য্যয়হেতু লোকসমাজে সর্ব্বতোমুখী এক ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হয়। সেই সময় ভগবান্ হরি গৌরাবতার গ্রহণ করিয়া, কলিযুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন ও নামশক্তি সমুদ্ভূত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তিযোগ রাগানুগীয়ভাবে প্রবর্ত্তিত করেন। রাগভক্তি দুই প্রকার, রাগাত্মিকা ও রাগানুগা। ব্রজের নিত্য পরিকরগণের যে স্বাভাবিক কৃষ্ণানুরাগ উহাই রাগাত্মিকা ভক্তি, ইহা সাধকের সাধন যোগ্য নহে, কারণ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ সেই নিত্য বস্তু হইতে পৃথক্ নহেন, একতত্ত্ব। সাধ্য সাধক ভাব উহা হইতে পৃথক্, অতএব উহা সাধকের উপাস্য বটে, উপাসনা নহে। ঐ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধগণের অনুগতভাবে যে সেবা প্রবৃত্তি উহার নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ যে ব্রজবিলাস, উহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি হইতে ব্রজভাবে রতি উৎপাদিত হয়, উৎকণ্ঠাযুক্তা গাঢ় রতির নাম লালসা। সংযোগেচ্ছাময়ী লালসা রাগানুগার

ধর্ম্ম নহে, উহা হইতে দ্বারিকা গতি সুতরাং রাগানুগার বিরুদ্ধ। তত্তৎ সেবনেচ্ছাময়ী নিকাসারতিসম্ভূতা লালসা হইতে যে সেবা প্রবৃত্তি, উহাই রাগানুগা ভক্তি।

শ্রীগৌরাবতারের পূর্ব্ব ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যে ব্রজবিলাস বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, উহা রাগাত্মিকা ভক্তি; কলিযুগে ভগবান্ গৌরাবতার গ্রহণ করিয়া, সেই ব্রজের স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা উন্নতোজ্জ্বলরসাশ্রিতা ভক্তিকে সাধনানুকূলা রাগানুগা ভক্তিরূপে প্রবর্ত্তিত ও লোকশিক্ষার্থ সগণে উহার আচার ও প্রচার করেন। রাগানুগা ভক্তির সাধন প্রচারই গৌরলীলা, উহা কেবল লোক শিক্ষার্থ স্বকীয় করুণামৃত বর্ষণ। শাস্ত্রকার ও অবতার উভয়ের ইহাই বিশেষত্ব। শাস্ত্রকারগণ এই জন্য অবতারের পূর্ব্বে অবতারের কার্য্য প্রকাশ করিতে পারেন না, আভাস দিতে পারেন, অবতারের পরবর্ত্তী শক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক উহা শাস্ত্রবদ্ধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং লোকশিক্ষা দিয়া পরবর্ত্তী সাধকজনের পথ পরিচয়ার্থ, শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীতে নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা ব্রজের নিত্যলীলা, যুগল সেবা ও রাগানুগীয়া ভক্তি শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীগোস্বামী পাদগণ স্বয়ং সম্পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন ও নিত্যসিদ্ধ ব্রজ পরিকর হইলেও, পূর্ব্ব শাস্ত্রকারগণের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ভিন্ন কোনও একটি নূতন কথা গ্রন্থস্থ করেন নাই, সেই পূর্ব্ব ঋষিগণেরই গূঢ় শাস্ত্র মর্ম্ম ও সংক্ষিপ্ত প্রমাণাবলির গভীর ভাবার্থ পল্লবিত করিয়াছেন মাত্র। রাগানুগীয় ভজন তত্ত্বের অনেক বিষয় শ্রীপাদগণও প্রকাশ্য ভাবে শাস্ত্রস্থ করেন নাই, তাহা তৎকালে সিদ্ধোপদেশ বা গুরুমুখী বিদ্যা বলিয়া, গুরু পরম্পরায় সাধক সমাজে প্রচারিত ছিল, ছয় গোস্বামীর পরবর্ত্তী শ্রীপাদ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি পরমহাশগণ, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সাধকগণের হিতার্থ নানা শাস্ত্র প্রমাণ সহ, সেই সকল প্রাচীন পরম্পরাগত সিদ্ধোপদেশও বিবিধ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া-

ছেন ; বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং ঘনশ্যাম নরহরিই বৈষ্ণব সমাজের শেষ গ্রন্থকার।" শাস্ত্র বহির্ভূত যাহা কিছু গুহ্য সাধন বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, উহা প্রাচীন মহাজনগণের সম্মত নহে, শাস্ত্র ছাড়া কোন কথা বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন নাই। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত রাগমার্গ (ভাবমার্গ) একটি নূতন বা কল্পিত বিষয় নহে, কেবল ঋষিগণনির্দ্দিষ্ট-ব্রজজনানুচরিত রাগাত্মিকা ভক্তিকে, সাধনানুকূলা রাগানুগারূপে প্রবর্ত্তন ইহাই অবতারের বিশেষত্ব। কারণ তাঁহাকে সহজে প্রাপ্তির উপায় তিনি ভিন্ন অপরের নির্দ্দেশ করিবার শক্তি নাই। অপৌরুষেয় ও ঋষি প্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ, শ্রীমহাপ্রভুর আচার ও উপদেশ, তৎপরিকর-গণানুচরিত-সাধনাদি বৈষ্ণব ব্যবহার, ইহাই লইয়া শ্রীপাদ গোস্বামী ও প্রাচীন মহানুগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা স্থাপন ও সেই নিত্যধাম ও নিত্যলীলাপরিকরত্ব প্রাপ্তির উপায়স্বরূপা রাগানুগা ভক্তি নিরূপণ করিয়া, পরবর্ত্তী সাধকগণের পারলৌকিক গন্তব্য পথে মণিদীপক প্রদীপ্ত রাখিয়াছেন। অতএব এই নিত্যলীলা ও লীলাধাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকগণের স্বকপোল কল্পিত জল্পনা নহে। সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিগণের সন্দেহ ভঞ্জন ও সাধকজনের স্বমতদার্ঢ্য জন্য কতিপয় শাস্ত্র প্রমাণ নিম্নে সংগৃহিত হইল।

সহস্র পত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবং॥ ১

শ্রীব্রহ্মসংহিতা।

সহস্র পত্র কমলং গোকুলাখ্যং শুচিস্মিতে।
তৎ কর্ণিকা মহদ্ধাম কৃষ্ণস্য স্থান মুত্তমং॥২

রাধাতন্ত্রং॥ ১০ম পটলং॥ *

"গোকুল নামে শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম আছে, তাহা সহস্রদল কমলাকৃতি। উহার কর্ণিকার অনন্তাংশ সম্ভব, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম অর্থাৎ বৃন্দাবন।" রাধাতন্ত্রোক্ত প্রমাণও ঠিক ইহার সমর্থক। তুল্যার্থ, এজন্য উহার অনুবাদ দেওয়া গেল না। ১।২

* রাধাতন্ত্র বৈষ্ণব সম্মত নহে, উহা কুলাচার গ্রন্থ। তবে উহা হইতে অনেক ভক্তিশাস্ত্রানুকূল প্রমাণ বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। এই জন্য অনুকূল কোন কোন প্রমাণ আমরাও গ্রহণ করিলাম, ফলতঃ উহার অন্যান্য মত বৈষ্ণব সম্মত নহে। স্বীকার্য্যও নহে।

গোবিন্দাঙ্ঘ্রি রজঃস্পর্শান্নিত্যং বৃন্দাবনংভুবি।
সহস্রদল পদ্মস্য বৃন্দারণ্যং বরাটকং॥ ৩

পদ্মপুরাণং পাতালখণ্ডং।

"ভূমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন, সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুল মণ্ডলের বীজকোষ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুস্পর্শে উহা নিত্য অর্থাৎ প্রপঞ্চান্তর্গত হইলেও প্রাপঞ্চিক নহে।" (বরাটক—বীজকোষ।) •

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং।
অধিষ্ঠাতা তত্র শম্ভুর্লিঙ্গং গোপীশ্বরাভিধং॥ ৪

রাধাতন্ত্রং একাদশ পটলং

"সকল শোভার আধারস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন অতি রমণীয়, যমুনা উহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন, গোপেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ উহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।" এথানে গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ ও যমুনা উল্লেখে ভূমণ্ডলস্থ বৃন্দাবনেরই নিত্যতা প্রতিপন্ন। ৪

তস্যোভয়তটীরম্যা শুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিতা।
গঙ্গাকোটিগুণঃ প্রোক্তো যত্রস্পর্শ বরাটকঃ॥
কর্ণিকায়াং কোটিগুণো যত্র ক্রীড়ারতো হরিঃ।
কালিন্দী কর্ণিকা কৃষ্ণমভিন্নমেক বিগ্রহং॥ ৫

পদ্মপুরাণং পাতালখণ্ডং॥

"মথুরামণ্ডলে যে যমুনার কণামাত্র বারি স্পর্শ, গঙ্গাপেক্ষা কোটিগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই যমুনার উভয়তট অতি রমণীয় শুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিত।" (বরাটক—কড়ি)

"কর্ণিকায় ঐ যমুনার মাহাত্ম্য উহা অপেক্ষাও কোটিগুণ। কর্ণিকা—শ্রীবৃন্দাবন, যেথানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। কালিন্দী, কর্ণিকা, কৃষ্ণ, এতিন অভিন্ন, এক বিগ্রহ।" কাঞ্চন নির্ম্মিত যমুনা তট প্রাপঞ্চিক জন গোচর নহে, অতএব ইহা দ্বারা প্রাপঞ্চিক নয়নের অগোচর নিত্য বৃন্দাবনের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ৫

কালীয়স্য হ্রদং পুণ্যমস্তি গুহ্যং পরংমম।
যত্রাহং ক্রীড়য়ে নিত্যং বিমলে যমুনাম্ভসি॥ ৬

বরাহপুরাণং

"ঐ যমুনা মধ্যে কালীয়হ্রদ নামে আমার পুণ্যময় পরম গোপনীয় লীলাস্থলী আছে। যেখানে বিমল যমুনা জলে আমি নিত্য ক্রীড়া করি।" ৬। এখানে পরম গুহ্য বলায়, প্রাপঞ্চিক চক্ষুর অগোচর ও নিত্য ক্রীড়া করি বলায়, লীলা নিত্যত্ব প্রতিপন্ন। এই স্থান খেলা তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। সেই যমুনার তীরস্থিত শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেমময়ত্ব যথা—

পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেম সুখাবহং।
গুণাতীত পরংধাম পূর্ণপ্রেম স্বরূপকং॥
যত্র বৃক্ষাদি পুলকৈঃ প্রমোনন্দাশ্রুবর্ষিতং।
কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্ণুভক্তৈঃ কিমুচ্যতে॥ ৭

পদ্মপুরাণং পাতালখণ্ডং॥

"পূর্ণপ্রেমসুখাবহ সেই বৃন্দাবনে, যেন সর্ব্বদা পূর্ণ আনন্দামৃত রস প্রবাহিত হইতেছে। উহা শ্রীকৃষ্ণের গুণাতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত পরম ধাম, পূর্ণপ্রেমস্বরূপ অর্থাৎ অপ্রাকৃত প্রেমময়। যেখানে বৃক্ষাদি অর্থাৎ তরুলতা পশু পক্ষী আদিও পুলকিত দেহে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে, চেতনাযুক্ত বৈষ্ণব ভক্তজনের কথা কি?" ৭। এই নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা, নিত্যপরিকর, সমস্তই সেই প্রকট ব্রজলীলার মত অনাদিকাল হইতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, প্রকটাপ্রকটে সে নিত্যলীলার ভঙ্গ নাই, দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকংক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃত॥ ৮

স্কন্দপুরাণং মথুরাখণ্ডং॥

"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মধ্যে বলরাম ও ব্রজবালকগণে পরিবৃত হইয়া বৎস ও বৎসতরী লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন।" ৮। এখানে অতীত বিষয়ের উল্লেখে বর্ত্তমান ক্রিয়া প্রয়োগ করায়, বৃন্দাবন লীলার নিত্য প্রবৃত্ততা প্রমাণিত হইতেছে।

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ।
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং॥
লক্ষ্মী সহস্র শত সংভ্রম সেব্যমানং।
গোবিন্দমাদিপুরুষংতমহং ভজামি॥ ৯

ব্রহ্মসংহিতা।

মুখ্যাতয়া তথা প্রথমং গোকুলাখ্য পীঠ নিবাস যোগ্য লীলয়াস্তৌতি।

(ইতি টীকা)

শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলা মধ্যে মুখ্যা ব্রজলীলা, সেই জন্য প্রথম গোকুল পীঠ নিবাস যোগ্য ব্রজস্থ লীলা দ্বারায় ব্রহ্মা স্তুতি করিলেন।

"শ্রীগোকুল মণ্ডল মধ্যে যিনি কখন লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষাবৃত বনভূমিতে অতি স্নেহের সহিত সুরভীগণকে পালনা করিতেছেন, কখন বা চিন্তামণিময় মন্দিরে শত সহস্র ব্রজলক্ষ্মীগণ কর্তৃক প্রেমানন্দভরে সেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" ৯। ইহার পোষক শ্রুতি যথা—

সৎ পুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালীনমীশ্বরং॥
গোপগোপী গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতং।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজ মধ্যগং॥
কালিন্দী জল কল্লোল সঙ্গিমারুত সেবিতং।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেঃ॥ ১০

(জ্ঞানমুদ্রেতি পাঠান্তরমস্তি) গোপাল তাপিনীশ্রুতিঃ।

"প্রফুল্ল পদ্ম পলাশ লোচন, নবঘন শ্যামকান্তি, তাহাতে বিদ্যুৎবর্ণবস্ত্র পরিধান, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত অর্থাৎ মুরলী বাদন রসাবিষ্ট, বনমালা-পরিশোভিত ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-কালিন্দী-জল-কল্লোল সংসর্গি মন্দ মারুত নিষেবিত সুরতরুতলে, দিব্যাভরণ ভূষিত দেহে, রত্নপদ্মাসন মধ্যে, গোপ গোপী গোগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয়।" ১০। আদি সৃষ্টিকালে ভগবান ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে এই কথা বলিতেছেন, ইহাতেই ব্রজলীলার ও লীলাধামের অনাদি সিদ্ধ নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্যাসদেবকেও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিত্যমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। যথা ব্যাসাম্বরীষ সম্বাদে—

পশ্যত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং।
ততোহপশ্যমহংভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং॥
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।
কদম্বমূলমাসীনং পীত বাসস মচ্যুতং॥ ১১

(পদ্মপুরাণং)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "দেখ, তোমাকে আমার বেদগোপ্য স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইতেছি।" হে রাজন্! তারপর আমি দেখিলাম ষোড়শ বর্ষীয় নীলাম্বুদ-প্রভ শ্যামবর্ণ, গোপবেশ পীতাম্বর অচ্যুত কদম্ব মূলে বসিয়া গোপবালকগণ সহ হাস্য করিতেছেন, গোপকন্যাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ১১

"বর্ষাদাষোড়শাদ্বালাং" ইতি লঘুভাগবতামৃত টীকা। বালং ষোড়শ বর্ষীয়ং। উক্তঞ্চামরে বালস্তু স্যান্মানবকো ইতি চ। অতএব বালং কৈশোরমিতিজ্ঞেয়ং॥

ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য ইহা লঘুভাগবতামৃত টীকায় উক্ত হইয়াছে। এবং অমরকোষে ষোড়শ বর্ষীয় ব্যক্তির নাম "বাল, মানবক," খৃত হইয়াছে। অতএব বাল শব্দে এখানে কৈশোর বয়ক্রম জানিতে হইবে।

ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ যথা—

বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরমিতিতত্ত্রিধা।
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ॥
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং॥ ১২

কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর; শ্রীকৃষ্ণের এই তিন বয়স। আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে কৈশোর তিন প্রকার। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ষোড়ষ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর, তারপর যৌবন। ১২

যথা পাদ্মে—

ন রাধিকা সমা নারী নৈব কৃষ্ণ সমঃপুমান্।
বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ স্বভাবঃ প্রকৃতেঃ পরং॥
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং বনং।
শ্যামমেব পরং রূপমাদিরেব পরোরস ঃ॥
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনস্তু ততঃ পরং॥
বালাগোপাল রূপঞ্চ স্মর গোপাল রূপিণং।
এবঞ্চ অব্যয়ং পূর্ণং বল্লবীবৃন্দবল্লভং।
ধ্যান গম্যং প্রপঞ্চস্থি রুচি ভেদাৎ পৃথক বিভুঃ॥ ১৩

রাধিকার সমান নারী নাই, কৃষ্ণ তুল্য পুরুষ নাই, কৈশোর তুল্য বয়স নাই, প্রকৃতির পর স্বভাব নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সই ধ্যান যোগ্য, দ্বাদশ বন মধ্যে বৃন্দাবনই স্মরণীয়, শ্যামরূপই রূপের শ্রেষ্ঠ এবং দ্বাদশ রস মধ্যে আদি রসই শ্রেষ্ঠ রস।

পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর, তারপর যৌবন। বাল গোপাল, মদন গোপাল, উভয় রূপই অব্যয় ও পূর্ণ; উভয় রূপেই তিনি গোপীগণের বল্লভ, কেবল সাধকের রুচিভেদে এক বিভুই পৃথক পৃথক দৃষ্ট হন। ১৩

ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ——

বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরঞ্চেহ সম্মতং।
গোষ্ঠে কৌমার পৌগণ্ডং কৈশোরং পুর গোষ্ঠয়োঃ॥ ১৪

পাদ্মে যথা———

বৃন্দাবন বিহারেষু কৃষ্ণং কৈশোর বিগ্রহং।
অন্যারণ্যেষু স্থানেষু বাল্য পৌগণ্ড যৌবনং॥ ১৫

ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর এই তিন বয়স শাস্ত্র সম্মত। কৌমার ও পৌগণ্ড ব্রজ ভিন্ন অন্য ধামে নাই। কৈশোর বয়স ব্রজ ও মথুরা উভয় ধামে প্রকাশিত হয়। ১৪ বৃন্দাবন বিহারে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কৈশোর বিগ্রহ। অন্য একাদশ বনে বাল্য ও পৌগণ্ড বয়স প্রকাশ পায়। অন্য স্থানে অর্থাৎ দ্বারিকা ধামে তাঁহার নিত্য যৌবন বয়স। ১৫ বৃন্দাবন বিহারে নিত্য কৈশোর বিগ্রহ হইলেও, বাৎসল্য রস বিভাবিত জনে তাঁহার নিত্য পৌগণ্ড মাত্র গোচর হয়।

ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ যথা——

নব্যেন যৌবনেনাপি দীব্যন্ গোষ্ঠেন্দ্র নন্দনঃ।
ভাতি কেবল বাৎসল্য ভাজাং পৌগণ্ড ভাগিব॥ * ১৬

---

* বাল্য পৌগণ্ড লীলায়াং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।
যশোদাদেঃ সমীপস্থো গোষ্ঠে গোচারণে সদা॥ ।সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়॥

তথৈবান্যত্রে—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্ব ভক্তি রসাশ্রয়ঃ।

ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্য নানা বিলাসবান্॥ ১৭

তথাচোক্তঞ্চ শাস্ত্রান্তরে——

অত্রৈব শেষ কৈশোরে ষোড়শ হায়নে সদা।

ব্রজে বিহারং কুরুতে শ্রীমান্নন্দস্য নন্দনঃ॥

বংশী পাণিঃ পীতবাসা ইন্দ্রনীল মণি দ্যুতিঃ।

কণ্ঠে কৌস্তুভ শোভাঢ্যো ময়ূর দল চূড়কঃ॥

গুঞ্জাহারোল্লসদ্বক্ষো রত্নহার বিরাজিত।

বনমালাধরো নিষ্ক শোভোল্লসিত কণ্ঠকঃ॥

বাম ভাগ স্থিত স্বর্ণ রেখা রাজদুর স্থলঃ।

বৈজয়ন্তীলসদ্বক্ষা গজ মৌক্তিক নাসিকঃ॥

কর্ণয়ো মকরাঙ্কাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ।

রত্ন কঙ্কণ যুগ্মস্তু কৌঙ্কুমং তিলকং দধৎ॥

কিঙ্কিণী যুক্ত কটিকো রত্ন নূপুর যুক্ পদঃ।

মালতী মল্লিকা জাতি যূথি কেতক চম্পকৈঃ॥

নাগকেশর ইত্যাদি পুষ্পমালাস্বলঙ্কৃতঃ।

ইতি বেশধরঃ শ্রীমান্ ধ্যেয়ঃ শ্রীনন্দ নন্দনঃ॥ ১৮

পদ্ম পুরাণে——

তত্র কৌশোর বয়সং নিত্যমানন্দ বিগ্রহং।

গতি র্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরং। ১৯

নন্দনন্দন শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য নব যৌবনান্বিত কেবল বাৎসল্যানিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নয়নে তাঁহার নিত্য পৌগণ্ড বয়স প্রতীয়মান হয়। নব যৌবন শেষ কৈশোর। ১৬

বাল্য অর্থাৎ কৈশোর এবং পৌগণ্ড, লীলায় লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বিবিধ বয়স নিত্য। তন্মধ্যে যশোদাদির নিকটে, নন্দালয়ে, গোচারণকালে তাঁহার নিত্য পৌগণ্ড বয়স।। কেবল বৃন্দাবন বিহারে কৈশোর বয়স।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ডাদি বয়সের বিবিধ ভেদ থাকিলেও শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় নিত্য নূতন বিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই প্রশস্ত। সর্ব্বভক্তিরস অর্থাৎ শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল, মধুর এই পঞ্চবিধ ভক্তিরস। ১৭

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা শেষ কৈশোর অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষীয় নিত্য দেহে বিহার করেন। তাঁহার করে বংশী, পরিধান পীত বসন, বর্ণ ইন্দ্রনীলমণি-শ্যাম, কণ্ঠে পরম শোভাময় কৌস্তভ, শিরে ময়ূরপুচ্ছ চূড়া, বক্ষে গুঞ্জমালা, রত্নহার, বনমালা বিরাজিত, কণ্ঠদেশ রত্নময় কণ্ঠাভরণে ভূষিত। বক্ষস্থলের বামভাগে স্বর্ণ রেখার ন্যায় উজ্জ্বল শ্রীবৎসাঙ্ক বিরাজিত, তদুপরি আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তী মালা। নাসাগ্রে গজমুক্তার নোলক, কর্ণদ্বয়ে মকরকুণ্ডল, করে রত্নকঙ্কন, কুঙ্কুম তিলকাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ শোভাময়, কটিতে কিঙ্কিনী, চরণে রত্নময় নূপুর, তিনি মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথী, কেতক, চম্পক, নাগকেশর প্রভৃতি ফুলের মালায় সুন্দর অলঙ্কৃত। ব্রজে শ্রীনন্দনন্দনের এইরূপ নিত্য বেশ চিন্তা করিবে। ১৮

ব্রজে তাঁহার নিত্য কৈশোর বয়স, নিত্য আনন্দময় বিগ্রহ, তাঁহার গমন ভঙ্গী নৃত্যপ্রায় সুখদর্শন, কথা সঙ্গীতের ন্যায় মনোহর, সর্ব্বদা [illegible] যুক্ত। হে সাধক! শ্রীকৃষ্ণের এই সুন্দররূপ সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, [illegible] উদ্দীপিত হয়। ১৯

ব্রজে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ গোপপত্নী ও গোপকন্যা ভেদে দুই প্রকার [illegible] স্বকীয়া ও পরোঢ়া ভেদে দ্বিবিধা। গোবর্দ্ধন ও বৃন্দাবন—এই দুইটি নিত্য বিলাস নিকেতন। যথা—

পদ্মপুরাণে অম্বরীষব্যাস সম্বাদে—

গোপ্যস্তুশ্রুতয়োজ্ঞেয়াঃ স্বাধিকা গোপকন্যকাঃ।
দেব কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন॥
গোপালা মুনয়ঃসর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দ মূর্ত্তয়ঃ।
কল্পবৃক্ষঃ কদম্বোঽয়ং পরমানন্দ ভাজনঃ॥
বনমানন্দ কন্দাখ্যং মহাপাতক নাশনং।
সমস্ত দুঃখ সংহর্ত্তৃ মহাপাতকিনামপি॥
সিদ্ধাঃসাধ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কোকিলাদ্যা ন সংশয়ঃ।
চিদানন্দময়ী সাক্ষাৎ যমুনা বহতীতিহ্যুৎ॥
অয়াদি হরিদাসোঽয়ং ভূধরো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০

হে রাজেন্দ্র!

শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হইতেও অধিক সেই গোপস্ত্রীগণ শ্রুতিকন্যা এবং গোপ কন্যাগণ দেবকন্যা, তাঁহারা কখনই মনুষ্য নহেন। গোপগণ সকলেই মুনি, সকলেই বৈকুণ্ঠানন্দ বিষ্ণুমূর্ত্তি, পরমানন্দ ভাজন এই কদম্ব বৃক্ষই কল্পতরু। আর বৃন্দাবন পরমানন্দমূলক, মহাপাতক বিনাশন, মহাপাতকীরও সমস্ত দুঃখ হরণ করে। সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্বগণই বৃন্দাবনে কোকিলাদি পক্ষী। যম ভয় নাশিনী যমুনা সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী। আর এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত অনাদি হরিদাস। ইহাতে সংশয় নাই। ২০

হ্রদংতত্র মহাভাগে ক্রমগুল্ম লতাবৃতং
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানিচ॥
ঐন্দ্রং পূর্ব্বেন পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কৌবেরকোত্তরেণতু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে নিরন্তরং॥

বরাহ পুরাণং। ২১

সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তরুগুল্ম লতাবৃত এক হ্রদ আছে। তাহার চারিদিকে আরও চারিটি মঙ্গলময় পুণ্যতীর্থ আছে। পূর্ব্বপার্শ্বে ঐন্দ্রতীর্থ, দক্ষিণে যমতীর্থ, পশ্চিমে বারুণ তীর্থ, উত্তরে কৌবের তীর্থ। ইহার মধ্যস্থিত ঐ হ্রদে আমি নিরন্তর ক্রীড়া করিব। এই ভবিষ্যৎ প্রয়োগে লীলাধামে নিত্যাবতারত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ২১

বৃন্দাবনে কন্দরস্তু নিত্যং ভবতি পুষ্পিতং।
তত্র ক্রীড়া সেতুবন্ধে শ্রীকৃষ্ণোবড়ভী কৃতঃ॥
তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্য কালং স গচ্ছতি॥ ২২

মহাবরাহ পুরাণং।

বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন কন্দর নিত্য পুষ্পিত। সেখানে ক্রীড়া সেতুবন্ধে (শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড মধ্যে কৃষ্ণ নির্ম্মিত এক ক্রীড়া সেতু আছে) শ্রীকৃষ্ণ ক্রীরা গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানে রমণার্থ নিত্যকাল তিনি গমন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা রাধাকুণ্ডস্থিত অষ্টকুঞ্জগৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দিবাবিহার প্রমাণিত হইতেছে॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে দিবাবিহার রাধাকুণ্ডস্থ কুঞ্জে বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোক তাহার বিশিষ্ট পোষক। ২২

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিষু যথা—

সহোবাচ তং হি নারায়ণোদেবঃ। সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা—সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি,* তথা নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যা ভূগোল চক্রে সপ্তপুর্য্যো † ভবন্তি। তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপাল পুরীহীতি।

সকাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবতি। যথা হি বৈ সরসি পদ্মংতিষ্ঠতি, তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেন রক্ষিতাহি মথুরা, তস্মাৎ গোপাল পুরী ভবতি।

বৃহদ্বৃহদ্বনং, মধোর্ম্মধুবনং, তালস্তালবনং, কাম্যং কাম্যবনং, বহুলো বহুলবনং, কুমুদং কুমুদবনং, খদিরঃ খদিরবনং, ভদ্রো ভদ্রবনং, ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনং, শ্রীবনং, লোহবনং, বৃন্দয়া বৃন্দাবনমেতৈরাবৃতাপুরী ভবতি। ইত্যাদি। ২৩

টীকায়াং যথ—বৃন্দায়াঃ বনং বৃন্দাবনং দ্বাদশং। ইতি বিশ্বেশ্বরঃ। বৃন্দায়া লীলাখ্যমহাশক্তি প্রাদুর্ভাব বিশেষ রূপায়াঃ পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধায়া সম্বন্ধীতি। সর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদত্ব ব্যক্তা মাহাত্ম্য বিশেষো দর্শিতঃ। অতোমধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েন সর্ব্বান্ত এবোদ্দিষ্টং। ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিনা লিখিতমস্তি তট্টিকায়াং। তথাচোক্তং আদি বারাহে—বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিত-মিতি। তথা স্কন্ধে মাথুরখণ্ডে যথা—ততোবৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী সমাশ্রিতমিতি।

নারায়ণ দেব ব্রহ্মাকে কহিলেন মেরুশৃঙ্গে অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠে যেমন সর্ব্বকাম ফলদা অযোধ্যাদি সপ্তপুরী আছে ভূগোল চক্রেও অর্থাৎ ভূমণ্ডলেও সেইরূপ ভোগ মোক্ষদায়িনী অযোধ্যাদি সপ্তপুরী আছে। তাহার মধ্যে এক সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপাল পুরী আছে।

---

* মেরোঃশৃঙ্গে—মহাবৈকুণ্ঠে ইত্যর্থঃ যথা স্কান্দে—
যা যথা ভুবিবর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থ মাদৃতাঃ॥

† অযোধ্যা মথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

লঘুভাগবতামৃতং।

ঐ পুরী দেবতা ও মনুষ্যাদি প্রাণী মাত্রেরই ভোগ মোক্ষদায়িনী। যেমন সরোবরে পদ্ম পুষ্প জলে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, মথুরাও সেই প্রকার ভূমণ্ডলে অবস্থিত ও বিষ্ণুচক্রে রক্ষিত। উহা গোপাল পুরী বলিয়া বিখ্যাত।

ঐ গোপালপুরী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসময় দ্বাদশ বনে আবৃত। দ্বাদশবন যথা অতি বৃহৎ বলিয়া প্রথম বনের নাম বৃহদ্বন। মধুদৈত্যের বসতি ছিল বলিয়া দ্বিতীয় বনের নাম মধুবন। তালবৃক্ষময় বলিয়া তৃতীয় বনের নাম তালবন। অতিশয় কমনীয় বলিয়া চতুর্থ বনের নাম কাম্যবন। বহুলা নামে কোন হরিপ্রিয়ার স্থান বলিয়া পঞ্চম বনের নাম বহুলাবন। কিম্বা বহুল (সিতমরিচ) বৃক্ষাধিক্য হেতু বহুলবন। কুমুদ—জাতিপুষ্প বিশেষ, কুমুদ বৃক্ষাধিক্য হেতু কুমুদ বন ষষ্ঠ। খদির বৃক্ষ বহুল খদির বন সপ্তম। ভদ্রবন—কদম্ববন, কিম্বা বলভদ্রের লীলাস্থলী বিশেষ ভদ্রবন অষ্টম। ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষ যাহাতে আছে, সেই ভাণ্ডীরবন নবম। শ্রী—লক্ষ্মী যে বনে তপস্যা করিয়াছিলেন সেই শ্রীবন অর্থাৎ বিল্ববন দশম। লোহ নামে অসুরের বাস ছিল বলিয়া একাদশ বনকে লোহবন কহে। বৃন্দাদেবীর আশ্রিত বৃন্দাবন দ্বাদশ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের লীলাখ্যা মহাশক্তি ইহা পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ আছে, সেই বৃন্দাদেবীর সম্বন্ধে ইহার নাম বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা সম্পদের আস্পদ বলিয়া ইহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। এই জন্যই "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই ন্যায়ানুসারে সকল বনের শেষে শ্রীবৃন্দাবনের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বৃন্দাবন বৃন্দাদেবীর রক্ষিত, বৃন্দাদেবীর আশ্রয়, অতি পুণ্যময়। ২৩

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ—

তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনং।
তৎ সেবকগণাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া॥
ভুবিগোবিন্দ বৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ।
যত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দ মানসাঃ॥
বৃন্দাবনে মহাসত্র বৈদূর্য্যঃপুরুষোত্তম।
গোবিন্দস্ত মহীপালাঃস্তে কৃতার্থামহীতলে॥ ২৪

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে কৃষ্ণবাক্যং।

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষকীটনরামরাঃ॥
যে চ সন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতে যান্তি মমালয়ং॥
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবা পরায়ণাঃ॥
পঞ্চ যোজন মেবাস্তি বনং মে দেহ রূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃত বাহিনী॥
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্ম রূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্ম চক্ষুসা॥ ২৫

দেবর্ষি নারদ রাজা অম্বরীষকে কহিলেন "রাজন্! পুণ্যপুঞ্জস্বরূপ বৃন্দাবন গোবিন্দের নিকেতন, সর্ব্বদা তাঁহার সেবকগণ সমাকীর্ণ, আমিও সেই স্থানে থাকি। ভূলোকে গোবিন্দের বৈকুণ্ঠ সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণৈকমানসা বৃন্দাদি দাসিকাগণ থাকেন। বৃন্দাবনে গোবিন্দের মহতী কুঞ্জ নিকেতন যাঁহারা দেখিয়াছেন, হে মহীপাল! মহীতলে তাঁহারাই কৃতার্থ। ২৩

গোবিন্দের নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে মহাযোগপীঠ কুঞ্জগৃহ। সে স্থান অন্য সেবকের গোচর নহে, সেখানে সেবক সুবলাদি নর্ম্মসখাগণকে জানিবে। কুঞ্জদাসীগণ—বৃন্দাদেবীর গণ, তাঁহার অধীনা, এখানে দাসিকা অর্থে মঞ্জরীগণ নহেন। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার দাসী, তাঁহার সঙ্গে আগমন ও প্রস্থান করেন। এখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা কুঞ্জদাসী। বৃন্দাদেবী তাঁহাদের প্রধানা। সেখানে নারদের অবস্থান ঋষিদেহে নহে, গোপীদেহে, নারদের সিদ্ধ গোপীদেহ বৃন্দাদেবীর অনুগা, পদ্মপুরাণে নারদের গোপীদেহ প্রাপ্তি বিবরণ আছে। বৈকুণ্ঠ হরিধাম মাত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা, শ্রীবৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠ অনেক প্রভেদ। বৃন্দাবনে যাঁহারা গোবিন্দের মহতী কুঞ্জগৃহ দেখিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য যাঁহারা রাগানুগীয় ভজনে সেই স্থানে সিদ্ধ দেহ পাইয়াছেন, প্রাপঞ্চিক নয়নে দর্শন নহে। ইতি তাৎপর্য্যার্থ। ২৪

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "এই রমণীয় বৃন্দাবন আমার এক পূর্ণ ধাম। আমার অধিষ্ঠান হেতু এখানে যে সকল পশু পক্ষী বৃক্ষ কীট নর ও অমরগণ থাকেন, অন্তে তাঁহারা আমার আলয়েই স্থান প্রাপ্ত হন। এই বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকেতনে আমার সেবাপরায়ণা যে সকল গোপ কন্যা আমার সহিত নিত্য বাস করিতেছেন তাঁহারা সকলেই; যোগিনী অর্থাৎ আমার প্রেমযোগে মগ্নচিত্তা বা প্রেমযোগে যোগসিদ্ধ নিত্যদেহ প্রাপ্তা। পঞ্চযোজন পরিমিত এই বৃন্দাবন আমার দেহ স্বরূপ, যমুনা আমার পরমামৃত বাহিনী সুষুম্না নাড়ী। এখানে সমস্ত দেবতাগণ ও প্রাণীগণ সূক্ষ্মরূপে বাস করেন, যেহেতু আমি সর্ব্বদেবময় বা সর্ব্বময় ও দেবময়। এই বৃন্দাবন আমি কখন ত্যাগ করি না, তেজোময় এই রম্যস্থান চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর, কেবল যুগে যুগে আমার ইচ্ছায় প্রপঞ্চ গোচরে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়।"২৫

শ্রীবৃন্দাবন পূর্ণধাম অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যধাম, প্রাপঞ্চিক নহে। এখানে অর্থাৎ ইহার প্রাপঞ্চিক গোচরাংশে যে সকল পশু পক্ষী বৃক্ষ কীট ও নরগণ থাকেন, আমার সান্নিধ্যহেতু মৃত্যুর পর তাঁহারা এবং প্রকটাবতারকালে যে সকল অমরগণ আবির্ভূত হন, অবতারান্তে তাঁহাদের সেই সেই অংশের স্বস্বধাম অর্থাৎ যথাযোগ্য বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। নিত্য ব্রজধাম চিদানন্দময় সেখানে জন্ম মৃত্যু নাই, অতএব এখানে মরণ উল্লেখ হেতু প্রাপঞ্চিক গোচরাংশে বর্ত্তমান জীবাদি। কিম্বা প্রকটাবতার কালবর্ত্তী প্রাপঞ্চিক জীবাদি। অমরগণ মরণাধীন নহেন, অতএব প্রকট অবতারে আবির্ভূত দেবাদির অংশ সকল রাগের অসদ্ভাব হেতু বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি সিদ্ধান্ত। পদ্মপুরাণাদিতে যে নন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসী প্রাণীগণের লীলার অপ্রকটে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি নির্দ্দেশ আছে, উহা তাৎকালিক প্রাপঞ্চিক ও দেবাংশগণের মাত্র; এবং অপ্রকটকালেও প্রপঞ্চ গোচর অংশ যাহা বর্ত্তমান প্রাপঞ্চিক বৃন্দাবন বলিয়া বিখ্যাত, সেই স্থান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য হেতু সাধারণতঃ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি যোগ্য। যাঁহারা শুদ্ধ অনুরাগে ব্রজে বসতি ক... কেবল তাঁহারা নিত্য বৃন্দাবনে গতি প্রাপ্ত হন। কিম্বা স্থাবর জঙ্গম যো... দেবাদির ব্রজে অবস্থান ইহাও শাস্ত্র সিদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাণীর বৈকুণ্ঠ গতির পর ব্রজে পুনরাগতি ও স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে ব্রজ প্রাপ্তি সৎসিদ্ধান্ত। ব্রজজনানুসারী ভাবে সাধকগণ ভাবানুরূপ দেহে সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। সেরূপ

সাধ্রের অভাবেও যাঁহারা ধাম মাহাত্ম্যে বৈকুণ্ঠ গতির পর স্থাবর জঙ্গমরূপ ব্রজগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও পরোক্ষ সেবার অধিকারী, ফল পুষ্পাদি বৃক্ষগণের, সুরব পক্ষীগণের, দুগ্ধদান গাভীগণের, গুঞ্জন ভ্রমরগণের, সুরঙ্গকুর্দ্দনাদি পশু ইত্যাদির এই প্রকার পরোক্ষ সেবা। এই ধাম চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর বলায় বৃন্দাবনে অপ্রকট লীলার সূচনা করা হইয়াছে, তবে দৃষ্টিগোচর বৃন্দাবন যে কিছুই নহে এরূপ সন্দেহ হওয়া উচিৎ নয়, কারণ উহা স্থূলতত্ত্ব ও সূক্ষ্মতত্ত্বভেদ মাত্র; স্থূল দেহ লিঙ্গ দেহ যে প্রকার তাহাই। যুগে যুগে অর্থে প্রতিকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে ইহাই জানিবে। "ন ত্যজামি বনং কচিৎ" এই বৃন্দাবন কখন ত্যাগ করি না এই কৃষ্ণ বাক্য সত্য কি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন সত্য বিতর্ক হইতে পারে, ইহার সিদ্ধান্ত এই——

যথা সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে—

গোপয়ন্তী কৃষ্ণরামো গোগিরি কন্দরান্তরে।

প্রাদর্শয়দ্বাসুদেবং সঙ্কর্ষণ মথাঞ্জসা॥ ২৬

অক্রুর রামকৃষ্ণকে মথুরা লইয়া যাইবার জন্য ব্রজে আগমন করিলে লীলা সহকারিণী যোগমায়া গোবর্দ্ধনগিরি কন্দরে রামকৃষ্ণকে গোপন করিয়া তদন্তর্ভূত বাসুদেব সঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মথুরা হইতে যাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই মথুরা গমন করিয়াছিলেন। ২৬ এ বিষয়ে প্রাচীন ভক্তগণের উক্তি যথা লঘুভাগবতামৃতে—

বৃহৎপ্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষানক দুন্দুভেঃ।

গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥

গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্রস্থতী গৃহং বিশন্।

কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজেৎ পুরং॥

প্রাবিশদ্বাসুদেবস্ত শ্রীলীলাপুরুষোত্তমং।

এতজ্জাতি রহস্যত্বান্নোক্তং তত্র কথাক্রমে॥ ২৭

আদ্যোপুরুষ বাসুদেব বসুদেব গৃহে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেইকালে গোষ্ঠে ... গোকুলে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও যোগমায়ার সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বসুদেব গোকুলে গিয়া সূতিকাগৃহে কেবল কন্যামাত্র দেখিয়া তাহাকেই লইয়া মধুপুরে প্রস্থান করেন। বাসুদেব লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে

প্রবিষ্ট হন। অতি রহস্য অর্থাৎ গুহ্যহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব ইহা পরীক্ষিত সভায় বলেন নাই। ২৭

লীলাশক্তি সহ বর্ত্তমান কৃষ্ণ "লীলাপুরুষোত্তম।" আদ্যব্যূহ বাসুদেব, দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ মথুরার নিত্যমূর্ত্তি, ইহা তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে। বসুদেব কেবল কন্যা দেখিলেন পুত্র দেখিলেন না, ইহা আবরণ শক্তি যোগমায়া প্রভাব। যেমন চন্দ্র ও অগ্নির কিরণ সূর্য্য কিরণে বিলীন হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্রই বৃহত্তেজে স্বল্পতেজ বিলীন হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপবিগ্রহ সুতরাং বৃহৎ তেজ, বাসুদেব বিলাস সুতরাং স্বল্পতেজ। এই জন্য বাসুদেব কৃষ্ণে বিলীন হইলেন। এইরূপ রোহিণী গর্ভে যোগমায়া কর্ত্তৃক যিনি দেবকী গর্ভ হইতে কর্ষিত হইয়াছিলেন তিনি সঙ্কর্ষণ, আর যিনি ব্রজে রোহিণী গর্ভে তৎকালে বর্ত্তমানছিলেন তিনি বলরাম। অতএব বাসুদেবও সঙ্কর্ষণ মথুরা হইতে আগমন করিয়া প্রকটাবতারে কৃষ্ণ বলরামে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও বলরামের স্বরূপ বিগ্রহ যোগমায়া কর্ত্তৃক অকট হইলে সেই বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণই মথুরা গিয়াছিলেন। ২৭

যদুক্তং যামলে—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥ ২৮

লঘুভাগবতামৃতং

যিনি মধুপুরী গিয়াছিলেন, সেই যদুসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক। যিনি পূর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ বিগ্রহ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম, তিনি ইহাঁ হইতে শ্রেষ্ঠ। লীলাপুরুষোত্তম কখন বৃন্দাবন ছাড়া হন না, তিনি সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কখন চতুর্ভুজ ধারণ করেন না, নিত্যকাল সেই বৃন্দাবনে এক গোপীর সহিত একত্রে বিহার করিতেছেন। ২৮ এই গোপীই শ্রীরাধা, অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা নিত্য।

সনৎকুমার সংহিতায়াং যথা—

বিহরাম্যনয়া নিত্যমস্যাঃপ্রেম বশীকৃতঃ।
ইমান্তু সৎপ্রিয়াং বিদ্ধি রাধিকাং পরদেবতাম্॥
অন্যাশ্চ পরিতঃ পশ্য সখ্যঃ শত সহস্রশঃ।

নিত্যাঃ সর্ব্বা ইমা রুদ্র যথাহং নিত্য বিগ্রহঃ ॥
সখায়ঃ পিতরৌ গোপা গাবো বৃন্দাবনং মম।
সর্ব্বমেবং নিত্যমেব চিদানন্দ রসাত্মকং ॥
ইদমানন্দ কন্দাখ্যং বিদ্ধি বৃন্দাবনংমম।
যস্মিন্ প্রবেশ মাত্রেন ন পুনঃ সংসৃতিং বিশেৎ ॥
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ।
নিবসাম্যনয়া সার্দ্ধ মহমত্রৈব সর্ব্বদা ॥ ২৯

এই শ্রীরাধার প্রেমে বশীভূত হইয়া আমি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা বিহার করি। এই পরম দেবতা রাধিকাই আমার প্রেয়সীগণের প্রধানা। হে রুদ্র! ইহাঁর চতুর্দ্দিকে যে শত সহস্র সখী দেখিতেছ, আমি যেমন নিত্য বিগ্রহ, ইহাঁদের দেহও সেইরূপ নিত্য। এখানে আমার সখাগণ, পিতা, মাতা, গোপগণ, গো সমূহ ও আমার এই বৃন্দাবন সমস্তই নিত্য, চিদানন্দ রসাত্মক। আমার এই বৃন্দাবনকে আনন্দকন্দ নামে অর্থাৎ সকল আনন্দের মূলস্বরূপ জানিও; এখানে গতি প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। আমি এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখন গমন করিনা, নিত্যই রাধিকার সহিত এখানে বিহার করি। ২৯

পদ্মপুরাণে যথা—

পার্ব্বত্যুবাচ—
যদাবরণ মেতস্য যেবা পরিষদা প্রভোঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপাময় ॥
ঈশ্বরউবাচ—
রাধয়া সহ গোবিন্দো রত্নসিংহাসনস্থিতঃ।
পূর্ব্বোক্ত রূপ লাবণ্যো দিব্যভূষাম্বরাম্বরঃ ॥
ত্রিভঙ্গ মঞ্জু সুস্নিগ্ধো গোপী লোচন তারকঃ ॥
তদাহে যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে।
প্রত্যঙ্গ রভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যা প্রকৃত্যষ্টৌ মূল প্রকৃতি রাধিকাঃ ॥
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা তস্য বায়বে।

উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঐশান্যাং শ্রীহরি প্রিয়া
বিশাখাচ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃপরং।
পদ্মাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ॥
অগ্রে তন্মানসা ধন্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
শুদ্ধ কাঞ্চন পুঞ্জাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ॥ ৩০

পার্ব্বতী কহিলেন "হে কৃপাময়, শ্রীকৃষ্ণের আবরণ শক্তিগণের ও পার্ষদগণের বিবরণ আমাকে বলুন। আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। শঙ্কর কহিলেন "অষ্টদল বেষ্টিত যোগপীঠ কর্ণিকারে রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধার সহিত গোবিন্দ উপাবিষ্ট। তাঁহার রূপলাবণ্যের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই দিব্য ভূষণ, মাল্য ও দিব্যাম্বর শোভিত ত্রিভঙ্গ মনোহর সুস্নিগ্ধ রূপ গোপীগণের নয়নতারা সদৃশ। ঐ কর্ণিকারের বাহিরে যোগপীঠে অষ্টদলে অষ্টসিংহাসন শোভিত আছে, সেই অষ্টসিংহাসনে প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা ললিতাদি অষ্ট প্রকৃতি উপবিষ্টা আছেন। তাঁহাদের প্রতি অঙ্গ কৃষ্ণদর্শনজনিত হর্ষাবেশে পুলকাঞ্চিত। শ্রীরাধা সকলের মূল প্রকৃতি, তাঁহার অগ্রে ললিতাদেবী, শ্যামলা বায়ুকোনে, শ্রীমতী ধন্যা উত্তরে, ঈশানে হরিপ্রিয়া, পূর্ব্বে বিশাখা, অগ্নিকোনে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা, নৈঋতে ভদ্রা, এইরূপ ক্রমে অষ্টদিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই মণ্ডলের অগ্রে পরম সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণার্পিত চিত্তা সহস্র সহস্র গোপকন্যা আছেন, তাঁহাদের বর্ণ শুদ্ধ কাঞ্চনপুঞ্জের ন্যায় এবং তাঁহাদের সুন্দর নয়ন সর্ব্বদা প্রসন্ন। ৩০

এইরূপ আবরণ চিন্তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে প্রচলিত নাই, তাঁহারা শ্রীযোগপীঠ অষ্টদলে অষ্ট পরম শ্রেষ্ঠ সখীর চিন্তা করেন।

যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়াং—

ললিতাচ বিশাখাচ চিত্রা চম্পকমল্লিকা।
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখাচ রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥ ৩১

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকমল্লিকা (চম্পকলতা) তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সুদেবী,। এই অষ্ট প্রাণ শ্রেষ্ঠ সখীর মণ্ডলকে বৈষ্ণব সমাজ কহে। এইরূপ মতান্তরের মধ্যস্থ মীমাংসা এই চিত্রাদি ছয় সখী, শ্যামলা, ধন্যা, হরিপ্রিয়া, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, এই ছয় কৃষ্ণপ্রিয়ারই মূর্ত্তি ভেদ। শ্যামলাদিরূপে ইহাঁরা স্বাধীনা যূথেশ্বরী, আবার যুগলসেবানন্দ লালসে ইহাঁরাই চিত্রাদি প্রাণ শ্রেষ্ঠ সখী।

(ইহাঁদের সেবা উপক্রমণিকার ১ম অংশে ২য় শ্লোকের টীকায় দেখুন)।

নিত্যলীলার এরূপ বহু বহু শাস্ত্র প্রমাণ রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে এ স্থলে কএকটী মাত্র প্রদর্শিত হইল। যাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্ত, শাস্ত্র কি তাঁহাকে বিশ্বাস দান করিতে পারে? সাধ্যবস্তু সাধনের দ্বারা জানাই কর্ত্তব্য।

গুহ্যাতিগুহ্য বাক্যেন মন্যতে কোঽপ্যসম্ভবং।
অন্তরঙ্গং বিনা কোঽপি বহিরঙ্গো ন বেত্তি চ॥ ৩২

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়॥*

বাক্যের দ্বারা গোপনীয় হইতেও গোপনীয় এই নিত্যলীলা কেহ কেহ অসম্ভব মনে করিতে পারেন, ইহা সঙ্গত। কেননা ইহা অন্তরঙ্গ ভিন্ন বহিরঙ্গ ব্যক্তি জানিতে পারেন না। ৩২

প্রাচীন সিদ্ধান্ত যথা—

বিয়োগে যস্তু কৃষ্ণেন গোপীনাং মথুরাগমাৎ।
তদেব রসবৈশিষ্ট্যং কৃষ্ণেন প্রকটীকৃতং॥
চিন্তামণিময়ং বৃন্দাবন মেকং নতুদ্বয়ং।
প্রপঞ্চ চক্ষুষাঽদৃশ্যং দৃশ্যং প্রেমাঢ্যচক্ষুসা॥ ৩৩

* সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শিষ্য মুকুন্দদাস প্রণীত ও সংগৃহিত। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজে বিপরীতমতপোষক বলিয়া মুকুন্দের কলঙ্ক আছে সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থেরও তাদৃক সমাদর নাই। কিন্তু সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় মুকুন্দ প্রণীত পদ্যগ্রন্থ হইলেও উহাতে বহু বহু বৈষ্ণবজন সম্মত প্রমাণ সংগ্রহ আছে, উহা মহাবসজ্ঞ শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন, সর্ব্বত্র অতি দুর্ল্লভ। মুকুন্দ কৃত পদ্য বৈষ্ণবজন সমাদৃত না হইলেও তৎসংগৃহিত সংস্কৃত প্রমাণগুলি সমাদর যোগ্য ও সাধকজন সম্মত। প্রামাণ্য বহু বহু বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক উহার মর্ম্ম গৃহিত হইয়াছে এবং সাধুসমাজে সিদ্ধোপদেশ পরম্পরায় নির্দ্দোষ বলিয়া প্রচলিত আছে। রাগানুগা ভক্তিসাধনের অনুকূল বলিয়া আমি উহার সংস্কৃতাংশের কোন কোন প্রমাণ এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থের পদ্যভাগ বৈষ্ণব সমাজ সম্মত নহে, সংস্কৃতাংশ ভিন্ন পদ্যাংশের আমরাও পক্ষপাতী নহি।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর গোপীগণের বিরহাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যে রসবৈশিষ্ট্য (ভাবোল্লাস) প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাও সেই প্রকার। এই প্রাপঞ্চিক গোচর বৃন্দাবন ও চিন্তামণিময় নিত্য বৃন্দাবন, এক ভিন্ন দুই নহে। কেবল [illegible] চক্ষুর অগোচর, প্রেমাঢ্য চক্ষুর গোচর, মাত্র। ৩৩

চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্নুৎকণ্ঠার্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃকৃষ্ণো দর্শয়েত্তান্ কৃপানিধিঃ॥
কৈরপি প্রেম বৈবশ্য ভাগভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥ ৩৪

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপ বাক্যং॥

[illegible] বৃন্দাবন চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অদ্যাপিও নিজ প্রিয়ভক্তগণ [illegible]ণ্ঠাকুল চিত্তে যে স্থানের যে লীলা যখন দেখিতে ইচ্ছা করেন, কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই সেই লীলা দেখান। কোন কোন প্রেমবৈবশ্যাবস্থা প্রাপ্ত ভাগবতোত্তমগণ অদ্যাপিও বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিতে পান। ৩৪

অতএব রাগানুগীয় ভক্তিসাধনপর ভক্তগণ! ইহজন্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের উৎকট বিরহকালে তদ্দর্শনোৎকণ্ঠিত চিত্তে স্ব স্ব অন্তর্নিহিত ভাবোল্লাসভরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলারস পরিপাটী প্রেম নয়নে দর্শন করুন। অবশ্যই সেই নিত্যধামে ভাবনানুরূপা গতি তিনি প্রদান করিবেন।

রাধাগোবিন্দ লীলামৃত

উপক্রমণিকা।

॥ ৩ ॥

রাধাগোবিন্দের বেদগোপ্য নিত্যলীলা ও লীলাধাম শ্রীনিত্য বৃন্দাবনের নিত্যতা ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধতা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। প্রকটাবতারে মহাবন গোকুল মধ্যে কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা প্রকাশিত হইলেও নন্দীশ্বর বা নন্দী-গ্রাম শ্রীনন্দের নিত্য নিকেতন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বাৎসল্যরসধাম শ্রীনন্দালয়। গোকুল উহা হইতে স্বতন্ত্র ধাম, সেখানে বাল গোপাল শীব নিত্য প্রতিষ্ঠিত, পঞ্চম বর্ষীয় বাল গোপাল মূর্ত্তি ও বাল্যলীলা ভিন্ন, অন্য লীলার গোচর নাই। প্রকটাবতারেও শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলা নন্দীশ্বরেই প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরাধার পিত্রালয় বৃষভানুরপুর বা বর্ষাণ, শ্বশুরালয় যাবট, এই দুই স্থানে শ্রীরাধার নিত্য নিকেতন বিরাজিত। ললিতাদি অষ্ট সখীর ও শ্রীরূপাদি অষ্ট মঞ্জরীর পিত্রালয় বর্ষাণ শ্বশুরালয় যাবট। চন্দ্রাবলীর বাসস্থান সখীস্থলী গ্রামে, উহা গোবর্দ্ধনের নিকট। নিত্যধাম শ্রীব্রজমণ্ডল দ্বাত্রিংশৎ বন মণ্ডিত, তন্মধ্যে দ্বাদশ বন ব্রজ প্রধান। দ্বাদশ বন মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস নিকেতন। রজনী বিলাস নিকেতন যমুনা পুলিন কুঞ্জবনে, দিবা বিলাস নিকেতন গোবর্দ্ধন সন্নিকট শ্রীরাধাকুণ্ড তটে। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস নিকেতন ও শ্রীবৃন্দাবনধাম চিন্ময়, ইহার সর্ব্বত্র গোলোকৈশ্বর্য্য বিভূষিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপ বিগ্রহে প্রকট হইলেও, প্রকটাবতারে শ্রীবৃন্দাবনধামের নিত্যস্বরূপ প্রপঞ্চ গোচরে সম্পূর্ণ প্রকট হয় নাই। প্রকটাবতারকালে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত স্বভাব সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু চিন্ময়ী স্বর্ণভূমি, রত্নপাদপ, মণিমন্দির প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যভাগ অপ্রকটিতই ছিল, কারণ উহা অলৌকিক। উহা কেবল নিত্য বৃন্দাবন স্বরূপ বর্ণনেই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রকট লীলা বর্ণনার কোন স্থানেই শুদ্ধ স্বভাব মাধুর্য্য ভিন্ন ঐ সকল অলৌকিক বিভূতি বর্ণন নাই। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভুও বিদগ্ধ মাধবাদি লীলা গ্রন্থে একটা লীলা মাধুর্য্য বর্ণনে কোন স্থানেই ঐ সকল বিভূতির উল্লেখ করেন নাই,

অতএব উহা কখনই প্রপঞ্চ গোচর যোগ্য নহে। প্রপঞ্চনয়ন উহার তেজ ধারণে অক্ষম, কারণ উহা ব্রহ্মতেজোময়। তবে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার ইচ্ছাক্রমে কখন কেহ উহা প্রপঞ্চ গোচর লীলাকালেও বিস্ময় বিমোহিত নয়নে দেখিয়াছেন, ইহাও শাস্ত্র মধ্যে দেখা যায়। তাহা অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায় স্বপ্নবৎ ক্ষণিক। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট নিত্য পরিকর ভিন্ন উহা অবিস্মিতভাবে দেখিবার অধিকার প্রাপঞ্চিকের নাই। নিত্য পরিকরগণও প্রকট লীলায় উহা যোগমায়া প্রভাবে দেখিতে পান না। লীলাকালে নিত্যলীলা স্মৃতি থাকিলে পূর্ব্ব রাগাদি রসের সম্ভাব থাকে না, এজন্য যোগমায়া প্রভাবে অবতার তৎপরিকরগণের সর্ব্বজ্ঞত্ব আবরিত হয়। অতএব ইহাতে বিস্ময়ের বা বিতর্কের কোন হেতু নাই।

ব্রজে নিত্যলীলা পরিকরত্ব প্রাপ্তি বাঞ্ছা থাকিলে, শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য লীলা স্মরণ করিতে হয়, নিত্যলীলা স্মরণ করিতে নিত্যধামের স্বরূপ অবগতি ও স্মৃতি আবশ্যক, নহিলে স্মরণ ঠিক্ হয় না। এই জন্য পরমকারুণিক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় সাধকজনের প্রতি দয়া করিয়া নানা শাস্ত্র প্রমাণে গুরু পরম্পরাগত সিদ্ধোপদেশ সম্মত শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় নিত্য লীলা স্মরণ পদ্ধতি স্বরূপ গোবিন্দ লীলামৃত ও কৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন।

উহাতে যে অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা আছে, উহাই ব্রজের নিত্য লীলা এবং উহাতে যে অলৌকিকী শিল্পী বিভূতি বর্ণন করিয়াছেন, উহাই শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যস্বরূপ। এই মহাকাব্যদ্বয় শ্রীগোস্বামী পাদগণের সম্মত, যে হেতু শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ একাদশ শ্লোকে স্মরণমঙ্গল নামে এই অষ্টকাল লীলাসূত্র সনৎকুমার সংহিতামূলে সূত্রিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্র প্রমাণেরও অভাব নাই, উপক্রমণিকার এই তৃতীয় অংশে নানা শাস্ত্র হইতে যে সকল ধ্যানাবলি সংগৃহিত হইল, উহা হইতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে। শ্রীবৃন্দাবন স্থিত রত্ন পাদপ সমূহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখুন।

রুদ্র যামলে যথা——————

বীথ্যাং বীথ্যাং নিবাসোঽধর মধুসুরচন্দ্র সন্তান কানা-
মেকে রাকেন্দু কোট্যা উপবিশদ করাস্তেষু চৈকৈক মস্তে।

রামে রাত্রে বিরামে সমুদিত তপন দ্যোতি সিন্ধূপমেয়া-
রত্নাঙ্গানাং সুবর্ণাচ্চিত মুকুর রুচস্তেভ্যঃ একেক্রুমেন্দ্রঃ॥
যৎ কুসুমং যদামৃগ্যং যৎফলঞ্চ বরাননে।
তত্তদেব প্রসূয়ন্তে বৃন্দাবন সুরদ্রুমাঃ॥

অর্থশ্চ-

হে অধর মধু সুবচঃ! অধর মধু তুল্যানি সুবচাংসি যস্যাস্তথাভূতে গৌরি! তত্রশ্রীবৃন্দাবনে রত্নাঙ্গানাং সন্তানকানাং মধ্যে একে দ্রুমেন্দ্রা রাকেন্দু কোট্যা উপবিশদ করাঃ। হে রামে! তেষু সন্তানকেষু একে রাত্রে বিরামে সমুদিত তপনোদ্যোতি সিন্ধুপমেয়াঃ কসন্তে—বিরাজন্তে। তেভ্যস্তানপ্যতিক্রম্য একে কসন্তে, কথম্ভূতাঃ? সুবর্ণাচ্চিত মুকুররুচঃ। তত্র চ যদা যৎ কুসুমং মৃগ্যং ভবতি ফলং বা, তদেব বৃন্দাবন সুরদ্রুমা এব প্রসূয়ন্তে॥ ১॥

হে অধর মধু সুবচনি! গৌরি। সেই বৃন্দাবনে শ্রেণী শ্রেণী রত্নাঙ্গ সন্তান অর্থাৎ সুরদ্রুম মধ্যে এক বৃক্ষরাজ কোটি পূর্ণ চন্দ্র বৎ বিমল কিরণ বিশিষ্ট। হে রমণীয়ে! সেই সুরতরু শ্রেণী মধ্যে একটি রাত্রি বিরাম কালে সমুদিত তপন দ্যোতি অর্থাৎ তরুণারুণ কান্তি সাগর তুল্য। অপর একটী উহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্ণ মুকুরের ন্যায় জ্যোতি বিকাশ করিতেছে। সেই বৃন্দাবনে যখন যে কুসুম বা ফল অন্বেষণ করা যায়, সুরতরুগণ তৎক্ষণাৎ সেই রূপ ফলফুল প্রসব করিয়া থাকেন। নিম্নে চিন্তামণিময়ী ভূমী, মণি মন্দির প্রভৃতির প্রমাণ দেখুন। ১॥

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি বিদ্যা সম্বাদে যথা—
অহো বৃন্দাবনং তত্র কেলী বৃন্দাবনানিচ
বৃক্ষাঃ কল্প দ্রুমাশ্চৈব চিন্তামণিময়ীস্থলী॥
ক্রীড়া বিহঙ্গ লক্ষঞ্চ সুরভীণা মনেকশঃ।
নানা চিত্র বিচিত্র শ্রীরাস মণ্ডল ভূময়ঃ॥
কেলি কুঞ্জ নিকুঞ্জানি নানা সৌখ্য স্থলানিচ।
প্রাচীর ছত্র রত্নানি ফণাঃ শেষস্য ভাস্ত্যহো॥

যচ্ছিরোরত্ন বৃন্দানামতুল্য দ্যুতি বৈভবং।
ব্রহ্মৈব রাজতে তত্র রূপং কো বক্তু মর্হতি॥ ২ *

শ্রীবৃন্দাবন অতি আশ্চর্য্য, ইহার মধ্যে কেলী বৃন্দাবন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস যোগ্য পৃথক পৃথক উপবন সকল শোভা পাইতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়ী, লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া বিহঙ্গ অর্থাৎ বৃন্দাদেবীর আজ্ঞাকারী লক্ষ লক্ষ পক্ষী ও বিবিধ প্রকার কাম ধেনুগণে সমাকীর্ণ। নানা প্রকার মণিতে চিত্র বিচিত্র রাস মণ্ডল ভূমি, কৃত্রিম ক্রীড়া কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, বিবিধ সুখময়ী বিলাস ভূমি সমূহে শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভাময়। উহাতে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল বিলাস মন্দির আছে, উহার প্রাচীর রত্নময়, তাহার রত্নময় ছাত সমূহ অনন্তের ফণামণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার শিরোদেশে যে সকল অমূল্য রত্ন দীপ্তি পাইতেছে, তাহার দ্যুতি বৈভবে শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্ম জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে, অতএব বাক্যের দ্বারা তাহার শোভা সমৃদ্ধি বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়। ২।

প্রপঞ্চ গোচর বর্ত্তমান বৃন্দাবনেরই নিত্য স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়; কিন্তু সে নিত্য স্বরূপ প্রপঞ্চ গোচর নহে, যেমন মৃত্যুকালে শতজনের চক্ষু গোচরেই পরমাত্মা জীব দেহ হইতে প্রস্থান করেন, অথচ সে ব্রহ্মজ্যোতি কেহ দেখিতে পায়না, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনের জ্যোতির্ম্ময় নিত্য স্বরূপ কেহ দেখিতে পায়না, কারণ প্রাপঞ্চিক নয়নে প্রাপঞ্চিক বস্তু ভিন্ন প্রপঞ্চাতীত বস্তু দৃষ্ট হয়না। যাঁহারা প্রেম পরিশুদ্ধ অন্তশ্চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধদেহ শ্রীবৃন্দাবনের এই নিত্য স্বরূপ জানিতে পারেন। অতএব বিস্ময় বা সন্দিগ্ধতার কোন কারণ নাই। শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যোগপীঠ বিরাজমান, সম্প্রতি সেই যোগপীঠের স্বরূপ শাস্ত্র প্রমাণে প্রদর্শিত হইতেছে।

রাধা তন্ত্রে যথা

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জু মন্দার শোভিতে।
যোজনাবৃত তন্বৃক্ষৈঃ শাখা পল্লব বিস্তৃতৈঃ॥

*ছাপা পঞ্চরাত্রে এ প্রমাণ পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। ছাপা গ্রন্থে অনেক স্থল অসম্পন্ন।

মহৎ পদং মহদ্ধাম মহানন্দ রসাশ্রয়ং॥
পুন্নাগ কুসুমৈর্গন্ধৈ র্মত্তালি বৃন্দ সেবিতে।
তত্রাধস্থে সিদ্ধ পীঠে সতী কেশ বিনির্ম্মিতে।
সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতি মৃগ্যং নিরন্তরং॥
তত্র শুদ্ধং হেম পীঠং মণি মণ্ডিত মণ্ডপং।
তন্মধ্যে মঞ্জু রত্নঞ্চ যোগ পীঠং সমুজ্জ্বলং॥
অদষ্ট কোন নির্ম্মাণং নানা দীপ্তি মনোহরং।
তত্রোপরিচ মাণিক্য স্বর্ণ সিংহাসন স্থিতং।
গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে॥
শ্রীগোবিন্দং তত্র সংস্থং বল্লবীবৃন্দ সেবিতং।
দিব্য ব্রজ বয়ো রূপং বল্লবি প্রিয় বল্লভং॥ ৩

রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে মনোহর কল্প পাদপ শোভা পাইতেছে, উহার শাখা পল্লব এক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহাতে অনাদি সুগন্ধি কুসুম সকলে মত্ত অলি বৃন্দ ঝঙ্কার করিতেছে। মহানন্দ রসাশ্রয়, মহাজ্যোতির্ম্ময় ঐ স্থান শ্রীকৃষ্ণের মহৎ পদ। তাহার তলস্থ সিদ্ধ পীঠ সতী কেশ বিনির্ম্মিত, অর্থাৎ একান্ন পীঠান্তর্গত কেশ পীঠ। সপ্ত আবরণ যুক্ত ঐ স্থান শ্রুতিগণও অন্বেষণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রুতিরও অগোচর। সেই স্থানে শুদ্ধ হেম পীঠে মণি মণ্ডিত মন্দির, সেই মন্দির মধ্যে মনোহর রত্ন নির্ম্মিত সমুজ্জ্বল যোগ-পীঠ। উহার গঠন অষ্টকোন, বিবিধ বর্ণ মাণিক্য দীপ্তিতে অতি মনোহর। তাহার উপর মাণিক্য খচিত স্বর্ণসিংহাসন, সেই গোবিন্দের প্রিয় স্থানের মহিমা-বর্ণনাতীত। সেই সিংহাসনে গোপীগণের প্রিয় বল্লভ শ্রীগোবিন্দ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, গোপীকাগণ বিবিধ প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার দিব্য রূপ ও বয়স ব্রজবিহারযোগ্য অর্থাৎ "গোপবেশবেণুকর নব কৈশোর নটবর"। ৩।

নিম্নলিখিত গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত ধ্যানে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যস্বরূপ, তেজোময়ত্ব এবং রত্ন ভূমি, রত্ন বৃক্ষ, মণি মন্দিরাদি সমন্বিত যোগ পীঠ বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বেশ লীলাদি স্পষ্ট পরিস্ফুট রহিয়াছে।

গৌতমীয় তন্ত্রে যথা——

অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ সর্ব্বদেব নমস্কৃতং।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতং পতত্রিগণ নাদিতং॥
ভ্রমদ্ভ্রমর ঝঙ্কার মুখরীকৃত দিঙমুখং।
কালিন্দী জল কল্লোল শীতলানিল সেবিতং॥
নানা পুষ্প লতাবদ্ধ বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতং।
সমানোদিত চন্দ্রার্কতেজোদীপন দীপিতং॥
কমলোৎপল কহ্লার ধূলি ধূসরিতান্তরং।
শাখামৃগগণাকীর্ণং নানামৃগনিষেবিতং॥
দ্বাত্রিংশদ্বন সংবীতং বৈকুণ্ঠাদপি সৌখ্যদং।
পুরন্দর মুখৈর্দ্দেবৈঃ সর্ব্বতঃ সমধিষ্ঠিতং॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুত সম প্রভং।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্ন বর্ষিণং॥
মানিক্য শিখরোল্লাসি তন্মধ্যে মণি মণ্ডপং।
নানারত্ন গণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতেজো বিরাজিতং॥
ফলভারনমচ্চিত্র বিতানৈরুপশোভিতং।
রত্ন তোরণ গোপুর মাণিক্য বেদিকান্বিতং॥
দিব্য ঘণ্টা যুক্ত মুক্তা মণি শ্রেণী বিরাজিতং।
কোটি সূর্য্য সমাভাসং নির্ম্মুক্তং ষট্তরঙ্গকৈঃ॥*
চতুর্দ্বার সমাযুক্তং কবাটাষ্টক শোভিতং॥
তত্র কল্পতরুং ধ্যায়েৎ সুবিষ্টং রত্ন বর্ষিণং।
সেবিতং ঋতুভিঃ সর্ব্বৈঃ সুধাশীকর বর্ষিণং॥

* বুভুক্ষাচ পিপাশাচ প্রাণস্য মনসস্তথা।
শোক মোহ শরীরস্য জড়ামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়॥ গৌতমীয় তন্ত্রং।

ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণের বিকার। শোক মোহ মনের বিকার। জড়ামৃত্যু দেহের বিকার, এই ছয় বিকারের নাম ষড়ূর্ম্মি বা ষট্ তরঙ্গ॥

গারুত্মতলসৎ পত্রং প্রবাল রত্ন পল্লবং।
মুক্তারত্ন প্রসবিতং পদ্মরাগ ফলোজ্জ্বলং॥
সংসার তাপ বিচ্ছেদি কুশলচ্ছায় মস্তুতং॥
তন্মূলে চিন্তয়েন্মন্ত্রী রত্ন সিংহাসনং শুভং।
তত্র সূর্য্য সমাভাসং পঙ্কজং চাষ্ট পত্রকং॥
সর্ব্ব তত্ত্ব ময়ং তত্র চিন্তয়েজ্জগদীশ্বরং।
সংসার সাগরোত্তীর্ণে ধর্ম্ম কামার্থ সিদ্ধয়ে॥

পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীক নিভেক্ষণং।
রক্ত নেত্রাধরং রক্ত পাণি পাদতলং শুভং॥
কৌস্তভোদ্ভাসিতোরস্কং নানা রত্ন বিভূষিতং।
উদ্দাম বিলসন্মুক্তা রত্নহারোপ শোভিতং॥
নানারত্ন প্রভোদ্ভাসি মুকুট দীপ্ততেজসং।
হার কেয়ূর কটক কুণ্ডলৈরুপ শোভিতং॥
শ্রীবৎস বক্ষসং চারু নূপুরাদ্যুপ শোভিতং।
রত্নৈর্নানাবিধৈর্যুক্তং কোটি সূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ॥
গোরোচনা কুঙ্কুমেন ললাট তিলকান্বিতং।
অলকা শোভি সংযুক্তং পীতাম্বর যুগাবৃতং॥
বিম্বাধর পুটোদ্ভাসি বংশ্যামৃত রসান্বিতং।
বর্হিপত্র কৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতং॥
কদম্ব কুসুমোদ্বদ্ধ চারুমালা বিরাজিতং।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য বিলসদ্বক্ষুরোদরং॥
বেণুং গৃহিত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্যবাদিনম্।
গায়ন্তং দিব্য গানৈশ্চ বৃন্দাবন গতং হরিং॥
স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্ট কন্যকা শত মণ্ডিতং॥

গো গোবৎস গণাকীর্ণং বৃহৎ যষ্টৈশ্চ মণ্ডিতং।
গোপ কন্যা সহস্রৈস্তু পদ্ম পত্রায়তেক্ষণৈঃ।
অর্চ্চিতং ভাব কুসুমৈ ত্রৈলোক্যৈকং গুরুং বিভুং॥

তুম্বুরু নারদশ্চৈব হাহা হূ হূস্তথৈবচ।
কিন্নরী মিথুনঞ্চাপি শ্রুত্বা গীতং তথা হরেঃ।
বীনাদি সাধনং ত্যক্ত্বা বিস্ময়াবিষ্ট চেতসঃ।
তে স্তুবন্তি মহাত্মানং গায়নাদ্বিরতি স্থিতাঃ॥
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্ব্বিহঙ্গমৈঃ।
স্থাবরৈঃ পন্নগৈশ্চাপি সিদ্ধৈর্বিদ্যাধরৈস্তথা॥
শাখামৃগৈর্মনুষ্যৈশ্চ বীক্ষ্যমাণৈঃ সুবিস্মিতৈঃ॥
সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্নং সৌন্দর্য্যেনাভিশোভিতম্।
মোহনং সর্ব্ব গোপীনাং লোকানাং পতি মব্যয়ং॥
নারদেন চ সিদ্ধেন বিশ্বামিত্রেন ধীমতা।
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুনাঙ্গিরসেন চ॥
দক্ষেণ সনকাদৈশ্চ সিদ্ধেন কপিলেন চ।
বাস্ত বাগীশ হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনঃ ক্রতু॥
মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ পুলস্ত পুলহাদিভিঃ।
বশিষ্ঠাদ্যৈ র্মুনিন্দ্রৈশ্চ স্তূয়মানং সুরাসুরৈঃ॥
ব্রহ্ম লোক গতৈঃ সিদ্ধৈ র্নাগলোক গতৈরপি।
অন্যৈরপি সুরশ্রেষ্ঠৈঃ স্তূয়মানং স্মরেদ্বিভুম্॥
এবং যশ্চিন্তয়েন্মন্ত্রী চেতসাকৃষ্ণ মব্যয়ম্।
সংসার সাগরং ঘোরমপি বৎস পদায়তে॥ ৪

অনন্তর সর্ব্ব দেব নমস্কৃত বৃন্দাবন ধ্যান করিবে। শ্রীবৃন্দাবনে সকল ঋতুর পুষ্প সমূহ সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, পক্ষীগণের কল নাদে, ভ্রাম্যমান ভ্রমরগণের ঝঙ্কারে শ্রীবৃন্দাবন ভূমি নিরত পরিপূর্ণ, সর্ব্বদাই কালিন্দী জল কল্লোল সংসিক্ত সুশীতল সমীরণ বহিতেছে। উহার স্থানে বিবিধ পুষ্প বৃক্ষ, লতাজাল জড়িত তরু কুঞ্জ এবং পদ্মবন সুশোভিত। সমানোদিত চন্দ্র সূর্য্য তুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিতে শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বদা প্রদীপ্ত। উহার অভ্যন্তর ভাগ কমল, উৎপল, কহ্লার পরাগে ধূসরিত। বৃক্ষে বৃক্ষে শাখামৃগগণ ক্রীড়া করিতেছে, ভূমিতলে বিবিধ সুন্দর দর্শন পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ

করিতেছে। বৈকুণ্ঠ হইতেও সুখপ্রদ দ্বাত্রিংশৎ বনে সংযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা দিকে দিকে অবস্থিত আছেন। (এই দ্বাত্রিংশৎ বন মণ্ডিত ব্রজমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলেই বৃন্দাবন।) উহার মধ্যে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে অদ্ভুত স্বর্ণময় প্রভাবিশিষ্ট রত্ন ভূমিতে কল্পতরুর উদ্যান আছে, উহা হইতে নিয়ত রত্ন বর্ষিত হইতেছে। ঐ উদ্যান মধ্যে মাণিক্যময় শিখরোল্লাসিত মণি মণ্ডপ শোভা পাইতেছে, উহা বিবিধ রত্ন চিত্র বিচিত্র, সকল তেজো আধার, সর্ব্বকল্পতরু। ঐ মণি মণ্ডপ মধ্যে অত্যুজ্জ্বল চিত্র বিচিত্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। ঐ মন্দিরের চারিদিকে রত্নময় তোরণ দ্বার, সিংহদ্বার, মাণিক্যময় বেদিকা বিরাজিত। ঐ দ্বার সমূহ দিব্য ঘণ্টা যুক্ত, মুক্তা ও মণিময়। উহা দেখিতে কোটিসূর্য্য তুল্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এই ষড়ূর্ম্মি নিবৃত্ত ও কুঞ্জ সমূহ চতুর্দ্বার সংযুক্ত, উহাতে অষ্ট কপাট শোভা পাইতেছে। এই পুরী মধ্যস্থলে কল্পপাদপ এক অতি স্থূল সুবৃহৎ কল্পতরু আছে, উহা হইতে নিয়ত রত্ন ও সুধা কণা বর্ষিত হইতেছে এবং সেখানে ষড় ঋতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমুজ্জ্বল গারুত্মত মণি অর্থাৎ মরকত মণি, ঐ বৃক্ষের পত্র, প্রবাল মণি উহার পল্লব, মুক্তারত্ন উহার ফুল, পদ্মরাগ মণি উহার সমুজ্জ্বল ফল, সংসার তাপ বিনাশকারী সুমঙ্গল রাশি উহার ছায়া। অতএব ঐ বৃক্ষ অতি অদ্ভুত। সম্পদ্ সাধক সেই কল্পবৃক্ষ মূলে মনোহর সিংহাসন এবং স্বর্ণ তেজ সম প্রদীপ্ত সর্ব্বরত্নময় অষ্টদল পদ্ম চিন্তা করিবে। সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সিদ্ধ জন্য সাধক সেইস্থানে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। (এখানে ধর্ম্ম ঐকান্তিকতা, অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, কাম— সেবা, ইহাই জানিবে। সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সাংসারিক ধর্ম্ম অর্থ কাম কেহ কামনা করেনা।) এই প্রকার শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীযোগপীঠ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে।

শ্রীকৃষ্ণের পরিধান পীতবসন, পুণ্ডরীক তুল্য প্রসন্ন চক্ষু, নেত্র, অধর, করতল ও পদতল রক্তবর্ণ, মনোহর। তাঁহার বক্ষস্থলে কৌস্তুভ সমুদ্ভাসিত, নানাবিধ রত্ন ভূষণে প্রতিঅঙ্গ শোভিত। কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ আকৃতির মুক্তাহার ও রত্নহার শোভা পাইতেছে। মস্তকে নানা রত্নপ্রভা সমুদ্ভাসিত তেজো দীপ্ত মুকুট। হার, কেয়ুর, কটক, কুণ্ডল, প্রভৃতি অলঙ্কার সকল যথাযোগ্য

অঙ্গে শোভিত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, চরণে চারু নূপুরাদি, কোটিদেশে চন্দ্রহার, প্রতি অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, এই প্রকার নানা মণিযুক্ত অলঙ্কারে তাঁহার সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর দেখাইতেছে। ললাটে গোরোচনা ও কুঙ্কুম যুক্ত তিলক, তদুপরি সুন্দর অলকাবলি বিরাজিত, পীতাম্বর পরিধান, পীত উত্তরীয় দুলিতেছে, নধর বিম্বাধরপুট বংশ্যামৃত রস বিস্ফুরিত। মুকুটোপরি ময়ূর পুচ্ছ চূড়া, বিবিধ বন্য পুষ্পালঙ্কার ও কদম্ব কুসুমোবদ্ধ চারু বনমালায় তাঁহার রূপলাবণ্য কোটি কন্দর্প মনোহর। কি সুন্দর ক্রমনিম্নোত উদর, যুগল করে মুরলী লইয়া শ্রীমুখে সংযোজিত করিয়াছেন এবং দিব্য স্বরালাপে বংশী গান করিতেছেন, স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট দেবকন্যাগণের ন্যায় গোপকন্যাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছেন। এই প্রকার বৃন্দাবন মধ্যগত হরিকে ধ্যান করিবে।

এই অংশটি নিশান্ত লীলা সূচনা করিতেছে। যেহেতু ব্রাহ্ম মুহূর্ত প্রাতর্ধ্যানের মুখ্যকাল। ত্রিকাল অর্চ্চনায় প্রাতর্ধ্যানে এই গৌতমীয় তন্ত্রের অন্যত্রে এই প্রকার ধ্যানই উক্ত হইয়াছে, পরে দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী অংশে পূর্ব্বাহ্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণার্থ গমন সূচনা স্পষ্ট, গোগণে পরিবৃত হইয়া বন গমন কালে গোপীগণের অন্তরাল হইতে দর্শন, এবং আকাশ স্থিত দেবাদির স্তুতি। নিম্ন অংশে ইহাই ব্যক্ত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ গো ও গোবৎসগণে সমাকীর্ণ, বৃহৎ বৃহৎ ষণ্ড সকলে মণ্ডিত এবং সহস্র সহস্র পদ্ম পত্রায়তেক্ষণা গোপকন্যাগণের স্বস্ব অন্তস্থিত ভাব কুসুমে সমর্চ্চিত। মুরলী গান বিমুগ্ধ তুম্বুরু, নারদ, গন্ধর্ব্বরাজ হাহা হূ হূ, বীনাদি সাধন ভুলিয়া এবং কিন্নর মিথুন সকল গানে বিরত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ত্রৈলোক্যৈক গুরু মহাত্মা বিভু শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতেছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিহঙ্গ, স্থাবর, নাগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, শাখামৃগ, মনুষ্য প্রভৃতি সকলে বিস্মিত হইয়া সেই সর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন সৌন্দর্য্যাতিশয় শোভিত, সকল গোপিকা মোহন, সর্ব্ব লোক পতি, অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন, নারদ, তপঃ সিদ্ধ বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, সনকাদি, সিদ্ধগণ, কপিল, বাস্তু, বাগীশ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, ক্রতু, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং সুর, অসুর, ব্রহ্মলোক গত সিদ্ধগণ, নাগলোক গত সিদ্ধগণ, অন্যান্য দেব শ্রেষ্ঠগণ, সকলেই সেই বিভুকে স্তব করিতেছেন। যে কৃষ্ণ মন্ত্র

সাধক মনে মনে এই প্রকার অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন, সংসার সাগর অতি ঘোর হইলেও তিনি তাহা বৎসপদের ন্যায় উত্তীর্ণ হন। নিম্নে নিশান্ত কালে শ্রীরাধাগোবিন্দের রূপালস লিখিত হইল। ৪

সনৎকুমার সংহিতায়াং যথা—

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ মণ্ডিতে।
কল্প বৃক্ষ নিকুঞ্জেষু দিব্যে রত্নময়ে গৃহে।
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠত স্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌমিথঃ॥ ৫
ইত্যাদি।

রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ মণ্ডিত কল্প বৃক্ষ নিকুঞ্জে দিব্য রত্নময় গৃহে সুকোমল শয্যায় পরস্পর নিবিড়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ নিদ্রা যাইতেছেন। ৫

সনৎকুমার সংহিতায় এইরূপ ক্রমে অষ্টকাল লীলা বর্ণন আছে। উহাই বিস্তাররূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দ লীলামৃতে লিখিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে উহা লিখিত হইল না। ত্রিকালার্চ্চন প্রসঙ্গে হরিভক্তি বিলাসে যে গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত ত্রিকালার্চ্চন বিধি গৃহীত হইয়াছে, উহা হইতে এই লীলাসূত্র সমন্বিত ধ্যানটি সংগৃহিত হইল।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত গৌতমীয়ে যথা—

আরাধন বিধিং বক্ষ্যে প্রাতঃকালে বিশেষতঃ॥
রম্যং বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পুণ্য বৃক্ষাদি সেবিতং।
পুন্নাগৈর্নাগ বৃক্ষৈশ্চ পনসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ॥
বকুলৈশ্চৈব বিল্বৈশ্চ বক্সৈঃ কুরুবকৈরপি।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনত শাখীভিঃ॥
তন্মধ্যে পুলিনং ধ্যায়েদ্বহু পুন্নাক চম্পকং।
ধূপ দীপ বিতানেন পুষ্পমালা বিভূষিতং॥
মুক্তাদাম পতাকাভির্বস্ত্র পুষ্পৈরলঙ্কৃতং।
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে॥
সুস্থিতং বেণু গীতাঢ্যং সর্ব্বাভরণ ভূষিতং।
বনমালা পরিবৃতং গোপিকা শত বেষ্টিতং॥

দেবাসুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
যক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরগণৈর্ব্বিহগৈর্ভুবি সংস্থিতৈঃ॥
ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানং কৃষ্ণঞ্চৈব শুচিস্মিতং।
নানা বিধৈশ্চ গোপালৈর্মৃগপক্ষি বিভূষিতং॥
লেলিহ্যমানং প্রণয়াৎ পশূনাং শতকোটিভিঃ
ইন্দীবরনিভং দিব্যং সুন্দরং শ্রীনিবাসকং॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রবদনং পদ্মপত্র নিভেক্ষণং।
পদ্মাভ পাণিপাদঞ্চ পদ্মরাগ বরার্চ্চিতং।
শরণ্যং সর্ব্বলোকানাং গোপীনাং প্রাণবল্লভং॥

প্রাতঃকালের আরাধনা বিধি বিশেষ রূপে বলিতেছি। সুগন্ধ পুষ্প পরিশোভিত বৃক্ষ লতাদি সমন্বিত রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান করিবে। নাগ, পুন্নাগ, পনস, কাঞ্চন, বিল্ব, বকুল, কুরুবক ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষ শ্রেণীতে সুশোভিত বৃন্দাবনে ষড়ঋতু যেন কুসুম শোভায় মূর্ত্তিমান, তরুগণ যেন পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। সেই বৃন্দাবন মধ্যে যমুনা পুলিনে বহু পুষ্প শোভিত চম্পক বন সুগন্ধ ধূপ সৌরভে আমোদিত, দীপালোকে সমুজ্জ্বল। তাহার মধ্যে মুক্তাদাম, পুষ্পমালা মণ্ডিত চন্দ্রাতপ, পতাকা ও সপল্লব বন্য পুষ্প স্তবকে অলঙ্কৃত কল্পতরুমূলে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নানা আভরণে ভূষিত, বক্ষঃস্থল বনমালা পরিবৃত, শত শত গোপিকা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

(ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কালে যে কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রকার শোভা বিশিষ্ট, "এব" অর্থাৎ সেই প্রকারই তিনি আবার পূর্ব্বাহ্নকালে যমুনা পুলিনে কল্পতরু মূলে পদ্মআসনে বেণু বাদন করিতেছেন,) দেব, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, যক্ষ, বিদ্যাধরগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং বৃন্দাবনাস্থিত বিহঙ্গমগণ সেই শুচিস্মিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন। নানাবিধ অর্থাৎ পৌগণ্ড, কিশোর, যুবক, বহু বহু গোপালগণ ও মৃগ ও পক্ষীগণ তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া রহিয়াছে, শতকোটি গবাদি পশু স্নেহ বশতঃ তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতেছে। তাঁহার ইন্দীবর সুন্দর দিব্যরূপ যেন লক্ষ্মীর নিবাসস্থল, বদন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, নয়ন

পদ্মপলাশ তুল্য আরক্ত, পদতল ও করতল পদ্মের ন্যায় অরুণ বর্ণ, পদ্মরাগ মণিতে সুশোভিত সেই সর্ব্বলোক শরণ্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রাণবল্লভ। ৬

নিম্নলিখিত বৃহৎ ধ্যানে নিশান্ত, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন কালোচিত লীলাসূত্র, শ্রীবৃন্দাবন শোভা, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি অতি বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

যথা হরিভক্তি বিলাসে শ্রীনন্দন ধ্যানং—
উক্তঞ্চ ক্রমদীপিকায়ায়াং নারদ পঞ্চরাত্রেচ *

অথ প্রকট সৌরভোদ্গলিত মাধ্বিকোৎফুল্ল সৎ
প্রসূন নব পল্লব প্রকর নম্র শাখৈর্দ্রুমৈঃ।
প্রফুল্ল নব মঞ্জরী ললিত বল্লরী বেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনং॥

বিকাশি সুমনোরসাস্বাদন মঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলীমুখ মুখোদগতৈ র্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোত শুক সারিকা পরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি
র্বিরাবিতমিতস্ততো ভুজগ শত্রুনৃত্যাকুলং॥

কলিন্দ দুহিতুশ্চলল্লহরি বিপ্রুষাং বাহিভি—
র্বিনিদ্র সরসীরুহোদর রজশ্চয়োদ্ধূষরৈঃ।
প্রদীপিত মনোভব ব্রজ বিলাসিনী বাসসাং
বিলোলন বিহারিভিঃ সতত সেবিতং মারুতৈঃ॥

প্রবাল নব পল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্র মৌ-
ক্তিক প্রকর কোরকং কমল রাগ নানাফলং।
স্থবিষ্ঠ মখিলর্ত্তুভিঃ সতত সেবিতং কামদং
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপ মুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ॥
সুহেম শিখরাবলে রুদিত ভানুবদ্ভাস্বরা
মধোহস্য কনকস্থলীমমৃত শীকরা সারিণঃ।

* পৃথক পৃথক ছাপা তিনখানি হরিভক্তি বিলাস মূল ও টীকা, নারদ প [illegible] ক্রমদীপিকা এই সমস্ত গ্রন্থগুলি মিলাইয়া এই ধ্যানটী যথাসাধ্য সংশোধিত করা হইল।

প্রদীপ্ত মণি কুট্টিমাং কুসুমরেণু পুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগত ষট্তরঙ্গাংবুধঃ

তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্ট মহিষ্ঠ যোগ পীঠেষ্ট পত্র রুচিরং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচন সরোচিরমুষ্য মধ্যে, সঞ্চিন্তয়েৎ সুখ নিবিষ্টমথো মুকুন্দং॥
সুশ্যামরত্নদলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ, প্রত্যগ্রনীল জলজন্ম সমান ভাসং।
সুস্নিগ্ধ নীল ঘন কুঞ্চিত কেশ জালং, রাজন্মনোজ্ঞ শিতিকণ্ঠ শিখণ্ড চূড়ং॥
রোলম্বলালিত সুরক্রম প্রসূন কল্পিতোত্তংসমুৎকচ নবোৎপল কর্ণ পূরং।
লোলালক স্ফুরিত ভালতল প্রদীপ্ত গোরোচনা তিলক মুজ্জ্বল চিল্লিযালং॥
আপূর্ণ শারদ গতাঙ্ক শশাঙ্ক বিম্ব কান্তাননং কমল পত্র বিশাল নেত্রং।
রত্নস্ফুরন্মকর কুণ্ডল রশ্মি দীপ্ত, গণ্ডস্থলী মুকুরমুন্নত চারু নাশং॥
সিন্দুর সুন্দর তরাধরমিন্দু কুন্দ মন্দার মন্দ হসিত দ্যুতি দীপিতাঙ্গং।
বন্ধ প্রবাল কুসুম প্রচয়াবক্লপ্ত, গ্রৈবেয়কোজ্জ্বল মনোহর কম্বু কণ্ঠং॥
মত্তভ্রমদ্ভ্রমর জুষ্ট বিলম্বমান, সন্তানক প্রসবদাম পরিস্ফুরাংসং।
হারাবলী ভগণ রাজিত পীবরোরো, ব্যোমস্থলী ললিত কৌস্তুভ ভানুমন্তং॥
শ্রীবৎস লক্ষণ সুলক্ষিত মুন্নতাংস মাজানু পীন পরিবৃত্ত সুজাত বাহুং।
আবন্ধুরোদর মুদার গভীর নাভিং, ভৃঙ্গাঙ্গনা নিকর বঞ্জুল রোম রাজিং॥
নানামণি প্রঘটিতাঙ্গদ কঙ্কনোর্ম্মি, গ্রৈবেয় সারসন নূপুর তুন্দবন্ধং।
দিব্যাঙ্গরাগ পরিপিঞ্জরিতাঙ্গ যষ্টি, মাপীত বস্ত্র পরিবীত নিতম্ববিম্বং॥
চারুরুজানু মনুবৃত্ত মনোজ্ঞ জঙ্ঘং, কান্তোন্নত প্রপদ নিন্দিত কূর্ম্মকান্তিং।
মাণিক্য দর্পণলসন্নখরাজ রাজ দ্রত্নাঙ্গুলিচ্ছদন সুন্দর পাদপদ্মং॥
মৎস্যাঙ্কুশারদরকেতু যবাব্জ বজ্র, সংলক্ষিতারুণ করাঙ্ঘ্রি তলাভিরামং।
লাবণ্যসার সমুদায় বিনির্ম্মিতাঙ্গ সৌন্দর্য্য নির্জ্জিত মনোভব দেহ কান্তিং॥
আস্যারবিন্দ পরিপূরিত বেণু বন্ধ্র, লোলৎ করাঙ্গুলি সমীরিত দিব্য রাগৈঃ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃত বিকৃষ্ট সমস্ত জন্তু, সন্তান সন্ততি মনন্ত সুখাম্বু রাশিং॥

গোভির্মুখাম্বুজ বিলীন বিলোচনাভি রূধোভর স্খলিত মন্থর মন্দগাভিঃ।
দন্তাগ্রদষ্ট পরিশিষ্ট তৃণাঙ্কুরাভি রালম্ব বালধিলতাভি রথাভিবীতং॥

সপ্রবর্ত্তন বিভূষণ পূর্ণ নিশ্চলাঙ্গাবষ্ট স্ফুরিত ফেনিল দুগ্ধ মুগ্ধৈঃ ।
বেণু প্রবর্ত্তিত মনোহর মন্দ্র গীত, দত্তোচ্চ কর্ণ যুগলৈরপিতর্ণকৈশ্চ ॥
প্রত্যগ্র শৃঙ্গ মৃদু মস্তক সম্প্রহার, সংরম্ভ বল্গন বিলোল খুরাগ্র পাতৈঃ ।
আমেদুরৈর্বহুল সাস্নগলৈরুদগ্রঃ, পুচ্ছৈশ্চ বৎসতর বৎসতরী নিকায়ৈঃ ॥
হম্বারব ক্ষুভিত দিগ্বলয়ৈর্মহদ্ভিরপ্যুক্ষভিঃ পৃথু ককুদ্ভর ভার খিন্নৈঃ ।
উত্তম্ভিত শ্রুতিপুটী পরিবীত বংশ, ধ্বানামৃতোদ্ধত বিকাশি বিশাল ঘোণৈঃ ॥
গোপৈঃ সমান গুণশীল বয়ো বিলাস, বেশৈশ্চমূর্চ্ছিত কলস্বর বেণুগীতৈঃ ।
মন্দ্রোচ্চ তার পটু গান পটৈর বিলোল, দোর্ব্বল্লরী ললিত লাস্য বিধান দক্ষৈঃ ॥
জঙ্ঘান্ত পীবর কটীরতটী নিবদ্ধ, ব্যালোল কিঙ্কিণি ঘটা রটিতৈ রটদ্ভিঃ ।
মুগ্ধৈ স্তরক্ষু নখ কল্পিত কণ্ঠভূষৈ রব্যক্ত মঞ্জু বচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥

অথ সুললিত গোপ সুন্দরীণাং পৃথু নিবিবীব নিতম্ব মন্থরাণাং ।
গুরু কুচভর ভঙ্গুরাবলগ্ন, ত্রিবলি বিজৃম্ভিত রোমরাজি ভাজাং ॥
তদতিমধুর চারু বেণু বাদ্যামৃতরস পল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপানাং ।
মুকুল বিসর রম্য রূঢ় রোমোদ্গম সমলঙ্কৃত গাত্র বল্লরীণাং ॥
তদতি রুচির মন্দ হাস চন্দ্রাতপ পরিজৃম্ভিত রাগ বারি রাশেঃ ।
তরলতর তরঙ্গ ভঙ্গ বিপ্রুট্, প্রকর সম শ্রমবিন্দু সন্ততানাং ॥
তদতিললিত মন্দ চিল্লি চাপ, চ্যুত নিশিতেক্ষণ মার বাণ বৃষ্ট্যা ।
দলিত সকল মর্ম্ম বিহ্বলাঙ্গ, প্রবিসৃত দুঃসহ বেপথু ব্যথানাং ॥
তদতি সুভগ কন্দ রূপ শোভামৃত রসপান বিধান লালসাভ্যাং ।
প্রণয় সলিল পূর বাহিনীনা, মলস বিলোল বিলোচনাম্বুজাভ্যাং ॥

বিস্রংসৎকবরী কলাপ বিগলৎফুল্ল প্রসূন স্রব-
ন্মাধ্বীলম্পট চঞ্চরীক ঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ ।
মারোন্মাদ মদ স্খলন্মৃদুগিরামালোল কাঞ্চ্যুচ্ছস-
ন্নীবী বিশ্লথমান চীন সিচয়ান্তাবির্নিতম্ব শ্রিয়াং ॥
স্খলিত ললিত পাদাম্ভোজ মন্দাভিঘাত
ক্কণিত মণি তুলাকোটাকুলাশা মুখানাং ।

চলদধর-ললনানাং কুট্টলৎ পঙ্কলাক্ষি-
ঘয় সরসিরুহানা মুল্লসৎ কুণ্ডলানাং॥
দ্রাঘিষ্ঠ শ্বসন সমীরণাভিতাপ, প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠ পল্লবানাং।
নানোপায়ন বিলসৎ করাম্বুজানা মালীভিঃ সতত নিষেবিতং সমন্তাৎ॥
তাসামায়ত লোল নীল নয়ন ব্যাকোষ নীলাম্বুজ,
স্রগ্‌ভিঃ সম্পরি পূজিতাখিল তনুং, নানা বিনোদাস্পদং।
তন্মুখাম্বুজ পঙ্কজ প্রবিগলন্মাধ্বী রসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষি মধুকৃন্মালাং মনোহারিণীং॥

গোপগোপী পশূনাং বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণ ঘটাং।
বিত্তার্থিনাং বিরিঞ্চি ত্রিনয়ন শতমন্যু পূর্ব্বিকাং স্তোত্র পরাং॥
তদ্দক্ষিণতো মুনিনিকরং দৃঢ় ধর্ম্মবাঞ্ছমাম্নায় পরং।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষমানান্ সমাধিনা সনকাদ্যান্॥
সব্যে সকান্তানথ যক্ষ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ, কামার্থিনো নর্ত্তন গীতবাদ্যৈঃ॥
শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং, সৌদামিনীতত্তি পিশঙ্গ জটা কলাপং।
তৎপাদ পঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং বাঞ্ছন্ত মুজ্ঝিততরান্যসমস্ত সঙ্গং॥
নানাবিধ শ্রুতিগণাম্বিত সপ্তরাগ, গ্রামত্রয়ীগত মনোহর মূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্ত মুদিতাভিরমুং মহত্যা সঞ্চিন্তয়েন্নভসি ধাতৃ সুতং মুনীন্দ্রং॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুরাদপি সুমধুর উজ্জ্বল রস বিলাস নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিতে হইলে অগ্রে চিত্ত হইতে স্বসুখ ভোগরূপ কামাদি বিকার দূরীভূত করিবে। কারণ কামাদি কলুষিত বিকৃত চিত্ত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি অসংযত, দৈবাৎ যদি চিত্ত বিকার জন্মে মহা অপরাধাশঙ্কা আছে, অতএব ইহা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কার্য্য। গোপীভাব বিভাবিত চিত্ত ভিন্ন গোপিকাগণের রহস্য বিলাস চিন্তা করিবার শক্তি অন্যভাবে হয় না কিন্তু সেই গোপীভাব অতি দুর্লভ, সকলেই উহা সহজে লাভ করিতে পারে না, কারণ উহা সাধন ভক্তির সিদ্ধাবস্থা স্বরূপ স্বাভাবিক রাগময়ী। অসঞ্জাত-রাগ ভক্তগণ ভক্তিরসে অগ্রে মনকে বিশেষ

আর্দ্র করিয়া মাধুর্য্য বিলাসাদি ক্রমে ক্রমে চিন্তা করিবেন, কারণ ভক্তিরসে মাতৃশক্তি বিদ্যমান, এই জন্য ভক্তিরসার্দ্র চিত্ত বালবৎ নির্ব্বিকার। এই প্রকার সংযম অভ্যাস, ভক্তির সাধন ও লীলা অনুশীলন হইতে রাগভক্তি স্বভাবতই উৎপত্তি হয়। অভক্ত ব্যক্তিগণের কদাপি এসকল গ্রন্থ আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য "সিত মতিস্ত স্মরেৎ" বলিয়া শাস্ত্রকার পূর্ব্বতঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

"সিতমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্ত সাধক শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিবেন। রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন বিবিধ বিটপাবলির ঘনসন্নিবেশে অতি সুশীতল। প্রতি তরুশাখা নবপল্লব ও সুন্দর সুন্দর প্রফুল্ল পুষ্পস্তবকে বিনম্র। ঐ সকল পুষ্প স্তবক হইতে মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে এবং অতিশয় উদ্দাম সৌরভে সর্ব্বত্র আমোদিত করিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে ললিত লতাবলী পরিবেষ্টিত, ঐ সকল লতার অগ্রভাগে প্রফুল্লিত নবমঞ্জরী গুচ্ছে গুচ্ছে শোভা পাইতেছে। বিকসিত কুসুম রসাস্বাদনোভ্রান্ত ভ্রমণশীল ভ্রমরগণের মধুর ঝঙ্কারে ও কপোত কোকিল শুক সারিকা প্রভৃতি পক্ষীগণের সকুল কল কূজনে বৃন্দাবন যেন নিয়ত শব্দায়মান, স্থানে স্থানে ময়ূর ময়ূরীগণ পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। কলনাদিনী কালিন্দী কল কল কল্লোলে শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবাহিতা, সেই কালিন্দীর সুবিমল নির্ঝরে নির্ঝরে বিবিধ বর্ণ কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি সরোজাত পুষ্প বিকশিত, সেই সরোজরজ ধূসর যমুনা জলকণ শীতল গন্ধ মন্দ সমীরণ প্রদীপ্ত মদনাবেশকুলা ব্রজ বিলাসিনীগণের বসনাঞ্চল বিলোলিত করিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ সুখদ শ্রীবৃন্দাবনের অভ্যন্তরে সর্ব্বকামপ্রদ গগণস্পর্শী অতি বৃহৎ কল্পতরু আছে, তাহার নব পল্লব সকল প্রবালের ন্যায়, পত্র ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোরক সমূহ হীরক ও মুক্তার ন্যায়, পদ্মরাগ মণির ন্যায় বিবিধ ফল উহাতে শোভা পাইতেছে এবং সকল ঋতু সুলভ পুষ্পরাশি উহাতে নিয়ত প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। সেই অমৃত কণা বর্ষী কল্পপাদপের অধোভাগে কনক ভূমি হৈমশিখরাবলি সমুদিত ভানুবৎ প্রদীপ্ত, উহার মূলে কুসুমরেণু পুঞ্জে সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মণিকুট্টিমা† শোভা পাইতেছে। সাধক অলস শূন্য হইয়া, সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা

† কুট্টিম — শঙ্খ বদ্ধ ভূমিঃ। প্রাচীর বেষ্টিত গৃহকে ও কুটিরকেও কুট্টিম বলে।

শোক মোহ জরা মৃত্যু রূপ ষড়ূর্ম্মি বর্জ্জিত স্থানে শ্রীকৃষ্ণের যোগপীঠ চিন্তা করিবেন।

"অনন্তর সেই মণি কুট্টিমাস্থিত মহত্তম যোগপীঠে নবোদিত দিবাকর তুল্য সমুজ্জ্বল অষ্টদল পদ্ম মধ্যে সুখ নিবিষ্ট ত্রিভঙ্গ ললিতাকৃতি কৃষ্ণের ধ্যান করিবে। * তাঁহার বর্ণ ইন্দ্র নীলমণির ন্যায়, কখন বা দলিতাঞ্জন তুল্য সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, কখন নবীন মেঘমালার ন্যায়, কখন বা নব নীলোৎপল সম কান্তি। (জ্যোতির্ম্ময়ত্ব হেতু এখানে বর্ণের বিবিধত্ব; এই জন্যই তিনি নিত্য নূতন বিগ্রহ। সাধক নিজ রুচি অনুসারে বর্ণ চিন্তা করিবেন।) তাঁহার মস্তকে সুকোমল ঘন নীল কুঞ্চিত কেশ জাল, তাহাতে মনোহর ময়ূর পুচ্ছ চূড়া, চূড়ার উভয় পার্শ্বে অলিকুল নিষেবিত প্রফুল্ল পারিজাত পুষ্প বিরঞ্জিত শিরোভূষণ পরিবেষ্টিত, যুগল কর্ণোপরি প্রফুল্ল নবোৎপল কর্ণপুর পরিশোভিত। চপল অলকাবলি বিরাজিত ললাট ফলক গোরোচনা তিলকে সমুজ্জ্বল, তাহাতে ভ্রূলতার নৃত্য বিভ্রম কি মনোহর। অকলঙ্ক শারদ পূর্ণ শশাঙ্ক সুন্দর মুখ মণ্ডল, তাহাতে কমল পত্রায়ত সুন্দর নয়ন, সমুন্নত সুচারু নাসিকা, মুকুর বিনিন্দিত গণ্ডস্থল মকর কুণ্ডলে ঝলমল করিতেছে। সিন্দুর সুন্দর অধর বিম্ব তাহাতে চন্দ্র কুন্দ মন্দার বিকাশ তুল্য মন্দ হাস্য, সর্ব্বাঙ্গে

*টীকায়াং যথা—অমুষ্য কমলস্য মধ্যে সুখ নিবিষ্টং সুখমাসীনং। যদ্বা কুট্টিম নিবিষ্টে তত্র নবিষ্ট শব্দার্থানুসারেণাত্রাপি সুখস্থিতমিত্যর্থঃ। "বিলম্বমান সন্তানক প্রসব দাম" ইত্যগ্রে বক্ষ্যমাণ মালা বিলম্বমানতায়াঃ। তথা "মৎস্যাঙ্কুশেতি" বর্ণ-য়িষ্যমান ভক্তজনৈকাশ্রয় শ্রীচরণ কমল সন্দর্শনাসম্পত্তিশ্চ। অতএব তৃতীয় স্কন্ধে" স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানম্বা গুহাশয়ঃ" ইত্যত্র মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণাদৌ শ্রীকপিল দেবেন নির্দ্দিষ্টঃ। ইতি হরি ভক্তি বিলাসঃ॥

সম্মোহন তন্ত্রে শিবেনোক্তং যথা——

কল্প বৃক্ষ মহারামে মহিতে রত্ন মণ্ডপে।
চিন্তামণি মহাপীঠে মধ্যে হৈম সরোরুহে॥
কর্ণিকোপরি সংদীপ্তে শ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে।
স্থিতস্তং দেব দেবেশং ত্রিভঙ্গীললিতাকৃতিং॥ ইতি

যেন লাবণ্য জ্যোতি উছলিয়া পড়িতেছে। বন্য কুসুম কিশলয় বিরচিত কণ্ঠ ভূষার কমনীয় কম্বু কণ্ঠ সমুজ্জ্বল। পরিস্কৃত স্কন্ধদেশে সন্তানক পুষ্পদাম বিরচিত বনমালা বিলম্বিত; সৌগন্ধে উন্মত্ত ভ্রমরগণ তাহার উপর ভ্রমণ করিতেছে। পীবর বক্ষস্থল নভোমণ্ডলের ন্যায় ললিত সুনীল কান্তি, তাহাতে সূর্য্যোদয় তুল্য কৌস্তুভ মণি জ্বলিতেছে, তাহার চারিদিকে নক্ষত্র মালার মত রত্নময় হারাবলী দীপ্তি পাইতেছে, আবার তাহাতে চন্দ্র রেখার ন্যায় শ্রীবৎস চিহ্ন সুশোভিত রহিয়াছে। স্কন্ধদেশ সমুন্নত, আজানুলম্বিত সুগোল পীবর সুকুমার বাহু, সমবৃত্ত ক্রম নিম্নোন্নত উদর, নাভি সুগভীর, নাভির উর্দ্ধে ভৃঙ্গাঙ্গনগণের পঙ্ক্তিনিকর তুল্য মনোহর সূক্ষ্ম রোমাবলি। নানা মণি বিনির্ম্মিত অঙ্গদ, কঙ্কণ, অঙ্গুরী, কণ্ঠহার, চন্দ্রহার, নূপুর, কোটিবন্ধ প্রভৃতি রত্নালঙ্কার এবং দিব্য অঙ্গরাগে চিত্রিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ যষ্টি অতি শোভাময়, নিতম্ব বিম্ব পীত বসনে আবৃত। উরু ও জানু সুচারু, জঙ্ঘা সুগোল, অতি মনোহর। চরণাগ্র ভাগ কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকার কান্ত্যোন্নত, রক্ত প্রান্তম অঙ্গুলী পল্লব শোভিত পাদপদ্ম, তাহাতে মাণিক্য দর্পণ তুল্য নখরাজি বিরাজিত। পদতল করতল সুন্দর অরুণ বর্ণ, তাহাতে মৎস্য-অঙ্কুশ চক্র-শঙ্খ ধ্বজ যব-পদ্ম ও বজ্র চিহ্ন শোভা পাইতেছে। সমুদায় লাবণ্যের সার সমষ্টি বিনির্ম্মিত অঙ্গ সৌন্দর্য্য মদনেরও দেহ কান্তিকে পরাভব করিয়াছে। অনন্ত সুখ সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মুখারবিন্দে মুরলি রন্ধ্রে আবরিত করিয়া কোমলাঙ্গুলি সঞ্চালিত দিব্য রাগালাপে সমস্ত জন্তু ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণকে পুনঃ পুনঃ দ্রবীভূত ও আকর্ষণ করিতেছেন।"

সাধক নিশান্তকালে এই প্রকার যোগপীঠস্থিত কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। পরবর্ত্তি অংশে পূর্ব্বাহ্ন বিলাস সূত্রিত হইয়াছে। "অথ" শব্দ প্রয়োগে শাস্ত্রকার ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথ শব্দদ্বারা পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ ইহাই সঙ্কেত। গোগণ বেষ্টিত হেতু পূর্ব্বাহ্ন কাল সূচিত হইতেছে এবং পূর্ব্বান্বয় হেতু রূপ ও স্থান অপৃথক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন প্রভু টীকায় বলিয়াছেন "অথানন্তরং গোভিঃ অভিতো বীতং বেষ্টিতং" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গোগণ
স্থিত রূপ চিন্তা করিবে।

"(মুরলীরবাকৃষ্টা) স্তনভারে মন্থর গমনা গাভীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতেছে, মুখের তৃণকবল খসিয়া পড়িতেছে, পুচ্ছ লম্বমান, সঞ্চালনে চেষ্টা নাই, এক দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের মুখপঙ্কজ নিরীক্ষণ করিতেছে। সেই কলমুরলী বিনিস্থত গীত বিমুগ্ধ উচ্চকর্ণ বৎসগণও তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা যে মাতৃস্তন পান করিতেছিল, সেই ফেনিল দুগ্ধ তাহাদের নিশ্চল মুখবিবর হইতে ক্ষরিত হইতেছে। স্তন পানের অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ সুচিক্কণ হৃষ্ট পুষ্ট, গলকম্বল শোভিত, বৎসতর ও বৎসতরীগণ ক্রোধাবেশে চঞ্চল খুরাগ্রপাতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া নবোদ্গত শৃঙ্গ বিশিষ্ট মস্তক সম্প্রহারে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারাও মুরলীরব বিমুগ্ধ হইয়া যুদ্ধ ভুলিয়া উর্দ্ধ পুচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। স্থূল ককুদ্ভারমন্থর বৃহৎ বৃহৎ বৃষগণ স্তব্ধ ঊর্দ্ধকর্ণে বংশীরবামৃত পানে উল্লাসোৎফুল্ল নাসাপুট উন্নীত করিয়া হম্বারবে দিগ্বলয় পরিস্ফুরিত করিতে করিতে কৃষ্ণাভিমুখে আগমন করিতেছে। সমবয়োবেশ বিলাস সমগুণশীল গোপালগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই মুরলীর স্বর মূর্চ্ছনার সহিত নিজ নিজ বেণু বীণার স্বর মূর্চ্ছনা সংযোগ করিতেছে, কেহ কেহ সেই তার স্বরে স্বর মিলাইয়া গান করিতেছে, কেহ কেহ বা সুনিপুণভাবে মুরলীর তালে তালে ভুজলতা সঞ্চালন করিয়া সুললিত নৃত্য করিতেছে। ব্যাঘ্রনখ পদক বিভূষিত পৌগণ্ড বয়স্ক বৎসপাল গোপশিশুগণ বংশীরব বিমুগ্ধচিত্তে খেলা ভুলিয়া কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাদের অর্দ্ধপরিস্ফুট মধুর বাক্য কি সুমধুর, চঞ্চল পদবিক্ষেপকালে তাহাদের স্থূল কটিতট ও জঙ্ঘান্তশোভী কিঙ্কিনী জাল মুখরিত হইয়া মধুর ধ্বনিতে সেই স্থান শ্রুতিমধুর করিয়াছে।"

ইহার পর অংশে মধ্যাহ্ন লীলা সূত্রিত হইয়াছে। এখানেও "অথ" শব্দ দ্বারা পরবর্ত্তী লীলাসূত্র পৃথক করা হইয়াছে। পূর্ব্বানুক্রমিক পরভাগ মধ্যাহ্ন কালই নির্দ্দেশ করিতেছে এবং পূর্ব্বান্বয় হেতু রূপ ও স্থানের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে সূর্য্য পূজাদি ছলে শ্রীরাধা সহচরী গোপিকা-গণের বিবিধ উপায়ন হস্তে বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ও বনবিহার লীলাই চিন্তনীয়। নচেৎ গোপ গোপী সহ একত্র বিহার ভাব বিরুদ্ধদোষ হয়, কারণ কৃষ্ণপালি গোপালগণ মধ্যে এই কৃষ্ণবিলাসিনী গোপিকাগণের পতি, ভ্রাতা,

দেবরাদি সম্বন্ধীয় অনেকে আছেন; এবং মাধুর্য্যরসে সকল গোপের অধিকারও নাই, সুতরাং ইহা পূর্ব্বভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীসনাতন প্রভুপাদও টীকায় এই আটটি শ্লোককে এক অন্বয় ভুক্ত করিয়া পূর্ব্বাপর হইতে পৃথক করিয়াছেন। ইহার অনুরূপ মধ্যাহ্ন নির্দ্দিষ্ট ধ্যান পরে প্রদত্ত হইতেছে, তৎপ্রমাণে ইহা মধ্যাহ্ন লীলাই প্রমাণিত হইবে।

"অনন্তর গোপসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও সুসেবিত শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবে। সেই সকল গোপীগণ পরম রমণীয়া, নিবিড় গুরুনিতম্বভারে এবং সুনিবিড় পীনপয়োধরভারে তাঁহাদের ক্ষীণ মধ্যদেশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তজ্জন্যই যেন তাঁহাদের গতি অতি মন্থর। ঐ ভঙ্গুর মধ্যদেশ ত্রিবলী সুবলিত, তাহাতে বিকাশশীল সূক্ষ্ম রোমরাজি শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অতি মধুর মোহনমুরলীরব সুধারস পানে তাঁহাদের কামতরু পল্লবিত, তজ্জনিত রোমোদ্গম সমলঙ্কৃত দেহলতা যেন নব কলিকাকুল বনলতার ন্যায় রমণীয়। শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর মন্দহাস্য চন্দ্রিকায় তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত অনুরাগসিন্ধু যেন তরঙ্গের তরঙ্গে কল্লোলিত, [সেই প্রেম তরঙ্গোদ্ভুত বারিকণ তুল্য শ্রমজলকণা বিন্দু বিন্দু সমুদ্গত হইয়া তাঁহাদের অঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ললিত আয়তভ্রূধনু হইতে কটাক্ষরূপ যে নিশিত কন্দর্পশর বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদয় মর্ম্মস্থল বিদলিত হওয়ায় কাম ব্যথিত অবশাঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অতি কমনীয় রূপ শোভামৃত পান লালসায় তাঁহাদের লজ্জাকুল অলসিত নয়ন পঙ্কজ পুনঃ পুনঃ লোলুপ হইয়া সেই রূপসরোবরে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, সেই রূপামৃত পানজনিত উদ্গত প্রেমানন্দ ধারা যেন প্রবাহিনীর ন্যায় তাঁহাদের নয়নপথে প্রবাহিত হইতেছে। কামাবেশে তাঁহাদের কবরী কলাপ শিথিল বন্ধন হওয়ায় তাহা হইতে প্রফুল্ল কুসুম সকল বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, সেই কুসুম নিঃস্রাবিত মধুলুব্ধ মধুকরমালা পুনঃ পুনঃ সেই গোপিকাগণের বিলোল কবরী চুম্বন জন্য ঘুরিতেছে। আহা! সেই গোপিকাগণের মদনোন্মাদ মদে ঈষৎ স্খলিত বাক্য পরম্পরা কি সুমধুর! কাঞ্চীদাম শ্লথ বন্ধন, নীবীবন্ধ খসিয়া পড়িতেছে। সূক্ষ্ম চীন চেলান্তর স্ফুরিত নিতম্বকান্তি পরমসুন্দর শোভাবিকাশ করিতেছে। তাঁহাদের স্খলিত ললিত পাদপদ্মের মন্দাভিঘাতে অর্থাৎ বিভ্রমিত চরণ চালন ভঙ্গিতে মণিময় নূপুর

রুণু রুণু রবে দিগ্বিদিক মুখরিত করিতেছে। সহাস্য বাক্য কথন ভঙ্গিতে তাঁহাদের অধরদল চঞ্চল, দিব্যগন্ধ বিভূষিত ইন্দীবর নয়ন লজ্জা ভারে ঈষৎ মুকুলিত, কর্ণে ভাস্বর রত্নকুণ্ডল দুলিতেছে। কামাগ্নিজনিত হৃত্তাপ প্রকাশক সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসে অরুণ ওষ্ঠাধর পল্লব যেন শুষ্ক হইতেছে। করপদ্মে নানাবিধ সেবা যোগ্য উপাদান গ্রহণ করিয়া সেই সকল কৃষ্ণ সেবা পরায়ণা গোপিকাগণ বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। সেই সকল ব্রজ সুন্দরীর আরক্ত লোল লীল নয়নাবলি বিকসিত নীলাম্বুজমালার ন্যায় বিবিধ বিনোদ বিলাসাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ সম্যক্ রূপে পূজা করিতেছে। গোপীগণের মুগ্ধ মুখ পঙ্কজ বিগলিত মধু পানে প্রণয়োন্মাদ কৃষ্ণ নয়ন ভৃঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় যেন মনোহারিণী মধুকর মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

পরবর্ত্তী পঞ্চ শ্লোকে স্তুতিপর দেবগণ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে অপরাহ্ন লীলা সূত্রিত হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ কালে দেবগোষ্ঠ প্রাচীনগণ সম্মত। মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রি মধুর রসবিলাসকাল, সেকালে অন্য রসের প্রকাশ নাই, অতএব আনুক্রমিক এখানে অপরাহ্ণই সঙ্গত, নচেৎ রহস্য বিহার স্থলে দেব সমাগম অধিকার বিরুদ্ধ দোষ হয়। * অপরাহ্ণে উত্তর গোষ্ঠে ব্রজ সন্নিহিত যমুনাপুলিনে কদম্বমূলে সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় মুরলীবাদন করিতেছেন, পুলিন সন্নিহিত বনান্তরালে অনুরাগিণী গোপীগণ সেই রূপমাধুরী

*পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং যথা—তৎস্থানং বল্লভাস্তা মে বিহারস্তাদৃশো মম। অপি প্রাণসমানানাং সত্যং পুংসা মগোচরম্। কথিতে দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠা তব বৎস ভবিষ্যতি। রমাদীনামদৃশ্যং তৎ কিং পুনঃ পুংজনস্যবৈ। তস্মাদ্বিরম বৎসৈতৎ কিমন্যেন বিনাতর॥ ইতি

অর্থ—সেই স্থান, সেই সকল বল্লভা, সেই প্রকার বিহার, আমার প্রাণতুল্য ভক্তপুরুষগণেরও অগোচর, সত্য কহিলাম। কথিত শ্রীবৃন্দাবন বিলাস দর্শনে তোমার উৎকণ্ঠা হইবে জানি, কিন্তু বৎস তাহা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও অদৃশ্য অন্য পুরুষের কথা কি? অতএব বৎস ক্ষান্ত হও, ইহাতে প্রৌঢ়তার প্রয়োজন কি, তাহা ভিন্ন তোমার অন্য প্রার্থনা বল।

পান করিতেছেন, সমবয়ঃ সখাসহ বলদেব কালিন্দী জলে জলক্রীড়ারত, যমুনার তটোপকণ্ঠে গো সকল জলপান করিতেছে, দূরে নভোগত দেবাদি স্বর্গবাসীগণ অলক্ষ্যে স্তুতি করিতেছেন, এঅংশটুকু যেন এই আপরাহ্নিকী লীলা সূচনা করিয়া বলিতেছেন (গোপগোপী পশুনাং বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্যগীর্ব্বাণ ঘটাং)।

"গোপ গোপী ও পশুগণের বহির্ভাগে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাধিক পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি বাঞ্ছায় শিব ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি—দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে স্তুতি করিতেছেন। দক্ষিণ ভাগে সুদৃঢ় ধর্ম্মার্থী বেদপরায়ণ মুনিগণ এবং পশ্চাদ্ভাগে সমাধিযোগে মোক্ষার্থী সনকাদি যোগীন্দ্রগণ স্তুতি করিতেছেন। বামদিকে সস্ত্রীক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণ কিন্নরগণ ও প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ স্ব স্ব কামনা সিদ্ধির জন্য নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগান করিতেছেন। যিনি কৃষ্ণ পদ পঙ্কজগত অচলাভক্তি বাঞ্ছায় অন্য সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার বর্ণ শঙ্খ ইন্দু কুন্দ পুষ্পের ন্যায় ধবল, মস্তকে সৌদামিনী মালার ন্যায় পিঙ্গল জটাভার, সেই নিখিল আগমজ্ঞ ধাতৃসুত মুনীন্দ্র নারদ অন্তরীক্ষে থাকিয়া নিজ মহতী বীণায় গ্রামত্রয়ীগত মনোহর মূর্চ্ছনাসংস্কৃত ষট্ত্রিংশৎ শ্রুতি সমন্বিত সপ্তরাগ আলাপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করতঃ স্তুতি করিতেছেন এইরূপ চিন্তা করিবে।" ৭।

নিম্নলিখিত ধ্যান সনৎকুমার তন্ত্রে ত্রিকালার্চ্চন প্রসঙ্গে লিখিত আছে। ইহাতে "স্ব চন্দ্রগ্রহ নক্ষত্রৈঃ" বাক্যে প্রাতর্ধ্যানগুলি যে নিশান্ত সময় নির্দ্দেশ করিতেছে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং মধ্যাহ্নকালের ও রাত্রিকালের লীলাসূত্র পরিস্ফুট আছে। ইহাদ্বারায় পূর্ব্বোক্ত ধ্যানগুলির কালবিভাগ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তিত হইবে।

অতএব নিত্যবৃন্দাবনের রহস্য বিলাস দেবাদিপুরুষগণের অগোচর। যাহা শ্রুতিরও অগোচর তাহা অন্যের গোচর কি প্রকারে সম্ভব! নিত্য লীলায় যে দেবাদি খেচরগণের উল্লেখ উহা কল্পান্তরীয় সিদ্ধি প্রাপ্ত দেব দেহ, কিম্বা দেবাদির মূলঅংশী নিত্য পারিষদমূর্ত্তি জানিবে। তথাপি ব্রজলীলায় ভাবানুরূপ অধিকার। যাহার যাঁহার যেমন ভাব, যেমন অধিকার, তাঁহার ততটুকু মাত্র গোচর। অতএব কোন স্থানেই বিস্ময়ের কারণ নাই। (উপক্রমণিকার ২য় অংশের ১৯।২০।২৫ প্রমাণ দ্রষ্টব্য)।

সনৎকুমার তন্ত্রে চতুর্থ পটলে যথা—

অথরত্ন প্রভাযুক্তং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতং।
কেয়ূরাঙ্গদ হারৈশ্চ কুণ্ডলৈঃ কটি সূত্রকৈঃ।
নূপুরৈর্ব্বন্য পুষ্পৈশ্চ নানারত্নৈর্ব্বিভূষিতং॥
সচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রৈ র্নির্ম্মলগগনেচরৈঃ।
সনকাদ্যৈঃ স্তূয়মানং বিমানস্থৈর্নভোগতৈঃ।
সর্ব্বলক্ষণ সংযুক্তং প্রাতঃ কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ॥

তথাকল্প প্রভাযুক্তে রত্নে কাঞ্চন মণ্ডপে।
রত্নপীঠে সমাসীনং কামিনী শত মধ্যগং॥
চামরাদৈর্ব্বীজ্যমানং চন্দনাগুরু চর্চ্চিতং।
ধ্যায়েন্মাধ্যন্দিনং কৃষ্ণং সুন্দরং স্মরবর্দ্ধনং॥
গোপাঙ্গনগণ মধ্যস্থং সুন্দরী শত মধ্যগং।
তৎসর্ব্বং স্ববশং কৃত্বা ক্রীড়ন্তং মুদান্বিতং।
গন্ধচন্দন মাল্যাদ্যৈর্ভূষিতং নয়নোৎসবং॥

যথামধ্যে তথারাত্রৌ চিন্তয়েৎ কঞ্জলোচনং।
কাঞ্চনে রাজতে পাত্রে তাম্রকে বাপ্যভাবতঃ।
ভক্ত্যাকৃষ্ণং সমভ্যর্চ্চ্য নৈবেদ্যঞ্চ নিবেদয়েৎ॥
প্রাতর্দধ্যোদনং দদ্যাৎ পায়সঞ্চতথোত্তরং।
তথা সশর্করং ক্ষীরং রাত্রৌ দদ্যাৎ সুশোভনং॥
এভিরেব বিধানৈশ্চ সংসেব্য পরমেশ্বরঃ।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষং হি সলভেৎ নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮

"অনন্তর প্রাতঃকালে সর্ব্বলক্ষণ সংযুক্ত অর্থাৎ চতুঃষষ্টি লক্ষণান্বিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। তিনি নানা রত্ন প্রভাযুক্ত বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, কেয়ুর, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, কটিসূত্র (গোটহার, চন্দ্রহার) নূপুর, প্রভৃতি বন্যপুষ্প ও রত্ননির্ম্মিত অলঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ সুশোভিত হইয়াছে। বিমল গগনচারী সচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রগণ এবং নভোমণ্ডলগত বিমানচারী সনকাদি যোগীন্দ্রগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন।"

"সেই প্রকার মধ্যাহ্নকালে কল্পতরু প্রভৃতিযুক্ত বৃন্দাবনীয় কাঞ্চন মণ্ডপে রত্নপীঠ সমাসীন শত শত কামিনী মধ্যগত স্মরবর্দ্ধন সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণ কর্ত্তৃক চামর ব্যজন ও অগুরু চন্দনাদিতে সুশোভিত হইতেছেন চিন্তা করিবে। তিনি কখন সমবয়োবেশ গোপালগণের মধ্যস্থ হইয়া, কখন বা শত শত কামিনী গণের মধ্যগত হইয়া, তাঁহাদের সর্ব্ব চিত্ত বিমোহিত করতঃ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেন এবং মাল্য গন্ধ চন্দনাদিতে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদের নয়নের উৎসব বর্দ্ধন করিতেছেন।"

"মধ্যাহ্নকালের ন্যায় রাত্রিকালেও কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের স্মরবর্দ্ধন সুন্দর রূপ ও বিলাসাদি চিন্তা করিবে। কাঞ্চন, রজত, অভাবে তাম্রপাত্রে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। প্রাতঃকালে দধিযুক্ত ওদন, মধ্যাহ্নে পায়স, রাত্রে সশর্করা ক্ষীর নিবেদন করিবে। যাহাই নিবেদন করিবে তাহা যেন সাধ্যমত পরিচ্ছন্ন হয়। এই প্রকার ধ্যান, উপচার ও বিধানক্রমে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে নিশ্চয় ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।" ৮

অতএব মধ্যাহ্ন ও রাত্রিবিলাস যে একরূপ ইহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাম্র পাত্রে গব্য ও মধু নিবেদন নিষেধ, অতএব নৈবেদ্যার্পণে স্বর্ণ রজতাভাবে কাংস্যপাত্র প্রশস্ত। নিম্নে হরিভক্তি বিলাসধৃত ত্রিকালার্চ্চনা প্রসঙ্গে গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত মধ্যাহ্ন কালোচিত ধ্যান লিখিত হইল, এই ধ্যানই শ্রীরূপ পাদ ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এবং চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের বর্ণিত মধ্যাহ্নবিলাস রাধাকুণ্ডতীরে বৈষ্ণব গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়া থাকে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত ও নিম্নোক্ত উভয় ধ্যানই প্রাচীনগণ বর্ণিত মাধ্যাহ্নিক বৃন্দাবন ভ্রমণ ও রাধাকুণ্ডবিলাস প্রমাণিত করিয়াছে।

গৌতমীয় তন্ত্রে যথা—

মধ্যাহ্নে সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাং সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদাং।
সৌবর্ণ পর্ব্বতে মূলে ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতে।
পুণ্যবৃক্ষ সমাকীর্ণে পুণ্য পক্ষিনিনাদিতে।
পদ্মোৎপলাদি সঙ্কীর্ণে বাপীভিঃ সমলঙ্কৃতে॥

তস্মিন্ সৎপুলিনে রম্যে ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে।
সৌবর্ণ মণ্ডপে সমাস্থিতানাদি বিভূষিতে॥
মালাদি রচিতে রম্যে মণিভিঃ পুষ্প শোভিতৈঃ।
সুবর্ণ রত্ন সন্দোহৈ রত্নরান্তর শোভিতে॥
সিংহাসনে সমাসীনং বিশ্রান্তং কংসসূদনং।
মুক্তাহারৈঃ সুরুচিরৈর্হারৈর্দাম বিভূষিতং॥
ধ্যাত্বা সমাস্থিশুদ্ধাত্মা জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
সহারজত পাত্রে তু নৈবেদ্যান্নং নিবেদয়েৎ।
দদ্যাদ্গ্রাসং সখীনাঞ্চ গোপানাং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯

"মধ্যাহ্ন কালে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ পূজার বিষয় বলিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনস্থ নানাধাতু সমাকীর্ণ স্বর্ণদ্যুতি পর্ব্বতের উপত্যকাভূমি (রাধাঙ্গকান্তি প্রদীপ্তং গোবর্দ্ধনমিতি মুক্তাবলীদ্ধৃত) বিবিধ সুগন্ধী পুষ্পতরু সমাকীর্ণ, তাহাতে বিবিধ মনোহর পক্ষী গান করিতেছে, তাহার মধ্যে কমল উৎপলাদি জলজ কুসুম সমন্বিত দিব্য সরোবর (রাধাকুণ্ড) শোভা পাইতেছে। সেই সরোবরের সুন্দর পুলিনে রমনীয় ছায়ায় বিতানাদি দ্বারা সুন্দর সজ্জিত স্বর্ণ মণ্ডপ, তাহার মধ্যে পদ্মাসন শোভা পাইতেছে, বিবিধ মণিমালায় ও বিবিধ পুষ্পমালায় এবং বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণময় কারুকার্য্যে ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ সকল সুসজ্জিত। সেই মন্দিরের মধ্যস্থলে পদ্মাসনোপরিস্থিত সিংহাসনে বনভ্রমণ পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ সুখ সমুপবিষ্ট, সুরুচির মুক্তাহারে তাঁহার বক্ষস্থল বিভূষিত। শুদ্ধাত্মা সাধক এই প্রকার ধ্যান করিয়া জাতী পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন এবং কাঞ্চন পাত্রে নৈবেদ্যান্ন নিবেদন করিবেন। জিতেন্দ্রিয় সাধক সেই কৃষ্ণ নিবেদিতান্ন গোপীগণকে ও শ্রীদামাদি গোপগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমর্পণ করিবেন।" ৯

নিম্নলিখিত সনৎকুমার কল্পোক্ত লীলাসূত্র অপরাহ্নিক বিলাস সূচনা করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে আপরাহ্নিক বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। কেহ বলিতে পারেন যে "অপরাহ্ন কাল পূজার অযোগ্য সুতরাং আপরাহ্নিক ধ্যান বলিয়া ইহার গৌণার্থ করা হইয়াছে।" কিন্তু স্মার্ত্ত প্রমাণেই ইহার মুখ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

যেহেতু সূর্য্যাস্তের দুই দণ্ড পূর্ব্ব ও দুই দণ্ড পর এই চারি দণ্ড সন্ধ্যাকাল স্মার্ত্তগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবগণ অষ্ট কাল গণনায় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপরাহ্ন বিলাস কাল ধরিয়াছেন, অতএব স্মার্ত্তের সান্ধ্যপূজায় বৈষ্ণবের আপরাহ্নিক বিলাস সমাবেশ কাল বিরুদ্ধ নহে। পূর্ব্বোক্ত ক্রমদীপিকাতন্ত্র লিখিত চাতুর্য্যমিক ধ্যানেও ইহার যথেষ্ট পোষকতা আছে।

সনৎকুমার কল্পে যথা—

কহ্লার কুসুম শ্যাম, মম্ভোরুহ নিভেক্ষণং।
বেণুনাদ রতং দেবং বর্হি বর্হাবতংসকং॥
দিব্য পীতাম্বর ধরং পূর্ণ চন্দ্র নিভাননং।
বন্যোত্তমাল কুসুমৈঃ শোভিতং বনমালয়া॥
নেত্রোৎপলৈশ্চ গোপীনামর্চ্চিতং সুন্দরাকৃতিং।
হার কেয়ূর মুকুট কুণ্ডলোদর বন্ধনৈঃ॥
বিরাজমানং শ্রীবৎস কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসং।
গোপীজনৈঃ পরিবৃতং মূলে কল্পতরোঃ স্থিতং॥
গোপালৈ র্গোপ নিবহৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈরমৎসরৈঃ।
আবৃতং দেবতা বৃন্দৈঃ পুষ্পাঞ্জলি করৈর্দিবি॥
বেণু নাদ সমাবিষ্ট চিত্তবৃত্তিভিরন্বিতং।
দিব্যেন বেণু নাদেন নয়ন্তং স্ববশং জগৎ॥ ১০

কহ্লার কুসুম শ্যাম, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতেছেন, তাঁহার শিরে শিখী পুচ্ছ চূড়া বিরাজিত, পরিধানে পীত বসন, বদন শোভা পূর্ণ চন্দ্র তুল্য, বক্ষস্থল বন্য পুষ্প পত্র বিরচিত বনমালা শোভিত, সেই সুন্দরাকৃতি (অন্তরালস্থা) গোপীগণের নয়নোৎপলে অর্চ্চিত হইতেছে। তাঁহার গলে, হার, বাহু যুগলে কেয়ূর, শিরে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কটি তটে কটি বন্ধ, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভ রত্নে সমুদ্ভাসিত। তিনি এই প্রকার গোপীজনে পরিবৃত হইয়া কল্পতরু মূলে অবস্থিত, গোপালগণ এবং শুদ্ধ চিত্ত অকপট গোপগণ তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়াছে, আকাশে পুষ্পাঞ্জলিকরে দেবতাগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিতেছেন। তিনি

ললিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় স্বকৃত বেণুবাগামৃতে বিভোর হইয়া দিব্য বেণু গীতে জগৎ বিমোহিত করিতেছেন।" ১০

এখানে কহ্লার উৎপলের সাধারণ নাম কহ্লার কুসুম শ্যাম নীলোৎপল বর্ণ। গোপীগণের নয়নোৎপলে অর্চ্চিত বলায় বিলাস হীন প্রচ্ছন্ন দর্শন মাত্র বুঝাইয়াছে, তদ্রূপ অনুরাগবতী বনান্তরাংস্থিতা বিমুগ্ধনয়না গোপীজনাবৃত জানিবে। গোপী, গোপাল, গোপ, একত্র সমাবেশ ভাব ও অধিকার বিরুদ্ধ। দেবগণ এখানে নিত্যলীলা প্রসঙ্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত কল্পান্তরীয় দেবতাগণ জানিবে। (৭ম ধ্যানের অনুবাদের ২য় নোট দ্রষ্টব্য) নিম্নে পদ্ম পুরাণোক্ত ধ্যানে গো, গোপাল, গোপীকা, এই তিন আবৃত্তির সিদ্ধান্ত সমাবেশ দেখুন॥

পদ্ম পুরাণে পাতাল খণ্ডে যথা——

পূর্ণামৃত নিধের্ম্মধ্যে দ্বীপং জ্যোতির্ম্ময়ং স্মরেৎ।
কালিন্দ্যা বেষ্টিতং তত্র ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনং বনং॥
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমস্রাবি দ্রুম বল্লীভিরাবৃতং।
নটন্মত্ত শিখিব্রাতং গায়ৎ কোকিল ষট্পদং॥
তস্যামধ্যে বসত্যেকঃ পরিজাত তরুর্ম্মহান্।
শাখোপশাখ বিস্তারৈঃ শত যোজনমুন্নতঃ॥
তলে তস্যাতি বিমলে পরিতো ধেনু মণ্ডলং।
তদন্তর্ম্মণ্ডলং গোপ বালানাং বেণু শৃঙ্গিনাং॥
তদন্তরে তু রুচিরং মণ্ডলং ব্রজ সুভ্রুবাং।
গন্ধোপায়ণ পানীনাং মদ বিহ্বল চেতসাং॥
কৃতাঞ্জলী পুটানাঞ্চ মণ্ডলং শুক্ল বাসসাং।
শুক্লাভরণ ভূষাণাং প্রেম বিহ্বলিতাত্মনাং॥
চিন্তয়েৎ শ্রুতি কন্যানাং গৃহিতানাং নিজ প্রিয়ং॥
রত্ন বেদ্যাং ততোধ্যায়েদ্বহ্নলান্তরণে হরিং।
উরৌ শয়ানং রাধায়াঃ কদলী কাণ্ড মণ্ডলে॥
তদ্বক্ত্র চন্দ্রং সুস্মেরং বীক্ষমাণং মনোহরং।
কুঞ্চিতাঞ্চিত বামাঙ্ঘ্রীং বেণু যুক্তেন পানিনা।
বামেনালিঙ্গ দয়িতাং দক্ষিণং চিবুকং স্পৃশন্॥

মহামরকতাভাসং মৌক্তিকচ্ছায়মেব বা।
পুণ্ডরীক পলাশাক্ষং পীত নির্ম্মল বাসসং॥
বর্হভারলসৎ শীর্ষং মুক্তাহার মনোরসং।
গণ্ডপ্রান্ত লসৎ চারু মকরাকৃতি কুণ্ডলং॥
আপাদ তুলসী মালং কঙ্কণাঙ্গদ ভূষণং।
নুপুরৈর্মুদ্রিকাভিশ্চ কাঞ্চ্যাচ পরিমণ্ডিতং॥
সুকুমার মনুধ্যায়েৎ কিশোর বয়সান্বিতং।
পূজাদশাক্ষরেণৈব বেদ লক্ষ পুরস্ক্রিয়া॥ ১১

পূর্ণামৃতনিধি মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপ স্মরণ করিবে। (অর্থাৎ ক্ষীর সিন্ধু, সিত দ্বীপ।) তাহাতে কালিন্দী পরিবেষ্টিত বৃন্দাবন স্মরণ করিবে। সেই বৃন্দাবন ষড়ঋতু সুলভ কুসুমবর্ষী বৃক্ষলতায় আবৃত। উন্মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, কোকিল ও ভ্রমরগণ গান করিতেছে। সেই বৃন্দাবন মধ্য-স্থলে এক অতি বৃহৎ পারিজাত তরু আছে; তাহার বিস্তৃত শাখা উপশাখা শত যোজন সমুন্নত। উহার সুবিমল তল দেশের চতুর্দ্দিকে ধেনুমণ্ডল, তাহার অন্তরস্থ মণ্ডলে বেণু ও শৃঙ্গ বাদ্য পরায়ণ গোপ বালকগণ, তাহার অভ্যন্তরস্থ সুরুচির মণ্ডলে ব্রজ রমনীগণ বিহার করিতেছেন। তাঁহাদের হস্তে গন্ধাদি বিবিধ উপায়ণ, চিত্ত মদন মদ বিহ্বলিত, কতকগুলি বা কৃতাঞ্জলী পুটে দণ্ডায়মান। (ইহাঁরা কুঞ্জ দাসীকাগণ) তারপর শ্রুতি কন্যাগণের মণ্ডল চিন্তা কিরিবে, তাঁহাদের অঙ্গ উজ্জ্বল বসন ভূষণে শোভিত, প্রেম বিহ্বলিত চিত্তে নিজ প্রিয় কৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা সেবা করিতেছেন। (মুনিকন্যা, শ্রুতিকন্যা, গোপকন্যা, ইহাঁদের এই চারিটি বিভাগ জানিবেন।)

তারপর কদলীকাণ্ড মণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে রত্নবেদীর উপর বিস্তৃত আস্তরণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার উরুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন। (এইটি যোগ পীঠ) তাঁহার বাম চরণ কুঞ্চিত ও মৃদু সঞ্চালিত, বেণু সমন্বিত বাম করে শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া দক্ষিণ করে তাঁহার চিবুক ধরিয়া সেই সহাস্য মনোহর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ মহা মরকত অর্থাৎ ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় বা মরকতদ্যুতি প্রদীপিত মৌক্তিক জ্যোতির ন্যায়। তাঁহার নয়ন কমল-পত্রায়ত, বা রক্ত পদ্মদল তুল্য সুন্দর, পরিধান নির্ম্মল

পীত বসন, শিরে শিখীপুচ্ছ শ্রেণী, বিশাল বক্ষস্থল মুক্তাহারে শোভিত, মকরাকৃতি কুণ্ডলে গণ্ডপ্রান্ত সমুজ্জ্বল, চরণ পর্য্যন্ত লম্বিত সদল তুলসীমঞ্জরী মালা, বাহুতে অঙ্গদ, করে কঙ্কণ, চরণে নূপুর, প্রতি অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, এবং কটিতটে কাঞ্চী পরিমণ্ডিত। কিশোর বয়স, অতি সুকুমার অষ্টযষ্টি। এইরূপ ধ্যান করিয়া দশাক্ষর মন্ত্র বিধানে পূজা করিবে, এবং এই দশাক্ষর মন্ত্রের চারিলক্ষ পুরশ্চারণ করিবে।" ১১

এখানে পারিজাত অর্থাৎ কল্পতরুকে কেন্দ্র করিয়া পর পর অভ্যন্তরস্থ মণ্ডল বা বেষ্টনগুলি চিন্তা করিবেন। রাধাতন্ত্রাদি গ্রন্থ অন্বেষণে এই সপ্তমাবৃত্তি উদ্ধার করা হইল। ইহার প্রথম তিনটি বাহ্য মণ্ডল, শেষ চারিটি অন্তর্মণ্ডল। ১ম বেষ্টনে যমুনা ও পুলিন, এই বেষ্টন মধ্যে দেবাদি মণ্ডল। ২য় বেষ্টনে তৃণ শ্যামলা তটভূমি, এই বেষ্টন মধ্যে গোমণ্ডল অর্থাৎ গোচারণ স্থলী। ৩য় বেষ্টনে তটস্থ বনভূমি, এই বেষ্টন মধ্যে গোপালমণ্ডল অর্থাৎ গোপালগণের ক্রীড়াস্থলী। এই তিনটি বাহ্য মণ্ডল, ইহার অভ্যন্তরস্থ চারিটি অন্তর্মণ্ডল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বিহার স্থল। ৪র্থ বেষ্টনে উপোবন ও পুষ্পোদ্যান, এই বেষ্টন মধ্যে দাসীমণ্ডল অর্থাৎ বৃন্দাদি কুঞ্জ দাসীগণের স্থান। ইহার পর কদলীকাণ্ড পরিবেষ্টিত স্বর্ণভূমি, তাহার অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলত্রয়ের নাম কুঞ্জমণ্ডল অর্থাৎ ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম মণ্ডল সুরম্য কুঞ্জে মণ্ডিত। ৫ম বেষ্টনে ৬ষ্ঠ বেষ্টনের দ্বিগুণ কুঞ্জ আছে, ইহা মুনিকন্যাগণের মণ্ডল। ৬ষ্ঠ বেষ্টনে ৭ম বেষ্টনের দ্বিগুণ কুঞ্জ আছে, ইহা শ্রুতি কন্যাগণের মণ্ডল। ৭ম বেষ্টনে যোগপীঠ বেষ্টিত কুঞ্জ শ্রেণীর দ্বিগুণ কুঞ্জ আছে, ইহা গোপকন্যাগণের মণ্ডল। এই সপ্তমমণ্ডলের মধ্যস্থলে শ্রীযোগপীঠ। শ্রীযোগপীঠে বরিষ্ঠ ও বর মণ্ডল বেষ্টিত শ্রীরাধাগোবিন্দ। এইরূপ সপ্তমাবৃত্তি সহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান হইয়া থাকে, উহাতে সপ্তমাবরণে একত্র সমাবেশ সিদ্ধান্ত নহে, স্ব স্ব অধিকারানুরূপ বিলাস, সেবা ও স্থিতি জানিতে হইবে। বাহ্য মণ্ডলাধিকারী গণের অন্তর্মণ্ডল গোচর হয় না, কেবল যাঁহাদের মাধুর্য্যরসে অধিকার সৌভাগ্য আছে, তাঁহাদেরই সুগোচর, অনধিকারীগণ বাহ্য-মণ্ডলকেই শ্রীবৃন্দাবনের আদি ও অন্ত বলিয়া জানেন, ইহার অভ্যন্তরে যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বিলাস স্থলী আছে, তাহা তাঁহাদের অনুভব নাই। নিম্নলিখিত পদ্ম পুরাণোক্ত

ধ্যানেও এইরূপ চতুরাবৃতি অর্থাৎ দেব মণ্ডল, গোমণ্ডল, গোপাল মণ্ডল ও অন্তর্মণ্ডল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

পদ্ম পুরাণে যথা——

স্মরেদ্বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপী কোটিভিরাবৃতং।
তত্র গঙ্গা পরা শক্তি স্তস্যামানন্দ কাননং॥
নানা কুসুম সঙ্কীর্ণং নানাদ্রুম লতাকুলং।
নিত্যং নানা পশুব্রাতং নানা পক্ষিকলস্বনং॥
সুগন্ধি কুসুমামোদ সমীর সুরভি হৃতং।
কলিন্দ তনয়া দিব্য তরঙ্গ সঙ্গ শীতলং॥
সনকাদ্যৈ র্ভাগবতৈঃ সংস্পৃষ্টং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
আহ্লাদি মধুরারাবৈ র্গোবৃন্দৈরভিমণ্ডিতং।
স্রগ্‌স্রগ্ ভূষণোপেতৈ র্নৃত্যদ্ভির্ব্বালকৈর্বৃতং॥
তত্র শ্রীমান্ কল্পতরু র্জাম্বুনদ পরিচ্ছদঃ।
নানারত্ন প্রবালাঢ্যো নানা মণি ফলোজ্জ্বলঃ॥
তন্মূলে রত্নবেদী রত্নদীধিতি দীপিতা।
তত্রত্রয়ী ময়ং রত্ন সিংহাসন মনুত্তমং॥
তত্রাসীনং জগন্নাথং ত্রিগুণাতীত মব্যয়ং।
কোটি চন্দ্র প্রতীকাশং কোটি ভাস্কর ভাস্বরং।
কোটি কন্দর্প লাবণ্যং ভাসয়ন্তং দিশ স্ত্বিষা।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গৌরং তপ্ত জাম্বুনদ প্রভং।
শ্লিষ্যমানঞ্চাঙ্গনাভিঃ সুদামানঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মাদ্যৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ ধ্যেয়ং ভক্তবশীকৃতং॥
মদাঘূর্ণিত নেত্রাভির্নৃত্যন্তীভি র্মহোৎসবৈঃ।
চুম্বন্তীভির্হসন্তীভিঃ শ্লিষ্যন্তীভির্মুহু র্মুহুঃ॥
অবাপ্তদেহাভিরেবং শ্রুতিভিঃ কোটি কোটিভিঃ
তৎপদাম্বুজমাধ্বীক বিজ্ঞাভিঃ পরিতোবৃতং॥
তাসাস্তু মধ্যে যা দেবী তপ্ত চামীকর-প্রভা।
দ্যোতমানা দিশঃ সর্ব্বা কুর্ব্বন্তী বিদ্যুদুজ্জ্বলা॥

প্রধানাং যা ভগবতী যয়া সর্ব্বমিদং ততং।
স্থষ্টিস্থিত্যন্ত রূপায়া বিদ্যাবিদ্যাত্রয়ীপরা॥
স্বরূপা শক্তিরূপাচ মায়া রূপাচ চিন্ময়ী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিনাং দেহ কারণ কারণং॥
চরাচর জগৎ সর্ব্বং যন্মায়া পরিরঞ্জিতং।
বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্বর্থ কারণাৎ॥
তামালিঙ্গ্য বসন্তং তং তত্র বৃন্দাবনেশ্বরং।
অন্যোন্য চুম্বনাশ্লেষমদাবেশ বিঘুর্ণিতং॥ ১২

"শ্রীবৃন্দাবনে কোটি গোপিকা পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে। সেই স্থানে গঙ্গা অপেক্ষাও পরাশক্তি যমুনা প্রবাহিতা, সেই যমুনাতীরে আনন্দ কানন শ্রীবৃন্দাবন কুসুম শোভিত বিবিধ বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ, নানা প্রকার পশুগণের ক্রীড়াভূমি এবং বিবিধ পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ, যমুনা তরঙ্গ সঙ্গ সুশীতল কুসুম গন্ধামোদী সুবাসিত বায়ু প্রবাহে সর্ব্বদা সুখকর। ইহার প্রথম মণ্ডলে সনকাদি পরম ভাগবত মুনি পুঙ্গবগণ সংস্থষ্ট। দ্বিতীয় মণ্ডল গোগণ পরিমণ্ডিত, তাহাদের মধুর আনন্দ রবে পূর্ণ। তৃতীয় মণ্ডল রমণীয় মাল্য অলঙ্কার ভূষিত নৃত্যমান বালকবৃন্দে আবৃত। চতুর্থ মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস কানন। সেই শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে অতি শোভাময় কল্পতরু, তাহার ত্বক স্বর্ণময়, নবপল্লব সকল নানা রত্নময় এবং বিবিধ মণিময় ফলে সেই কল্পতরু পরম সুন্দর ও সমুজ্জল। তাহার মূলে রত্ন জ্যোতি প্রদিপ্ত রত্নবেদী, তাহাতে অত্যুৎকৃষ্ট ত্রয়ীময় সিংহাসন, সেই সিংহাসনে ত্রিগুনাতীত অব্যয় জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সমাসীন।

তাঁহার কান্তি কোটি চন্দ্র সুশীতল, কোটি সূর্য্য সমুজ্জল, লাবণ্য বৈভবে কোটি কন্দর্প পরাজিত, অঙ্গকান্তিতে দশদিক সমুদ্ভাষিত হইয়াছে। তাঁহার দুই নেত্র, দুই বাহু, বর্ণ রাধাঙ্গ দ্যুতি বৈভবে গলিত কাঞ্চন তুল্য। তিনি সুন্দরী ললনাগণে সমালিঙ্গিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যালিঙ্গন দান করিতেছেন। যেহেতু সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি সিদ্ধগণ ধ্যেয় হরি ভক্তজন বশীভূত। সেই রাসমহোৎসবে তিনি কোটি কোটি শ্রুতি কন্যা ও তৎপাদ পদ্ম মধু রসাস্বাদিনী অঙ্গনাগণ পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছেন। সেই

অঙ্গনাগণ মদ ঘূর্ণিত নয়নে নৃত্য করিতে করিতে কখন চুম্বন করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যস্থলে যে দেবী তপ্তকাঞ্চন প্রভায় প্রদীপ্ত, নিজ বিদ্যুতোজ্বল কান্তিতে দিক্ সমুজ্বল করিয়াছেন, যে ভগবতী সর্ব্ব প্রধানা, যাঁহাতে এই সমস্তই সংযুক্ত, যিনি সৃষ্টি স্থিতি বিলয়রূপিনী বিদ্যা অবিদ্যা ত্রয়ীবিদ্যা মহাবিদ্যা সরূপিনী, যিনি স্বরূপা, শক্তি রূপা, মায়ারূপা, চিন্ময়ী, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিও যাঁহা হইতে দেহ লাভ করিয়াছেন এবং চরাচর সমুদয় জগৎ যাঁহার মায়ায় সম্মোহিত ইনিই সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা। রাধা ধাতুর আরাধন অর্থে যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যা এবং জগতের আরাধ্যা, রাস মহোৎসবে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর সেই শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের চুম্বনালিঙ্গনে পরস্পর মদাবেশে বিঘূর্ণিত চিত্ত হইয়া রহিয়াছেন।"

"রাই অঙ্গ ছটাতে উদিত ভেল দশ দিশ শ্যাম ভেল গৌর আকার।" এই কীর্ত্তনের পদটিতে উল্লিখিত ধ্যানেরই মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব এখানে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণ রাধাঙ্গ দ্যুতি বৈভব মাত্র। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কখন চতুর্ভুজ মুর্ত্তি ধরিলেও স্বতঃ সিদ্ধ কৃষ্ণ রূপ ত্যাগ করেন না। * উপরিউক্ত পদ্ম পুরাণোক্ত ধ্যান দুইটিতে মধ্যাহ্ন ও মধ্য রাত্রির বিলাস সূচিত হইয়াছে। রাত্রি বিলাসে গবাদি বেষ্টন অসংলগ্ন, অতএব উহা তৎ তৎমণ্ডলের পরিচয় মাত্র ও পূজার্থ আবরণ দেবতাগণের স্থিতি নির্ণয়, ফলতঃ বিলাসাদি কালানুরূপ বলিয়াই জানিবেন। দিবা বিহারে সপ্তমাবরণ, রাত্রি বিলাসে চতুরাবরণ স্মরণীয়। নিম্নে হরিভক্তি বিলাস ধৃত রাত্রি ধ্যান প্রদত্ত হইল, উহাতে সপ্তমাবৃতি ধৃত হয় নাই। এই ধ্যান হইতেই রাত্রি বিলাস শ্রীবৃন্দাবন যোগ পীঠে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যথা গৌতমীয় তন্ত্রে——

রাত্রি পূজাবিধিং বক্ষ্যে রুক্মিণী বল্লভস্যচ।

* অয়ং চতুর্ভুজত্বেপি দ্বিভুজত্বেপি কৃষ্ণতাং।
নত্যজত্যেব তদ্ভাব গুণরূপাদ্য বৃত্তিভিঃ।
তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্য মুচ্যতে॥ লঘুভাগবতামৃতং

অধস্তাৎ কল্প বৃক্ষস্য সর্ব্ব পুষ্প ফলস্য।বৈ।
রত্ন মণ্ডপ মধ্যস্থং দিব্য পীতাম্বরং হরিং॥
দিব্য চন্দন লিপ্তাঙ্গং দিব্যাভরণ ভূষিতং।
অনেক দিব্য মালাভির্ম্মণ্ডিতং পঙ্কজেক্ষণং॥
রত্ন মণ্ডপ মধ্যস্থং সুন্দরং সুন্দর স্মিতং।
শোভয়ন্তং স্ববপুষা সর্ব্বলোকান্নিজ শ্রিয়া।
গোপী জনানাং হৃদয় বল্লভং প্রোক্ত বর্চ্চসং॥ ১৩

"শ্রীকৃষ্ণের রাত্রি পূজা বিধি বলিতেছি। সকল ঋতু সুলভ ফল পুষ্প শোভিত কল্প বৃক্ষের অধোদেশে রত্ন মণ্ডপে গোপীগণের হৃদয় বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহ কান্তিতে সকল লোক বিমোহিত করিয়া শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পরিধান দিব্য পীতাম্বর, অঙ্গ দিব্য চন্দন চর্চ্চিত ও সুন্দর ভূষণে ভূষিত। সেই পঙ্কাজক্ষণ হরি বহুবিধ সুন্দর মাল্যদাম পরিমণ্ডিত হইয়া সুন্দর হাস্য বিভায় সুন্দর রূপে শোভা পাইতেছেন। প্রোক্ত বর্চ্চসঃ—পূর্ব্বোক্ত রূপ, অর্থাৎ রাত্রি কালেও তাঁহার মধ্যাহ্নবৎ রূপ ও বিলাসাদি জানিবে।"

যথা যামল তন্ত্রে—
অথ সৌরীতটে দিব্যৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভূষিতে।
বৈকুণ্ঠোত্তম সৌভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণাভ্যধিদৈবতে॥
পৃথিব্যাং বর্ত্তমানেঽপ্য প্রাকৃতে সচ্চিদাত্মকে।
মাথুরে মধুরৈশ্বর্য্য প্রেমৈক পুরুষার্থিভিঃ॥
মহর্ষি প্রমুখৈর্ধ্যানাগম্যোঽনন্তাংশ সম্ভবে।
নানাবৃক্ষলতাকুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জ সুসৌরভেঃ॥
বৃন্দারণ্যে কল্পবৃক্ষতলে কোটিরবি প্রভে।
লোচনানন্দ মাধুর্য্য দিব্যে শ্রীরত্ন মন্দিরে॥
সহস্র দল মাণিক্য কেশরাম্বুজ মধ্যগে।
রত্ন সিংহাসনে বামে স্থিতয়া রাধয়া সহ॥
রাজমানং দলালিস্থং গোপী মণ্ডল মণ্ডিতঃ।
কন্দর্প বীজ গায়ত্রী পুরাণাক্ষর বিগ্রহং॥



দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তং চতুঃষষ্টিগুণান্বিতং।
কন্দর্প কোটি লাবণ্যং স্ফুরচ্চিন্ময় ভূষণং॥
নব যৌবন সম্পন্নং নীল নীরদ সুন্দরং।
রাস বিলাসিনং নিত্যং গোবিন্দং সুখবারিধিং॥ ১৪

মথুরা মণ্ডলে যমুনাতটে দিব্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভূষিত শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাহার সৌভাগ্য বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বরূপ বিগ্রহে সেই ধামে নিত্য বিরাজমান। পৃথিবী মধ্যে বিদ্যমান হইলেও ঐ ধাম অপ্রাকৃত ও সচ্চিদাত্মক। ঐশ্বর্য্য ভাবে বৈধীভাবোত্থ প্রেমই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, মথুরা মাধুর্য্যে রতি থাকিলেও এরূপ মহর্ষিগণেরও ঐ ধাম অগোচর, অতএব শুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবাশ্রিত জনেরই গোচর। অনন্তের অংশ সম্ভব সেই বৃন্দাবন ধাম বিবিধ বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জ মণ্ডিত এবং কুসুম রাশির সৌগন্ধে আমোদিত। সেই বৃন্দাবনে কোটি সূর্য্য সম প্রভাযুক্ত কল্পতরুমূলে লোচনানন্দ জনক মাধুর্য্যময় দিব্য রত্নমন্দিরে মাণিক্য কেশর শোভিত সহস্র দল পদ্মাসন মধ্যে রত্ন সিংহাসনে রাসরস বিলাসী নিত্য সুখ বারিধি শ্রীগোবিন্দ বিরাজমান। তাহার বামে শ্রীরাধা, পীঠ পদ্মাসনের প্রতিদলে গোপীগণ তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়াছেন। তাঁহার বিগ্রহ কামবীজ ও কাম গায়ত্রীময়, অনাদি, অক্ষর, দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, চতুষষ্টি গুণান্বিত, লাবণ্য কোটি কন্দর্প-বিজয়ী। তাঁহার চিন্ময় দেহে ভূষণাদিও চিন্ময়। বয়স নব যৌবনান্বিত অর্থাৎ নিত্য ষোড়শ বর্ষীয়। * বর্ণ নীল নীরদ তুল্য সুন্দর।

পীঠ পদ্ম কোন স্থানে অষ্টদল, কোন স্থানে ষোড়শ দল, কোন স্থানে শত দল, কোন স্থানে সহস্র দল, উল্লিখিত হইয়াছে, উহা চিন্তামণির অসাধারণ গুণ কিম্বা বিলাস পীঠের বিবিধত্ব হেতু পীঠ পদ্মেরও বিবিধত্ব সম্ভব। কন্দর্প বীজ-কামোন্মাদ জনক মূর্ত্তি বা অব্যক্ত হইতে নাদ, নাদ হইতে বীজ, বীজ হইতে দেবতা অতএব কামবীজবিগ্রহ—মূর্ত্তিমান্ পুরুষ। কন্দর্প গায়ত্রীময়, বিগ্রহ অর্থাৎ কাম গায়ত্রীর অর্থ বিচারেই শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বিগ্রহের নিরূপণ হইয়া থাকে। পুরাণ—অনাদি, অক্ষর—ব্রহ্ম, বিকার রহিত, চিন্ময়, চিন্ময় দেহের ভূষণাদিও চিন্ময়।

* উপক্রমণিকা ২য় অংশ ১৮ প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

যথা পদ্ম পুরাণে——
নতস্য প্রাকৃতী মূর্তি মেদো মাংসাস্থি সম্ভবা।
যোগপীঠৈশ্বরশ্চান্যঃ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ॥
ভক্তস্যানুগ্রহায়ৈব পরমানন্দ বিগ্রহঃ।
কাঠিন্যং দৈব যোগেন করকা শৃতয়োরিব॥ ১৫

সেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রাকৃত মূর্ত্তির ন্যায় মেদ, মাংস, অস্থি সম্ভব নহে। যোগ পীঠে শ্রীকৃষ্ণের এবং অন্য সমস্ত ব্যষ্টি স্বরূপেরও নিত্য বিগ্রহ জানিবে। ভক্ত জনকে অনুগ্রহ জন্যই তাঁহার এই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, "এব" শব্দ প্রয়োগে কেবল ভক্তের জন্যই অন্যের জন্য নহে ইহাই বুঝাইয়াছে। যেমন দৈব যোগে জল করকায় পরিণত হয় অথচ উহা কঠিন হইলেও জল বই কিছু নয়, সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের তৈজস মূর্ত্তিও দৈব শক্তি যোগে অর্থাৎ যোগমায়া প্রভাবে নানা ভোগ বিলাস যোগ্য কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলেও বাস্তব তৈজস ভিন্ন ভৌতিক নহে। "অন্যৈশ্চ" অর্থাৎ ভূষণাদিও ঐ রূপ জানিবে। "রাসবিলাসিনং" এবং "দিব্যে শ্রীরত্নমন্দিরে" উল্লেখে এখানে নিত্যরাস সূচিত হইয়াছে।

রাস অর্থ বহু রমনীর সহিত নৃত্যগীতাদি সমন্বিত একত্র বিলাস। ইহা দুই প্রকার, নিত্যরাস ও মহারাস। নিত্য রাস কেবল শ্রীরাধাপক্ষীয়া সখীগণ লইয়াই হইয়া থাকে, মহারাস সর্ব্ব প্রেয়সী সমন্বয়, পক্ষাপক্ষ ভেদ শূন্য। নিত্য রাস দিবা রাত্রি ভেদে দুই প্রকার। নিত্য রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন যোগ পীঠ, গোবর্দ্ধন সমীপস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড। মহারাস স্থলী শ্রীযমুনা পুলিন ও গোবর্দ্ধন তটে। নিত্যরাস অন্যের অগোচর ও মহারাস দর্শনে দেবাদির অধিকার আছে। যেখানে রাসে দেবাদির উল্লেখ আছে, উহা মহারাস জানিবে, যেখানে তাহা নাই উহা নিত্যরাস। নিত্যরাসে অষ্টসখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, প্রধান নায়িকা শ্রীরাধা। মহারাসে প্রধান নায়িকা বামে শ্রীরাধা দক্ষিণে চন্দ্রাবলী, অষ্টসখী ললিতা, বিশাখা, শ্যামলা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা, ধন্যা, হরিপ্রিয়া। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সাধক ভক্ত লীলাদ্বির ভেদ পরিজ্ঞাত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের শত শত বিলাস পীঠ, বিলাস নিকেতন, বিলাস কানন, রাসস্থলী প্রভৃতি রহিয়াছে। অতএব যেখানে যেরূপ বর্ণনই থাক্ সমস্তই সঙ্গত,

কোনটিতেই কেহ অসামঞ্জস্য দেখিবেন না। অধিকারানুরূপ স্মরণ মননাদি করিবেন।

অনন্ত শাস্ত্র মধ্যে অনন্ত প্রমাণ বিদ্যমান। অনন্তের সিদ্ধান্ত নাই, কারণ তিনি তর্ক ও মীমাংসার অতীত বস্তু, শুদ্ধ ভক্তি সাধ্য, ভক্ত জনের অনুভবনীয়। অতএব বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহু দূর, বিশ্বাসী ভক্তকে তিনি ভক্তবশ হইয়া ধরা দেন, তাই ভক্তজন তাঁহাকে জানিতে পারেন' তার্কিককে তিনি স্পর্শ করেন না, তাই তিনি তর্কের উত্তরোত্তর সরিয়া যান, এই জন্য তর্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং মিমাংসা তাঁহাকে বুঝাইতে অক্ষম, বিশ্বাস বুঝাইতে পারে, অতএব বিশ্বাস পূর্ব্বক ভজনা করাই সুমীমাংসা। কেবল গ্রন্থের শাস্ত্র সিদ্ধতার প্রমাণ জন্য কতিপয় শাস্ত্র প্রমাণ প্রদর্শিত হইল মাত্র, সিদ্ধান্ত বাদে তাঁহাকে বুঝাইতে জগৎ অক্ষম, ভাগ্যোদয়ে ভক্তের নিকট তিনি আপনিই আত্ম প্রকাশ করেন। অতএব সাধুজন নিষেবিতাসাধন পথে সিদ্ধজনের পদানুসরণ করুন।

॥ ৪ ॥

নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বয়স শেষ কৈশোর অর্থাৎ পঞ্চদশ অন্ত ষোড়শ প্রবিষ্ট। * নিত্য লীলায় শ্রীরাধিকার বয়স নিত্য মধ্য কৈশোর। যথা বৈষ্ণবাচার দর্পণে—

মধ্যেবয়সি কৈশোরে এতস্যাঃ সর্ব্বদাস্থিতি।
তত্রৈব।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং॥
আদ্য মধ্যান্ত ভেদেন কৌমারাদীনি চ ত্রিধা।
অষ্টমাসাধিকং বর্ষং ভাগত্বেন চ কীর্ত্তিতং॥ ১

মধ্য কৈশোর বয়সে শ্রীরাধার নিত্যস্থিতি। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর কাল। দশবর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড কাল। ষোড়শ প্রবেশ পর্য্যন্ত কৈশোর, তারপর যৌবন। আদ্য মধ্য অন্তভেদে কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ইহাদের

---

* উপক্রমণিকা ২য় অংশে ৪১—৪৪ পত্র দেখ।

ত্রিবিধ অবস্থা ভেদ হয়। এক বৎসর আট মাস করিয়া ইহার এক একটি ভাগ নিরূপিত হইয়া থাকে। যথা আদ্য কৌমার এক বৎসর আট মাস। মধ্য কৌমার তিন বৎসর চারি মাস। শেষ কৌমার পূর্ণ পঞ্চম বর্ষ। আদ্য পৌগণ্ড ছয় বৎসর আট মাস। মধ্য পৌগণ্ড আট বৎসর চারি মাস। শেষ পৌগণ্ড পূর্ণ দশ বর্ষ। আদ্য কৈশোর এগার বৎসর আট মাস। মধ্য কৈশোর তের বৎসর চারি মাস। শেষ কৈশোর পূর্ণ পোনের বর্ষ। অতএব মধ্য কৈশোরে শ্রীরাধার বয়স তের বৎসর চারি মাস।

আপঞ্চদশবর্ষঞ্চ বয়ঃ কৈশোরকোজ্জ্বলং। ২

কৃষ্ণ গণোদ্দেশ।

আপঞ্চদশ অর্থাৎ পঞ্চদশ সীমা, পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ উজ্জ্বল কৈশোর বয়স। এই প্রমাণে শ্রীরাধার বয়সও শেষ কৈশোর হয়। উহা অবয়বের পূর্ণত্ব নিবন্ধন মধ্য কৈশোরেও অন্ত্যকৈশোর বৎ প্রতীয়মানা, ক্বচিৎ সৌকুমার্য্য নিবন্ধন অন্ত্য কৈশোরেও মধ্য কৈশোর বৎ প্রতীয়মানা।

যথা স্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতা॥ ৩

বৈষ্ণবাচার দর্পণ।

শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ নিখিল নায়কাবস্থা প্রকাশিত হয়, শ্রীরাধিকাতেও প্রায়ই সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীরাধাগোবিন্দের আদ্য অন্ত মধ্য কৈশোরাদি অতি বিচিত্র। নিত্য নূতন বিগ্রহে সকলি সম্ভব। কখন নব কৈশোর, কখন মধ্য কৈশোর, কখন অন্ত্য কৈশোর, ইহা কেবল উজ্জ্বল রসাশ্রিত অবস্থা ভেদে নব নব বিভ্রম। সাধকগণ রুচি অনুকূলে কেহ নব কৈশোর এগার বর্ষ আট মাস, কেহ মধ্য কৈশোর তের বর্ষ চারি মাস কেহ পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ চিন্তা করেন। আমরা এস্থলে শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশ মত পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষই শ্রীরাধার বয়স গ্রহণ করিলাম।

নব গোরোচনাভাতি দ্রুত হেম সমপ্রভা।
কিম্বা স্থিরা বিদ্যুদিব রূপাতি পরমোজ্জ্বলা॥ ৪

কৃঃ গঃ।

শ্রীরাধার বর্ণ নব গোরোচনা কিম্বা গলিত কাঞ্চনের ন্যায়। কিম্বা স্থিরা

[সৌদামিনীর ন্যায় পরম উজ্জ্বল রূপ।] অতি ও পরম উভয় বিশেষণে উজ্জ্বলতার আতিশয্য বুঝাইতেছে, অতএব জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ।

বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরবিন্দ নিভং তথা।
আদ্যং স্বপ্রিয় মন্ত্রাভং রক্ত মন্যাং হরেঃ প্রিয়ং ॥ ৫
কৃঃ গঃ।

রাধার বস্ত্রের নাম মেঘাম্বর, অপর খানি পদ্মরাগ মণির ন্যায়। আদ্য অর্থাৎ উপরের বস্ত্রখানি নিজ প্রিয় দর্শন মেঘের ন্যায়, ভিতরের খানি রক্তবর্ণ। এই বস্ত্র হরির অতিপ্রিয়।

কন্দর্প কৌতুকং কুঞ্জং গৃহ মস্যাস্তু যাবটে। ৬
(বৈঃ দঃ)
কন্দর্প কুহলী নাম বাটিকা পুষ্প ভূষিতা। ৭
(কৃঃ গঃ)

যাবটে শ্রীরাধার গৃহের নাম কন্দর্প কৌতুক কুঞ্জ। উদ্যানের নাম কন্দর্প কুহলী। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এই সুন্দর গৃহ শ্রীরাধার পিতা বৃষভানুরাজার নির্ম্মিত। শ্রীরাধার মাতার নাম কীর্ত্তিদা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীদাম। কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গ মঞ্জরী। শ্বশুর বৃক, শ্বাশুরী জটিলা, পতি অভিমন্যু বা আয়ান, দেবর দুর্ম্মর, ননন্দা কুটিলা। পিত্রালয় বৃষভানুপুর বা বর্ষাণ, শ্বশুরালয় যাবট।

স্থিতি ও গতাগতি। শ্রীপঞ্চমীর তিন দিন পূর্ব্বে পিত্রালয় গমন। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র তিন মাস পিত্রালয় বর্ষাণে স্থিতি। হোলি লীলা, ফাল্গুন দোল, ফুলদোল লীলা পিত্রালয় হইতে হয়।

যতদিন হোলি খেলা নাহি গোচারণ।
হোলি খেলা ছলে হয় মধ্যাহ্ন মিলন। রাগমালা।

বৈশাখ মাসে শ্বশুরালয়ে গমন; আষাঢ়ের ২৭দিন পর্য্যন্ত যাবটে স্থিতি। আষাঢ়ের তিন দিন থাকিতে পিত্রালয় আগমন, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিনের ২৪দিন পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে স্থিতি। ঝুলন যাত্রা পিত্রালয় হইতে হয়। আশ্বিনের ৬দিন থাকিতে শ্বশুরালয় যান, শ্রীপঞ্চমীর ৩দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবটে স্থিতি।

এইরূপ পদ্ধতি ক্রমে শ্রীরাধার স্থিতি অনুসারে অভিষারাদি স্মরণ করিতে হয়। ভাব মার্গীয় সাধনে শ্রীরাধিকার কৃপালাভই প্রধান সাধনীয়।

রাগমালা।

ভবিষ্যোত্তরে কৃষ্ণ বাক্যং যথা—

প্রেম ভক্ত্যো যদি শ্রদ্ধা মৎপ্রসাদো যদিচ্ছসি।
তদা নারদ ভাবেন রাধায়া রাধকো ভব ॥ ৮

তথা নারদীয়ে কৃষ্ণ বাক্যং—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ।
বিনা রাধা প্রসাদেন মৎ প্রসাদো নবিদ্যতে ॥
শ্রীরাধিকায়া কারুণ্যাৎ তৎসখী সঙ্গিতামিয়াৎ।
তৎসখীনাঞ্চ কৃপয়া যোষিদঙ্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯

হে নারদ! রাগানুগীয় প্রেম ভক্তিতে যদি ব্রজে শ্রীনন্দ নন্দন রূপ আমাকে পাইতে ইচ্ছাকর, তবে ভাবমার্গে অর্থাৎ রাগানুগীয় ভাবে শ্রীরাধার আরাধক হও।

তোমাকে পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি শ্রীরাধার কৃপা ভিন্ন আমার প্রসাদ লাভ হয় না। কারণ শ্রীরাধার করুণা হইতেই সখী সঙ্গিতা লাভ হয়। সখীগণের কৃপাতেই ব্রজে গোপীদেহ পায়।

শ্রীরাধার সখী পাঁচ প্রকার যথা সখী ১ নিত্যসখী ২ প্রাণসখী ৩ প্রিয়সখী ৪ প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী ৫। কুসুমিকা, বৃন্দা, ধনিষ্ঠাদি সখী। নিত্যসখী কস্তুরীমঞ্জরী মণিমঞ্জরী প্রভৃতি। প্রাণসখী শশীমুখী, বাসন্তী, লাসিকা, প্রভৃতি। প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্প সুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশীকলা প্রভৃতি। পরম প্রেষ্ঠ সখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী। সখীগণের শত শত যুথ আছে, এক এক যুথে এক এক যুথেশ্বরী আছেন, প্রতি যুথে একী লক্ষ করিয়া গোপী আছেন। এই যুথেশ্বরী গণের মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রধানা, ইহাঁদের যুথেই কোটি সংখ্যক গোপী আছেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতির যুথে সামঞ্জসা রতি, আর কেবল শ্রীরাধার যুথে সমর্থা রতি। এই জন্য রাগমার্গে শ্রীরাধার যুথই প্রেম সেবার আদর্শ ও আরাধ্য। এই সখীগণ নিত্যসিদ্ধা

সাধনসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। নিত্যসিদ্ধার গণ দশ ৫কোটি। সেবাপরার দল আট লক্ষ। নিম্নে ললিতাদি অষ্ট পরমপ্রেষ্ঠ সখীর বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ললিতা। বয়স ১৪ বৎসর ২৭ দিন। গোরোচনা বর্ণ। পরিচ্ছদ শিখীপুচ্ছ তুল্য, তাম্বুল ও কর্পূর দান সেবা। স্বভাব বামা প্রখরা। উত্তর দলে নানা পুষ্প লতাবৃত তড়িৎবর্ণ অনঙ্গসুখদ বা ললিতানন্দদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা বিশোক, মাতা শারদী, পতি ভৈরব গোপ। ১

বিশাখা। বয়স ১৪ বৎসর। বিদ্যুৎবর্ণা। তারাবলি পরিচ্ছদ। বস্ত্রালঙ্কার সেবা। স্বভাব অধিক মধ্যা, ঈশানদলে মেঘবর্ণ আনন্দ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা পাবন। মাতা দক্ষিণা। পতি বাহিক। গৃহ যাবটে। ২

চম্পক লতা। বয়স ১৩ বর্ষ ১১ মাস ২৯ দিন। চম্পক বর্ণ। চাস পক্ষী অর্থাৎ স্বর্ণ চাতক বা নীলকণ্ঠ পক্ষীতুল্য পরিচ্ছদ। রত্নমালা ও চামর সেবা। বাম মধ্যা স্বভাব। দক্ষিণ দলে তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ কামলতা কুঞ্জে স্থিতি। পিতা আরাম। মাতা বাটিকা। পতি চণ্ড। ৩

চিত্রা। বয়স ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৪ দিন। কুঙ্কুম বর্ণা। কাচ বর্ণ পরিচ্ছদ। লবঙ্গ মালা সেবা। স্বভাব অধিক মৃদ্বী। পূর্ব্বদলে চিত্র বিচিত্র পদ্ম কিঞ্জল্ক কুঞ্জে স্থিতি। পিতা চতুর, মাতা চর্ব্বিকা বা চর্চ্চিকা। পতি পীঠর, গৃহ জাবট। ৪

তুঙ্গবিদ্যা। বয়স ১৪ বৎসর ৫ দিন। কর্পূর চন্দন বহুল কুঙ্কুম বর্ণা। পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলযুক্ত পরিচ্ছদ। নৃত্যগীতাদি সেবা। স্বভাব দক্ষিণা প্রখরা। পশ্চিম দলে অরুণ বর্ণ তুঙ্গবিদ্যানন্দ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা পৌষ্কর, মাতা মেধা পতি বালিশ, গৃহ যাবট। ৫

ইন্দুলেখা। বয়স ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৭ দিন। হরিতাল বর্ণা। দাড়িম্ব পুষ্পারুণ পরিচ্ছদ। কৃষ্ণার্থ অমৃতাশন প্রস্তুত ও চামর সেবা। স্বভাব বামা প্রখরা। আগ্নেয় দলে স্বর্ণবর্ণ পুর্ণেন্দু কুঞ্জে স্থিতি। পিতা সাগর, মাতা বেলা, পতি দুর্ব্বল। ৬

রঙ্গদেবী। বয়স ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৩ দিন। পদ্মকেশর বর্ণা। জবা পুষ্পারুণ পরিচ্ছদ। চন্দন সেবা, স্বভাব বামা মধ্যা নৈঋত দলে শ্যামবর্ণ শ্রীরঙ্গ

সুখদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা রঙ্গসার, মাতা করুণা, পতি বক্রেক্ষণ (ভৈরবের কনিষ্ঠ), গৃহ যাবট। ৭

সুদেবী। রঙ্গ দেবীর যমজা ভগ্নী, ৮দণ্ডের কনিষ্ঠা। রূপাদি রঙ্গদেবীরই তুল্য। রূপগুণবয়োবেশাদি সম বলিয়া ইহাঁকে রঙ্গদেবী বলিয়াই ভ্রম হয়। জল সেবা। স্বভাব বাম প্রখরা। বায়বা দলে হরিৎ অর্থাৎ সবুজ বর্ণ বসন্ত সুখদ কুঞ্জে স্থিতি। পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৮

শ্রীরাধার প্রধানা প্রধানা মঞ্জরীগণের নাম যথা—অনঙ্গ মঞ্জরী, রূপ মঞ্জরী, রতি মঞ্জরী, লবঙ্গ মঞ্জরী, গুণ মঞ্জরী, রস মঞ্জরী, বিলাস মঞ্জরী, প্রেম মঞ্জরী মণি মঞ্জরী, কনক মঞ্জরী, কাম মঞ্জরী, রত্ন মঞ্জরী, কস্তুরী মঞ্জরী, গন্ধ মঞ্জরী, নেত্র মঞ্জরী, পদ্ম মঞ্জরী, লীলা মঞ্জরী, হেম মঞ্জরী। কৃষ্ণ গণোদ্দেশে এই ১৮ টি মঞ্জরীর নাম গৃহিত হইয়াছে।

অনঙ্গ মঞ্জরী। বয়স ১২ বর্ষ। বসন্ত কেতকী বর্ণ অর্থাৎ প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণ। ইন্দীবর বর্ণ ভাস্বর পরিচ্ছদ, অনঙ্গরক্তারুণ-কঞ্চুক। বেশ বিধান সেবা। সর্ব্বসেবাধিশ্বরী। শ্রীরাধা কুণ্ড মধ্যস্থিত নীলোজ্জ্বল মার কৈশোর কুঞ্জ ও অনঙ্গানন্দাম্বুজ কুঞ্জে স্থিতি। শ্রীরাধার কনিষ্ঠা ভগ্নী, পতি শ্রীরাধার দেবর দুর্ম্মদ। শ্রীকৃষ্ণের নন্দিনী শক্তি। বর মণ্ডলে পরম শ্রেষ্ট সখী মধ্যে গণ্যা। অঙ্গসঙ্গ হেতু সখী ভাব।

লবঙ্গ মঞ্জরী। বয়স ১৩ ব, ৬ মা, ১ দিন। বিদ্যুৎবর্ণ। রত্নালঙ্কার। তারাবলি পরিচ্ছদ। লবঙ্গমালা সেবা, কোন পদ্ধতিতে ব্যজন সেবা। স্বভাব দক্ষিণা মৃদ্বী। তুঙ্গ বিদ্যার কুঞ্জের পূর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট সুমনোহর লবঙ্গ সুখদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা শ্রীরাধার খুড়া রত্নভানু, পতি সুমেধা।

রূপ মঞ্জরী। বয়স ১৩ ব, ৬মা। গোরোচনা বর্ণ। কেতকী পত্র বর্ণ পরিচ্ছদ, কাহার মতে ময়ুর পুচ্ছাভ পরিচ্ছদ। স্বর্ণবর্ণ তাম্বুল সেবা। স্বভাব বামা মধ্যা। ললিতার কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস কুঞ্জে স্থিতি। পিতা শ্রীরাধার খুড়া বিভানু, পতি বর্দ্ধন, গৃহ যাবটে। নামান্তর লবঙ্গ মালিকা, রঙ্গণ মালিকা।

রতি মঞ্জরী। বয়স। ১৩ ব ২ মা। বিদ্যুৎ বর্ণ। স্বর্ণালঙ্কার। তারাবলী পরিচ্ছদ। পাদসেবা, কোন মতে শয্যা। স্বভাব দক্ষিণা মৃদ্বী। ইন্দু লেখার

কুঞ্জের দক্ষিণে রত্নাম্বুজ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা শ্রীরাধার খুড়া রত্নভানু। ইহার নামান্তর তুলসী, ভানুমতি।

গুণমঞ্জরী। বয়স ১৩ ব ১ম ২৭ দিন। বিদ্যুৎ বর্ণ। স্বর্ণালঙ্কার জবারক্ত পরিচ্ছদ। বারি সেবা, কোন মতে মুকুর। স্বভাব দাক্ষিণ্য প্রখরা। চম্পকলতার কুঞ্জের ঈশানে গুণানন্দদা কুঞ্জে স্থিতি। পিতা শ্রীরাধার মাতুল ভদ্রকীর্ত্তি। মাতা মেনকা। পতি মণ্ডলি ভদ্র।

রসমঞ্জরী। বয়স ১৩ বর্ষ। ফুল্লচম্পকবর্ণ। স্বর্ণালঙ্কার। হংস পক্ষ ধবল পরিচ্ছদ। চিত্র সেবা, কোন মতে বারি সেবা। স্বভাব দক্ষিণা মৃদ্বী। চিত্রার কুঞ্জের পশ্চিমে রসানন্দপ্রদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা শ্রীরাধার মাতুল মহাকীর্ত্তি। মাতা গৌনা।

মঞ্জুলালী মঞ্জরী। বা লীলা বা মুঞ্জলীলা মঞ্জরী। বয়স ১৩ ব ৬মা ৭ দিন। তপ্ত হেম বর্ণ। রত্নালঙ্কার। কিংশুক পুষ্পারুণ পরিচ্ছদ। বস্ত্র সেবা। মতান্তরে বারি সেবা। স্বভাব বামা মধ্যা। বিশাখার কুঞ্জের উত্তরে লীলানন্দপ্রদ কুঞ্জে স্থিতি।

বিলাস মঞ্জরী। বয়স ১২ ব ১১ মা ৪ দিন। স্বর্ণ কেতকী বর্ণ। ভ্রমর কৃষ্ণ পরিচ্ছদ। মনি অলঙ্কার। অঙ্গরাগ ও অঞ্জন সেবা। স্বভাব বামা মৃদ্বী। নৈঋতে রঙ্গদেবী কুঞ্জের পশ্চিমে বিলাসানন্দদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা রাধিকার মাতুল চন্দ্রকীর্ত্তি, মাতা ষষ্ঠী।

কস্তুরি মঞ্জরী। বয়স ১৩ বর্ষ। শুদ্ধ হেম বর্ণ। কাচ বর্ণ পরিচ্ছদ। মণিময় ভূষণ। চন্দন সেবা। স্বভাব বামা মৃদ্বী। সুদেবীর কুঞ্জের উত্তরে কস্তুর্য্যানন্দদ কুঞ্জে স্থিতি।

বৃন্দা। বিদ্যুৎ বা তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। নীল বসন মতান্তরে বন্ধুক পুষ্প তুল্য। কোন মতে চিত্রবস্ত্র। মুক্তাহার। পুষ্পালঙ্কার। পিতা চন্দ্রভানু, মাতা ফুল্ল। পতি মহীপাল। ভগ্নী মঞ্জরী। বাস বৃন্দাবন। দূতী সখী। কুঞ্জসেবার অধীশ্বরী।

নান্দীমুখী। গৌরবর্ণা। পট্ট বস্ত্র। নানারত্ন ভূষা। কৈশোর বয়স। পিতা সান্দীপনী। মাতা সুমুখী। ভ্রাতা মধুমঙ্গল। পিতামহী পৌর্ণমাসী। দূতী সখী।

পৌর্ণমাসী। গৌরাঙ্গী। কাষায় বসনা অর্থাৎ গৈরিক বস্ত্র। কাশ কুসুম ধবল কেশ। অল্প দীর্ঘ দেহ। সান্দীপনী মুনির মাতা।

অন্যচ্ছ। তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী। শুক্ল বসন। বহু রত্ন ভূষিতা। পিতা সুরত-দেব। মাতা চন্দ্রকলা। পতি প্রবল। ভ্রাতা দেব প্রস্থ। ব্রজে সিদ্ধা শিরোমণি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকারিণী। ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর পরম পূজ্যা।

সখী কার্য্য। পতি ও গুরুবঞ্চনা। প্রতিপক্ষাগণের নিকট স্বপক্ষোৎকর্ষ প্রদর্শন। অভিসারে সাহায্য। মানে রাধা পক্ষ। সময়োচিত বাক্যবিন্যাস। সময়োচিত পরিচর্য্যা। পরিবেশন, একত্র খেলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি সখ্য ব্যবহার।

মঞ্জরীগণের কার্য্য। তাম্বূলার্পণ, পাদ মর্দ্দন, পয়োদানাদি পরিচর্য্যা এবং অভিসারাদিতে অনুগমন ইত্যাদি দাস্য ব্যবহার।

দূতীগণের কার্য্য। মিলন সংঘটন, মানে সন্ধি বিধান, সূর্য্য পূজার সম্ভার সজ্জীকরণ, বিবিধ বেশ রচন চাতুর্য্য ইত্যাদি।

অগণিত গোপী নিয়ত কুঞ্জ সেবা কার্য্যে বৃন্দাদেবীর অধীনে আছেন। ইহার মধ্যে কতিপয় সখীর অধিকার লিখিত হইল। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেরই পৃথক পৃথক্ অধিকারিণী আছেন এবং তাঁহাদের অধীনে কতকগুলি করিয়া অনুকারিণী আছেন। বৃন্দাদেবী সর্ব্বাধ্যক্ষা। ললিতাদি পরম প্রেষ্ঠ সখীগণও অধিকার বিশেষে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।

মাধবী, মালতী, গন্ধরেখা প্রভৃতি সখী বস্ত্রাধিকারিণী। ইহাঁরা সখী হইয়াও দাস্যাভিলাষে বৃন্দাদেবীর অধীনে থাকেন। কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি চিত্র বিদ্যা, পানক অর্থাৎ সরবৎ প্রস্তুত ও গব্য পাকাদির অধ্যক্ষ। রসালিকা প্রভৃতি আটজন পেয় সেবাধিকারিণী। কলাকণ্ঠী প্রভৃতি ৮ জন অঙ্গরাগ, গন্ধদ্রব্য, অঙ্গার ধানিকা, ধূপদান, চামর ব্যজনাদি কার্য্যাধিকারিণী।

কাবেরী প্রভৃতি গোণ্ডুষ প্রক্ষেপ পাত্র (পিক দান ও কবল পাত্র) স্থাপন, শয্যা রচনা, গেন্দুক নির্ম্মাণ কার্য্যাধিকারিণী। রঙ্গাবলী প্রভৃতি ধ্রুপদ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সংগীত এবং বিচিত্র কাব্য কথা। সন্ধ্যাবতী রসশাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, নাটক, আখ্যায়িকা ও গান্ধর্ব্ব বিদ্যার শিক্ষয়ত্রী ও বীণাযন্ত্রাদিতে সুপণ্ডিতা। রসোল্লাসা তুঙ্গা সুখস্থা, গীতবাদ্যাদি বিষয়ে অধিকারিণী, ইহাঁরা বিশাখার

রচিত গীত গান করেন। মাণিকী সখী বংশী বাদ্যে, নর্ম্মদা বীণাবাদ্যে, প্রেমবতী মুরজাদি বাদ্যে, কুসুম পেশলা কাংস্য তালাদি বাদ্যে নিযুক্তা। মঞ্জুমেধাদি ৮জন রঙ্গশালার অধিকারিণী, মৃদঙ্গ বাদ্য নৃত্যাদি কার্য্যে। বৃন্দা কুন্দলতা বিলাসের সহকারিণী। ধনিষ্ঠা, গুণমালা, নন্দালয় স্থিতা, নন্দালয়ে উভয়ে দ্যূতী কার্য্যে নিযুক্তা। ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন পুষ্পরচনা, তাম্বুল রচনা, উদ্যান পালন, বন পালন, চিত্রকার্য্য, লেখন কার্য্য, মধু প্রস্তুত, কাচ পাত্রাদি নির্ম্মাণ, হার গ্রন্থন, দন্ত রঞ্জন প্রস্তুত, রত্ন পরীক্ষা, পট্ট ডোড়ী নির্ম্মাণ, অলঙ্কার কোষ রক্ষা, বেশ রচনা, তৈল রঞ্জন, উদ্বর্ত্তন, শারিকা শিক্ষন, কুক্কুট যোধন, নৌকাক্রীড়ন, অগ্নি বিদ্যা, শিল্প, আসন সেবা, কুঞ্জ সংস্কার প্রভৃতি শত শত কার্য্যে শত শত সেবাপরা অধ্যক্ষা ও অনুচারিণী আছেন। সকলেই নিজ নিজ অধিকৃত কার্য্যে অনুরাগ বহন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ভিন্ন আর অন্য কার্য্য নাই। হায়! হায়! কবে আমি শ্রীবৃন্দাদেবীর অধীনে সেই প্রেমসেবায় অধিকারিণী হইব।

ইতি শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলামৃতে

উপক্রমণিকা সম্পূর্ণ।

০০

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলামৃত।

—০:০:০—

প্রথম অঙ্ক—নিশান্তলীলা।

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত বহুবিরবৈ র্বোধিতৌকীর সারী
পদ্যৈ হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখ শয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিত রতি ললিতৌ কক্খটীগীঃ শশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি॥ ও

(স্মরণ মঙ্গলম্।)

॥ ১ ॥

রজনী অবসান প্রায়, এখনও পূর্ব্বাকাশে ঊষাজ্যোতি বিকাশিত হয় নাই, অমল বিধু মণ্ডল ঢল ঢল কিরণজাল এখনও সম্বরণ করেন নাই, পূর্ণ মণ্ডলে গগণতলে ঝলমল সুধা সুবিমল জ্যোৎস্না রাশি ঢালিতে ঢালিতে ক্রমে পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতেছেন; তাই যেন কিছু ভার ভার, উদাস উদাস, উল্লাসহীন ভাব। শিশির নিসিক্ত তরুশিরে সেই উদাস চাঁদিমার উদাস কিরণ ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে, ফাঁক পাইয়া শাখা কোলে উকি মারিতেছে, লুকি লুকি রন্ধ্র পথে অন্ধকার বনতলে নামিয়া যেন শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পরিশোভিত পদচিহ্ন অন্বেষণ করিতেছে। আহা! হরিনাম মুদ্রাঙ্কিত বৈষ্ণব বক্ষের ন্যায় ব্রজভূমির বিসারিত বক্ষ লক্ষ লক্ষ হরি-পদাঙ্ক সমলঙ্কৃত, কোন স্থানে অবকাশ নাই। কোথাও একল; কোথাও যুগল; কোথাও অর্দ্ধ, কোথাও পূর্ণ, সাধ মিটাইয়া সে ভব বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদচিহ্ন ব্রজভূমি যেন সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছে। তাই কিরণ মালা বন আলা করিয়া নামিতে নামিতেই বাঞ্ছাপূর্ণ, অমনি নিবিড়ালিঙ্গনে

নিষ্পন্দ, যেন প্রেমানন্দ ভরে অচেষ্ট হইয়া অচল চরণে রহিয়াছে। শশীকর সমালিঙ্গিত প্রদীপ্ত পদাঙ্কগুলি নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে বৃন্দাবন বিটপাবলী যেন পুলক মুকুলিত প্রেমাকুলিত অবশাঙ্গে সমাধিমগ্ন। তরু সমাশ্রিতা নবীনা লতাগুলি লম্বিতদেহে সেই কমলাঙ্কিত পদাঙ্ক পরিচুম্বন লালসে যেন বিটপালিঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর পুষ্পাঞ্জলি করে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ভক্তি বিনম্র হৃদয় শাখা নিচয় কিশলয় নয়নে যেন শিশির পাত ছলে টুপ্ টুপ্ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। আর ফুলকুল প্রেমাকুল প্রাণে পূজা করিবে বলিয়াই যেন স্তবক ক্রোড় হইতে ঝরঝর ঝরিয়া সেই পদাঙ্ক ঢাকিয়া পড়িতেছে। নিদ্রাকুলা বালিকার ন্যায় কলিকাগুলি অলসাকুল ঢুলু ঢুলু আঁখি অল্পে অল্পে খুলিয়া যেন এই নীরব উৎসব রঙ্গ দেখিবার জন্য জাগরিত হইতেছে। বিজন বৃন্দাবিপিনে এই এক নূতন খেলার হাট। উপবন পবন প্রচুর পরাগ রাশি বহন করিয়া মন্থর গমনে লহ লহ করিয়া ফিরিতেছে। এ হাটে তাহার গ্রাহক নাই, তাই মৃদু মৃদু অতি সন্তর্পণে কুঞ্জ ভবনে গ্রাহক অন্বেষণে প্রবেশ করিতেছে; সেখানে নিদ্রাদেবীর নীরব আধিপত্য দেখিয়া ভগ্নমনে যমুনা পুলিনে ফিরিতেছে, যেন কত অলসে অবশ, উল্লাসহীন। চারু-চন্দ্রকিরণে কালিন্দীতটে কর্পূর ধবল বালুকারাশি ভক্ ভক্ জ্বলিতেছে। শ্যামাঙ্গিনী যমুনার শ্যামল তরঙ্গে চিলিমিলি চাঁদিমার চপল বিকাশ, তাও কত উদাস উদাস। কুলে কুলে বনভরা ফুলের হাসি, বনভরা চাঁদের হাসিতে মিশিয়া নীরবে নীরব শোভার হাট পাতিয়াছে। হাসির হাটে হাসিমাখা ফুলগুলি নীরবে নীরবে আপন গরবে ফুলিতেছে, অলসিত অনিল কোলে ঢুলিতেছে, আবার শাখা শিরে ধীরে অধীরে হিলিয়া দুলিয়া উলিয়া আপন মনে খেলিতেছে, কিন্তু সে অবসান সৌন্দর্য্যও যেন কত অবসাদমগ্ন, অলসাকুল। যমুনার নির্ঝরে নির্ঝরে কত কত কুমুদ কহ্লার কুবলয় কোকনদ প্রস্ফুটিত হইয়াও যেন উল্লাসহীন উষা শশীর অবসান গতির দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনে জলে স্থলে আকাশতলে সকল সৌন্দর্য্যই যেন অবসাদময়, ব্রজপ্রকৃতি যেন অবসর পাইয়া অলসাকুল অবশাঙ্গে নিশিভোরে নিদ্রাঘোরে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস বিরামে রত্নভূমি ও রত্নপাদপ জ্যোতি সম্বরণ

করিয়াছে, কেবল নানা মণি-মাণিক্য-মৌলি মণিমন্দির সমূহের অত্যোচ্চ স্তূপের শিখরাবলি চন্দ্রালোকে জ্বলিতেছে, বিবিধবর্ণ মণি প্রভায় আকাশকোলে ঝলমল করিতেছে। নানাদিকে সমসূত্রাবস্থিত মণ্ডলাকার ক্রীড়াকুঞ্জশ্রেণী সুন্দর তরুলতা মণ্ডিত সুগঠিত মঠাকৃতি, কোথাও একচুড়, কোথাও ত্রিচুড়, পঞ্চচুড়, নবচুড়। সেই সকল সুরম্য কুঞ্জ পুঞ্জের সমুন্নত শ্যামল শিখর গুলিতে শিশির নিসিক্ত নব কিশলয় দল চন্দ্র কিরণে হীরক জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া আকাশ কোলে ঝিলিমিলি করিতেছে। নিকুঞ্জ লতিকায় সমবিন্যস্ত পুষ্প স্তবকে মধুধারা ক্ষরিতেছে। স্তবক ক্রোড়ে অলস ভরে অলিকুল নীরবে নিদ্রিত। কুঞ্জবন বিহঙ্গমগণ জাগরিত হইয়াও মূকের ন্যায় নিঃশব্দে রহিয়াছে। বিস্তৃত বনভূমি নীরব, নিস্তব্ধ। কেবল কৃষ্ণ সেবন সমুৎকণ্ঠিত দূরস্থিত বৃন্দাবনচারী কলকণ্ঠ পক্ষীগণ প্রভাতি মঙ্গল গীত গাইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ করিবার প্রয়াসে নীরবে মৃদু পক্ষপুট সঞ্চালনে নিঃশব্দ কুঞ্জবন বিটপ শাখায় আসিয়া বসিতেছে, নীরবে বৃন্দাদেবীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। নিশীথ কালে সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত ক্রোড়ে নিস্তব্ধ হইলে যাহারা প্রকৃতির বীণা ঝঙ্কার তুল্য মধুর ঝঙ্কারে পৃথিবীর সজীবতা রক্ষা করে, প্রভাত সমাগত দেখিয়া সেই ঝিল্লি প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীগণও ক্রমে ক্রমে নীরব হইতেছে।

জ্যোতির্ম্ময় কনক প্রাচীর পরিবেষ্টিত নিভৃত নিকুঞ্জবন; নিধুবন, পুলিনবন, রত্নবর্ষী কল্পপাদপ কিরণে সমুদ্ভাসিত, যেন লক্ষ লক্ষ প্রদীপ্ত দীপাবলী বিদ্যোতিত পর্ব্বাঙ্গণ, যেন অগণিত তারকামালা বিমণ্ডিত নভোমণ্ডল। কুঞ্জভবনে মণি-মাণিক্য হীরক খণ্ড খচিত স্বর্ণময় তোরণ, প্রাঙ্গণ, চত্বর, অলিন্দ, অগ্রগৃহ, পার্শ্বগৃহ, গর্ভগৃহ সর্ব্বত্র নানাবর্ণ মণি দীপকে দিবালোক প্রায় সমুদ্ভাসিত, কিন্তু সেখানেও যেন সমস্ত শোভা অলসমাখা, বিজন, তরঙ্গ হীন। যেন উল্লাসের প্রখর ঝড় বিরামে ব্রজ প্রকৃতি নিথর, নিস্তব্ধ, গাম্ভীর্য্য পূর্ণ।

ঐ যে "মঞ্জুলা পুলিনে চারু চম্পকের বন" ঐ চারু চম্পকবনে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ মণ্ডিত অপূর্ব্ব মণি মন্দিরে মণিময় পালঙ্কে শ্রীরাধাগোবিন্দ পরস্পর নিবিড়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া রসানন্দ ভরে, সুখে নিদ্রাগত। সখীগণ, মঞ্জরীগণ*

---

* মঞ্জরী—সখীতুল্য হইলেও যাঁহারা শ্রীরাধার দাসী অভিমানে সেবাপরা।

কুঞ্জে কুঞ্জে অলসভরে অংশাঙ্গে নিদ্রা যাইতেছেন, নিদ্রাস্তিমিত রূপপ্রভা প্রোদ্ভাসিত মণিময় আভরণ প্রভায় কুঞ্জগৃহস্থিত মণি দীপাবলী যেন নিষ্প্রভ হইতেছে। কুঞ্জ মণ্ডলের বহিঃস্থিত কদলী-কাণ্ড পরিমণ্ডিত পরিধি পারে, উপবন কুঞ্জে বৃন্দাদেবী শয়ানা, কুঞ্জে কুঞ্জে অগণিত কুঞ্জদাসীকাগণ নিদ্রা যাইতেছেন। বিলাস তরঙ্গিত বৃন্দাবনে বিরাম দায়িনী যোগ নিদ্রার নিথর মন্থর মৃদুল প্রবাহ বহিতেছে, তাই যেন বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র নীরবতা মাখা। পাছে তাঁহাদের নিদ্রাসুখ ভঙ্গ হয় বলিয়া যেন ব্রজের স্থাবর জঙ্গম নিস্তব্ধ রহিয়াছে। কেবল বিগত সৌভাগ্য নির্দ্ধন ধনীর ন্যায় অবসাদিনী যামিনী ধীরে ধীরে অবসান পথে অগ্রসর। সগণ গতি বিস্মৃত সুধাকর শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিলাস বিনোদে বিমোহিত হইয়া স্তম্ভিত ছিলেন, এখন বিলাস বিরামে অবসর পাইয়া অস্তাচল মুখে দ্রুত প্রস্থান করিতেছেন। এ অলস মাখা বিজন বিলাস ভূমি যেন তাঁহার চক্ষে সহিতেছে না, তাই বদন পাণ্ডুর, প্রভা নিরাশ হাস্য রেখার মত ঔদাস্যময়। (গ্র)

রাসাবসানে রজনীর শেষ যামে ব্রজজনানন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দ কুঞ্জ ভবনে কুসুম শয়নে কুসুম শর সমর চাতুর্য্যে পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলে শ্রান্তিরূপা সখী নিদ্রাদেবীকে ডাকিয়া আনিয়া উভয়ের কলহ শান্তি করিলেন। শ্রীরাধা শ্যাম সুখ শয়নে নিদ্রিত হইলে, সখীগণ, মঞ্জরীগণ, কুঞ্জ-দাসিকাগণ, নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জে আসিয়া ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। নিশান্ত কালের প্রথমদণ্ডেই অভ্যাস বশতঃ সেবাপরাগণ ক্রমে ক্রমে জাগরিতা হইলেন। পাছে কালাতিক্রমে তাঁহাদের সেবাসুখ ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে নিদ্রাই যেন আপনা হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জাগাইয়া দিল। কিম্বা সাধন সিদ্ধাগণ সাধকাবস্থায় নিজ নিজ সেবাকালে যে জাগরণশীলতা যত্নে অভ্যাস করিয়াছিলেন, সিদ্ধাবস্থায় সিদ্ধদেহে সেই অভ্যস্ত সাধন আপন সিদ্ধি প্রদর্শন করিল। তাঁহারা জাগরিত হইয়া সেবাকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে আশঙ্কায় চকিত নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তারপর শ্রীরাধা গোবিন্দের সুখ নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই বুঝিয়া অলসাবিষ্ট দেহে নিজ নিজ সুরম্য শয্যায় নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। অনুগা মঞ্জরীগণ প্রধানাগণের পূর্ব্বেই জাগরিত হইয়া নিজ নিজ গুরুরূপা সখীগণের

প্রাভাতিক সেবা সমুৎসুক চিত্তে* রসরঙ্গ ভঙ্গিমায় হাস্য করিতে করিতে কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে প্রবেশ করিয়া অলস নিমীলিত ঘূর্ণিত নয়নে জৃম্ভ বিজরিত মধুর বাক্যে পরস্পর পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরের নয়ন ভঙ্গীতে নিজ নিজ বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণনখ চিহ্নাদি‡ সম্ভোগ লক্ষণ দেখিয়া লজ্জা নিষ্প্রভ নয়নে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। মঞ্জরী মণ্ডলীর প্রতিকুঞ্জে এইরূপ হাস্য পরিহাস তরঙ্গ বহিতে লাগিল। আহা! মধুর বৃন্দাবন কি নিয়তই মধুরানন্দে উচ্ছলিত !!

---

* জানিয়া কামিনী যামিনী শেষ। জাগহ সখী সবে করব নিদেশ॥
ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখী সঙ্গে। সবহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে॥
হরি হরি কবহু শ্রীচরণ সম্বাই। কনক মঞ্জরী মুখ হেরব আগাই॥
যুগল সখীগণে জাগব শয়নে। কর্পূর তাম্বুল দেয়ব বদনে॥
বিরচব সিন্দুর কাজর বেশ। বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ॥
তনু অনুলেপনে চন্দন গন্ধ। পুনহি পরাওব কাঁচলী নিবন্ধ॥
আরতি করব হেরব মুখচন্দ্র। টুটব চিরদিন বিরহক ধন্দ॥
শয়ন নিকুঞ্জ গবাখ আগোরী। হেরব সখীগণ আনন্দ ভোরি॥
বলরাম হেরব দুঁহু মুখ চন্দ্র। ভাগব কব দিঠি শ্রবণক দ্বন্দ॥

শ্রীনরোত্তম প্রার্থনা।

‡ অপরশ পরশ রসানুভূতি বা অসঙ্গ অঙ্গসঙ্গ। মঞ্জরীগণ স্বসুখ নিবৃত্তি পরাকাষ্ঠা হেতু নিজাঙ্গবৃত্তি রাধাঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত অভিন্ন দেহ। এই অভিন্ন দেহত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণের বিলাস রস শ্রীরাধা সাক্ষাৎ সঙ্গ সম্বন্ধে যেরূপ অনুভব করেন, কৃষ্ণাঙ্গে অস্পৃষ্ট থাকিয়াও মঞ্জরী দেহে তাহার পূর্ণানুভূতি হয়। ইহাই অপরশ পরশ রসানুভূতি। এই অনুভূতির প্রগাঢ়ত্ব হেতু অসঙ্গেও মঞ্জরীগণের অঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ চিহ্ন প্রকাশিত হয়। কখন কখন যদিও মঞ্জরীগণে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিলাস সাধিত হয় কিন্তু মঞ্জরীগণ তাহা স্বপ্ন দর্শন বলিয়া অনুভব করেন, স্বেচ্ছা বিহার সখী লক্ষণ, মঞ্জরী লক্ষণ নহে।

ইতি সিদ্ধোপদেশ।

কতকগুলি অনুগা মঞ্জরী একস্থানে বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্তকালীন সেবার জন্য মাল্য গ্রন্থন ও তাম্বুল বীটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরাধাশ্যামের অঙ্গ পরিমল প্রবাহিত হইয়া যেন সেই যুগলরূপ দর্শনোন্মাদিনী যুগল রসময় জীবিতা মঞ্জরীগণকে ডাকিতে আসিল। সুরসিকা রসরঙ্গ চটুলা একটি প্রধানা মঞ্জরী সেই মাল্যগ্রন্থন কারিণীদের নিকট আসিয়া কুসুম প্রফুল্ল মুখে হাসিতে হাসিতে কহিলেন "সখি! তোমরা যাহাদের জন্য মালা গাঁথিতেছ, তাহারা দুজনে যে বাঁধা রহিয়াছে! সত্য কিনা আসিয়া দেখ।"

অপর একটি প্রধানা মঞ্জরী কৈশোর সুলভ চপল ভঙ্গিমায় চপল চরণে চটুল আঁখি নাচাইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিলেন "সখিগণ! জালরন্ধ্রে নয়ন দিয়া দেখি আইস, কন্দর্প নৃত্য নিপুণ নটিনী নটবরের নৃত্য কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্তি সভ্যা * প্রেমালিঙ্গনে উভয়কে কিরূপ সুখী করিয়াছে।"

এই বলিয়া মঞ্জরীগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের রসালস দর্শনোৎকণ্ঠায় সাবধান পদে কুঞ্জ ভবনে গমন করিলেন। নিভৃত নিকেতনের বহির্ভাগে থাকিয়া রন্ধ্রজালে নয়ন দিয়া সেই অলস শিথিলাঙ্গ যুগল সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কিশোর কিশোরী পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, স্পর্শ সুখে বাধা হইবে বলিয়াই যেন অঙ্গবাস আপনা আপনি বিগলিত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভূষণ শিথিল বন্ধন, ফুলহার ছিন্ন ভিন্ন, মরি মরি! তবু কত শোভা!

মিটল চন্দন আভরণ টুটল,
ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুঁহু মুখ চন্দ্র॥
অব দুঁহু শ্যামর গোরী।
দুঁহুক পরশ রসে, দুঁহু ভেল মুরছিত,
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥

---

* সুপ্তি সভ্যা——সুপ্তি অর্থাৎ সুনিদ্রা রূপা সভ্যা। নাট্যস্থলে যাঁহারা দর্শক বা শ্রোতা, তাঁহাদিকে সভ্য বলে।

রাইক বাম অবনপর নাগর
ডাহিন চরণ আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোড়ে পহুঁ,
ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥
কিয়ে মদন শর ভীতহিঁ সুন্দরী
পৈঠল প্রিয় হিয় মাহ।
কহ বলরাম নয়ন ভরি হেরব,
করব অমিয়া অবগাহ॥

রত্ন খচিত পালঙ্কের উভয় পার্শ্বে মণিময় দীপাবলি জ্বলিতেছিল, মঞ্জরীগণ দেখিলেন, শ্রীরাধিকার পৃষ্ঠভাগের মণি দীপগুলি তাঁহার অঙ্গ ছটায় চম্পক কলিকার মত স্বর্ণবর্ণ দেখাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তি মণি দীপাবলীও সেইরূপ শ্যাম কান্তিতে ইন্দীবর কলিকার মত নীলবর্ণ দেখাইতেছে। উভয় পার্শ্বস্থ শ্রেণীবদ্ধ মণিদীপ দীপ্তি উভয়ের মণিময় অলঙ্কারে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। সেই মণিদীপক প্রদীপিত রত্ন পালঙ্কে উভয়ের হেম নীলমণি জড়িত কান্তি যেন কুঞ্জ গৃহ আলা করিয়াছে। গবাক্ষে গবাক্ষে মুখ রাখিয়া রাধাকৃষ্ণ প্রাণা প্রধানা মঞ্জরীগণ অতৃপ্ত নয়নে নীরবে সেই যুগল রূপ মাধুরী পান করিতেছিলেন, মৌনভঙ্গ করিয়া একজন কহিলেন "সখি! ইহাঁদের সখীগণের বেশ বিন্যাসে বিচক্ষণতা নাই বলিয়াই যেন উজ্জ্বল রসরূপা সখী, আমাদের যত্ন বিরচিত বেশ ভূষা বস্ত্রাদি দূর করিয়া এই নব কিশোর কিশোরীকে সুন্দর রতি চিহ্নে বিভূষিত করিয়াছে।"

আর একটি মঞ্জরী কহিলেন "সখি! বেশ বুঝিলাম, ইহা মদনেরই কার্য্য। ঐ দেখ, রাধাকান্তি কৃষ্ণাঙ্গে পড়িয়া পীতবাসের মত দেখাইতেছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের নীলাঙ্গ দ্যুতি বৈভব রাধাঙ্গে পড়িয়া নীলাম্বর স্বরূপ হইয়াছে, অতএব এখন আর অন্য বসনের আবশ্যক নাই বুঝিয়া এই যুগলাঙ্গসেবী মদন ইহাঁদের অঙ্গবাস দূর করিয়া আপন কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।"

পার্শ্ব হইতে একটি চটুলা মঞ্জরী মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন "আর দেখিয়াছ সখি! মদনরাজ রাধাঙ্গ রাজ্য অধিকার করিয়া শ্রীরাধার মস্তক,

নয়ন, বক্ষ, এই তিন স্থানে লজ্জাকে প্রহরী রাখিয়াছিল, সম্প্রতি বুঝি মদনরাজ লজ্জাকে সে অধিকার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।"

আর একটি মঞ্জরী তাঁহার বাক্য সমর্থন করিয়া কহিলেন "বোধ হয় সখি! লজ্জার কোন গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকিবে; এই দেখ, রাধাঙ্গ রাজ্যের কোন নিভৃত স্থলেও তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে দেখিতেছি না।"

এই বলিয়া সুরসিকা মুখে অঞ্চল দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। অপর একটি ধীরা মঞ্জরী প্রেমার্দ্র বাক্যে কহিলেন, "না সখি! ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যোদয় জানিবে। আমাদের তৃষিত নয়ন যুগলকে সুখ দিবার জন্যই লজ্জার এই আনুকূল্য।"

অপরা কহিলেন "এই অনুকূলতায় লজ্জার গৌরবই বৃদ্ধি হইবে, কারণ রাজকুমারী জাগরিতা হইয়া অধিক সোহাগে তাহাকে আলিঙ্গন করিবেন।"

এইরূপ অনাবৃত অশঙ্কিত নিদ্রাস্তিমিত যুগল সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তি যেন সেই রূপ-সাগরে মিশিয়া গেল। তাঁহারা প্রেম পরবশ অচল নয়নে সেই রূপ-সিন্ধুর নব নব তরঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। আহা! কি নব নব বিভ্রম! কি এমন উপমা আছে, যাহা দিয়া সেই রূপরাশির কণামাত্র জানাইব।

কুসুম সেজপর কিশোরী কিশোর।
যুগল দুহুজন হিয়ে হিয়ে জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়াওল জনু সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে একমেলি।
চকোর ভ্রমরে এক সঙ্গে করে কেলি
শিখী কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক সঙ্গে নাহি জাগ॥

কলহ করল বহু বসন রসনা।
বিহি মিলায়ল দুঁহু হইল মগনা॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল॥

আহা! শ্রীরাধাশ্যাম রসালসভরে অবসন্ন দেহে নিদ্রা যাইতেছেন, নির্দয় কাল কাহারও অপেক্ষা করে না, রজনী দ্রুত প্রস্থান করিতেছেন, অপরদিকে উষাদেবী অকরুণ অরুণকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত আসিতেছেন, প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, ঘরের সেই বিষানল তুল্য গুরুগঞ্জনা ভুলিয়া শ্যাম ক্রোড়ে শ্যামসোহাগিনী অবশাঙ্গে ঘুমাইতেছেন। মঞ্জরীগণ একবার সেই যুগল সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এক-বার প্রভাতাশঙ্কায় সুখভঙ্গ ভয়ে কম্পিত হইতেছেন। আহা! এমন ননীর পুতলী ঘুমে অবশ, এখনি হয়ত বৃন্দাদেবীর আদেশে কুঞ্জবন বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া এমন সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিবে; মঞ্জরীগণের প্রাণে যেন থাকিয়া থাকিয়া একটা আঘাত বাজিতেছিল, তাঁহারা আহত চিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন—

শ্যাম সুনাগর মনমথ কুঞ্জর
তাড়ন রস উনমাদে।
ননীক পুতলী জনু গোরী সুনাগরী
মুরছলি অতি অবসাদে॥
হরি হরি কৈছনে চলব ধনী গেহা।
নিধুবন সমর পরাভব কাতর
শুতলি ছুবরি দেহা॥ ধ্রু
ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভণ
জরজরি পড়ি রহু শয়নে।
অম্বর কেশ সম্বরি নাহি পারই
ছরমহিঁ মুদল নয়নে॥
নিরদয় নাহ তবহুঁ নাহি ছোড়ই
বান্ধল তনুভুজ পাশে।
ক্ষীণতনু বারি ভারি হিয়ে ঘুমল
কিকরব বলরাম দাসে॥

এই সময় সেই সকল রাধাগত চিত্তা কৃষ্ণপ্রাণা মঞ্জরীগণের অনুরাগরঞ্জিত দেহে ঘন ঘন স্বেদাশ্রু কম্পপুলকাদি সাত্বিক বিকার বিকাশিত হইতেছিল। কয়েকটি অনুগামঞ্জরী ইহাঁদের পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, একজন অপরা সঙ্গিনীকে জনান্তিকে কহিলেন "সখি! আশ্চর্য্য দেখ! স্থির চপলাবৃত কৃষ্ণমেঘ মাধুর্য্য রস বর্ষণে এই সকল অচপলা চপলা মালাকে স্নান করাইতেছেন।"

সঙ্গিনী কহিলেন "সখি! আরও আশ্চর্য্য এই, সেবার পরই প্রভু কিঙ্করী-গণকে পারিতোষিক দান করেন, কিন্তু এই কিঙ্করীগণ সেবার পূর্ব্বেই পুরস্কৃত হইতেছেন।"

ভা, ৩—১৫

আহা! মঞ্জরীগণ! তোমরাই ধন্য! শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুর্য্যামৃতের মধুরাস্বাদ তোমরাই যথার্থ আস্বাদন করিতে শিখিয়াছ, উহার আস্বাদনও তোমরাই যথার্থ জান, জান বলিয়াই ব্রজরমণির মনের সাক্ষাৎ সঙ্গসুখে অসঙ্গ থাকিয়া রাধাঙ্গে নিজাঙ্গবৃত্তি মিশাইয়া দিয়াছ। ব্রজে সহস্র সহস্র গোপললনা কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ সুখ সৌভাগ্যবতী আছেন কিন্তু একমাত্র আমাদের শ্রীরাধাই সর্ব্ব লক্ষ্মীপরা, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি। কৃষ্ণসঙ্গে সকলে সুখী, আবার রাধাসঙ্গে কৃষ্ণ সুখী, রাধাসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রে যে মাধুর্য্যামৃত ক্ষরিত হয়, অন্য গোপী সঙ্গে তাহা হয় না,

তাই "যুগলরূপ মাধুরী মাধুরীর সার।
যুগলে মাধুর্য্য সিন্ধু উথলে দোঁহার॥ ‡

সেই উচ্ছলিত রাধাকৃষ্ণ যুগলরস-মাধুর্য্য সিন্ধুতে তোমরা অঙ্গ ডুবাইয়া দিয়াছ, আর উঠিতে চাওনা, একেবারে গলিয়া গিয়াছ। তাই বলি তোমরাই যথার্থ সে মাধুর্য্যের আস্বাদ জান।

"রাধাসঙ্গে কৃষ্ণ অঙ্গে ঝরে যে মাধুরী।
তাহা ঝরাইতে নারে, অন্য ব্রজ নারী॥
অতএব যুগল মাধুর্য্যে রতি যার।
কৃষ্ণঅঙ্গ সঙ্গসুখ বাঞ্ছা নাহি তার॥
মঞ্জরীরগণে পরিপক্ক সেই রতি।
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে হয় কুষ্মাণ্ড আকৃতি॥ ‡

তাই বলি মঞ্জরীগণ! তোমরাই ধন্য! তোমরাই ধন্য! ব্রজমণ্ডলে যে সুখে তোমরা সুখী, সে সুখে অন্যের অধিকার নাই। তাই সাধকজন তোমাদেরই ভাবে আনুগত্য বাঞ্ছা করেন। (শ্রী)

॥ ২ ॥

উপবন কুঞ্জ বাটীকায় বৃন্দা দেবীর অধীনা কুঞ্জদাসীগণ* জাগরিতা হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন, তখনও বৃন্দা দেবী জাগরিতা হন নাই। এক দিকে কতক গুলি দাসী তাম্বুল বীটিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন, অন্য দিকে কতক গুলি দাসী মাল্য গ্রন্থনে নিযুক্ত, কেহ কেহ পুষ্পাভরণ প্রস্তুত করিতেছেন, কতিপয় দাসী বিবিধ প্রকার অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণময় গন্ধাধারে গন্ধাধারে রাখিতেছেন, কেহ মঙ্গল থালি সাজাইতেছেন,

* হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষ ভানু পুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।
যাবট নগরে কবে, পানি গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ, সেবন করিব তার পায়॥
তেহোঁ কৃপাবান হৈয়া, রাতুল চরণ লৈয়া, আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা, সম্বিহব যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে, দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহু মুখ চাঁদ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে প্রেম ধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনি দেখি, রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রিয় ধর্ম্ম সখীগণে, আমারে গণিয়া লবে তায়॥

শ্রীবৃন্দাবন নিত্যলীলায় সমস্ত কুঞ্জ সেবাই শ্রীবৃন্দাদেবীর অধিকৃতা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লুব্ধসাধক সিদ্ধাবস্থায় যথাবিধানে সেবাপরা গোপীদেহ লাভ করিয়া, প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেবীর অধীনে থাকিয়া সেবা বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে মঞ্জরীমালায় ও সখীযূথে প্রবেশ করেন। অনেকে সখীত্ব লাভ করিয়াও সেবা সমুৎসুকচিত্তে বৃন্দাদেবীর অধীনে কুঞ্জদাসীভাবেই থাকেন। এই কুঞ্জসেবাই প্রেমসেবা, বৃন্দাদেবী যাঁহাকে যে দিন যে সেবাধিকার প্রদান করেন, তিনি সেদিন সেই সেবার অধিকারিণী হইয়া থাকেন।

কেহ মুখ মার্জ্জন বাস সুবাসিত করিতেছেন, কোন দাসী মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে আরতি দীপ মালা সাজাইতেছেন। অপর দিকে কতকগুলি দাসী স্বর্ণময় পান পাত্রে, কনক ভৃঙ্গারে, সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যময় বারি দানে, যথা যোগ্য গন্ধবারি পূর্ণ করিতেছেন। কেহ কেহ সুগঠিত চারু পুষ্পাধার গুলিতে সুগন্ধি পুষ্প সজ্জিত করিতেছেন। কতক গুলি কুঞ্জ দাসীকা অঙ্গার-ধানীকায় অঙ্গারধানীকায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে সুগন্ধ ধূপ নিঃক্ষেপ করিতেছেন। কতক গুলি কিঙ্করী সখীগণের প্রাভাতিক সেবার্থ ভৃঙ্গারাদি হস্তে ত্বরিত পদে ছুটিয়াছেন, কেহ কেহ বা মঞ্জরীগণের সেবা সমাধান্তে ধীর পদে ফিরিয়া আসিতেছেন। এই সকল উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরিকাগণের মণি ভূষণ ভূষিত দেহ লাবণ্যে, কর চরণ চালন চলিত কঙ্কণ বলয়া নূপুর মঞ্জীরাদি আভরণ ঝঙ্কারে, আর পরস্পর সরস হাস্য পরিহাস রঙ্গে উপবন কুঞ্জ মণ্ডলে আনন্দ তরঙ্গের উপর আনন্দ তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। এমন সময় শিশির সুশীতল প্রভাত পবন অলস অবশ মন্থর গমনে পরাগভার বহন করিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দের কুঞ্জ ভবন পথে প্রবাহিত হইল।

তিনটি প্রধানা কুঞ্জ দাসী অনুগাগণকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া উপবন তরু বেদিকায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, প্রভাত পবন স্পর্শে একটী রঙ্গিণী সকৌতুকে কহিলেন "সখি! মৃদুল মলয় বায়ুর বুঝি এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিল, তাই যেন অলস শিথিল দুর্ব্বলাঙ্গে ধীরে ধীরে চলিতেছে।"

ভা ১৬—১৭

দ্বিতীয়া কহিলেন "সখি! অনুমান হয় প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, ক্রমেই প্রভাত লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দেখ——————

বিকশিত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ॥

তৃতীয়া সুন্দরী ইতস্ততঃ চাহিয়া কহিলেন "এই বার বুঝি ভ্রমর গুলারও ঘুম ভাঙ্গিল, ঐ দেখ—

মধু পিবি ধাবই মধুকর পুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলি নিকুঞ্জ॥

সখী মণ্ডল হইতে একটি তরুণী দ্রুত পদে ফিরিতে ছিলেন, কথোপকথন

শুনিয়া নিকটে আসিলেন। কহিলেন "বন দেবী কি এখনও জাগেন নাই ?"

প্রথমা। "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

তরুণী। "সখী মণ্ডলে।"

প্রথমা। "প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ কি করিতেছেন দেখিলে ?"

তরুণী। "দেখিলাম——

আলিকুল জাগল অলিকুল গানে।
চমকিত চাহই চকিত নয়ানে॥
চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে।
সুখদ শেয ত্যজি সুকুসুম পুঞ্জে॥

দ্বিতীয়া। "মঞ্জরীগণকে দেখিলে ?"

তরুণী। "দেখিলাম গবাক্ষ পথে মুখ রাখিয়া নয়ন জলে ভাসিতেছেন।"

তৃতীয়া। "সখী! তোমার নয়ন চকোরের পিপাসা মিটিয়াছে ত ?"

তরুণী। "ক্ষণ মাত্র।"

প্রথমা। "তবে দয়া করিয়া সখি! আমাদের কর্ণ পিপাসা নিবৃত্তি কর।"

নবাগতারঙ্গিণী বীণা ঝঙ্কারে গাইতে লাগিলেন—

কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুমশর তুন শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি॥

অন্তর্ব্বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তরুণী আর গাইতে পারিলেন না। দেখিলেন তাঁহার সঙ্গিনীগণেরও নয়নে জলধারা বহিতেছে। কষ্টে প্রেমাবেশ সম্বরণ করিয়া আবার গাহিলেন—

কবরী বিথারিত বালিশ তলপে।
হরি নীলিম ভুজ বেসন অলপে॥
বলিবার কথা নয়গো সখি,
দেখে,
নয়নের সাধ মিটিয়ে এস।"

ধনীমুখ মণ্ডল হেরহ সজনি।
ধূসর চাঁদে যৈছে কি ভেল রজনী॥
উচ কুচ কোরক নখরক দাগে।
শ্যাম সাজাওল নিজ অনুরাগে॥
শিথিল বাহু রহু নাগর কান্ধে।
মরকতে ঢালল হাটক ছাঁদে॥
বিপুল নিতম্বহি বিগলিত বসনা।
কামুক জানু কতহু ভেল গহনা॥
প্রতিতনু হেরইতে লাগয়ে চঙ্ক।
সবহুঁ শোহায়ত নাগর অঙ্ক॥
রতিরস আলসে অতিহুঁ বিভোর।
দুহুঁক বিভূষণ দুহুঁজন কোর॥
যুগল কিশোরক অলস বিলাস।
হেরি কি পুরব কৃষ্ণকান্ত আশ॥

সঙ্গীত বিরামে সকলে নীরবে নিজ নিজ পটাঞ্চলে নয়নাশ্রু মার্জ্জন করিলেন। সঙ্গীতকারিণী কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

কোন চিয়ায়ব মোর,
নিশি-পরভাত, তবহিঁ নাহি জাগত,
ঘুমল যুগল কিশোর॥
ঝামর দীপ সুধাকর ধূসর
দিশিভরু অরুনিম কাঁতি।
কুমুদিনী ছোরি নলিনীগণে ধাবুই
আকুল মধুকর পাঁতি॥

প্রথমারঙ্গিনী প্রিয় সঙ্গিনীর উদ্বেগ বুঝিয়া কহিলেন "এ সাধ্য আর কার? বনদেবী না জাগাইলে যুগল কিশোরের নিজেরও জাগিতে শক্তি নাই, অন্যের কথা কি? এস সকলে একবার বৃন্দাদেবীর কুঞ্জে গিয়া দেখি।"

এই বলিয়া সকলে বৃন্দাদেবীর কুঞ্জে চলিলেন।

॥ ৩ ॥

উপবন কুঞ্জ মণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ একটি সুন্দর কুঞ্জ শালিকা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জ পরিমণ্ডিত হইয়া নবচূড় মণি মন্দিরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার সুসজ্জিত মধ্য কুঞ্জে ফুলময় চন্দ্রাতপ তলে সুন্দর পুষ্প পরিমণ্ডিত পালঙ্ক অঙ্কে একটি তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা ষোড়শী নিদ্রা যাইতেছেন। পরিধানে নীলাম্বর, বক্ষস্থল মুক্তাহারে আবৃত, বিবিধ পুষ্পাভরণে রত্নাভরণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত। সুন্দরী অলস শিথিলাঙ্গে নিদ্রিতা, অঙ্গবাস বিক্ষিপ্ত, অসম্বৃত, আভরণাদি কিঞ্চিৎ শ্লথ বন্ধন, নিশ্বাস প্রশ্বাসে নাসাগ্রে গজমুক্তার নোলক মৃদু মৃদু দুলিতেছে। ইনিই শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলা সহকারিণী যোগমায়া রূপিণী বনদেবী বৃন্দা। বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম ইহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী, এমন কি সপরিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণও এই লীলা শক্তির শক্তি মূলে নিত্যলীলাময়। *

কুঞ্জ লতিকার নিশা বিকাশিত কুসুম মুখে চুম্বন দিয়া চপল পবন পরাগ রাশি উড়াইয়া দশদিক আমোদিত করিল, আমোদ সঙ্গী ভ্রমরগণকে মধু ঘোরে কুসুম ক্রোড়ে নিদ্রিত দেখিয়া সুরসিক পবন তাহাদের শ্বাস পথে কুসুম রেণু প্রবেশ করাইয়া জাগাইয়া দিল। মধু লোলুপ মধুপগণ জাগরিত হইয়া যে গুন্ গুন্ গুঞ্জন করিতেছিল, তাহা শুনিয়া বৃন্দাদেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

বনদেবী সময়াতিক্রম শঙ্কিত নয়নে চারিদিক চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন তাঁহার সখীগণ উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁহার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

নিশি অবশেষ জানি সব সখীগণ
বৃন্দা দেবী মুখ চাই।
রতি রস আলসে শুতি রহু দুঁহু জন
তুরিতহি দেহ জাগাই।

"দেহ জাগাই" কুঞ্জ কাননে প্রতি নয়নেই যেন উৎকণ্ঠার নীরব রব "দেহ জাগাই" প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সকল নয়নই যেন বৃন্দা বদন চাহিয়া বলিতেছে——

রতি রস আলসে শুতি রহু দুঁহু জন
তুরিতহি দেহ জাগাই॥

* উপক্রমাণিকা ৪র্থ অংশে বৃন্দাদেবীর রূপাদি লিখিত হইয়াছে।

শীঘ্র জাগাইতে বলিলেই কি শীঘ্র জাগান যায় গো? সে যুগলরূপে যে কতজনের কত সাধ, কতজনের কত পিপাসা, সে সুখে কি শীঘ্র বাধা দেওয়া যায়? অগ্রে নিত্যসখী মঞ্জরীগণ জাগিয়াছেন, তাঁহাদের তৃষিত নয়ন গবাক্ষ বিলগ্ন। তারপর প্রিয়সখী, প্রাণসখী, প্রাণপ্রেষ্ঠসখী সকলেই জাগিয়াছেন, তাঁহাদেরও পিপাসিত আঁখির পিপাসা মিটে নাই। আবার ঐ সখীগণও নানাছলে এক যাইতেছেন, এক আসিতেছেন। আহা! সেই নবকিশোর কিশোরীর রসালস রসসিন্ধুস্বরূপ ঘুমন্তরূপ খানি যে কতজনের নয়নোৎসব, এই উৎসবের সুখময় হাট কি শীঘ্র শীঘ্র ভঙ্গ করা যায় গো? তাই যেন নিদ্রাদেবী সকলকে ত্যাগ করিয়াও বৃন্দাদেবীকে শীঘ্র ত্যাগ করিতে চাহেন না। বৃন্দার কি অচিন্ত্য প্রভাব, কালও তাঁহার প্রভাবে কখন দ্রুত গতি, কখনও মন্দ গতি, কখন স্তম্ভিত গতি, তাই লীলাসহকারিণী বৃন্দাদেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার গতি শক্তি নাই। ইহা নিত্যধাম, এখানে কালের প্রভাব নাই, এখানে যে কাল প্রবাহ, তাহাও সেই লীলা শক্তি যোগমায়া প্রভাবমাত্র। হে সখীগণ! তোমরাও যে প্রভাতা-শঙ্কায় কম্পিতা হইতেছ, ইহাও সেই যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তি—প্রভাব, তাই সর্ব্বজ্ঞগণের আরাধনীয়া হইয়াও হে ব্রজবালাগণ! তোমরা স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতার ঐশ্বর্য্য এই লীলা মাধুর্য্যসিন্ধুতে ডুবাইয়া দিয়াছ, ডুবাইয়া দিয়া আজ প্রভাতাশঙ্কায় কম্পিত হইতেছ। এ আশঙ্কার এ কম্পনের অর্থ কি? আহা মরি! ইহার অর্থ ভাবেস্ফুরে ভাষায় স্ফুরেনা সুতরাং অস্ফুট প্রস্ফুট এ এক কি আশ্চর্য্য! প্রাণের কথা মুখে ফুটে না, প্রাণের অনুভবে বলি, আশঙ্কা "ঐ বুঝি প্রভাত হইল, আমাদের যুগলরূপের হাট ভাঙ্গিল" কম্পন "ঐ প্রভাত হইল, তবু রাধাশ্যামের ঘুম ভাঙ্গিল না, হায়! হায়!

গুরুজন জাগল রজনী পোহায়ল
কৈছে চলব ধনী গেহা।
দারুণ দুরজন বিষময় গঞ্জন
কৈছে ধরব ধনী দেহা॥ ‡

একি গো? সুখের হাট ভাঙ্গিতেও ভয়? রাখিতেও ভয়? আহা! আত্মসুখ তাৎপর্য্য ছাড়িয়া যাঁহারা সেই রাধাশ্যামের সুখে দুঃখে দেহ মন প্রাণ মিশাইয়া দিয়াছে তাহাদের স্বভাব তাঁহাদেরই ভাল। আবার আশ্চর্য্য দেখ!

ন সুখ ত্যাগ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ কর, সখীগণ সেই নিজ নয়নের অতৃপ্ত উৎসব ভাঙ্গিয়া দিতে নিজেই বৃন্দাদেবীকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন।

তুরিতহি করহ পয়ান।

রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে।

যব নাহি হোত বিহান।

শারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ

সুস্বরে দেহ জাগাই।

জটিলা আগমন, সবহু মেলি ভাখউ

শুনাইতে চমকউ রাই॥ প

পূর্ব্বাকাশ প্রকাশিত, তখনও অরুণ কিরণ দেখা দেয় নাই। বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ জন্য নিজ শাসনাধীন পক্ষীগণকে ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। গো ১১।

সহসা নিদ্রাভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়, এই জন্য বৃন্দা প্রথমে একটি কুক্কুটকে উচ্চ শব্দ করিতে আদেশ দিলেন।

বৃন্দার আদেশ জানি কুক্কুট সৌভাগ্য মানি

প্রফুল্লিত চিতে পক্ষ নাড়ি।

গ্রীবা করি উত্তোলন ধরণী করি চুম্বন,

ডাকে অতি উচ্চ রব করি॥ ‡

"কু ক্‌ কু" আঃ! কি কঠোর রব! একবার নয়, দুইবার নয়, পাঁচবার সেই কর্কশ চীৎকার। শ্রীরাধা প্রভাতাশঙ্কায় কষ্টে জাগরিতা হইলেন, অরসিক কুক্কুটটাকে কৃষ্ণকণ্ঠালিঙ্গিত সুখ নিদ্রার বাধক জানিয়া মনে মনে তাহাকে যম সদন প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রিয়তমের বক্ষস্থল হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইলেন। কিন্তু পরক্ষণে আর সে কর্ণ জ্বালাকর কর্কশ রব না শুনিয়া, কুক্কুটটাকে যমালয়গত মনে করিয়া আবার কান্তকণ্ঠালিঙ্গনসুখে নিদ্রিত হইলেন।

(ভ ১৯)

কানন দেবতি হেরি নিশি অবসান।
আদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান॥
শারীশুকে কহে দোঁহে জাগই তুরিতে।
অরুণ উদয় হেরি নাহি মান ভীতে॥
বানরীগণে পুন করল আদেশ।
তুরিতে শব্দ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বন দেবতী বোল।
কানন ভরি উঠল মহারোল॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
রাধিক দাস শিরে দেই হাত॥ প॥

বৃন্দাদেবীর নিদেশানুবর্ত্তী বৃন্দাবন বিহঙ্গমগণ কলকণ্ঠে প্রভাত মঙ্গল গীত গাইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ চরণে প্রভাত সংবাদ জানাইবে, ইহাই তাহাদের সেবা; নিজ নিজ অস্ফুট কলরবে শ্রীরাধা শ্যামের স্তুতিগানই তাহাদের আনন্দ। পক্ষীগণ সেই সেবা সমুৎসুক চিত্তে কুঞ্জবন বিটপাবলির শাখায় শাখায় মুকের ন্যায় বসিয়া বৃন্দাদেবীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল, একণে আদেশ পাইয়া কেলি কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে কলরবে ডাকিয়া উঠিল। (গো ১২)

বৃন্দাবিপিনহিঁ সব দ্বিজ কুল। *
কুজয়ে চৌদিকে হোই আকুল॥
সারী শুক তঁহি কোকিল মেলি।
কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি॥
ময়ুর ময়ুরী ধ্বনি শুনিতে রসাল॥
বানরী রব তঁহি অতি সুবিশাল॥
ঐছন শবদ ভেল বন মাহ।
জাগল দুহুঁ জন নাগরী নাহ॥
আলসে দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
শুতি রহল পুন কিশলয় শেজে॥

*দ্বিজকুল—পক্ষীসমূহ।

পুনহিঁ ফুকারই শারী শুকার।
ঐ ছন যৈছে সুধারস গীর॥
কব বলরাম শুনব তহিঁ শ্রবণে।
রাধা মাধব হেরব নয়নে॥

পক্ষী কলরবে শ্রীরাধাগোবিন্দ জাগরিত হইয়াও আলসভরে পরস্পরে দৃঢ়ালিঙ্গনে রহিলেন দেখিয়া বৃন্দাদেবীর শিক্ষিতা সারিকাগুলি দ্রাক্ষা লতায় বসিয়া সুস্বরে গাইতে লাগিল।

"ঝঙ্করু বনভরি মধুকর মধুকরী
কুজই কোকিল বৃন্দ।
শুনি তনু মোরি গোরী পুন শুতলি
মুদি নয়ন অরবিন্দ॥
জাগহ প্রাণ পিয়ারী।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
ননদিনী দেওব গারি॥

তারপর বৃন্দা পালিত শুকগুলি দাড়িম্ব বৃক্ষের ডালে ডালে বসিয়া সারিকা সঙ্গীতে যোগ দিয়া গাইতে লাগিল——

গগন হিঁ মগন গণ রজনীকরস
চলু চরমাচল ওর।
পদ্মিনী বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনী কোর॥
জাগহুঁরে বৃষভানু কুমারী।
শ্যামর কোরে গোরী কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক শারী॥ প॥

কুসুমাবলি বলিত ললিত লতাকুঞ্জ কমল পুঞ্জ বিমল শয্যা পরিমণ্ডিত। সৌরভ গৌরবে মধুলুব্ধ মধুকর মালা মধুর গুঞ্জন করিয়া উড়িতেছিল, সেই সময়ের শ্রুতিরঞ্জন অলিগুঞ্জন যেন রতিপতির প্রভাতি মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনির মত

নিরবচ্ছিন্ন ভোঁ ভোঁ ভোঁ মধুর রবে কেলিকুঞ্জ পূর্ণ করিয়া তুলিল। আবার সেই রবে রবে সুরবে ঝঙ্কার দিয়া উদ্দাম উল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া উন্মাদিনী মধুকরী পুঞ্জ নিকুঞ্জ রাজের নিদ্রাভঙ্গ রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যেন রতি মঙ্গল ঝল্লরী বাজাইয়া দিল। সেই সুতান একতান তানে তানপুরা বাঁধিয়া শুক, সারিকাগণ প্রাণোন্মাদী মদিরা মাদক ঢালিয়া দিয়া প্রাণ মাতাইতে ছিল, আবার সেই সঙ্গীত তালে রসাল ডালে এক কালে শত শত কোকিল কণ্ঠে মুহুরালাপিত কুহু কুহু কুহু তার স্বরে যেন সমবেত শত শত শত মন্মথ বীনার পঞ্চম রাগিনী বাজিয়া উঠিল। সেই কন্দর্প দর্পিত পুংস্কোকিল গুলির পাশে পাশে কামাবেশে নব মুকুলাস্বাদ মধুর কণ্ঠী কোকিল বধূর মধুর মধুর কল কাকলী রতি দেবীর সপ্তযন্ত্রী বিপঞ্চী ঝঙ্কার মিশাইয়া সঙ্গীত প্রবাহে মধুরিমা তরঙ্গ প্রবাহিত করিল। আবার ঐ পিলুবৃক্ষে কপোত কপোতীর গভীর ঘুৎকার, কদম্বে কদম্বে ময়ূর ময়ূরীর কেকারব, ব্রাহ্মণ বটুর পটুতর বেদপাঠ তুল্য হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরত্রয় সমন্বিত "কুক্‌কু" কুক্কুট কণ্ঠ যেন সেই সঙ্গীত তরঙ্গ মৃদঙ্গ মধুর তালে উত্তালিত করিয়া তুলিল। (গো ১৩—২০)

কুক্কুটরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া টিট্টিভ পক্ষীগুলি আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। দেখাদেখি তখন সকল প্রকারের পাখীগুলাই কঠোর কোমল নানা প্রকার কণ্ঠে কলরব করিয়া বৃন্দাবন ভরিয়া ডাকিয়া উঠিল। এত ডাকা-ডাকিতে কি আর ঘুম হয়? শ্রীরাধার আবার ঘুম ভাঙ্গিল, অলসভরে ঈষৎ অঙ্গ মোটন করিয়া মনে মনে কহিলেন "বন বিহঙ্গগণ! আমায় ক্ষমা কর, ক্ষণকাল ঘুমাইতে দাও।"

হায়! হায়! ঐ যে প্রভাত হইল, আর কি ঘুমাইবার সময় আছে? বৃন্দাদেবী আবার পক্ষীগণকে কলরব করিতে বলিলেন। এবার কাদম্ব, কারণ্ডব, হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পাখী গুলাও স্থলচর কপোত শুক সারিকা ময়ূর কোকিল প্রভৃতির প্রভাতি কলনাদে যোগ দিয়া, যুগপৎ সমস্বরে কৃষ্ণ কথামৃত তুল্য মধুর কলগান করিতে লাগিল।

(গো ২৩-২৪)

বৃন্দাবিচনহি উঠই ফুকারই
শুক পিক সারিক পাঁতি।
শুনতহিঁ জাগি পুন দুঁহু ঘুমল
নাগরী কোরহিঁ জাতি ॥

এইবার বৃন্দাদেবী বৃদ্ধাবানরী দধিলোলাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিদ্রা-ভঙ্গের ভার দিলেন। দধিলোলা বড় দুষ্ট, বড় মিথ্যা কথা কহিয়া রসান্তর উৎপাদন করিতে পারে, তাই এবারে তাহার জাগাইবার ভার পড়িল। বানরী কুঞ্জের নিকটে একটা নিম্ন ডালে বসিয়া কপট শঙ্কিত বাক্যে কহিল——

জাগহ নাগর কান।
বড় পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল,
রজনী কয়ল অবসান ॥

দধিলোলা বড় রাগ করিল "শুনিয়াও শুনিতেছে না, প্রভাত কালেও এত অলস, থাক থাক, এইবার কেমন না উঠ দেখিতেছি"

আওল বাউরী বরজ মহেশ্বরী
বোলত পুন দধিলোলা।
শুনইতে কাতর বিদগ্ধ নাগর
খোর নয়ন যুগ খোলা ॥
নাগরী হেরি পুনহিঁ দিঠি মুদল
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে।
বলরাম হেরি কবহুঁ সুখ সায়রে
নিমজব রঙ্গ তরঙ্গে ॥ (প)

শ্রীরাধা গোবিন্দ পক্ষীগণের কল গানে জাগরিত হইয়াও রসালস ভরে তন্দ্রাঘোরে বিচেতন প্রায় ছিলেন, জাগ্রতাবস্থার অনুভবই ছিলনা। ক্রমে পক্ষী প্রভৃতির কলরবে পরস্পরের জাগ্রতাবস্থা অনুভূত হইলেও গাঢ় আলিঙ্গন জনিত সুখ ভঙ্গ ভয়ে উভয়েই কপট নিদ্রাভানে মুদ্রিত নয়নেই রহিলেন।

মুদিত নয়নেই নিদ্রাভঙ্গ জনিত অলসভরে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন পাশ শিথিল করিয়া অঙ্গমোটন করায় বোধ হইল যেন অনঙ্গের চম্পক ফুল ধনু ও ইন্দীবর ফুলধনু একত্রে মিলিত হইল। আলিঙ্গন পাশ শিথিল হইলেও অঙ্গমোটন কালে পরস্পর বক্ষে বক্ষে গাঢ় সংস্পর্শ জন্য রোমাঞ্চিত দেহে আবার পরস্পরকে নিবিড়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রস ভরে বিচেতন প্রায় রহিলেন। (ভা২৫)

এই সময় বৃন্দাদেবীর আদেশে কুঞ্জ ভবনের বাহিরে থাকিয়া দুইটি কিন্নরী সুস্বরে পর পর গাইতেছিল——

১ম। অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরী, পদুমিনীক সদন সাজে।
২য়। কি জানি সজনি রজনী থোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী জিত দামিনী, কামিনী কুল লাজে॥
১মা। কুহরত হতশোক কোক, জাগত অব সবহু লোক,
শুক সারিক পিক কাকলী, নিধুবন ভরু আওয়াজে।
২য়া। গলিত ললিত বসন সাজে, মণিযুত বেণী ফণী বিরাজে,
উচ কোরক রুচ চোরক, কুচ জোরক মাঝে॥
১মা। তড়িত জড়িত জলদ ভাঁতি, দোঁহে দোঁহা সুখে রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস বাদর, পরমাদর শেজে।
২য়া। বরজ কুলজ জলজ নয়নী, ঘুমল বিমল কমল বয়নী,
কৃত নালিশ ভুজ বালিশ, আলিস নাহি তেজে॥
১মা। টুটল কিয়ে ধনুর গুণ, কিয়ে রতি রণে ভেল তুন শুন,
সমর মাঝ পড়ল লাজ, রতি পতি ভয় ভাজে।
২য়া। বিপতি পড়ল যুবতী বৃন্দ, গুরুজন গতি কহয়ে মন্দ,
জগদানন্দ সরস বিরস, রসবতী রসরাজে॥

গগনান্তরে পবন ভরে লহরে লহরে কিন্নরী কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত সুধা তরঙ্গ দিগন্তে দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। যেন সেই তার স্বর লহরে বন বিহঙ্গ কল কাকলী ঢাকিয়া ফেলিয়া বনভূমি সঙ্গীতময় করিল।

নিশি অবসান বৃন্দা দেবী জানল,
সকল সখীগণ মেল।
নিভৃত নিকেতন দ্বার করি মোচন,
মন্দির মহা চলি গেল॥ প

বৃন্দাদেবী কুঞ্জদাসীকা গণের সহিত দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীরাধা শ্যামকে জাগরিত জানিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন করিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জীর ভূষিত পাদ বিক্ষেপ করিতে করিতে কুঞ্জ দাসীকাগণ সহ নিভৃত নিকেতনে প্রবেশ করিয়া সেই ঘুমন্ত রূপ মাধুরী দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চরণ অচল হইল, নয়ন অচল হইল, যিনি যেখানে ছিলেন, তিনি সেখানেই বিমোহিত হইয়া দাঁড়াইলেন। আহা মরি! কি নয়নানন্দ ঘন রূপরাশি!———

রতন পালঙ্ক পর শুতি রহু দুঁহু জন
অতিশয় আলসে ভোর।
ঘন দামিনী কিয়ে মরকত কাঞ্চন
ঐছন দুঁহু দুঁহু কোর॥
বিগলিত বেণী চারুশিখী চন্দ্রক
টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন আধ ভেল বিচলিত
চন্দন আভরণ ভার॥
অতি সুখ ভঙ্গ ভয়ে সব সখীগণ
বিহিক দেই বহু গারি।
ইহ সুখ রজনী তুরিতে ভেল অবসান
নিরদয় হৃদয় তোঁহারি॥
নিশি অবশেষে কমল আধ বিকসল
দশদিশ অরুণিত মন্দ।
কৈছন দুহুক জাগাওব রচইতে,
উদ্ধব দাস হিয়ে ধন্দ॥

কুঞ্জদাসীগণ নয়নের প্রেমাশ্রু মুছিয়া বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে নীরবে মৃদু পদ সঞ্চারে নিজ নিজ অধিকৃত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কতিপয় কিঙ্করী পর্য্যুসিত পুষ্পাধার, গন্ধাধার, বারিদান, তাম্বুলদান প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন, আর কএক জন সেই সেই স্থানে নূতন নূতন পুষ্পাধার আদি সজ্জিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সাবধানে পর্য্যুসিত মাল্যাদি বিদূরিত করিয়া প্রতিদ্বারে প্রতি গবাক্ষে নূতন নূতন পুষ্পমালা বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা গৃহতল বিক্ষিপ্ত পুষ্প মাল্যাদি পরিস্কৃত করিতে লাগিলেন। কোন কোন দাসীকা ভস্মবিশিষ্ট ধূপ দান সরাইয়া জলিতাঙ্গার পূর্ণ নূতন নূতন ধূপদান ও অঙ্গার ধানীকা স্থাপন করিতে লাগিলেন, ধূপ সৌরভে গৃহ আমোদিত হইল। কেহ সুন্দর বারিদান লইয়া সুবাসিত গন্ধবারি প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কেহ সুগন্ধ বারিপূর্ণ কনকময় ভৃঙ্গারগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিতে লাগিলেন, কেহ স্বর্ণাধার স্থিত শুষ্ক প্রায় গাত্র মার্জ্জনী ও বিঘৃষ্ট প্রায় মুখ মার্জ্জনী সরাইয়া পুনশ্চ নূতন নূতন জলবাস ও গন্ধবাস সাজাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে কুঞ্জ দাসীকাগণ নিজ নিজ অধিকৃত কার্য্য সমাপন করিয়া একে একে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

কুঞ্জ দাসীগণ অতি সন্তর্পণে পাদ বিক্ষেপ ও হস্ত সঞ্চালন করিলেও তাঁহাদের মুখর আভরণ রোলে শ্রীরাধা জাগরিতা হইয়া তারাতারি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ ভুজ লতায় দৃঢ়বদ্ধ থাকায় পারিলেন না, কৃষ্ণ বক্ষ বিহারিণী কৃষ্ণবক্ষস্থলে গাঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া শ্রমভরে স্পন্দিত হইতে লাগিলেন। আহা! যেন সেই অনুপম স্পর্শ সুখ মাধুরী তাঁহাকে আপনা ভুলাইয়া দিল, শ্যাম সোহাগে শ্যাম সোহাগিনী শ্যামাঙ্গে এলায়ে পড়িলেন।

(ভা ২৬—২৭)

সহস্র সহস্র কলকণ্ঠ পক্ষী কলগানে কুঞ্জবন পূর্ণ করিলেও শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রিয় শুক সারী কুঞ্জদ্বারে নীরব ছিল। শ্রীরাধার স্বকর পদ্ম পালিতা সুপণ্ডিতা গৃহ সারিকা মঞ্জু ভাষিণীও নীরবে কুঞ্জাভ্যন্তরে কনক পিঞ্জরে

বসিয়াছিল। একণে বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিত পাইয়া তাহারা মধুর কণ্ঠে সুন্দর পদ্যাবলী গান করিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গে সচেষ্ট হইল। প্রথম গৃহ সারিকা মঞ্জুভাষিণী সুমধুর কণ্ঠে বিভাষ রাগিণীর সুদীর্ঘ মধুরালাপে গাইতে লাগিল।

গোকুল বন্ধো! জয় দয়াসিন্ধো!
জাগৃহি তল্পং ত্যজ শশী কল্পং।
প্রীত্যনুকূলাং শ্রিতভুজ মূলাং
বোধয় কান্তাং রতি ভর শ্রান্তাং॥

গো—২৩

প্রেম পুলকে সারিকার সর্ব্বাঙ্গের পালকগুলি ফুলিয়া উঠিল। পাখী আবার ভৈরবী রাগিণীর মধুরালাপে গাইল।

উদয়ং প্রজবোদয়মেত্যরুণ
স্তরুণী নিচয়ে সহজা করুণঃ।
নিভৃতং নিলয়ং ব্রজনাথ তত—
স্তরিতোহট কলিন্দ সুতাতটতঃ॥

গো—২৪॥

সারিকা শ্রীরাধার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিল। ধন্য সারিকে! এ রোদনের তুমিই যথার্থ অধিকারিণী। ব্রজে তোমার মত অধিকার কার? তুমি শ্রীরাধা গোবিন্দের নিখিল নিভৃত বিলাসসাক্ষিণী, শ্রীরাধার এ অলসের মর্ম্ম তুমিই জান। এ রসালসে শ্রীরাধার যে সুখ, এ অলসভঙ্গে শ্রীরাধার যে দুঃখ, সে সুখ দুঃখের মর্ম্ম তুমিই বুঝিয়াছ, তাই তুমি শ্রীরাধাকে জাগাইতে হইবে ভাবিয়াই কাঁদিয়া আকুল। হা সারিকে? তির্য্যক যোনিতে কি তোমার জন্ম? না এ তোমার ছদ্মবেশ? সারিকা বহুকষ্টে হৃদয় শান্ত করিয়া করুণস্বরে আবার ভৈরবীর আলাপে গাইল।

গা তোল সখি! কমল মুখি!
বিলাস রসে, গাঢ় অলসে,

রজনী গত, ঘুমাবে কত ?
ত্বরিত গতি, চল বসতি ॥ ‡

কমল বদনি তুয়া কিছু দোষ নাই।
নিশান্তে শয়ন অঙ্গে অলস ঘুচে নাই ॥
তোমার সুখের বৈরী অরুণ উদয়।
চন্দ্রাবলী সখী প্রায় মোর মনে লয় ॥ গো ২৪। ২৫
যদুনন্দন।

যাতা রজনী প্রাতর্জাতং
সৌরং মণ্ডলমুদয়ং প্রাপ্তং।
সম্প্রতি শীতল পল্লব শয়নে,
রুচিমপনয় সখি পঙ্কজ নয়নে ॥ গো—২৬

সারিকা আর পারিল না, অন্তর্বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে অবসাদে স্বর্ণপিঞ্জরে লুটাইয়া পড়িল।

কুঞ্জভবনের চারি দ্বারে চারিটি স্বর্ণপিঞ্জর, দুইটি পিঞ্জরে দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে দুইটি শুক, অপর দুইটি পিঞ্জরে শুভা ও সুস্মাধী নামে দুইটি সারিকা নীরবে মঞ্জু মঞ্জুল সঙ্গীত শুনিতেছিল। গৃহ সারিকা নীরব হইলে কৃষ্ণানুরাগ পূর্ণ প্রাণ, সুধীর অথচ বাক্য বিন্যাস বিচক্ষণ, বিচক্ষণ নামে শুক প্রদীপ্ত মধুরাক্ষরে ভৈরব রাগের মধুরালাপে গাইতে লাগিল।

জয় জয় গোকুল মঙ্গল কন্দ !
ব্রজ যুবতী ততি ভৃঙ্গারবন্দ !
প্রতিপদ বর্দ্ধিত নন্দানন্দ !
শ্রীগোবিন্দাচ্যুত নব শব্দ ! গো—২৭। ২৮

রজনী বিগত প্রভাত আগ
উঠ উঠ হে গোবিন্দ।

তুমি ব্রজজন ভূষিত নয়ন
ভ্রমরার অরবিন্দ॥
তোমার আলয় গুরুজনময়
তাহে হয় দুরন্তর।
কেহ না জাগিতে চল অলখিতে
আপনার প্রিয় ঘর॥
কমল নয়ন তেজহে শয়ন
ঘুমাবার নাই কাল।
ত্যজি কুঞ্জবন আপন ভবন
ঝট চল নন্দলাল॥
পূরব আকাশে অরুণ বিকাশে
ধরিয়া অরুণ রাগ।
অরুণ বসনা পূর্ব্ব দিগাঙ্গনা
প্রকাশিছে অনুরাগ॥
রবি কর ভীত রজনী সহিত
শশী গেল অস্তাচলে।
রাধিকা সহিতে চলহ ত্বরিতে
কি কর যমুনা কূলে॥
এক নয়নে পূরব গগণে
অরুণ উদয় দেখী।
অপর নয়নে চাহি পতি পানে
ধাইতেছে চক্রবাকী॥
বায়সের ডরে তরুর কোটরে
লুকাল পেচকগণ।
ভানুর উদয় দেখি লাগে ভয়
উঠ শ্যাম নব ঘন॥ ‡

বৃন্দাদেবীর নিকট শিক্ষা পাইয়া যে সারিকা হারের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে, শ্রীরাধার সেই স্নেহের সারিকা শুভ্মণী প্রেম পুলকিত দেহে ভৈরবীর মধুর আলাপে গাইল।

ব্রজ পথে ব্রজবাসী যাবৎ না যায়।
তাবৎ রাধিকা শীঘ্র যাহ নিজালয়॥

যত্নুনন্দন।

সুবদনী তত্তহিঁ ত্বরিত তেজ শয়নে
অরুণ উদয় অবলোকয় নয়নে॥
পরিহর কুঞ্জ ভবন ভয় বিপুলে।
কুলবতি কাহে কলুষ লেহ দুকুলে॥
অনুসর সত্বর নিজ নিজ ভবনে।
ভানু যাবত নহি বিকশত গগণে॥ ‡
পরিহর সত্বর নিদ কি অলসে।
পরিহর কুঞ্জ শয়ন রতি রভশে॥
আলস পরিহর অনুসর ভবনে।
অকরুণ অরুণ উদয় ভেল গগনে॥
কান্ত জাগাহ না জাগাহ লোক সরমে।
চতুরী না চুকত কালোচিত করমে॥ ‡

গো—৩৩—৩৭।

সারিকে! জাগাইবে কি? নিদ্রা থাকিলেইত জাগরণ? এ অলস নিদ্রার নয়, এর নাম রসালস। ঐ যে দুইটি দেহ পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে, ও বন্ধন কি সহজে ছাড়ান যায়? হায় হায়! ঐ বন্ধনরসের তরঙ্গ রঙ্গে কুল শীল লজ্জা ধর্ম্ম তৃণের মত ভাসিয়া যায়, অধিক কি ঐ তরঙ্গ মুখে প্রাণ ভাসাইয়া দিতেও যে ভয় থাকে না, তবে বল পাখী! কি দিয়া সে বন্ধন ছিন্ন করিবে? ঐ দেখ, দুই দেহ যেন এক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুইটি প্রাণের অন্তস্তল দেখিলে কি? আহা! ঐ দেখ রজনী অবসান জানিয়া দুই দেহে দুইটি প্রাণই কাঁপিতেছে। কেন কাঁপিতেছে? কুলভয়ে! হায় হায়, সে

ভয় কোন দিন ভাসিয়া গিয়াছে। লোক লাজ? সেত রাধার অঙ্গের ভূষণ। গুরুগঞ্জনা? সে ভয় থাকিলে কি আর এ পরকীয় প্রেম থাকে? সেত অমৃত সিঞ্চন। তবে প্রাণ দুটি কাঁপে কেন? প্রাণ কাঁপিতেছে, পাছে কে ছাড়াইবে বলিয়া; আহা! তাই যেন দুইটি প্রাণ দুইটি প্রাণীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এ দেহের আলিঙ্গন নয়, প্রাণে প্রাণে জড়াজড়ি ক্রন্দন; দেহ দুইটি সেই রসের আবেশে অচেষ্ট রহিয়াছে মাত্র। তাই হে পাখী! তাই আমার রাধাশ্যাম চেতনেও অচেতন, সচল হইয়াও অচল, বুঝিয়াও বোধ শূন্য। সারিকে! না হয় আর জাগাইয়া কায নাই, যেমন আছে তেমনি থাক। নানা আমি জানি কি? রসের মর্ম্ম তোমরাই যথার্থ জানিয়াছ, জাগাও জাগাও, সারিকে! রাগ করিওনা, জাগাও, না জাগাইলে পরকীয়া রতির গৌরব থাকিবে কেন? পরকীয়া রতির গৌরব যাইলে রাধাশ্যামে থাকিল কি?

ঐ দেখ, শ্রীরাধার অঙ্গ শ্যামাঙ্গ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছেনা। শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বয়ে শ্রীরাধার নিতম্বদেশ দৃঢ়বদ্ধ, কৃষ্ণবক্ষে রাধার কুচদ্বয় যেন লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের বদন পরশে রাধা বদনখানি অচেষ্ট, ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতা শ্রীরাধার অঙ্গযষ্টি জড়াইয়া ধরিয়াছে, আবার শ্রীরাধার কৃষ্ণকণ্ঠবেষ্টিত বাহুদুটি শ্রীকৃষ্ণের উপাধান স্বরূপ অচল, তাই সে অঙ্গে চেতনা আছে, চেষ্টা নাই। হায় হায়! যিনি আপনার সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া কেবল কৃষ্ণসুখে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই শ্যাম সুখময়ী কি সাধ করিয়া শ্যামচাঁদের এতগুলি সুখ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন? তবে কি সকল দোষ কৃষ্ণাঙ্গে চাপাইবে? নানা কৃষ্ণাঙ্গেরও দোষ নাই। ঐ দেখ, ব্রজগমন জন্য উদ্বেগে কৃষ্ণাঙ্গ চঞ্চল, কিন্তু পাছে শ্রীরাধার আলিঙ্গন সুখ ভঙ্গ হয় ভয়ে সে অঙ্গ যেন আরষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তবে বল জাগাইবে কাহাকে? নিদ্রা কই যে জাগাইবে? দেহের জাগরণ বৃথা, রসালসে অবশ প্রাণ প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া ধরিয়াছে, রসের অলস কি কলরবে ভঙ্গ হয়? রসান্তর উদ্দীপন ভিন্ন রসালসেরভঙ্গ হইবে না।

ভাগবতার্থ কোবিদ সাক্ষাৎ শুকদেব তুল্য বলিলেও যাহাদের যথার্থ উপমা হয় না, শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেমাস্পদ সেই দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে শুক দুইটি বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিত পাইয়া সমস্বরে ভৈরবী রাগিণীতে গাইল—

জয় কোটি কাম কেলি রস ধাম,
শ্যাম সুন্দর হরে।
জয় ব্রজজন নয়ন রঞ্জন—
জাগ জাগ হে মুরারে।

রাধিকার প্রেম সুরধুনী মাঝ,
ডুবিয়া রহিলে হরি করিরাজ,
উঠিয়া ত্বরিতে ভাঁসাও জগতে
মধুর মাধুরী ধারে॥

রাধাধর সুধা পান বিমোহিত
সুখে নিদ্রা যাও নহে অনুচিত
কুমতিনী রাতি ছার নারী জাতি
সতিনী সহিতে নারে।
রজনী বিলাস করি সমাপন,
রাধা বুকে করি করিলে শয়ন,
তাই সে মানিনী, কুটিলা যামিনী
অবসান মান ভরে॥ ‡

গাইতে গাইতে শুকের ক্ষুদ্র নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, পক্ষপুটে নয়ন মুছিয়া আবার বিভাস রাগিণীতে গাইল।

নিদের আলস তেজি উঠ বর নাগর
যামিনী ভেল অবসান।
কামিনী ক্রোরহিঁ কতহুঁ ঘুমাওত
অবসরে ভেল বিহান॥

উঠহে চতুর বর   চাতুরী অনুসর
গোপতে চলহ নিজ ঘর।
কুলবতী চোরী   সাধুসম গুতিরহ,
নাহি মান অপযশ ডর॥ ‡

শুকবর! অনুকূল রসে অবসাদ, প্রতিকূলরসে উত্তেজনা; অবসাদে অবসাদ যায় না, উত্তেজনা ঢাল, রসান্তর অবতারণা কর। শুকবর আবার প্রদীপ্তস্বরে ভৈরবরাগে গাইল—

উঠ উঠ ব্রজ জন নয়ন আনন্দ।
নন্দচিত দুগ্ধ সিন্ধু,   তুমি তাহে পূর্ণ ইন্দু
শ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণচন্দ্র॥
যশোদার পুণ্য পুঞ্জ   বিনির্ম্মিত লতাকুঞ্জ
তুমি তার প্রফুল্লিত ফুল।
উঠি চল নিজ ঘরে,   যদি তোমা নাহি হেরে,
পিতা মাতা হইবে আকুল॥ ‡

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসরসে অবগাহন করিয়া যাহারা যুগল রসকেলির সীমা দর্শন করিয়াছে, সেই ভাগ্যবতী সারিকা শুভা ও সুশ্লাঘী বৃন্দাদেবীর আদেশে ভৈরবী রাগিণীতে সমস্বরে গাইল—

জয় জয় বৃষভানু রাজ কুমারী।
সকল সৌভাগ্য মণি   রমণীর শিরোমণি
ধনি ধনি ভুবনে তোঁহারী॥

রতিবল্লভ কান   মুখপদ্ম মধুপান
মত্ত চিতে কত না ঘুমাহ।
পোহাওল বিভাবরী   উঠ বৃন্দাবনেশ্বরী
অলখিতে নিজ ঘরে যাহ॥ ‡

বিলম্ব না কর ধনি আগম্ভ তুরিতে।
তুমি উচ্চকুল নারী কুললাজ পরিহরি,
প্রভাতে বঁধুয়া কোলে নাহি যান ভীতে ॥
দারুণ কলঙ্ক ডালি আপনার করে তুলি,
সাধ করি নাহি লও শিরে।
যত কেন সতী আছে নীতি শিখে তোমা কাছে
তোমারে কে শিখাইতে পারে ॥ ±
ভা—২৮—৩৫

দক্ষ শুকের অধ্যাপক শুকরাজ দক্ষ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ পুলকোৎফুল্ল পক্ষে নিজ দক্ষতা সহকারে পুনশ্চ উচ্চৈঃস্বরে কুঞ্জদ্বারে স্বর্ণপিঞ্জরে বসিয়া স্বকৃত কবিতাময় মধুর বাক্যে রসান্তর অবতারণা করিয়া কহিল—

বনে বনে ভ্রমণ কারণে শ্রম ভরে।
কৃষ্ণ মোর ঘুমাইছে শয্যার উপরে ॥
তোমাদের কলরবে হইবে চেতন।
সাবধানে দধি মও ওগো দাসীগণ ॥
যতক্ষণ এই কথা বলিতে বলিতে।
নাহি যান ব্রজেশ্বরী তোমার গৃহেতে ॥
ততক্ষণে ওহে কৃষ্ণ ত্যজি কুঞ্জবন।
নিভৃতে গমন কর আপন ভবন ॥

কালিন্দী পিশঙ্গী মণিকস্তনী পিঙ্গলা।
হংসী বংশী প্রিয়া গঙ্গা শ্যামলা মঙ্গলা ॥
এই সব গাভী তব প্রিয় অতিশয়।
পথ চাহি রহিয়াছে ব্যাকুল হৃদয় ॥
ঊর্দ্ধকর্ণে ঊর্দ্ধ মুখে ঘন হম্বা রবে।
বৎস নাহি ডাকি তোমা ডাকিতেছে সবে ॥

স্তন-দুগ্ধ ভারে তারা রয়েছে পীড়িত।
অতএব নিজ গৃহে চলহ ত্বরিত॥
নিজ গৃহে প্রাতঃকৃত্য করি পৌর্ণমাসী।
তোমার জননী সহ শয্যা গৃহে আসি॥
যাবৎ না তোমারে ডাকেন স্নেহ ভরে।
ততক্ষণে যাহ কৃষ্ণ আপন মন্দিরে॥

আহা! শুকরাজ! করিলে কি? এমন নয়নোৎসব ভঙ্গ করিলে? ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ নন্দীশ্বর পুরী স্মরণ করিয়া চঞ্চল নয়নে চাহিতেছেন, গাঢ় আলিঙ্গন বন্ধন শিথিল হইয়াছে, ঐ দেখ নীরবে অলসাকুল নয়নে রসে ধস ধসু অবশ অঙ্গে শ্রীরাধাশ্যাম উঠিয়া বসিলেন। (গো ৪১—৪৫।)

না না ভ্রান্তি! যাহার যথার্থ শোভা আছে, তাহার কি শোভার ভঙ্গ হয়? পরিবর্ত্তন নূতন নূতন শোভাই পল্লবিত করে। না শুক! তুমি নয়নোৎসব ভঙ্গ কর নাই, তরঙ্গিত করিয়াছ। কি সুন্দর! কি সুন্দর! যেন শত সৌন্দর্য্যের হাট! শয়নেও যত সৌন্দর্য্য, উত্থানেও তত সৌন্দর্য্য, আহা মরি! যেন সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। এই জগৎ সৌন্দর্য্য সমষ্টি দুখানি অঙ্গ যষ্টি যখন রূপে রূপে জড়াজড়ি করিয়া ঘুমাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, চিরদিন এমনি থাক্। আবার ঐ যে অলস বিবস অঙ্গে ঢুলিতে ঢুলিতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এখনও মনে হইতেছে, আহা! চিরদিন এমনি থাক। রূপের নদী এতক্ষণ নিথর মন্থর রহিতেছিল এখন যেন তাহাতে তরঙ্গ উঠিল, তরঙ্গে কল কল্লোল, কল্লোলের বিলোল বীচি মালায় যেন শত শত চাঁদের খেলা, চাঁদের মেলা, দুকুল আলা করিয়া ছুটিল। হায়! কি কথা দিয়া সে রূপ খানির শোভা বুঝাইয়া দিব? সে রূপ শোভা যে ভাষার সীমা ছাড়াইয়া ভুবন ভুলাইতে বসিয়াছে। মরি মরি! শোভা সীমা দেখ—

কেলি শয়নে কিশোরী কিশোর, বৈঠল উঠি অলস বিভোর,
ধস ধস ধস রস বৈবস, ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখিয়া।

ভুবন লছিমী এক ঠাম,
ত্রিভুবন মন মোহন মোহন,
খলিত গলিত পিন্ধন বাস,
ইতি উতি তহি, ভুজ যুগ গতি,
বাজত তত কন কন কন,
ঝুনুর ঝুনু নূপুর মধুর,
গলিত অলকে জড়িত হার,
তঁহি ঝলমল মুখ মণ্ডল,
জড়িত জলদে দামিনী চাঁদ,
আলস ভঙ্গ অবশ অঙ্গ,

মুরছয়ে কত কোটি কাম,
লাবনি আঁখি সাখীয়া॥*
খোজত দুঁহে শয়ন পাশ,
সরমে ভরমে ভেজে।
কিঙ্কিনী কল কঙ্কণগণ,
চরণ চাপনে বাজে।
তঁহি মিলিত কর্ণতার, †
ঝলকে ছবিক ছলনা।
উছলত ছবি ছটনি ছাঁদ,
সরস বিরস কলনা॥ ‡

(ভা—৩৬—৩৭।)

সহসা যেন দুইটি রূপের ফোয়ারা উর্দ্ধে ছুটিল। আহা মরি মরি! ঐ দেখ নব কিশোর কিশোরীর ললিত লাবণ্য সার অঙ্গ দুখানি অলস ভরে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ঐ অলসাকুল আঁখি পাখী যেন পরস্পরের মুখচন্দ্রে উড়িয়া পড়িব বলিয়া পাখা দুখানি খুলিতে খুলিতে ঢুলিয়া পড়িতেছে। ঐ দেখ, কবরী পরিভ্রষ্ট স্খলিত কেশ গুলি মৃদুল প্রভাত পবনে উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর পড়িতেছে, তাও কি সুন্দর! যেন সরসীজানুবিদ্ধ শৈবাল জাল, যেন চাঁদের মুখে তরল মেঘের চপল গতি। তবু বলার মত বলা হইল না, এ যে বলিয়া বুঝাবার মত শোভা নয় গো, বলিয়া কি বুঝাইব? তরুণী মুখে তরল চিকুরের চপল খেলা যেমন হইয়া থাকে, এ খেলা তাহারই মধুরিমা সীমা। কেশ বেশ বিগলিত, তবু কত শোভা! আহা ঐ বিগলিত বেশে যত মাধুরী, যতনের সাজেও তত সাজেনা। সাজেনা তবে সাজান কেন? সাজান এই শোভার জন্যই। সাজের এই স্খলিত লোলিত গলিত সেই যতনের সাজের সফলতা; তাই যেন সেই শোভার শোভা

* আঁখি সখীয়া—সাক্ষাৎকার। † কর্ণতার—তারক, কর্ণ ভূষণ।
‡ কলনা—অর্থাৎ যুক্ত।

লুব্ধ নয়ন নয়ান নয়নে মিলিয়া শোভার ভারে মুদিয়া আসিতেছে, আবার খুলিতেছে, আধ আধ আধ আধ খুলিয়া মিলিয়া আবার লুলিয়া পড়িতেছে। সেই আঁখির পরশে প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন দিয়া রস বিবসঅঙ্গ দুখানি সঙ্গ লালসায় কেন রস ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আহা মরি! যেন দুইটি পদ্ম ফুল সলিলাসন ছাড়িয়া উদগ্রীব বৃন্ত কোলে পবন হিল্লোলে ঢলিতেছিল, ঢলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া যেন কি এক অভিনব রসরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে হেলিয়া পড়িল। (ভা ৩৮)

ঐ দেখ শ্রীরাধাশ্যাম রসালস ভরে পরস্পরের স্কন্ধ-মূলে মৃণাল কোমল ভুজলতার অবলম্বন দিয়া অলস ভঙ্গে অঙ্গমোড়া দিতেছেন, পরস্পরের অঙ্গ ভারে যেন পৃষ্ঠ দুখানি বঙ্কিম ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ঐ আবার জৃম্ভা বিকশিত উম্মুখ মুখ পদ্মের শোভা দেখ, যেন দুটি পদ্ম ফুল উর্দ্ধ মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেই আধ বিকশিত মুখ পদ্মে মুক্তা পংক্তি নিন্দিত দন্ত গুলি অল্প অল্প প্রকাশিত, মরি মরি! সে আবার কত শোভা; যেন মাণিক্য দীপাবলি জ্বালিয়া উভয়ে উভয়ের মুখ কমলের আরতি করিতেছেন। আবার সেই সময়ের ভাঁসোভাসা, আধ খোলা খোলা, আঁখি ঢুলী ঢুলী, নয়নাঙ্গের বাঁকা চাহনি——সেত চাহনি নয়! যেন উভয়ের ভুবন ভুলা রূপ মাধুরী—— পিপাসু রসনার রসোল্লাস! যেন নৃত্যমান ভ্রূ ধনুকে কন্দর্পের শর সম্পাত। অন্য শর গায়ে ফুটে, এ মদন শর ছুটেনা, ফুটেনা, নয়নে নয়নে লল্পাইয়া প্রাণে প্রাণে টানে। ঐ দেখ সেই প্রাণের টানে প্রাণে স্পন্দন, প্রতি-স্পন্দনই যেন প্রদীপিত কামাগ্নিতে ফুৎকার দিতেছে। তাই যেন কামানলে শান্তি সুধা ঢালিব বলিয়া, বদন বিধু ঢলিতেছিল, ঢলিতে ঢলিতে ঢলিতে সুন্দর চাঁদ মুখ দুখানি যেন অবাধ্য উত্তেজনায় পরস্পর সংলগ্ন হইল, উভয়ে উভয়ের বাহু পাশে বদ্ধ হইয়া স্খলিত অলসিত দেহে কুসুম শয্যায় পার্শ্বোপধানের উপর পতিত হইলেন। আবার ক্ষণকাল সেই সুখময়ী নিদ্রার তরল আবেশ উভয় দেহ অলসাকুল করিল, যেন আপতমান ভাবী বিরহ-ভয়ে অঙ্গ দুখানি আকুল হইয়া পরস্পর জড়াইয়া ধরিল। সেই সময়ে আশু বিরহ শঙ্কাকুলা শয্যা নিজ সঙ্গিনী নিদ্রার সহিত যেন সেই কান্তি সমষ্টি অঙ্গ দুখানি হারানিধির মত কোলে পাইয়া মধুরালিঙ্গনে সুখ ধারা ঢালিয়া দিল। ও দিকে অরসিক পাখী গুলা শ্রীরাধা গোবিন্দের পুনরায়

নিদ্রাবেশ জানিয়া প্রতিকূলা শয্যা ও নিদ্রাকে তাড়াইবার জন্য কলরব করিতে লাগিল।

ভা ৩৯—৪১।*

॥ ৪ ॥

নানা মণিময় অষ্টকোন কুঞ্জ মন্দিরের চারিদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রতিদ্বারের সম্মুখে স্বর্ণ দণ্ড মণ্ডিত সুন্দর কারুকার্য্য খচিত যবনিকা ঝুলিতেছে। সে গুলি দ্বার সম্মুখে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে স্বর্ণ চতুষ্কায় এরূপ ভাবে লম্বিত আছে, যাহাতে দৃষ্টি রোধ হয়, অথচ বায়ু রোধ কি গৃহ প্রবেশের বাধা হয় না। উর্দ্ধ ও অধোভাগে সমভাগ ব্যবধান রাখিয়া উজ্জল যবনিকা গুলি ঠিক মধ্যস্থলে আবরণ করিয়াছে, উর্দ্ধ ভাগ দিয়া তরু শাখাসীন পক্ষীগণের ও নিম্ন ভাগ দিয়া কুঞ্জ প্রাঙ্গণস্থিত পশুগনের নয়নের সফলতা হয়। আহা মরি! বৃন্দাবনের সকল নয়নই ঐ যুগল রূপ মাধুরী পিপাসু, তাই চিন্ময় কুঞ্জভবন নানাদিকে নানামুখে সকলেরই নয়নানন্দ বিধান করেন, কাহাকেও নিরাশ করেন না।

চারি দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ ঘন বিন্যস্ত শ্রেণী বদ্ধ গবাক্ষ পথ সছিদ্র স্বর্ণ জালে ‡ আবদ্ধ। সেই জাল রন্ধ্রে নিমেষ হীন নয়ন রাখিয়া সখীগণ বৃন্দাদেবীর সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রভাত কালোচিত যুগল রূপ মাধুরী দেখিতেছিলেন।

(গো ৪৬)

গোপীগণের পরার্দ্ধ কোটি প্রাণাপেক্ষাও অধিক সেই নিরুপম নয়নোৎসব ভঙ্গ ভয়ে অলস যেন শ্রীরাধা শ্যামের যুগলাঙ্গ সঙ্গ ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছে না। তাই ঘুমে ঢুলা আধ খোলা অলসিত আঁখির নিমেষোন্মেষের মত আধ নিদ্রিত আধ জাগ্রত মৃদুতর বিলাস রস তরঙ্গে সে

* কৃষ্ণ ভাবনামৃতের ৪১ শ্লোক পর্য্যন্ত ১ম সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে ইহার পর হইতে ২য় সর্গের শ্লোক সংখ্যা জানিবেন।

‡ স্বর্ণজাল—জাফরিকাটা।

অলস ভঙ্গ যুগলাঙ্গ মাধুরী তরঙ্গিত করিতেছিল। সখীগণের সর্ব্বান্তঃকরণ অনিমেষ নয়ন পথে বাহিরে আসিয়া সেই মাধুরী প্রবাহে সাঁতার দিতে লাগিল।

ললিতা ও বিশাখা এক গবাক্ষেই মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বিশাখা কহিলেন "সখি ললিতে! দেখ, দেখ, রতি রণ-চিহ্ন ভূষণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলাঙ্গ কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, এই সৌন্দর্য্য সীমা সৌন্দর্য্য রাশি দেখাইবার জন্যই যেন বিগলিত অঙ্গ বাস আপনা আপনিই সরিয়া পড়িয়াছে। আবার ঐ দেখ——

বিপুল বিহার ভঁয়ে টুটল হার।
ছুটল অঙ্গহি অঙ্গদ তার॥
কঞ্জ নয়ন সঞে অঞ্জন ভাগ।
অধরে মিলায়ল তাম্বুল রাগ॥
বিচলিত কুসুম দল কিশলয় শেজে।
অতিশয় ছরমে আলিস নাহি তেজে॥
নখরক আচর ——————
বুঝনু রতি রণে কোই না ভাগ॥ ‡

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "জয় পরাজয় কি করিয়া বুঝিব সখি! চিহ্ন গুলিতেই বুঝিয়া দেখ, শ্যাম জয়ী কি রাই জয়ী। দেখ——

বিগলিত চূড়ক বন্ধন ডোর।
রাইক বেণী লোটত গীম ওর॥
দুহুক অধর পর দশনক চিন।
দুহু উরে নখরক দাগ নবীন॥
দুহু সব সেয়ানী বুঝহ অনুভব।
কোই না মানই নিজ পরাভব॥ *

আবার দেখ, প্রেম সমরেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয় লক্ষণ সমান সমানই দেখিতেছি। ঐ দেখ নিজ হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ রাশি যে কৃষ্ণ চরণেই অর্পিত এই সঙ্কেত জানাইবার জন্য যখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুখানি নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, সে সময় অতিপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের চরণতল পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল, সেই জন্য শ্রীরাধার কুচ-স্থ কুঙ্কুম চিত্র বিগলিত

হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদতল রঞ্জিত করিয়াছে। আবার শ্রীরাধার অনুরাগরাশির অমূল্য প্রতিদান নাই জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকার অলক্তক রঞ্জিত দুখানি চরণ নিজ মস্তকে ধরিয়া সঙ্কেতে জানাইয়াছিলেন যে তোমার অনুরাগ রাশির নিকট আমার মস্তক বিক্রীত, সে সময় অতি প্রেমে শ্রীরাধার পদতল পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল, তাই গলিত অলক্তক রাগে শ্রীকৃষ্ণের অলকাবলী রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব বুঝিলাম সখি!

যৈছন রাধা তৈছন কৃষ্ণ কেহ নহে ঊণ।
সম সম দুহু জন সমরে নিপুণ॥
লাজে লাজে পীরিতি অধিক সুখ ধাম।
বিষয়ে পীরিতি পরকাশে আপ্ত কাম॥
অতএব দুহু প্রেমে নাহিক উপমা।
দুঁহু প্রেমে তুলনা কেবলি দুঁহু ঠামা॥

প্রতি গবাক্ষের জাল পথে মুখ রাখিয়া যুগল প্রেমোন্মাদিনী সখীগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের অপরূপ রূপ মাধুর্য্য দেখিতেছিলেন, কোন গবাক্ষে দুই জন, কোন গবাক্ষে তিন জন, কোন কোন গবাক্ষে বহু জন একত্র হইয়া পরস্পর অস্ফুটস্বরে এই প্রকার যুগল রূপ শোভা বর্ণন করিতে করিতে আপনাকে ভাগ্যবতী মানিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন। এমন সময় শুনিলেন——

রাই, জাগ রাই জাগ শারী শুক বোলে।
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন শারী আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই॥

অপর দিকের গবাক্ষ পথে নয়ন দিয়া মঞ্জরীগণও এই রূপ যুগল রূপ সিন্ধুতে ডুবিয়াছিলেন, শারী শুক গানে সহসা তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল, চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন প্রভাতে আর বিলম্ব নাই।

হিম কর মলিন নলিনীগণ হাসই
অরুণ কিরণ হেরি থোরি।
কোকিল বোল ভ্রমর কুল আকুল
তেজল কুমুদিনী কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চৌকী কহত শুক শারীক মোর॥ প

শ্রীরাধাগোবিন্দের মুর্ত্তিময়ী রতি স্বরূপিনী শ্রীরতি মঞ্জরী সকল সখীর অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীরাধা শ্যামের প্রাভাতিক পরিচর্য্যায় যাইবার জন্য শ্রীরূপ মঞ্জরীকে অনুরোধ করিলেন। "রূপ মাধুরী গুণে শ্রীরূপ মঞ্জরী" রূপের সেবা রূপই জানেন, তাই প্রথম পরিচর্য্যায় তাঁহারই অধিকার। নিজ অনুরাগ গণের সহিত প্রফুল্ল চিত্তে শ্রীরূপ মঞ্জরী মৃদু চরণে কুঞ্জ ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন রজনী বিলাস জনিত ঘর্ম্মজলে তাম্বুল রাগ, অলক্তক, অঞ্জন, কুঙ্কুম চন্দনাদি বিগলিত হইয়া শ্রীরাধা গোবিন্দের দেহ দুখানি যেন আরও অধিক শোভায় সাজাইয়াছে। আবার পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে শিথিল বন্ধন মণি কাঞ্চন ভূষণ গুলিও যেন অলসে খসিয়া পড়িতেছে। ফুলময় শয্যার সুসজ্জিত ফুল গুলিও এ দিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস সাক্ষ্য শোভা দেখিয়া শ্রীরূপ মঞ্জরী বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, অনুগা কিঙ্করীগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া কেহ শয্যার উপর সুগোল পৃষ্ঠোপধান (তাকিয়া) ঠিক করিয়া রাখিলেন, কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবসন তনু মৃদু বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, কোন কিঙ্করী অতি সাবধানে শ্রীরাধাগোবিন্দের মুখ মধ্যে পীযুষ বটীকা অর্পণ করিয়া নিদ্রাবেশ দূর করিয়া দিলেন। নিদ্রার আবেশত সখী জনেরই নয়নানন্দ জন্য? এখন তাঁহাদের নিকট বিদায় পাইয়া যোগ নিদ্রা দেবী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন, শ্রীরাধাশ্যাম অল্পে অল্পে নলিন নয়ন উন্মীলন করিলেন। + ভা ২১৷ ১—৯

+ এই পর্য্যন্ত রসালস সমাপ্ত ইহার পর স্বাধীন-ভর্তৃকা আরম্ভ।

এই সময় শ্রীরাধার পালিতা ময়ুরী "সুন্দরী" পতি সঙ্গ ছাড়িয়া কদম্ব বৃক্ষ হইতে কুঞ্জ প্রাঙ্গণে উড়িয়া বসিল। কৃষ্ণ-পালিত ময়ুর তাণ্ডবিকও কদম্ব শাখা ছাড়িয়া আনন্দে কেকা ধ্বনি করিতে করিতে কৃষ্ণাগ্রে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীরাধার পালিতা রঙ্গিণী হরিণী কৃষ্ণ পালিত কুরঙ্গ সুরঙ্গের সহিত আম্র মূলে বসিয়াছিল, তাহারাও রঙ্গ ভরে ছুটিয়া আসিয়া নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, যেন যুগল রূপে নয়ন দিয়া তাহাদের চপল চরণ অচল হইয়া গেল। শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেম মাধুরী আস্বাদন আশায় সেবা কারিণী কিঙ্করীগণও আবার শ্রীরূপ মঞ্জরী সহ নিভৃতে গবাক্ষ পথে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন—

লহু লহু নাগরী তনু ছোড়ি নাগর
বৈঠলি শেজক মাঝে।
ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগরী
রহলহি ঘুম বিরাজে॥
হরি হরি অব সুখ যামিনী শেষে।
অতি রসে ভোরি গোরী তনু বল্লরী
বিগলিত অম্বর কেশে॥
রতনক দীপ, সমীপ আনি পহু
করহি চিবুক ধরি থোর।
রাই চন্দ্র মুখ মণ্ডল হেরই,
চঞ্চ চর লোচন কোর॥
বিপুল পুলক কুল, ঝাঁপল দুঁহুতনু,
দুঁহু থরহরি অনু কাঁপ।
বলরাম ঐছন, কব দুঁহু হেরব,
সব হিয় তাপ॥

আহা! কি বিচিত্র প্রেম! প্রেমময়ি! তোমাতেই যেন প্রেমের অপ্রমেয় প্রেমত্ব। এ প্রেমের পার নাই, পরিমাণ নাই, অগাধ অসীম প্রেমসিন্ধুর পরিধি স্বরূপ তোমার ঐ দেহখানি যেন সাক্ষাৎ প্রেমেরই প্রতিমূর্ত্তি।

ভাব যেমন তোমাতে মহাভাব সীমা, প্রেমও তেমনি ‡ তোমাতে মহাপ্রেম পরাকাষ্ঠা। তাই বলি প্রেমময়ি! তোমার প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গ অতি বিচিত্র। তরঙ্গিণীর প্রতি তরঙ্গই যেমন নব তরঙ্গ, মহাপ্রেমের বিচিত্র বিভ্রমে তোমাদের প্রতি সঙ্গমই তেমনি নব সঙ্গম।

প্রতি প্রভাতেই শ্রীরাধা প্রথম সমাগমোচিত স্বাভাবিক লজ্জায় * প্রাণকান্তের মুখের দিকে চাহিতে পারেননা, আবার শ্রীকৃষ্ণও নব সন্দর্শন বিমোহিত অচল নয়নদুটি সেই সুন্দর মুখ হইতে ফিরাইতে পারেননা। আহা মরি! উভয়ের নয়নেই উভয়ে নিত্য নূতন। † নিত্য বিহারেও সে নিত্য নূতনত্বের নবীনত্ব বই প্রবীণত্ব নাই। তাই যেন যুগলে যুগল প্রেমরঙ্গ তরঙ্গভঙ্গে অনুক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বী।

শ্রীরাধা জাগরিতা হইয়াও কপট নিদ্রাভাবে মুদিত নয়নে আছেন, শ্রীকৃষ্ণও মনে করিতেছেন যেন এ অপরূপ রূপরাশি আজই নূতন দেখিতেছেন, তাই শত-

---

‡ তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥

এখানে মহাপ্রেম সমর্থারতি সম্ভূত মাধুর্য্যরস সার সমাশ্রিত প্রেম।

* শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি গুণ মধ্যে লজ্জাশীলা একটি প্রধান।

লজ্জাশীলা যথা উজ্জ্বলে—

ব্রজ নরপতি সূনুর্দুর্লভো লোকনোহয়ং
স্ফুরতি রহসি তাম্যত্যেষ তর্ষাজ্জনোহপি।
উপরম সখি লজ্জে! কিঞ্চিদুদ্বাট্য বক্তুং
নিমিষমিহ মনাগপ্যক্ষি কোণং ক্ষিপামি॥

দুর্লভ দর্শন ব্রজরাজ তনয়কে নির্জ্জনে পাইয়াছি, আমি অতি পিপাসিতা, হে সখি লজ্জে! নিমেষ কাল বিরত হও, একবার মুখ তুলিয়া নয়ন কোণে ঐ রূপখানি দেখিয়া লই।

† সদানুভূয়মানোপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যঃ সংপ্রোক্তো নিত্যনূতনঃ।

সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও নিজ মাধুরী দ্বারা যিনি অননুভূতবৎ বিস্ময়জনক তাঁহাকে নিত্য নূতন কহে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

বার দেখিয়াও দেখার সাধ মিটিতেছেনা, নিদ্রা নিমীলিত-নয়না অলস অবশাঙ্গী শ্রীরাধার রতিরণ ক্লান্ত ক্ষুদ্র দেহখানি ক্রোড়ে তুলিয়া প্রভাত-কমল-কমনীয় মুখ খানি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সুন্দর ললাটের উপর ভ্রমর কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ কতই সুন্দর, আদর মাখা মৃদু করে সেই বিলাস বিস্রস্ত অলকাবলি অল্পে অল্পে বিন্যস্ত করিয়া দিতেছেন। প্রিয়তমের আদরে উল্লাসভরে শ্রীরাধা নিদ্রাঘোর বিঘূর্ণিত খঞ্জন নয়নদুটি অল্প অল্প খুলিতে খুলিতে ঈষৎ হাসিয়াই আবার মুদিতেছেন, সেই শোভাসার মাধুরীভার বার বার দেখিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের অনিবার নয়ন দুটি শ্রীরাধার সুন্দর মুখের উপর পড়িয়া আছে।

গো ৫১—৫২

শ্রীরাধা উভয় হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি সংযোজিত করিয়া উৎক্ষিপ্তভুজে মৃদু জৃম্ভার সহিত অঙ্গ মোড়া দিলেন, জৃম্ভা বিকাশিত সুন্দর মুখে ঈষদুদ্ভিন্ন অধরান্তরালে কুন্দনিন্দিত দন্তরুচি, আর সেই সরল ভঙ্গুর ভঙ্গিম সুন্দর দেহখানি যেন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বান্তকরণে সুধাধারা ঢালিয়া ঢল ঢল করিল।

গো ৫৩

শোভাসীমা সোনার প্রতিমা উত্তান শয়নে কান্ত ক্রোড়ে, কবরীবন্ধন বিগলিত, বিনোদিনীর বিনোদ বেণী এলাইয়া গ্রীবার উপর দিয়া উরজান্তরালে লোটাইতেছে। ললিত ফুলহার দলিত, রত্নহার স্খলিত বন্ধন, যেন অনাদরে বিষাদভরে একপাশে মুখ লুকাইয়া আছে, আলু থালু বেশ, মরি মরি তবু কত শোভা। নিখিল জগতের শোভা সমষ্টি একাধারে, অলঙ্কারে আর কি শোভা বাড়াইবে? ও রূপরাশি অলঙ্কারের অলঙ্কার, ভূষণের ভূষণ। আবার ঐ দেখ সোহাগ মাখা কান্ত কর পরশনে সোহাগিনীর সুন্দর মুখ ক্ষণে ক্ষণে অনুরাগ ভরে আরক্তিম হইতেছে; প্রেমোল্লাসে উৎফুল্ল হৃদয় যেন কান্ত হৃদয় পরশরস আশে কম্প ছলে লম্ফ দিয়া নাচিতেছে; তবু বাহ্য দেহে অবসাদ। এ অবসাদ অলসের নয়, উত্তেজনার কপট আবরণ। শ্যাম সোহাগিনী সোহাগ তরঙ্গে প্রাণেশ পরশানঙ্গে অবসাঙ্গ, রঙ্গভরে কুরঙ্গ নয়ন আধ আধ খুলিয়াও খুলিতে পারিতেছেন না, অবাধ্য আঁখি পাখী যেন কৃষ্ণমুখ মধুরিমা পানোৎকণ্ঠায় পুনঃ পুনঃ পাখা মেলিয়া উড়িতে যাইতেছে, আবার যেন লজ্জাভারে পাখা দুখানি ঢলিয়া পড়িতেছে।

ঘুম নাই তবু ঘুম ভাঙ্গেনা, এ আবার কি রঙ্গ গো? প্রাণকান্ত এমন সাধের ঘুমটা ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, তাই কাঁদন; আবার কাঁদনের সঙ্গে হাঁসিমাখা? হাঁসি মুখের কাঁদন মাখা অসম্মতি যে সম্মতিরই লক্ষণ? তাই বলি গো রাজনন্দিনি! রঙ্গ বড় মন্দ নয়। বারণ ছলে করে কর বারণ কি কর ধারণের ছলা, বুঝিতে পারিনা, কিন্তু ভুজলতা যেন ঐ কমনীয় কণ্ঠালিঙ্গনেই ছুটিতেছে। আবার ক্রমেই যে ঘনাইয়া ঘনাইয়া বক্ষের দিকেই যাইতেছ? বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, লতার স্বাভাবিক গতি তরু দিকেই, অতএব বিচিত্র নয়। এমন ভুবন মোহন রূপখানি সম্মুখে রাখিয়া কি ছাড়াছাড়ি থাকা যায়? আহা! কি মদনমোহন মধুর মুরতি গো? অমূর্ত্ত শৃঙ্গার রস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—দেখ দেখ নয়ন খুলিয়া সাধ মিটাইয়া দেখ, মরি কিবা—

স্ফুরদ্মকর কুণ্ডলং বদন বিধু মণ্ডলং
মধুরতর মন্দ মৃদু হাস্যং।
মদন মদ মোচনং অলস যুত লোচনং
নব নলিন গন্ধ ললিতাস্যং॥
মৃদু পবন ক্ষোভিতং অলক কুল শোভিতং
গলিত ঘণ ঘুসৃণ যুত ভালং।
মৃদু দশন খণ্ডিতং অঞ্জন সুমণ্ডিতং
অধর রুচি নির্জ্জিত প্রবালং॥
কলয় সুবিলাস রস সারং।
নিশিত স্মর শায়কং মদন মদ দায়কং
যুবতি ধৃতি হরণ মসুবারং॥ ‡

শ্রীরাধা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, বিলাস রস লালস মদনালস বিবশ দেহ খানি কান্ত ক্রোড়ে ঢালিয়া দিলেন। অবাধ্য ভুজলতা স্কন্ধে আরোপিত—বক্ষে বক্ষে সম্মিলিত—মরি মরি! যেন বিকচ কনক কমল নবীন পত্র কোলে ঢলিয়া পড়িল, যেন শ্যামল তমালে স্বর্ণ লতিকা জড়াইল। না না তবু নিরুপম যুগল রূপের তুলনা হইল না; যদি নব জলদ কোলে স্থির দামিনী দেখাইতে পারিতাম, তাই দিয়া তাহার কথঞ্চিৎ তুলনা দিতাম।

‡ গো। ৫৪—৫৬।

যেখানে উপমা অসম্ভব সেখানে অসম্ভবে সম্ভব কল্পনা না করিলে উপমা হয় না, তাই কোন বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন "কি হেরিলাম অপরূপ ধন্দ" আহা ধন্দই বটে, যা দেখিতেছি, তাই যেন এক একটি অপরূপ ধন্দ, সবই যেন অসম্ভবে সম্ভাবনা †। যার তুলনা জগতে মিলেনা তার কি তুলনা দিব, অসম্ভব সম্ভাবনা বই তুলনা নাই, তাই বৈষ্ণব কবির কথাতেই কথা দিয়া বলি—

কি হেরিলাম অপরূপ ধন্দ।
নিশি অবশেষে কিবা রসাবেশে
উদিল যুগল চন্দ॥
এক কনক চাঁদ পাতি রূপের ফাঁদ
ধাঁধিল নীলিম ইন্দু।
হেম নীল চাঁদে পড়িল একই ফাঁদে
অমিয়া ঝরয়ে বিন্দু বিন্দু॥
অমিয়া পিয়াসে চারু চাঁদ পাশে
বিকশিত আঁখি অরবিন্দ।
বিগলিত অলক অলিকুল চুম্বই
লাবনি নব মকরন্দ॥
হের অদভুত অলক মধুপযুত
পঙ্কজ লেই সুছাঁদে।
উলসি উলসি হাসি হাসি হাসি
চাঁদ পূজা করে চাঁদে॥

---

† অসম্ভব সম্ভাবনা অর্থাৎ যাহা হইবার নহে, তাহাই দিয়া উপমা। যথা যুগলচন্দ্র, হেম নীল চন্দ্র। চন্দ্রে পদ্মে বিরুদ্ধভাব, অতএব উভয়ের অনুকূলতা ও এককালতা অসম্ভব। অলকালি মুখ পদ্মেই স্বভাবোক্তি, নয়ন পদ্মে অলকালি ব্যতিক্রম। তিমির জালে চন্দ্রাচ্ছাদন অসম্ভবোক্তি, মেঘ জালে চন্দ্রাচ্ছাদন সম্ভাবনা। কিন্তু মেঘ নিম্নে থাকিয়া চন্দ্র আচ্ছাদন করিতে পারে, কেশজাল উপর হইতে আবরণ করিয়াছে, এজন্য এখানে মেঘ জাল উপমা যোগ্য হইলনা। মেঘ ক্ষুদ্র, চন্দ্র বৃহৎ, অতএব মেঘ দ্বারা চন্দ্র আবরিত হয়না, দৃষ্টি পথে মেঘ অন্তরায় হয় বলিয়া চন্দ্রাবরণ বৎ অনুভব। ইত্যাদি।

সেই কালে জাগিকাম ভুবন বিজয়ী নাম,
ধনুখানি ধরিলা ত্বরিতে।
তাহে ফুল বান যুরী আকর্ণ সন্ধান পুরি,
দাঁড়ায়ে রহিলা অলখিতে॥ ‡

ভা—১০ ?

পরস্পর নয়ন সম্মিলনে লজ্জাকুলা ঈষৎ সঙ্কুচিত নয়না প্রিয়তমার বিলাসোৎসুক সহাস্য মুখ শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনেও বিলাস বাসনা জাগিল। বাম হস্তে প্রিয়তমার লজ্জানত মুখখানি তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিলেন। শ্রীরাধা ঈষৎ হাঁসিয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইতে ছিলেন কিন্তু হইল না, শ্রীকৃষ্ণ সেই সুস্মিত সুন্দর বদন বক্ষে ধরিয়া আনন্দ মুখে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

গো ৫৭। ৫৮।

দেখি কামরণ ছাঁদ কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁদ
চাঁদে চাঁদে জড়াইল ডরে।
অমনি প্রতাপ ভরে মদন বিন্ধিল শরে
এক কৈল দুই শশধরে॥
ব্যথিত সে শরাঘাতে দুহুঁ দুঁহা জীয়াইতে
চাঁদে চাঁদে বিলায় অমিয়া।

? যুগলচন্দ—যুগলমুখচন্দ্র। পরস্পরেই অধরসুধাপান পিপাসু, অতএব উভয় বদনই উভয়ের পক্ষে সুধাকর সম। আনয়া বিন্দু—কামজনিত ঘর্ম্মবিন্দু। উল্লাস জন্য আঁখির পূর্ণ বিকাশ অতএব অরাবন্দ সম। চঞ্চল আঁখি খঞ্জন তুল্য কিন্তু এখানে চঞ্চলতা নাই, কামোল্লাসে পূর্ণ প্রফুল্লতা। অলকাবলী ললাট শোভা, মুখপদ্ম বলিলেই অলকা ভ্রমর স্থানীয় উপমিত হওয়া সঙ্গত। এখানে নয়ন পদ্মের অলি স্বরূপ বলায় করবাভ্রষ্ট চূর্ণ কুন্তল নয়নের উপর উড়িয়া পড়িতেছিল, কামাবেশে সম্বরণ নাই। নয়নোৎপলে চন্দ্র পূজা, দৃষ্টি বিনিময়। কিন্তু কটাক্ষে তীক্ষ্ণতা আর পূজায় স্নিগ্ধতা, অতএব এস্থলে কটাক্ষ নহে, নিমেষ হীন দৃষ্টি। চন্দ্রে পদ্মে প্রতিকুলভাব, অতএব পদ্মে চন্দ্র পূজা অনুকূল ব্যবহার; সুতরাং স্বভাব ব্যতিক্রম হেতু মদনের শাসনাতিক্রম। জাগিকাম অর্থাৎ কামোদ্দীপিত। ১০

তা দেখি আঁধার জালে আবরিয়া নিজ কোলে
দুটি চাঁদে রাখিল ঢাকিয়া॥ ‡

ভা ১১। ¶

নদী প্রবাহে তরঙ্গাভিঘাত জনিত স্রোতের বক্রগতি যেমন তরঙ্গ তরঙ্গ শোভা বাড়াইয়া থাকে, প্রেম প্রবাহে অনুরাগের* নব নব তরঙ্গ ভঙ্গে বাম্যও + একটি প্রেমেরই মাধুর্য্যময় ভাব বিশেষ। অন্তরে প্রচুর উল্লাস, আয়াস, অথচ মৌখিক অনিচ্ছা প্রকাশের নাম বাম্য। ঘোমটার আড়ালে সুন্দরী কুলবধূর মুখ সৌন্দর্য্য যেমন লম্পট নয়নের পিপাসা বাড়ায়, অর্দ্ধ বাহ্য প্রেম মাধুর্য্য বাম্যও তেমনি অনুরাগী নায়কের প্রেম পিপাসাই বৃদ্ধি করে। লজ্জা, মৃদুমান্, সখী গৌরব বা কান্ত সোহাগাতিশয্য সম্ভ্রম, অনুরাগ তরঙ্গিত সরল প্রেম প্রবাহে প্রতিকূল বীচিভঙ্গ, এই অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গাভিঘাতে বাম্য একটি প্রেমের বক্রগতি মাধুর্য্য। এই বক্রগতি মাধুর্য্যই শ্রীরাধার প্রেম মাধুর্য্য, এই নিরুপম প্রেম মাধুর্য্যেই শ্রীরাধা সর্ব্ব লক্ষ্মীপরা কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি।

¶ কামরণ ছাঁদ—মদনের রণবেশ। কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁদ—কামজানন্দ-কম্প। চাঁদে চাঁদে জড়াইল—বদনে বদনে সংলগ্ন। এক কৈল দুই শশধরে—স্পর্শ সুখাতিশয্য হেতু বদন চন্দ্রের বৈবশ্য। চাঁদে চাঁদে অমিয়া বিলায়—অধর সুধাপান। আন্ধারজাল—বিগলিত কেশজাল। পরস্পরের স্খলিত কেশজালে উভয় মুখচন্দ্র আবরণ করিল। ১১

* সদাঽনুভূতমপিযঃ কুর্য্যান্নবনবংপ্রিয়ং।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে রাগ নিত্য নব নব পল্লবিত হইয়া নিত্যানুভূত কান্তকে নিত্যই নূতন নূতন অনুভব করায় তাহাকে অনুরাগ কহে।

+ বাম্যং বাক্যমাত্রেন কৌটিল্যাতিশয্যং। প্রণয় বিশেষস্ত তথৈব স্বভাব ইতিভাবঃ। তদুক্তং অহেরিব গতিঃ প্রেম্না স্বভাবঃ কুটিলো ভবেৎ। ইতি উজ্জ্বলটীকা।

বাম্য বাক্যমাত্রেরই কৌটিল্যাধিক্য। প্রণয়ের স্বভাব বিশেষ। সেইজন্য রসজ্ঞগণ বলেন অহির ন্যায় প্রেমেরও স্বভাবতঃ কুটিলগতি।

শ্রীকৃষ্ণের মধুরাধর স্পর্শে শ্রীরাধার সর্ব্বান্তঃকরণ বিগলিত, সুখাতিশয্যে পদ্মনয়ন অল্পে অল্পে মুদিয়া আসিতেছে, দৃঢ় আলিঙ্গনে কান্তকণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছেন, তবু জড়িত স্বরে মৃদু মধুরে না না না বলিয়া মুখ সরোজ সঞ্চালনে অসম্মতি জানাইয়া গবাক্ষন্যস্ত নয়না সখীজনের নয়নানন্দ বিধান করিতে লাগিলেন।

গো ৫৯

শ্রীরাধাশ্যামকে নিভৃত নিকেতনে রাখিয়া লজ্জা দেবী এতক্ষণ যেন কুঞ্জ বাহিরে ঘুমাইতেছিলেন, সখীগণের কঙ্কন কিঙ্কিনীরবে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। কাম প্রতিকূলা লজ্জা আবার শ্রীরাধার হৃদয় মন্দির অধিকার করিয়া বসিলেন। কঙ্কন কিঙ্কিনী রবে সখীগণকে জাগরিতা জানিয়া উভয়ের মদনাবেশ বিদূরিত হইল। শ্রীরাধাগোবিন্দ পরস্পর পাশাপাশি পৃষ্ঠোপধানে † ঠেশ দিয়া বসিলেন।

ভা ২+২২

॥ ৫ ॥

সেবাবসর বুঝিয়া যুগল সেবন সমুৎসুকা প্রেম কিঙ্করী প্রিয় মঞ্জরীগণ ধীরপদে কুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আহা! কি সুকুমার সৌন্দর্য্য রাশি! যেন এক কালে শত শত নব নলিনী কুঞ্জ গৃহে ফুটিয়া উঠিল। নব কৈশোর বয়স, কাহারও দ্বাদশ কাহারও ত্রয়োদশ, শৈশবে যৌবনে মিশামিশি, ‡ রূপ রাশি যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। আলতা মাখা রাঙ্গা রাঙ্গা পা দুখানি তুলিতে ফেলিতে চলিতে নটিনী ভঙ্গিমায় নীবিবন্ধ † কৃশোদরী কিশোরীগণের ভঙ্গুর ভঙ্গিম কৃশিম ▲ কটির হিলনি দোলনি কি সুন্দর! হিলনে দোলনে চরণ চালনে

---

† পৃষ্ঠোপধান—তাকিয়া বালিস।

‡ বয়ঃসন্ধি যথা উজ্জ্বল-নীলমনৌ। বাল্য যৌবনয়োঃ সন্ধি র্ব্বয়ঃ সন্ধি রিতী-র্য্যতে। ইতি। বাল্যও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃ সন্ধি বলে। নবকৈশোর বয়স। শৈশব যৌবন দুঁহু এক মেলি (বিদ্যাপতি।)

† নীবিবন্ধ—ঘাগরার বন্ধন ডোর।

▲ কৃশিম—কৃশ, ক্ষীণ।

ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙ্গুর ধ্বনি, মঞ্জীরের + মঞ্জু রব, আবার সেই মঞ্জীর মঞ্জুল রাঙ্গা রাঙ্গা পায়ের উপর চপল চলন চালিত ঘাগরার স্বর্ণ রঞ্জিত পাড় গুলি কেমন কেকান দিয়া খেলিতেছে। কাঁচলি কঞ্চুকিতা নব কুচ সমুন্নত সুন্দর বক্ষে রত্নহার, কণ্ঠে, কর্ণে, করে, বাহুতে বহু মূল্য অলঙ্কার, সূক্ষ্ম ওড়না ভেদ করিয়া ভূষণ দ্যুতি দীপিত অঙ্গ কান্তি ঝলকাইতেছে। পৃষ্ঠ বিলম্বিত বেণী তলে হেম ঝাঁপা, বেণী মূলে হেম চাঁপা, আবার ঐ তাম্বুল রাগ রঞ্জিত নধর অধরে মধুর হাঁসি, হাঁসি মাখা নয়ন কোণে হাঁসি মাখা তারা গুলি ঢল ঢল ঢলিতেছে? নাসায় নাসায় নোলক গুলিও যেন সেই মধুর হিল্লোলে ঝুলিয়া ঝুলিয়া দুলিতেছে। কি সুন্দর! কি মনোহর! যেন হেম নীল যুগল চাঁদে অগণিত তারার মালা অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সাধক! দেখ, দেখ, নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও, সাধন পরিপাকে তোমরাও এক দিন ঐ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি সৌন্দর্য্য মণ্ডলে সেবা যোগ্য উপায়ন করে অমনি করিয়া দাঁড়াইবে। (গ্র)

বিগলিত চিকুর নিকরে হার-নোলক-কর্ণতারঙ্ক v জড়িত হইয়াছিল, শ্রীরাধা নিজ হস্তে তাহা মোচন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া একটি সুরসিকা প্রিয় মঞ্জরী মৃদু মধুর হাঁসিয়া কহিলেন "বেশ বুঝিলাম, তোমাদের পরস্পর যুদ্ধ বাধিলে ভূষণে কুন্তলেও যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তারপর তোমাদের একাত্ম ভাব দেখিয়া, হার—নোলক—কুন্তল—কুণ্ডলেও একাত্ম ভাব হইয়াগিয়াছে।"

শ্রীরাধা কৃত্রিম ঈর্ষা কুটিল বক্র নয়নে অল্প চাহিয়া কহিলেন "তোমাদের বেশ জানিয়াছি,—চুপকর।"

\+ মঞ্জীর—পাঁয়জোর নামক পদের অলঙ্কার। নূপুর। ঘুঙ্গুর।

v কর্ণতারঙ্ক—কর্ণ ভূষণ।

রোচনৌ রত্ন তারঙ্কৌ ঘ্রাণ মুক্তা প্রভাকরী।

রাধার রত্ন তারঙ্কের নাম রোচন। নাসামুক্তা অর্থাৎ মুক্তার নোলকের নাম প্রভাকরী। কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।

প্রিয় কিঙ্করী হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার নিকটে গিয়া মৃদু করে সাবধানে হারাদি বন্ধন মোচন করিতে লাগিলেন। * আর একটি মঞ্জরী বহু মূল্য মৃদুল খণ্ডবস্ত্র (রুমাল) গোলাপ জলে ভিজাইয়া শ্রীরাধা গোবিন্দের অঞ্জন তাম্বুল রাগাদি রঞ্জিত মুখচন্দ্র অতি প্রেমের সহিত মুছাইয়া দিলেন। সুমার্জ্জিত বদন মণ্ডল মণি কাঞ্চন মুকুরের মত ঝলমল করিতে লাগিল। অপর একটি প্রিয় মঞ্জরী সোনার খিলিবাটা হইতে সুবাসিত তাম্বুল বীটিকা লইয়া উভয়ের মুখে দিলেন। তারপর তিনটি মঞ্জরী সমরেখায় নূপুর মুখরিত চরণে তাল দিয়া দিয়া মঙ্গল সঙ্গীত গাইতে গাইতে কুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দুই পার্শ্বের দুই জনের হস্তে স্বর্ণ দণ্ড মণ্ডিত সুন্দর শ্বেত চামর, মধ্যে এক জনের হস্তে মণি দীপাবলি সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় মঙ্গল থালা। সুন্দর সমরেখায় তিন জনে থামিয়া থামিয়া তালে তালে নূপুর বাজাইয়া মঙ্গল গীত গাইতে গাইতে রহিয়া রহিয়া পায় পায় আগাইতে লাগিলেন। আহা! সে স্তুতিময় মঙ্গল সঙ্গীত কি কর্ণারাম!

---

* সঙ্কল্প কল্পদ্রুমে নিশান্ত চিন্তনে ২৩ শ্লোকে যথা—

নাসাগ্রতঃ শ্রুতিযুগাচ্চ বিয়োজয়ানি
তদ্ভূষণং মণিসরাংস্তু বিসূত্রয়াণি।
প্রাণার্ব্বুদাদধিক মেব তদাত্তবৈকং
রোমাপি দেবি কলয়ানি কৃতাবধানা।

হে দেবি! তোমার নাসাগ্র ও শ্রুতি যুগল হইতে যে সকল ভূষণ অলক-দামে জড়িত ও মণি হারের সহিত সূত্রিত হইয়াছিল, আমি অতি সাবধানে সেই হার সকল বিসূত্রিত ও নাসা কর্ণ ভূষণ অলক গ্রন্থি হইতে বিয়োজিত করিব। সেই সময় তোমার একটি কেশকে অর্ব্বুদ প্রাণের অধিক জানিয়া সাবধানে ঐ সকল ভূষণ হইতে গ্রহণ করিব।

কৃষ্ণ ভাবনামৃত ও সঙ্কল্প কল্পদ্রুম, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃত। গ্রন্থকার বহুক্রমে সাধক ভাবে এই সেবার লালসা করিয়াছেন এবং ভাবনামৃতে ঐ সব সেবায় কোন মঞ্জরীর নাম গ্রহণ করেন নাই। এই সকল কারণে বোধ হইতেছে, প্রধানা মঞ্জরীগণের কৃপায় অনুগাগণও এই সব সেবার অধিকারিণী হন। এই-জন্য আমিও এস্থলে অধিকারানুরূপ কোন মঞ্জরীর নাম নির্দ্দেশ করিয়া সাধক ভক্তের লালসা ভঙ্গ করিলাম না।

তালে তালে দীপাবলী দোলাইয়া দোলাইয়া তিন জনে সমস্বরে গাইতে-ছিলেন—

নব জলধর বর্ণং   চম্পকোদ্ভাসি কর্ণং
বিকশিত নলিনাস্যং   বিস্ফুরন্মন্দ হাস্যং।
কনক রুচি দুকুলং   চারু বর্হাব চূড়ং
কমপি নিখিল সারং   নৌমি গোপী কুমারং॥ ১

তিন পা অগ্রসর হইয়া এক পদ পশ্চাতে হটিয়া আবার দীপাবলী দোলাইতে দোলাইতে মঞ্জীর তালে পা নাচাইয়া গাহিলেন।

মুখজিত শরদিন্দুঃ   কেলি লাবণ্য সিন্ধুঃ
কর বিনিহিত কন্দু-   র্বল্লবী প্রাণবন্ধুঃ।
বপুরুপসৃত রেণুঃ   কক্ষ নিক্ষিপ্তবেণু-
র্বচন বশগ ধেনুঃ   পাতুমাং নন্দসূনুঃ॥ ২

সঙ্গীত তালে দীপাবলী নাচাইতে নাচাইতে নূপুরে তাল দিয়া ক্রমশঃ অগ্র-গতিতে সমরেখায় পা ফেলিয়া সুন্দরীগণ গাইতে লাগিলেন।

ধ্বস্ত দুষ্ট শঙ্খচূড়   বল্লবী-কুলোপগূঢ়
ভক্তমানসাধিরূঢ়   নীলকণ্ঠ পিঞ্ছ চূড়
কণ্ঠলম্বী মঞ্জু গুঞ্জ   কেলি লব্ধ রম্য কুঞ্জ
কর্ণবর্তি ফুল্লকুন্দ   পাহি দেব মাং মুকুন্দ॥ ৩
যজ্ঞ ভঙ্গ রুষ্ট শক্র   লুন্ন ঘোর মেঘ চক্র
বৃষ্টি পূর ক্ষিপ্ত গোপ   বীক্ষণোপজাত কোপ।
ক্ষিপ্র সব্য হস্ত পদ্ম   ধারিতোচ্চ শৈল সদ্ম
গুপ্ত গোষ্ঠ রক্ষ রক্ষ   মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ॥ ৪

আবার দুই পদ পশ্চাতে হটিয়া তিনটি কিশোরী চরণের উপর চরণ রাখিয়া বঙ্কিম গ্রীবায় সুভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইলেন। চামরধারিণী দুইটি বলয়া ঝঙ্কারে তাল দিয়া চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, সেই তালে তালে চক্রাকারে দীপাবলী ঘুরাইয়া তিনজনে গাইলেন।

• মুক্তাহারং দধদুড়ু চক্রাকারং
সারং গোপী মনসি মনোজারোপী।

কোপীকংসে খল নিকুরম্বোত্তংসে
বংশেরঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫
নীলোদ্দামা জলধর মালা শ্যামা
ক্ষামা কামা দভিরচয়ন্তী রামা
সামামব্যা-দখিল মুনীনাং স্তব্যা
গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘশত্রোর্মূর্ত্তি ॥ ৬

সুন্দরীগণ দক্ষিণ চরণে দাঁড়াইয়া বাম চরণে দুইটি তাল দিয়া তৃতীয় তালে পদ প্রক্ষেপ আবার বাম পাদে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ পদে দুইটি তাল দিয়া তৃতীয় তালে পদ প্রক্ষেপ, এইরূপ ভঙ্গিম বাম দক্ষিণ গতিতে ক্রমশঃ অগ্রগমনে দীপাবলী নাচাইয়া নাচাইয়া নূপুর তালে গাইতে লাগিলেন।

পর্ব্ব বর্ত্তুল শর্ব্বরীতি গর্ব্বরীতি হরাননং
নন্দ নন্দন মিন্দিরাকৃত বন্দনং ধৃত চন্দনং।
সুন্দরী রতি মন্দরীকৃত কন্ধরং ধৃত মন্দরং
কুণ্ডলদ্যুতি মণ্ডল প্লুত কন্দরং ভজ সুন্দরং ॥ ৭
গোকুলাঙ্গন মণ্ডনং কৃত পূতনা ভব মোচনং
কুন্দ সুন্দর দন্ত মম্বুজ বৃন্দ বন্দিত লোচনং।
সৌরভাকর ফুল্ল পুষ্কব বিস্ফুরৎ কর পল্লবং
দৈবতং ব্রজ দুর্লভং ভজ বল্লবীকুল বল্লভং ॥ ৮
তুণ্ড কান্তি দণ্ডিতোরু পাণ্ডু মংশু মণ্ডলং
গণ্ডপালি তাণ্ডবালি শালি রত্ন কুণ্ডলং।
ফুল্ল পুণ্ডরীক ষণ্ড কিৢপ্ত মাল্য মণ্ডনং
চণ্ড বাহু দণ্ড মত্র নৌমি কংস খণ্ডনং ॥ ৯
উত্তরঙ্গ দঙ্গরাগ সঙ্গমাতি পিঙ্গল
সজ্জিত্ত শৃঙ্গ রঙ্গ পাণি রঙ্গনালি মঙ্গলঃ।
দিগ্বিলাসি মল্লিহাসি কীর্ত্তিবল্লি পল্লব
স্তাং সপাতু ফুল্লচারু চিল্লিরদ্য বল্লব ॥ ১০

সৌরভাকৃষ্ট মধুকর মালা মধুর গুঞ্জনে কুঞ্জ গৃহ পূর্ণ করিয়া একতান তানে যেন প্রকৃতির ত্রিতন্ত্রী বীণায় ঝঙ্কার দিতেছিল। সেই অলি ঝঙ্কারে সুর

মিলাইয়া সুন্দরীগণ সুস্বরে শ্রীরূপ মঞ্জরী কৃত মধুর মুকুন্দ মুক্তাবলী গান করিতে করিতে সুন্দর ভঙ্গিমায় চামর ঢুলাইয়া, দীপমালা নাচাইয়া নাচাইয়া যেন নিজ কোটি কোটি প্রাণ ঢালিয়া দিয়া শ্রীরাধা শ্যামের মঙ্গল আরতি করিতে করিতে মঞ্জীরের দ্রুত তালে গাইতে লাগিলেন।

ইন্দ্র নিবারং ব্রজপতি বারং নির্দ্ধূত বারং কৃত ঘন বারং।
রক্ষিত গোত্রং প্রীণিত গোত্রং ত্বাং ধৃত গোত্রং নৌমি স গোত্রং॥ ১১
কংস মহীপতি হৃদ্গত শূলং সন্তত সেবিত যামুনকূলং।
বন্দে সুন্দর চন্দ্রক চূলং ত্বামহমখিল চরাচর মূলং॥ ১২

মলয়জ রুচির বপু জিত মুদিরঃ
পালিত বিবুধ স্তোষিত বসুধঃ।
মামতি রসিকঃ কেলিভিরধিকঃ
স্মিত সুভগ রদঃ কৃপয়তু বরদঃ॥ ১৩

আবার দুইপদ পিছাইয়া তিনজনে সুন্দর ভঙ্গিমায় চরণে চরণ দিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধ মাল্যাকারে দীপাবলী দোলাইয়া আরতি করিতে করিতে বলয়া ঝঙ্কারে তাল রাখিয়া গাইলেন।

উররীকৃত মুরলীরুতভঙ্গং নব জলধর কিরণোল্লসদঙ্গং
যুবতি হৃদয় ধৃত মদন তরঙ্গং॥ ১৪

নবাম্ভোদনীলং জগত্তোষ শীলং
মুখাসঙ্গি বংশং শিখণ্ডাবতংসং।
করালম্বি বেত্রং বরাম্ভোজ নেত্রং
ধৃত স্ফীত গুঞ্জং ভজে লব্ধ কুঞ্জং॥ ১৫
হৃত ক্ষৌণি ভারং কৃত ক্লেশ হারং
জগদ্গীত সারং মহা রত্ন হারং।
মৃদু শ্যাম কেশং লসদ্বন্য বেশং
কৃপাভি র্নিদেশং ভজে বল্লবেশং॥ ১৬

কি সুন্দর! কি মনোরম! সুন্দর সুন্দরীর সুন্দর বিলাস সকলি সৌন্দর্য্যময়! রূপের প্রতিমা তিনখানি রূপের তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে অমনি দ্রুততালে ত্রিপদ

অগ্রে গিয়া এক পদ পশ্চাতে হটিয়া দীপমালা নাচাইতে নাচাইতে মঞ্জীরে ঘন তাল দিয়া গাইলেন।

উল্লসদ্বল্লবী বাসসাং তস্কর
স্তেজসা নির্জ্জিত প্রস্ফুরদ্ভাস্কর।
পীনদো স্তম্ভয়ো রুল্লসচ্চন্দনঃ
পাতুবঃ সর্ব্বতো দেবকী নন্দনঃ॥ ১৭

সংস্মৃতে তারকং তংগবাং চারকং
রেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতং।
ধাতুভির্বেশিনং দানব দ্বেষিণং
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবী কামিনং॥ ১৮

উপাত্ত কবলং পরাগ শবলং সদেক শরণং সরোজ চরণং।
অরিষ্টদলনং বিকৃষ্ট ললনং নমামি তমহং সদৈব তমহং॥ ১৯
বিহার সদনং মনোজ্ঞ বদনং প্রণীত মদনং শশাঙ্ক বদনং।
উরস্থ কমলং যশোভি রমলং করাত্ত কমলং ভজস্ব তমলং॥ ২০

উত্তান দীপে। বিলম্বিত তালে।

দুষ্টধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ খেলদ্বংশী পঞ্চম ধ্বান সংশী।
গোপীচেতঃ কেলি ভঙ্গি নিকেতঃ পাতু স্বৈরী হস্ত বঃ কংসবৈরী॥ ২১
বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দ নব্যাং কুর্ব্বন্নারী চিত্ত কন্দর্প ধারী।
নর্ম্মোদগারী মাং দুকুলাপহারী নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাব চূড়ঃ॥ ২২

হিলন দীপে। মধ্য তালে।

রুচির নখে রচয় সখে বলিত রতিং ভজন ততিং।
ঘন বিরতি ত্বরিত গতি নত শরণে হরি চরণে॥ ২৩
রুচির পটঃ পুলিন নটঃ পশুপ গতি গুর্ণ বসতিঃ।
স মম শুচি র্জলদ রুচি র্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ॥ ২৪

নর্ত্তক দীপে। দ্রুততালে।

কেলি বিহিত যমলার্জ্জুন ভঞ্জন
ললিত চরিত নিখিল জন রঞ্জন।

লোচন নর্ত্তন জিত চল খঞ্জন
মাং পরিপালয় কালিয় গঞ্জন ॥ ২৫
ভুবন বিস্তৃত্বর মহিমা ডম্বর
বিরচিত নিখিল খলোৎকর সম্বর।
বিতর যশোদা তনয় বরং বর
অভিলষিতং মে ধৃত পীতাম্বর ॥ ২৬
চিকুর করম্বিত চারু শিখণ্ডং
ভাল বিনির্জ্জিত বর শশি খণ্ডং।
রদ রুচি নির্ধুত মুদ্রিত কুন্দং
কুরুত বুধাহৃদি সপদি মুকুন্দং ॥ ২৭

যঃ পরিরক্ষিত সুরভী লক্ষ স্তদপিচ সুরভী মর্দ্দন দক্ষ।
মুরলী বাদন খুরলী শালী স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮

হিল্লন দীলে। মধ্য তালে।

রক্ষিত নিখিল ডিম্ভে বেণু পীতোষ্ঠ বিম্বে
হৃতখল নিকুরম্বে বল্লবী দত্ত চুম্বে।
ভবতু মহিত নন্দে তত্রবঃ কেলি কন্দে
জগদবিরল তুন্দে ভক্তি রুর্ব্বী মুকুন্দে ॥ ২৯
পশুপ যুবতী গোষ্ঠী চুম্বিত শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর তরলিত দৃষ্টি নির্ম্মিতা নন্দ বৃষ্টিঃ।
নব জলধর ধামা পাতুবঃ কৃষ্ণ নামা
ভুবন মধুর বেশা মালিনী মূর্ত্তি রেখা ॥ ৩০

(মুকুন্দ মুক্তাবলী সম্পূর্ণং)

মঞ্জরীগণ! তোমরাই ধন্য! তোমরাই ধন্য! আর যাহার নয়নে এই সৌভাগ্যের ছায়াও পড়িয়াছে, সে নয়নও ধন্য! সাধক বৃন্দ! প্রেম নয়নে শ্রীরাধাশ্যামের মঙ্গলারতি প্রাণ ভরিয়া দেখ, প্রাণ খুলিয়া হৃদয় পটে আঁকিয়া লও। মরি মরি কি আনন্দ হিল্লোল! এস ভাই! পঞ্চপ্রাণের পঞ্চ প্রদীপ লইয়া প্রাণে আকা যুগল কিশোরের মঙ্গলারতি করিতে করিতে আনন্দে গাও—

এ দুঁহুঁ মঙ্গল আরতি কি যে।
মঙ্গল নয়নে নিরখী মুখ লী যে॥
মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল।
মঙ্গল রাধা মদন গোপাল॥
শ্যাম গৌরী দুঁহু মঙ্গল রাশি।
মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি॥
মঙ্গল শঙ্খহিঁ মঙ্গল নিশান।
সহচরী গণ করু মঙ্গল গান॥
মঙ্গল চামর মঙ্গল উদগার।
মঙ্গল শবদে করত জয়কার॥
মঙ্গল মুখে কেহু কাহু রাখান।
কহ রাম রায় তহিঁ ভগবান॥

মঙ্গলারতি সমাপন করিয়া মঞ্জরী তিনটি আবার সেইরূপ স্তুতি গান করিতে করিতে পশ্চাতে হটিয়া কুঞ্জ ভবনের বাহিরে আসিলেন। তারপর একটি মঞ্জরী অগ্রসর হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে দর্পণ * ধরিলেন। আর একজন বেশ বিধান যোগ্য বিবিধ দ্রব্য আনিলেন। অপর একটি মঞ্জরী ধীরে ধীরে ব্যজন বীজন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘর্ম্মবিন্দু বিদূরিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা মণি দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে মৃদু মৃদু হাঁসিতেছিলেন। নিজ মুখ বিম্বে শ্রীকৃষ্ণের দশন চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয়খানি আনন্দে উথলিতেছিল। সেই কৃষ্ণভোগ চিহ্নিত মুখ পদ্ম যতই দেখিতেছেন, ততই নূতন; সম্মুখ হইতে দর্পণ নামাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, মনে করিতেছেন "প্রিয়তমের উপভোগ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আজ আমার যৌবন ধন্য, আহা! কৃষ্ণ বিলাস

---

* "শরদিন্দুস্তু মুকুরঃ" শ্রীকৃষ্ণের দর্পণের নাম শরদিন্দু।
"সুধাংশু দর্প হরণো দর্পণো মণি বান্ধবঃ।"
শ্রীরাধার চন্দ্রদর্পহারী দর্পণের নাম মণিবান্ধব।
শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা।

চিহ্নাঙ্কিত আমার রূপ মাধুর্য্য আজ ত্রিজগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ মণি দর্পণে শ্রীরাধার সেই সহাস্য মুখখানি অচল নয়নে দেখিতেছেন। আবার শ্রীরাধার পিপাসিত নয়ন দুটি যে ক্ষণে ক্ষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার মুখ বিম্বে পড়িতেছে, সেই নয়নে নয়ন দিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিতেছেন না। শ্রীরাধা প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি দেখিতে পান না, কৃষ্ণ আঁখি সম্মিলনে সে আঁখি দুটি লজ্জা ভারে অবনত হয়। কিন্তু দর্পণ বিম্বে আজ সে লজ্জা প্রতিবন্ধ নাই। শ্রীরাধা এক দৃষ্টিতে মুকুর বিম্বে কৃষ্ণ নয়নে নয়ন দিয়া সেই নিখিল ললনা চিত্তহারী ফুল্লেন্দীবর নয়ন মাধুরী যেন পঞ্চ প্রাণ খুলিয়া দিয়া পান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার সেই অনিমেষ আঁখিতে আঁখি মিলাইয়া প্রেম বিগলিত নিজ পঞ্চ প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন। প্রাণে প্রাণে প্রাণের পরশে অঙ্গে অঙ্গে প্রেম তরঙ্গে পুলক কণ্টক উঠিতেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে কি এক অস্পর্শ স্পর্শে হর্ষের ফুবারা ছুটিতেছে।

কান্তের সোহাগ যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন প্রেমের স্বভাবে গর্ব্ব আসিয়া নায়িকা হৃদয়ে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ‡ রস প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। শ্রীরাধা প্রেম গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া উল্লাস প্রফুল্ল সহাস্য মুখে কহিলেন "বিলাস রসিক! বিলাস রসে মত্ত হইয়া তুমি আমার বেশ ভূষা কিরূপ করিয়াছ দেখ দেখি! সখীরা আসিয়া এই ভাবে দেখিলে হাঁসিয়া হাঁসিয়া আমাকে কতই লজ্জা দিবে। নির্লজ্জ! আমার বেশ ভূষা যেমন ছিল, সখীরা আসিতে না আসিতে আবার তেমনি করিয়া সাজাইয়া দাও।"

ভা ১৩—২২

‡ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা লক্ষণং যথা উজ্জ্বল নীলমণৌ।
স্বায়ত্তাসন্ন দয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥
গীতাবল্যাং যথা—
যস্যা প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং নমুঞ্চতি।
বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥

আকুল কুটিল অলক কুল সঁবরি।
সীঁথ বনাই বাঁধহ পুন কবরী॥
তঁহি পুন দেহ সিন্দুরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ ইন্দু॥
এহরি রতি রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুন ভাল॥
কাজরে উজোরহ লোচন ভমরী।
শ্রুতি অবতংসয় কিশলয় চমরী॥
পীন পয়োধরে থির কর আপ।
মৃগ মদে রঞ্জহ নখ পদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর।
চরণে পিঁধায়হ নূপুর যোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দ দাস দেখউ পরতেক॥ প

শ্রীরাধার সেই আলু থালু সুন্দর বেশ শ্রীকৃষ্ণের নয়নে কতই সুন্দর, তাই এক দৃষ্টে দর্পণ বিম্বেই চাহিয়া ছিলেন। হাঁসিতে হাঁসিতে চক্ষু ফিরাইয়া নিজাঙ্গ বিম্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন "সুন্দরি! তুমিও আমার কি দশা করিয়াছ, দেখ দেখি? তোমার সখীরা আসিয়াই বিচার করুক, কে অধিক অপরাধী।" (প্র)

শ্রীরাধার চটুল চাহনি কৃষ্ণ প্রতিবিম্বে বিদ্যুৎ খেলাইয়া নিজ বিম্বে ফিরিয়া আসিল। মৃদু হাসিয়া কহিলেন "সুন্দর! দেব সেবার পর সেবাচিহ্ন দূর না করিলে অপরাধ হয়, তাহা কি জান না? তোমার নিত্য উপাস্য দেবতা কন্দর্প

কান্ত যাহার প্রেমাধীন হইয়া নিকটে থাকেন, তাহাকে স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকা কহে। জলক্রীড়া, বনবিহার, কুসুম চয়নাদি স্বাধীন ভর্তৃকা রসের বিলাস।

যাহার প্রেমে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া কান্ত তাহার পার্শ্ব ত্যাগ করেন না, বিচিত্র বিলাসাসক্তা সেই নায়িকাকে স্বাধীন ভর্তৃকা কহে।

সেবকে হৃদয় মন্দিরের বাহিরে আনিয়া, পূজান্তে পূজা চিহ্ন দূর কর নাই, ইহাতে নিশ্চয়ই অনঙ্গ দেবতা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এখন নিজ হস্ত চাতুর্য্যে শীঘ্র আমাকে পূর্ব্বের মত সাজাইয়া অভীষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন কর।"

ভা—২৩

পত্রাবলি মিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদ বিন্দুভি রর্পয় শৌরে॥
শ্যামল সুন্দর বিবিধ বিশেষং।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বল বেশং॥
পিঞ্ছ মুকুট! মম পিঞ্ছ নিকাশং।
বর মণিহংসয় কুন্তল পাশং॥
অত্র সনাতন শিল্পন রঙ্গং।
শ্রুতি যুগলে মম লম্ভয় সঙ্গং॥ গীতাবলি।

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! সত্যই তোমার অঙ্গ পীঠে অনঙ্গ দেব প্রকট হইয়াছেন। আমিও বস্ত্রালঙ্কার গন্ধ পুষ্প মাল্য চন্দনাদি উপচার লইয়া তাঁহার পূজার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছি।" ৬—২৪

শ্রীরাধা মৃদু হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়খান কটাক্ষ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে হাঁসি চাহনি যেন শ্রীরাধার অব্যক্ত প্রাণের সঙ্গীত, অব্যক্ত ভাষায় গাহিতে ছিল "পূজা চাই না নাথ!"

কুরু যদুনন্দন চন্দন-শিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদ পত্রক মত্র মনোভব-মঙ্গল-কলস-সহোদরে॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে।
ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে॥
অলিকুল গঞ্জন-সঞ্জনকং রতিনায়ক-শায়ক মোচনে।
ত্বদধর-চুম্বন-লম্বিত-কজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে॥
নয়ন-কুরঙ্গ-তরঙ্গ-বিকাশ নিরাস-করে শ্রুতি-মণ্ডলে।
মনসিজ-পাশ-বিলাস ধরে শুভ-বেশ নিবেশয় কুন্তলে॥
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিত-কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্ম-জনক মলকং মুখে।

মৃগমদ-রস-বলিতং ললিতং কুরু তিলক মলিক-রজনীকরে।
বিহিত-কলঙ্ক-কলং কমলানন বিশ্রমিত-শ্রম শীকরে॥
মম রুচিরে চিকুরে কুরুমানদ মনসিজ-ধ্বজ-চামরে।
রতি গলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডি শিখণ্ডক ডামরে॥
সরস-ঘনে জঘনে মম শম্বর-দারণ-বারণ-কন্দরে।
মণি-রসনা বসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে॥
শ্রীজয়দেব-বচসি জয়দে সদয়ং হৃদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণ-স্মরণামৃত-কৃত-কলি-কলুষ-জ্বর-সংজ্বর খণ্ডনে॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বেশ রচনার ইচ্ছায় হাস্য প্রফুল্ল নয়নে মঞ্জরীগণের দিকে চাহিলেন। অভিপ্রায় বুঝিয়া রতি মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রত্ন কঙ্কতিকা* প্রদান করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন "নাগররাজ! শ্রীমতীর একটি কেশকে আমরা অর্ব্বুদ প্রাণাপেক্ষা অধিক মনে করি, দেখিও যেন কেশ ছিন্ন করিয়া আমাদের প্রাণে ব্যথা দিওনা।"

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তোমরা আমার কলা পাণ্ডিত্য দেখ।"

এলায়ে গলিত বেণী বিদগধ শিরোমণি
রতন কঙ্কতি লই করে।
চিকন চিকুর ধরি আঁচরই ধীরি ধীরি
পাছে ব্যথা লাগে ধনি শিরে;
সীথি বানায়ই পুন পুনি হেরই
চিবুক ধরিয়া চাঁদ মুখ।
দিঠি দিঠি পরশনে পরাণে পরাণে টানে,
কতনা উছলি পড়ে সুখ॥
বেণী বিনাইয়ে চুলে বেড়িয়া মালতী মালে
তাহে দিল ফুলের থোপনা।

*"স্বস্তিদা রত্ন কঙ্কতি" শ্রীরাধার রত্নময় কঙ্কতিকা অর্থাৎ চিরুণীর নাম স্বস্তিদা। (কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।)

হেরিয়া সে সুলাবনি মনে হেন অনুমানি
বেণী নহে ব্যালাঙ্গনা + ফণা ॥

রাগলেখা মঞ্জরী স্বহস্তে শ্রীরাধার জন্য যে অঙ্গরাগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সময় বুঝিয়া একখানি স্বর্ণ থালায় সেই সকল কস্তুরী, চন্দন, কুঙ্কুম দ্রব, স্বর্ণ তুলিকাসহ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিলেন। কেশ বন্ধন সমাধা হইল, শ্রীকৃষ্ণ সলাজমুখী শ্রীরাধাকে সম্মুখে ফিরাইয়া লইয়া, মৃদু মধুর হাঁসিতে হাঁসিতে এক হস্তে সুন্দর চিবুক ধরিয়া অপর হস্তে তুলিকা লইয়া তিলক রচনা করিতে লাগিলেন।

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
লোচন ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই ॥
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ সাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে ঘন ঘন হেরই
আকুল গদগদ বোল ॥

একেই শ্রীরাধার স্বভাবতঃ সুকুমার মুখচন্দ্রে, তাহাতে আবার কৃষ্ণ রচিত চারুচিত্রে শতগুণ সৌকুমার্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। সেই সুন্দর মুখখানি আবার কান্ত সোহাগে লজ্জাভারে ঈষৎ অবনত, সেই রাগরক্তিম * অবনত

+ ব্যাল—সর্প, অঙ্গনা—স্ত্রী। ব্যালাঙ্গনা ফণা—সাপিনীর ফণা। চাটু পুষ্পাঞ্জলী স্তোত্রে যথা—"মণি স্তবক বিদ্যোতি বেণী ব্যালাঙ্গনা ফণা।" শ্রীরূপ পাদের এই বর্ণনে ভীষণালঙ্কার বলিয়া শ্রীসনাতন প্রভু দোষ দিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরাধা বালিকামূর্ত্তিতে শ্রীসনাতনকে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী দেখিয়া সনাতনের প্রকৃতই সর্প ভ্রম হইয়াছিল।

* শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রেমময় তৃষ্ণার নাম রাগ। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠা রাগ। তল্লক্ষণং যথা—বৈষ্ণবাচার দর্পণে।

অহার্য্যোঽনন্য সাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠা রাগোঽসৌ রাধা মাধবয়ো র্যথা ॥

মুখে কান্ত সোহাগের লজ্জা মাখা মধুর হাস্য বিকাশ, কে বলিবে সে বদনের সৌন্দর্য্য কত! তাই যেন চিবুক ধরিয়া সেই মুখখানি দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিয়াছিল। তাই "সঞ্জল বিলোকনে, ঘন ঘন হেরই, আকুল গদগদ বোল।" ধন্য প্রেম! ধন্য প্রেম! মঞ্জরীগণ! এই অপার প্রেম পাথারে তোমরা নিয়ত অবাধে সাঁতার দিতেছ, তাই তোমাদের সৌভাগ্যে সাধকের এত লালসা।

লবঙ্গ মঞ্জরী অতি যত্নে শ্রীরাধার কর্ণ ভূষণ জন্য যে কুবলয়াকৃতি ফুলময় তাড়ঙ্ক ‡ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অবসর বুঝিয়া তাহা স্বর্ণ থালিকা সহ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সুন্দর তাড়ঙ্ক হস্তে লইয়া তাঁহার শিল্প নৈপুণ্যের শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাও সেই শিল্পনার পুষ্পতাড়ঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে লইয়া প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে দেখিতে লাগিলেন। এই অবসরে লবঙ্গ নিজ হস্তে যে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার নয়ন-রঞ্জন জন্য সেই অঞ্জন পাত্র স্বর্ণ শলাকা সহ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণ শলাকায় † অঞ্জন লইয়া শ্রীরাধার সীমন্তে বাম হস্ত দিয়া নৃত্যমান খঞ্জন নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত করিতে লাগিলেন।

যাহা কিছুতেই যায় না এবং কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, কেবল কান্তিকে বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা রাগ কহে। শ্রীরাধামাধবের পরস্পর যে প্রকার স্বাভাবিক রাগ, উহাকেই মঞ্জিষ্ঠা রাগ কহে।

‡ তাড়ঙ্ক—রত্ন বা পুষ্পময় কর্ণভূষণ।

তাড়ঙ্কং কুণ্ডলং পুষ্পী কর্ণিকা কর্ণ বেষ্টনং।
ইতি পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ কর্ণপূরোঽত্র শিল্পিভিঃ
তত্রতাড়ঙ্কং।
ময়ূর মকরাম্ভোজ শশাঙ্কার্দ্ধাদি সন্নিভং॥

ময়ূর, মকর, কমল বা কুবলয় কিম্বা অর্দ্ধ চন্দ্রাদির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কর্ণালঙ্কারকে তাড়ঙ্ক বলে। (কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।)

† "শলাকা নর্ম্মদা হৈমী" শ্রীরাধার স্বর্ণময় অঞ্জন শলাকার নাম নর্ম্মদা।
(কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।)

লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসীকুসুম সরি ললিত হৃদয়ে ধরি,
কূপণ হেম সমতুল॥
যাবক চীত চরণ পর লেখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দ দাস কহই ভালে কানুক
ভেঁহু আরকত হাত॥

রুচি মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে বিভোর জানিয়া শ্রীরাধার জ্যোতির্ম্ময় হার * তাঁহার হাতে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হার পরাইতেই শ্রীরাধা হাস্য করিয়া কিঙ্করীগণের দিকে চাহিলেন, মঞ্জরীগণও মুখে অঞ্চল দিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "তোমরা সকলে হাঁসিতে লাগিলে কেন? কি করিলাম?"

শ্রীরাধা গর্ব্বিতার ন্যায় হাস্য করিয়া কহিলেন "চঞ্চল! তুমি আমার কুচ কঞ্চুলিকা খণ্ডন করিয়াছ, তাহা চিত্র না করিয়াই যে হার পরাইলে? হার পরাইলে যে কঞ্চুলিকা চিত্র হয় না, তাহা কি ভুলিয়াছ?"

শ্রীকৃষ্ণ অহংকৃত ভাবে হাস্য করিয়া কহিলেন "বিশাখা প্রভৃতি চিত্র পাণ্ডিত্য গর্ব্বিতা সখীগণকেও বিস্মিত করিয়া, অপূর্ব্ব কৌশলে তোমার স্তন মণ্ডল চিত্রিত করিতেছি দেখ।"

সিচয় মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পং।
বিলিখাম্যদ্ভুত মকরাকল্পং॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজ নয়নে।
দেশং তব করবৈ রতি শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলং।
চিত্রং রচয়াম্যহ মবিলোলং॥

---

* "হারো হরি মনোহরঃ" শ্রীরাধার হারের নাম হরি মনোহর।
(কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।)

তব বপু রদ্য সনাতন শোভং।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং॥

গীতাবলী।

শ্রীকৃষ্ণ তুলিকা লইয়া শ্রীরাধার উরজ মণ্ডল চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিবা-মাত্রই মদন শরাহত হইলেন। তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতেছিল দেখিয়া শ্রীরাধা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধার গর্ব্বিত ভাব দেখিয়া, চতুর শেখর মনে মনে হাসিলেন। যে আবেশে তাঁহার হস্ত কাঁপিতেছিল, সে আবেশের গুরু গুরু স্পন্দন শ্রীরাধার বক্ষে অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে শ্রীরূপমঞ্জরী লীলা মঞ্জরী রতিমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরা গণের মুখের দিকে চাহিলেন। অভিপ্রায় বুঝিয়া ইঙ্গিতজ্ঞা কিঙ্করীগণ একে একে কুঞ্জ মন্দিরের বাহিরে আসিলেন।

মদনাবেশে কর কম্পিত হওয়ায় যে সকল চিত্ররেখা বক্র হইতেছিল, বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ধৈর্য্যচ্যুতি জন্য তাহা পুনঃ পুনঃ নিজ বক্ষ দিয়া মুছিতে লাগিলেন। কিঙ্করীগণ গবাক্ষ জালে মুখ রাখিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস রহস্য দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা কৃতার্থীভূত প্রেমোৎফুল্ল নয়নে দেখিতে লাগিলেন— ভা ২৫—৩১

কামস্তমাসঙ্গ মনল্প বৈভবৈঃ
সদ্যোবিধায়ানিয়ত স্থল স্থিতং।
বিমৃজ্য সংমৃজ্য বিখণ্ড্য খণ্ডশঃ
স্তেনৈব সোল্লাস মুভাবভূষয়ৎ॥ ভা—৩২

মঞ্জরীগণ মনে করিতে ছিলেন "আমাদের এই নয়ন সৌভাগ্য চিরদিন এমনি ভাবেই থাক্।" হায়! হায়! ওদিকে প্রভাত কাল সমাগত, মঞ্জরীগণ ক্ষুব্ধমনে বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। সখীগণের গবাক্ষ ন্যস্ত ব্যস্ত আঁখি শ্রীরাধাশ্যামের মাধুর্য্য সার বিলাস রহস্য দেখিতে দেখিতে এক একবার প্রেমানন্দে ভাসিতেছিল, এক একবার পূর্ব্বাকাশের প্রভাতারুণ বিভায় ম্লান হইতেছিল। আহা! সখীগণ! মঞ্জরীগণ! কুঞ্জ দাসীগণ! তোমরাই ধন্য, তোমাদের ঐ চঞ্চল নয়ন সৌভাগ্য সাধক ভক্তজন হৃদয়ে চিন্তা করিয়াই ধন্য হন। ভা ৩৩—৩৪

হে শ্রীতুলস্যম্বুজকৃপাদ্ব্যতরঙ্গিণীত্বং
যন্মূর্দ্ধ্নি মে চরণপঙ্কজমাদধাঃ স্বং।
যচ্চাহমদপ্যাপিব সম্বু মনাক্ ত্বদীয়ং
তস্মা মনস্যুদয়মেতি মনোরথোহয়ং॥ ১

হে তুলসি! হে মহা কৃপা মন্দাকিনি! তুমি যে আমার মস্তকে পদ যুগল ধারণাছ, আমি যে ক্ষণমাত্রও তোমার দল মিশ্রিত জলপান করিয়াছিলাম, সেই ভাগ্যেই আজ আমার মনে শ্রীযুগল সেবন বাসনা উদিত হইতেছে।

ক্বাহং পরঃ শত নিকৃত্যনুবিদ্ধ চেতাঃ
সংকল্প এষ সহসা ক্ব সুদুর্লভার্থে।
একা কৃপৈব তব মামজহত্তথাপি
শুদ্ধৈস্ত মত্ত মদধত্যগতের্গতির্মে॥ ২

কোথা আমি শতাধিক শঠতা বিজরিত চিত্ত, কোথায় বা এই সুদুর্লভ পরমার্থে সংকল্প! তথাপি তোমার নির্হেতু কৃপা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তুমিই মাদৃশ অগতি জনের একমাত্র গতি।

হে রঙ্গমঞ্জরি কুরুস্ব ময়ি প্রসাদং
হে প্রেম মঞ্জরি কিরাত্র কৃপাদৃশং স্বাং।
মামানয় স্বপদমেব বিলাসমঞ্জ—
র্য্যালীজনৈঃ সমমুরীকুরু দাস্য দানে॥ ৩

হে রঙ্গ মঞ্জরি! প্রসন্ন হও। হে প্রেম মঞ্জরি! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। হে বিলাস মঞ্জরি! গণে কৃপা করিয়া আমাকে নিজ স্থানে লইয়া গিয়া দাস্য দানে অঙ্গীকার কর।

হে মঞ্জুলালি নিজ নাথ পদাব্জ সেবা
সাতত্য সম্পদতুলাসি ময়ি প্রসীদ।
তুভ্যং নমোহস্তু গুণমঞ্জরি মাং দয়স্ব
মামুদ্ধরস্ব রসিকে রস মঞ্জরি ত্বং॥ ৪

হে মঞ্জুনালি! তুমি নিরত নিজ নাথ পদাব্জ সেবা সম্পদে অতুলনীয়া, আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে গুণ মঞ্জরি! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমাকে দয়া কর। হে রসিকে! রস মঞ্জরি! আমাকে উদ্ধার কর।

হে ভানুমত্যনুপম প্রণয়াব্ধি মগ্না
স্ব স্বামিনো স্তমসি মাং পদবীং নয় স্বাং।
প্রেম প্রবাহ পতিতাসি লবঙ্গ মঞ্জ-
র্যাত্মীয় ধামৃতময়ীং ময়ি দেহি দৃষ্টিং॥ ৫

হে ভানুমতি! তুমি শ্রীরাধাশ্যামের নিরুপম প্রেম সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছ। আমাকে তোমার নিজ স্থানে লইয়া যাও। হে লবঙ্গ মঞ্জরি! তুমি নিরত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম প্রবাহে ভাসিতেছ, আমার প্রতি আত্মজনোচিত অমৃতময়ী দৃষ্টিপাত কর।

হে রূপ মঞ্জরি সদাসি নিকুঞ্জ যূনোঃ
কেলীকলারস বিচিত্রিত চিত্ত বৃত্তিঃ।
ত্বদ্দত্তদৃষ্টিরপি যৎ সম কল্পনং স্তং
সিদ্ধৌ তবৈব করুণা প্রভুতা মুপৈতি॥ ৬

হে রূপ মঞ্জরি! তোমার চিত্তবৃত্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলী কলারস চিত্রিত। তোমার মুখ চাহিয়া আমি যে সেবা সংকল্প করিতেছি, তাহা তোমার কৃপায় সিদ্ধ হউক।

রাধাঙ্গ শশ্বদুপগূহনতস্তদাপ্ত
ধর্ম্মদ্বয়েন তনু চিত্ত ধৃতেন দেব।
গৌরো দয়ানিধিরভূরপি নন্দ সূনো
তস্মে মনোরথ লতাং সফলীকুরুস্বং॥ ৭

হে দেব! হে নন্দ সুত! নিরন্তর শ্রীরাধাঙ্গ আলিঙ্গন হেতু প্রাপ্ত ধর্ম্মদ্বয় অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব চিত্তে ও শ্রীরাধা কান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া দয়ানিধি গৌররূপে উদিত হইয়াছ। সেই দয়া পরবশ হইয়া আমার এই মনোরথ লতা তুমি ফলবতী কর।

শ্রীরাধিকা গিরিভূতৌ ললিতা-প্রসাদ-
লভ্যাবিতি ব্রজবনে মহতীং প্রসিদ্ধিং।

শ্রদ্ধাশ্রয়াণি ললিতে তব পাদ পদ্মং
কারুণ্য রঞ্জিত দৃশং ময়ি হা নিধেহি ॥ ৮

ললিতার কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাভ হয়, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। হে ললিতে! ইহা শুনিয়া তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম। হায়! হায়! আমার প্রতি তোমার করুণারঞ্জিত দৃষ্টিপাত কর।

ত্বং নাম রূপ গুণ শীল বয়োভিরৈক্যা-
দ্রাধেব ভাসি সুদৃশাং সদসি প্রসিদ্ধা।
আগঃ শতান্যগণয়ন্ত্যররী কুরুস্ব
তস্মাৎ বরাঙ্গি নিরুপাধিকৃপে বিশাখে ॥ ৯

হে বরাঙ্গি! নিরুপাধি কৃপাময়ি! বিশাখে! নাম, রূপ, গুণ, শীল, বয়স, সর্ব্বপ্রকারেই ঐক্য হেতু তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরাধাতুল্যাই দীপ্তি পাইয়া থাক, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আমার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ধন্য কর।

হে প্রেম সম্পদতুলা ব্রজ নবাযুনোঃ
প্রাণাধিক প্রিয়সখ-প্রিয়নর্ম্ম সখ্যঃ।
যুষ্মাকমেব চরণাব্জ রজোভিষেকং
সাক্ষ্যাদবাপ্য সফলোঽস্ত মমৈবমূর্দ্ধা ॥ ১০

হে ব্রজ নব কিশোর-কিশোরীর প্রাণাধিকা প্রিয়সখীও প্রিয় নর্ম্মসখীগণ! শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম সম্পদে তোমাদের তুল্য কেহ নাই। তোমাদের সাক্ষাৎ পাদপদ্মের রজোভিষেকে আমার মস্তক ধন্য হউক ॥

বৃন্দাবন স্থির চরান্ পরিপালয়িত্রি
বৃন্দে তয়ো রসিকয়ো রতিসৌভগেন।
আঢ্যাসি তৎকুরুকৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকা পরিজনেষু মমাপি সিধ্যেৎ ॥ ১১

হে বৃন্দে! তুমি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকলেরই সর্ব্বপ্রকারে পালয়িত্রী। তুমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতি সৌভগে সৌভাগ্যবতী। তুমি কৃপাকর, যেন আমি শ্রীরাধার পরিজন মধ্যে পরিগণিতা হই।

বৃন্দারনাবনিপতে জয় সোম সোম
মৌলে সনন্দন সনাতন নারদেড্যঃ।
গোপেশ্বর ব্রজ বিলাসি যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে ॥ ১২

হে বৃন্দাবন ক্ষেত্রপতে! হে শিব! হে শশিশেখর! তোমার জয় হউক। হে সনন্দন সনাতন নারদ পূজ্য! গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী শ্রীরাধাগোবিন্দ পদারবিন্দ যুগলে আমার নির্হেতু প্রীতি হউক।

(সঙ্কল্প কল্পদ্রুম।)

॥ ৯ ॥

রজনীর সপ্তবিংশতি দণ্ড অতীত, আর তিন দণ্ড মাত্র অবশেষ। পূর্ব্বাকাশে উষাজ্যোতি অল্পে অল্পে বিকাশিত হইতেছে। অন্ধকারের আর গাঢ়ত্ব নাই, বিধু-মণ্ডল পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে ঢল ঢল কান্তি এখনও পাণ্ডুর হয় নাই, যেন যামিনীর বিরহ হুতাশে যামিনীনাথ ম্লানমুখে প্রিয়ামুখ চাহিতে চাহিতে দ্রুত চলিয়াছেন। জ্যোৎস্নার ভাঁসা ভাঁসা উদাস জ্যোতি এখনও বৃন্দাবন-পটে চিকনিমা মাখাইয়া রাখিয়াছে। যমুনার সুনীল তরঙ্গ-বেণী চাঁদিমার মণিমালায় চিলিমিলি খেলিতেছে। সমুজ্জল স্বর্ণবদ্ধ সুন্দর তটভূমি, তটোপকণ্ঠে সারি সারি বিটপাবলি শ্যামল শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া হীরকখচিত নীল পটাবৃত ছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রতি তরুমূলে মণিময় বেদী, স্থানে স্থানে সুন্দর মাধবীকুঞ্জ, বিকশিত ফুলে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জন করিতেছে। অগণিত বিহগাবলীর সুমধুর কলকাকলী বনস্থলী পূর্ণ করিয়াছে। নীর হইতে তীর পর্য্যন্ত সোপানবদ্ধ মণিময় ঘাট, সোপানে সোপানে সুন্দর সুন্দর রত্নময় অলসবেদী,* প্রতিবেদিকার উপরে উপরে শশীকর সমুজ্জল লতাবিতান, প্রতি লতাবিতানে স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ, প্রতি পুষ্পগুচ্ছে, ভৃঙ্গাঙ্গনার ভঙ্গীম নৃত্য। মৃদু পবনে পরাগরাশি উড়িতেছে, সর্ব্বত্র সুগন্ধে আমোদিত।

তটতরুবিথিকার মধ্যদিয়া প্রবালাবলী বিমণ্ডিত প্রশস্ত পুলিনপথ। পথের উভয় পার্শ্বে তরুতলস্থ ছায়াভূমি শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রের ন্যায় বৈদূর্য্য মণিতে বাঁধা। তাহার দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অষ্টদলাকৃতি পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত আলবালে নানাবিধ ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্পবৃক্ষ। তাহার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্ফাটিক স্তরে শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত লতাকুঞ্জ, দুই দুই লতাকুঞ্জের মধ্যে মধ্যে এক একটি সুন্দর লতাপরি-মণ্ডিত, পুষ্প স্তবকিত তোরণদ্বার।† প্রতি তোরণ তলে মণিমণ্ডিত উদ্যান পথ।

কুঞ্জ পরিধিপারে সুশোভিত পুষ্পোদ্যান, শশীকর বিধৌত ফুলকুলে আলা করিয়া আছে। নানাবর্ণ কিশলয়দল পবন চালিত তরল সৌন্দর্য্যে উদ্যানখানি পতাকা শোভিত পর্ব্বাঙ্গনের মত সাজাইয়াছে। মণিবদ্ধ উদ্যানপথ কুসুম

* অলসবেদ—পৃষ্ঠের দিকে ঠেস দিয়া বসিবার যোগ্য আলিসাযুক্ত বেদ।

† তোরণ—বাহির দিকের প্রবেশ দ্বার। লতা পুষ্পাদিকৃত কৃত্রিম দ্বার।

স্তবকিত তোরণশত পরিমণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে উচ্চ উচ্চ মণিকুট্টিমা, তাহার উপর পুষ্পিত লতাবিতান। স্থানে স্থানে লতামণ্ডিত মঠাকৃতি কেলিকুঞ্জ। প্রতি কুঞ্জের অভ্যন্তরে মসৃণ মণি বেদিকা, মণিদীপতরু, চন্দ্রাতপ তলে সুকোমল পুষ্পশয্যামণ্ডিত রত্ন পালঙ্ক, নানাদিকে বিবিধ বিলাস সামগ্রী সুসজ্জিত। প্রতি কুঞ্জের সম্মুখে সুন্দর সুন্দর চত্বরারায় সহস্র ধারে ফোয়ারা উঠিতেছে, স্বচ্ছ-সলিলোপরি উদ্গ্রীব পঞ্চবর্ণ প্রফুল্ল পদ্মগুলি উৎক্ষিপ্ত জলপ্রপাতে অল্প অল্প দুলিতেছে। তাহাদের পাশে পাশে নানারঙ্গ ক্ষুদ্রমৎস্য ঝাঁক বাঁধিয়া খেলিতেছে। স্থানে স্থানে সোপান সম্বলিত সমুন্নত মর্ম্মর বেদীর উপর মণিচিত্রিত ছত্রি শোভিত চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ রত্নসিংহাসন, তাহাতে সুকোমল স্বর্ণচিত্র তুলিকা, পৃষ্ঠোপধান, পার্শ্বোপধান, পাদপীঠ সজ্জিত। নানাস্থানে নানাবিধ স্বর্ণাসন, শিলামূর্ত্তি, মণিপ্রতিমা, কৃত্রিম পশু পক্ষী, মণিবেদী, মণি-সরোবর, স্বর্ণদণ্ড পঞ্চরঙ্গ পতাকাবলী। ফুলের সুবাস, লতার দোলনী, ফলের দোলনী, পাখীর সুরব, অলির ঝঙ্কার, ময়ুরের নৃত্য, মদনমোহনের শোভাসদন মনোবিনোদন মদন তরঙ্গিত উপবন শোভার উপমা নাই, ইয়ত্তা নাই, বৃন্দাবন বনলক্ষ্মী যেন ভুবন সৌন্দর্য্য অঙ্গে মাখিয়া অনঙ্গরঙ্গে রতিরসতরঙ্গে শ্যামচাঁদের সাধের উদ্যানে শতমূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন।

উপবন পারে জল তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিত স্ফাটিকময় কৃত্রিম পরিখা চন্দ্রকিরণে মণি-কিরণে ঝলমল করিতেছে। অভ্যন্তরে স্বর্ণময়, রজতময়, প্রবালময়, কৃত্রিম মৎস্য খেলিতেছে। কোথাও বৈদূর্য্যময় ক্রীড়া কচ্ছপ সাঁতার দিতেছে, কোথাও শুক্তি নির্ম্মিত বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে তাড়া করিতেছে। কোথাও কৃত্রিম শৈবাল জাল যেন তরঙ্গ ভঙ্গে দুলিতেছে, স্থানে স্থানে নানাবর্ণ মণি-নির্ম্মিত কুমুদ, কহ্লার কোকনদ, কমল, নীলোৎপল, যন্ত্র মৃণালে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমর॥ভ্রমরী পদ্মভ্রমে তাহার উপর উড়িয়া পড়িয়া প্রতারিত হইয়া পলাইতেছে।

পরিখার দুই পার্শ্ব অত্যোচ্চ তটাকার হরিন্মণিবদ্ধ, তাহাতে শ্রেণীবদ্ধ গুবাক তরু। তটপ্রান্তে মর্ম্মর পরিমণ্ডিত সঙ্কীর্ণ পথ, তাহার এক পার্শ্বে সারি সারি মণিপাদপ, দুই দুই মণিপাদপ মধ্যে এক একটি স্বর্ণনির্ম্মিত লতা বন্দনমালার মত দুলিতেছে, প্রতি পাদপের মরকত শ্যামল শাখায় শাখায় স্বর্ণময় লতা যেন

ছাউনী দিয়া উঠিয়াছে। অপর পার্শ্বে নবীন মেঘমালার ন্যায় অভ্রোন্নত স্বর্ণ-চিত্র শিলাপ্রাচীর। প্রাচীর গাত্রে প্রতি চতুষ্কায় স্বর্ণপ্রান্ত সুবিমল মণি মুকুরা-বলী। প্রাচীরোপরি অমল ধবল শিলাস্তম্ভ, তাহাতে সুচারু স্বর্ণকাটরা, প্রতি স্তম্ভের উপর এক একটি দ্বিবস্ত্র স্বর্ণ প্রতিমার হস্তে স্বর্ণসূত্র সমুজ্জ্বল পতাকামণ্ডিত ধ্বজদণ্ড, প্রতিধ্বজ ফলকে সূর্য্যকান্তি মণিগোলক উজ্জ্বল দীপমালার ন্যায় জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে।

চতুর্দ্দিকে এইরূপ সুচারু কুঞ্জমণ্ডলমণ্ডিত সুন্দর পুষ্পোদ্যান, পরিখা, প্রাচীর, বেষ্টন করিয়া আছে, মধ্যে সুবিশাল আকাশ বর্ণ মণিপ্রাঙ্গণ।* প্রাঙ্গণপ্রান্তে রক্ত-পদ্মাকৃতি মণি আলবালে মণ্ডলাকার নারিকেল তরুশ্রেণী। চারিদিকে চারি সিংহদ্বার, চারি দ্বারে মণিখচিত কনকময় অষ্টকবাট। মণি প্রাঙ্গণের চারি কোণে চারিটি উত্তুঙ্গ চন্দ্রশালিকা, আকাশস্পর্শী মণিমুরুচায় চন্দ্র কিরণ জ্বলিতেছে। মধ্যস্থলে সমোচ্চসমান্তরাল বলয়াকৃতি তরুমণ্ডল। প্রতি তরুর চারি কোণে চারিটি বৃক্ষচারা, মূলদেশ মণিকুট্টিমাবদ্ধ, সুন্দর, যেন এক একটি পঞ্চচূড় মণি মন্দির। কোন তরু ফুলভারে আলোকিত, কোন তরু ফলভারে অবনত, কোন তরু নবমুকুলাবৃত, কোনটি লতামণ্ডিত, কোন তরুশিরে নব কিশলয়দলের তরল স্পন্দন, দলে দলে পাখী ডাকিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর উড়িতেছে, প্রভাত পবন পরাগ মাখিয়া সর্ব্বত্র সুগন্ধে আমোদিত করিয়াছে। তরুকুঞ্জ শ্রেণীর সমমধ্যভাগে চারিদিকে চারিটি রত্ন সমুজ্জ্বল † কল্পপাদপ, মূলদেশে চারু পতাকা পরিবৃত রত্নবেদিকায় পুষ্পমণ্ডপ তলে জ্যোতির্ম্ময় অষ্টদল পদ্মাসন। উপরে সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত চন্দ্রাতপ, ঝালরে মুক্তামালা দুলিতেছে। মণ্ডলাকার পতাকা শিরে দীপমালার ন্যায় মণিফলক, বন্দনমালায় সপল্লব বন্যপুষ্পস্তবক, তাহাতে মধুকর মালার মঞ্জুল নৃত্য। কল্পপাদপ হইতে নীহার বর্ষণের ন্যায় সুধাকণা ক্ষরিতেছে, সেই সুধা আশে চারু চকোর চকোরী চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িতেছে।

তরুমণ্ডলের মধ্যস্থলে স্বর্ণকান্তি শতশৃঙ্গ মণিপর্ব্বত, সুন্দর শতদল সোপানাবলী বিমণ্ডিত। মণ্ডলাকার শতদলে শত সোপান ক্রম সঙ্কীর্ণ ষোড়শ স্তরে শত

---

*একদিকে যেরূপ কুঞ্জমণ্ডল, উদ্যান, পরিখা, প্রাচীরাদির বর্ণনা লিখিত হইল কুঞ্জপ্রাঙ্গণের চারিদিকেই এইরূপ আছে জানিবেন।

† উপক্রমণিকা ৩য় অংশে ৪।৬ ধ্যানদ্রষ্টব্য।

শৃঙ্গের ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বৃহৎ পঞ্চাশৎ দলে পঞ্চাশৎ চম্পককুঞ্জ,* সংকীর্ণ পঞ্চাশৎ উপদলে পঞ্চাশৎ মণি তোরণ, পর পর শোভা পাইতেছে। প্রতি কুঞ্জ চম্পক তরুমণ্ডলোমণ্ডিত ও ক্রমোচ্চ ষোড়শদল পদ্মাকৃতি বালার্ক দ্যুতি মণি-বেদিকার উপর নির্ম্মিত। কর্ণিকায় অর্থাৎ মধ্যস্থলে একটি, অষ্টদলে আটটি, অষ্ট উপদলে আটটি সুগঠিত মণিমন্দির। ক্রমোচ্চ গিরিশৃঙ্গের মত সপ্তদশ মণিমন্দিরের মৌক্তিক ঝালর শোভিত ছত্রাকৃতি† সপ্তদশ মণিচিত্র বিচিত্র চূড়া ৺ আকাশ তলে নিজ প্রভায় ঝলমল করিতেছে। প্রত্যেক চূড়ায় চূড়ায় সুন্দর স্বর্ণকলস শোভা পাইতেছে। দুই দুই কুঞ্জের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকলস শোভিত গগনস্পর্শী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক এক মণি তোরণ কতই সুন্দর, যেন মণিশৃঙ্গকোলে আকাশতলে এককালে পঞ্চাশ খানি মণিদীপিত ইন্দ্রধনু উদিত হইয়াছে।

চম্পক কুঞ্জগুলির কি সুন্দর নির্ম্মাণ পরিপাটি। কর্ণিকায় + সর্ব্বোচ্চস্তরে বিচিত্র মণি মন্দিরের মধ্যস্থলে ফুলের চান্দনী, ফুল শয্যা মণ্ডিত রত্নপালঙ্ক। মণি দীপ দীপিত মণি মণ্ডিত গৃহ তল বিবিধ বিলাস সাধন সামগ্রীতে সুশোভিত। ভিত্তি গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ মণি দর্পণ, চিত্র ফলক, স্বর্ণ মূর্ত্তি, মুক্তাদাম, পতাকা, মণিগুচ্ছ, স্বর্ণ বৃক্ষ প্রভৃতি বিবিধ গৃহ সজ্জা সামগ্রী সজ্জিত। চারিদিকে পুষ্পমালা মণ্ডিত চারিদ্বার উন্মুক্ত। মুক্ত দ্বার সম্মুখে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পুষ্পময় দ্বারাবরণ। দ্বারের দুই পার্শ্বে স্বর্ণ জাল জড়িত গবাক্ষ শ্রেণী। চারিদিকের নীল মণিবদ্ধ কনক স্তম্ভ শোভিত সুন্দর আলিন্দে ‡ ফুলময় চন্দ্রাতপ তলে সারি সারি স্বর্ণাসন। আলিন্দের নিম্নস্তরে বিচিত্র মণি আলবালেণ সমোচ্চ সমান্তরাল গুবাক তরুমণ্ডল, প্রতি তরুগাত্রে পুষ্পিত ললিত লতিকা স্তম্ভাকারে জড়াইয়া উঠিয়া উর্দ্ধে ধাতুশলাকার উপর সুন্দর লতা বিতান রচনা করিয়াছে।

---

* শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের বৃন্দাবনবর্ণন শেষে ও উপক্রমণিকার ৩য় অংশে ৫।৬ ধ্যান আলোচ্য।

†ছত্রাকৃতি—ছাতার মত আকৃতি।

৺ পঞ্চাশৎ কুঞ্জমণ্ডলে প্রত্যেক কুঞ্জই সপ্তদশ মণিমন্দির শোভিত। মণিমন্দির সকল এক এক কুঞ্জে এক এক প্রকার অর্থাৎ চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ, গোলাকার, নেত্রাকার, ডিম্বাকার, ইত্যাদি বিবিধ আকৃতির। মন্দিরচূড়াগুলিরও বিবিধ প্রকার বিভিন্নত্ব আছে এবং প্রতি মন্দিরের বিবিধ বর্ণভেদ আছে। বিশেষ বর্ণন বাহুল্য।

+ কর্ণিকা—পদ্মের বীজকোষ, পদ্মের চাকী। পদ্মাকৃতি মণি পীঠের গোলাকার মধ্যস্থল।

‡ আলিন্দ…বারণ্ডা।

ণ আলবাল…গাছের আলি।

চারিদিকে গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প স্তবক লম্বিত হইয়া ঝালরের মত দুলিতেছে। লতা বিতান তলে কনকময় কুণ্ডিকায় কুণ্ডিকায় † সুন্দর সুন্দর পুষ্প পল্লব শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, নানাবিধ যন্ত্রময় পশু পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি, গজ দন্ত নির্ম্মিত বিবিধ শিল্প ও সিংহাসন সুসজ্জিত। মণি মণ্ডিত বিতান বেদিকার বাহিরে মণ্ডলাকারে অষ্টদলাকৃতি সোপান শ্রেণী ক্রমনিম্ন অষ্টস্তরে প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত নামিয়াছে। সুন্দর হরিন্মণি বদ্ধ প্রাঙ্গণোপরি পদ্মারুণ মণি সোপান যেন অষ্টদল পদ্মের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। বলয়াকৃতি মণি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আটদিকে আটটি স্বর্ণরক্ত মণিবদ্ধ চবুতারায় মুক্তা ঝরণার মত আটটি ফুয়ারা উঠিতেছে। ফুয়ারার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণময় ঘেরামধ্যে গুলাল, বেলী, জাতি, যুথী, সেউতি প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ ফুলভারে লতাবেণী সাজাইয়া ফুলময় শাখা ক্রোড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া খেলিতেছে। লতায় লতায় শাখায় শাখায় স্তবকে স্তবকে আধ প্রফুল্ল ফুলগুলি চন্দ্রকরে হাসিতে হাসিতে উপবন পবন গাত্রে পরাগরাশি ঢালিয়া দিতেছে। প্রাঙ্গণ প্রান্তে সপ্তপর্ণ, সেফালিকা, কামিনী, কাঞ্চন, কর্ণিকার v বক, অশোক, দাড়িম্ব, জম্বীর, পেয়ারা, কমলা, বাতাপী প্রভৃতি ফুল ফল ভারানত সমোচ্চ নিরন্তরাল অনায়ত বৃক্ষগুলি মণ্ডলাকার প্রাকারের ▲ ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। অষ্টদিকে অষ্ট লতা তোরণে সুগন্ধ স্বর্ণ যুথিকা নিজ হেম সৌন্দর্য্যের হাট পাতিয়া হাঁসিতেছে। তাহার পর বলয়াকার অষ্টবর্ণ অষ্ট মণি সোপান। তাহার আটদিকে মণিময় অষ্টদলে আটটি মণিমন্দির। উহার নিম্নে অষ্ট উপ-দলে আটটি মণিমন্দির। প্রতি মন্দিরই প্রায় পরস্পর তুল্যাকৃতি, সমসজ্জায় সজ্জিত, সুন্দর আলিন্দ, লতাবিতান, সোপান, অঙ্গন ও উদ্যান পরিমণ্ডিত। তাহার নিম্নস্তরে নিরন্তরাল অনুচ্চ চম্পক তরু শ্রেণী মণ্ডলাকারে ষোড়শ মণিমন্দির বেষ্টন করিয়াছে। প্রতি তরুমূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণিবেদিকা। দুই দুই বেদিকার মধ্যভাগে সুন্দর পঞ্চরঙ্গ মণি সোপান উঠিয়াছে। এইরূপ শোভা সম্পদ সীমা পঞ্চাশৎ চম্পক কুঞ্জ মণ্ডল, দুই দুই কুঞ্জের সংযোগ স্থলে প্রতি উপদল শিরে এক এক করিয়া পঞ্চাশৎ উন্মুক্ত তোরণদ্বার, করি শুণ্ডাকৃতি মণিময়

---

† কুণ্ডিকা…গামলা।

v কর্ণিকার—স্থলপদ্ম।

▲ প্রাকার—প্রাচীর, ঘেরা।

অলস* সমন্বিত সোপানোপরি শোভা পাইতেছে। উত্তর দল মণ্ডলে ষোড়শ মণি মন্দির বেষ্টিত ঐ বিদ্যুৎ বর্ণ কর্ণিকা কুঞ্জটি+ ললিতার। উহার নাম অনঙ্গ সুখদ কুঞ্জ বা ললিতানন্দদ কুঞ্জ। উহার উত্তর দিকের কুঞ্জ মন্দিরটি শ্রীরূপ মঞ্জরীর রূপোল্লাস কুঞ্জ। (১)

ঈশান দল মণ্ডলে মেঘবর্ণ কর্ণিকা কুঞ্জটির নাম আনন্দ কুঞ্জ, উহা বিশাখার। উহার উত্তরে মঞ্জুলালী মঞ্জরীর লীলানন্দ কুঞ্জ। (২)

পূর্ব্ব দল মণ্ডলে কর্ণিকাস্থিত ঐ চিত্র বিচিত্র মণি মন্দির চিত্রার। উহার নাম পদ্মকিঞ্জল্ক কুঞ্জ। উহার পশ্চিম দলে রসমঞ্জরীর রসানন্দ প্রদ কুঞ্জ। (৩)

---

* পৈঠার দুই পার্শ্বের হাতি শুঁড়া আলিসা।

+ কর্ণিকা কুঞ্জ মধ্য স্থলের প্রধান কুঞ্জ। কর্ণিকা পদ্মের চাকি। ষোড়শ কুঞ্জ মণ্ডিত মধ্য স্থলের কুঞ্জটি কর্ণিকা কুঞ্জ।

ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিনা রচিত পদ্ধত্যাং যথা।

১। অনঙ্গ সুখদাখ্যোঽস্তি কুঞ্জ স্তস্যোত্তরে দলে।
বিজ্ঞেয়োঽয়ং তড়িদ্বর্ণো নানা পুষ্পক্রমাবৃতঃ॥
ললিতানন্দদো নিত্যমুত্তরে কুঞ্জ রাজকং॥
তত্রৈব
কুঞ্জোঽস্তি রূপোল্লাসাখ্যো ললিতা কুঞ্জকোত্তরে।
সদাতিষ্ঠতি তত্রৈব সুশোভে রূপমঞ্জরী॥

২। ঈশানদল আনন্দ নামকং কুঞ্জমস্তি হি।
মেঘবর্ণে শ্রীবিশাখা যত্রাস্তে কৃষ্ণবল্লভা।
তত্রৈব
লীলানন্দ প্রদোনাম্না বিশাখা কুঞ্জকোত্তরে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি মুদা শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী॥ (ধ্যা পঃ)

৩। চিত্রং পূর্ব্বদলে কুঞ্জং পদ্মকিঞ্জল্ক নামকং।
শ্রীচিত্রা স্বামিনীতত্র বর্ত্ততে কৃষ্ণবল্লভা॥
রসানন্দ প্রদোনাম্না চিত্রাকুঞ্জস্য পশ্চিমে।
কুঞ্জোস্তি তত্র বসতি সর্ব্বদা রসমঞ্জরী॥ (ধ্যাঃ পঃ)

আগ্নেয় দল মণ্ডলে সমুজ্জল স্বর্ণ কান্তি মধ্য কুঞ্জটি ইন্দুলেখার পূর্ণেন্দু কুঞ্জ। উহার দক্ষিণে রতি মঞ্জরীর রত্নাম্বুজ কুঞ্জ। (৪)

দক্ষিণ দল মণ্ডলে ঐ তপ্ত জাম্বুনদ প্রভ প্রদীপ্ত কর্ণিকা কুঞ্জটি চম্পকলতার কামলতা কুঞ্জ। উহার ঈশান দলে গুণ মঞ্জরীর গুণানন্দপ্রদ কুঞ্জ। (৫)

নৈঋত দল মণ্ডলে শ্যাম বর্ণ ঐ অতি উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদীপ্ত কর্ণিকা কুঞ্জটির নাম রঙ্গ সুখদ কুঞ্জ, উহা রঙ্গদেবীর। উহার পশ্চিম দলে বিলাসমঞ্জরীর বিলাসানন্দদ কুঞ্জ। (৬)

পশ্চিম দল মণ্ডলে ঐ সুশোভন অরুণ বর্ণ কর্ণিকা কুঞ্জ তুঙ্গবিদ্যার তুঙ্গবিদ্যানন্দদ কুঞ্জ। উহার পূর্ব্ব দলে লবঙ্গ মঞ্জরীর অতি মনোহর লবঙ্গ সুখদ কুঞ্জ। (৭)

৪। আগ্নেয় পত্রে পূর্ণেন্দু কুঞ্জে স্বর্ণাভ বর্ণকে।
ইন্দুলেখা বসত্যত্র স্বর্ণালঙ্কার মণ্ডিতা॥
তত্রৈব
রত্নাম্বুজাখ্যঃ কুঞ্জোঽস্তীন্দুলেখা কুঞ্জ দক্ষিণে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা সুরূপা রতি মঞ্জরী॥ (ধ্যাঃ পঃ)

৫। দক্ষিণেঽস্মিন্‌দলে কামলতা নামাঽস্তি কুঞ্জকং।
অত্যন্ত সুখদং তপ্ত জাম্বুনদ সম প্রভং॥
শ্রীচম্পকলতা তিষ্ঠত্যমুস্মিন্ কৃষ্ণবল্লভা॥
তত্রৈব
ঐশান্যে চম্পকলতাকুঞ্জাৎ কুঞ্জোঽস্তি শোভনঃ।
গুণানন্দ প্রদোনাম্না তত্রাস্তে গুণমঞ্জরী॥ (ধ্যাঃ পঃ)

৬। রক্ষোদলে শ্যামবর্ণে কুঞ্জে শ্রীরঙ্গ দেবিকা।
সুখদাখ্যে নিবসতি নিত্যং শ্রীহরিবল্লভা॥
তত্রৈব
নৈঋতে শ্রীরঙ্গদেবী কুঞ্জাৎ কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমে।
বিলাসানন্দদো নাম্নাঽত্রাস্তে বিলাস মঞ্জরী॥ (ধ্যাঃ পঃ)

৭। কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমদলেঽরুণবর্ণঃ সুশোভনঃ।
তুঙ্গবিদ্যানন্দদোনাম্নেতি বিখ্যাতি মাগতঃ॥
নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা॥
তত্রৈব
কুঞ্জস্তুঙ্গবিদ্যায়াঃ কুঞ্জঃ পূর্ব্বেঽত্র বর্ত্ততে।
লবঙ্গ সুখদো নাম্না সুভৃশং সু মনোহরং॥ (ধ্যাঃ পঃ)

বায়ব্যদল মণ্ডলে হরিদ্বর্ণ বসন্তসুখদ কুঞ্জ সুদেবীর। উহার উত্তরদলে কস্তুরী মঞ্জরীর কন্দর্প্যানন্দদ কুঞ্জ। এইরূপ পঞ্চাশৎ চম্পক কুঞ্জের প্রতি মণি মন্দির এক এক জনের স্বনামখ্যাত বিলাস কুঞ্জ। এক এক বর্ণের সমুজ্জ্বল মণিতে নির্ম্মিত। (৮)

চম্পক কুঞ্জ বেষ্টনের অভ্যন্তরে বলয়াকার মণি প্রাঙ্গণ বেষ্টিত শ্রীরাধাশ্যামের নিশাবিলাস নিলয় শ্রীমণি-মন্দির। কুঞ্জ মণ্ডল হইতে আঙ্গিনা পর্য্যন্ত কুণ্ডলিত পঞ্চরঙ্গ সোপান শ্রেণী নামিয়াছে। তারপর মণিবেদী বদ্ধ সমোচ্চ সমান্তরাল তরুমণ্ডল ফল ফুল মুকুল ভারে অবনত। আহা! কি সুন্দর! ঐ দেখ মধ্যে একটি সহকার মুকুল মুকুটে মস্তক ঢাকা দিয়া মঠ চূড়ার মত দাঁড়াইয়া আছে, উহার চারিদিকে মণ্ডলাকারে কমলার কনক সুন্দর ফলগুলি কেমন শোভা দিতেছে। আবার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ঐ দেখ রক্তারুণ কুসুম সুষমিত অশোক তরু, উহার চারিদিকে কেমন মণ্ডলাকারে পেয়ারার অনুচ্চ গাছগুলি ফলভারে লুটাইতেছে। উহার পাশে ঐ সুন্দর বকুল চূড়ার চারিদিকে কেমন সিন্দুর-কান্তি কুসুম শোভিত দাড়িম্বমণ্ডল, ফল ফুলে আলা করিয়া আছে। তার পর ঐ দেখ সেফালিকা মণ্ডল মণ্ডিত নাগেশ্বর চূড়া প্রফুল্ল ফুল গন্ধে গর্ব্বিত শিরে দাঁড়াইয়া, তার পার্শ্বে ঐ পনস চূড়ার চারি পাশে কেমন করবীর মণ্ডল; আবার ঐ সুপক্ক ফল ভারানত আম্রচূড়া বেড়িয়া কাঞ্চনের কনককান্তি ফুলগুলি কি সুন্দর, ঐ মন্দারের কুসুমারুণ মঠাকৃতি উন্নত মস্তকতলে কামিনীর কমনীয় পুষ্পগুচ্ছ শোভিত ঘটাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড়াগুলির শোভা দেখিয়াছ! ঐ আবার উহার পার্শ্বে জম্বুবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া ফলগুচ্ছ শোভিত দ্রাক্ষালতাগুলি কেমন ছাউনি দিয়াছে। আহা! ঐ স্বর্ণ দীধিতি প্রদীপিত কুসুমাবৃত চম্পক তরুর চারিপাশে কৃষ্ণকেলীর চারু চূড়াকৃতি ফুলগুলির পীতারুণ কান্তি কেমন মনোহর, মনোহর কদম্বের চারিপাশে কি সুন্দর কর্ণিকার বেষ্টন, পাটলি পটল কেমন

৮। বায়ব্যদলকে কুঞ্জমাস্তে হরিদ্বর্ণকং।
বসন্ত সুখদাখ্যোঽত্র সুদেবী বর্ত্ততে সদা॥
তত্রৈব
কন্দর্প্যানন্দদোনাম্না সুদেব্যাঃ কুঞ্জকোত্তরে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা মুদা কস্তুরী মঞ্জরঃ॥ (ধ্যাঃ পঃ

সিন্ধুবারে বেড়িয়াছে, আবার নবীন তমাল তরুর পাশে পাশে পলাশের কুসুমোল্লাস কত উল্লাসকর, বক বেষ্টনে বরুণের তরুণ কান্তি, পুন্নাগে নাগরঙ্গ বেষ্টন, পারিজাতে অপরাজিতার বাহুবন্ধন, পিয়াল তলে সপ্তপর্ণ শোভা, শ্রীফলের গোটা গোটা মোটা মোটা ফলগুলি ঘন শাখাকোলে কত সুন্দর, আবার তার চারি দিকে কেমন সুপক জম্বীরের সুবর্ণকান্তি, ইঙ্গুদীর চারি দিকে শিরিশ, জয়ন্তী, নীলিকা, একটির পর একটি কেমন বেড়িয়া ফুলের ভারে লুটাইতেছে, ঐ মাধবীর লতাকুঞ্জ, উহার নিকটে কি সুন্দর মালতীর লতামণ্ডপ, এইরূপ কত কত শত শত তরুকুঞ্জ কুঞ্জাঙ্গনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফল ফুল মুকুল কিশলয় সাজে চাঁদনীর চিকনিমা মাখাইয়া চারু শোভার হাট পাতিয়াছে। তাহার উপর শত শত কলকণ্ঠ পাখীর কল কাকলী, শুক সারিকার সুন্দর গান, কোকিলের পঞ্চম তান, যেন অলস কোলে ঢেউ দিয়া দিয়া, বন মাতাইয়া, দিগন্ত কোলে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তরুকুঞ্জ মণ্ডিত বলয়াকৃতি মণি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অষ্টকোণ মণ্ডপে মনোজ্ঞ কল্পতরুমণ্ডল শ্রীমন্দির বেষ্টন করিয়া মণি কিরণ বিকীরণ করিতেছে। কি সুন্দর মরকত মণিময় পত্র নিচয়, শাখা কোলে প্রবালময় কিশলয় দুলিতেছে, পল্লবশিরে স্তবকে স্তবকে মুক্তার ফুল গুচ্ছ, আবার ঐ কেমন নীলমণি পত্র মধ্যে পদ্মরাগ মণিময় ফল গুলি ঝুলিতেছে, পত্রের নীলিম কান্তি কোলে ফলের অরুণিম কান্তি, মরি মরি কতই সুন্দর! যেন মণিময় দীপবৃক্ষে অগণিত রঙ্গ দীপমালা জ্বলিতেছে×। কল্পতরু মণ্ডলের অষ্টকোণে আটটি সমুজ্জ্বল সন্তানতরু*। চারিটির কোটি চন্দ্র সমুজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতি, চারিটির কোটি বালার্ক তুল্য অরুণ জ্যোতি বৈভবে সর্ব্বত্র আলোকিত করিয়াছে+। প্রতি দুই দুই কল্পতরুর মধ্যস্থলে এক একটি মণিবদ্ধ উচ্চ চবুতারায় এক এক রঙ্গের ফুয়ারা উঠিতেছে। এক এক চবুতারায় এক এক রঙ্গের পদ্মবন উদ্গ্রীব বৃন্তকোলে;

×উপক্রমণিকা ৩য় অংশ ৪।৬ ধ্যান দ্রষ্টব্য।

* পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দার পরিজাতকঃ।
সন্তান কল্প বৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনং॥ অমরকোষ।
মন্দার, পরিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন। এই পঞ্চ দেব তরু। ইহার সাধারণ নাম কল্পতরু।

+ উপক্রমণিকা ৩য় অংশ ৫৭ পৃ ১ শ্লোক।

উৎপতিত শীকরাম্বু‡ সম্পাতে মন্দ মন্দ দুলিতেছে। প্রতি চবুতারার চতুস্পার্শ্বে স্বর্ণময় বৃতি + বেষ্টনে বিবিধ বর্ণ জবা, গোলাপ, কুন্দ, কুরুবক, কর্ণিকার করবীর, জাতী, যূথী, মল্লিকা, গন্ধরাজ, বেলী, প্রভৃতি সুগন্ধ সুদৃশ্য পুষ্পতরু মণ্ডলাকারে ফুলভারে লুটাইতেছে। তোরণে তোরণে ললিত লতাবলির ললিত লাবণ্য রাশি, তার উপর স্তবকে স্তবকে নানা বর্ণ ফুল সৌন্দর্য্য, তাহাতে যোড়া যোড়া ভৃঙ্গাঙ্গনার নৃত্যরঙ্গ। সুনির্ম্মিত স্বর্ণ বৃতের প্রতি স্বর্ণ স্তম্ভশিখরে এক একটি যন্ত্র ময়ূর মণি চিত্র পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতেছে, তাহাদের চঞ্চল কলাপ কোলে নানাবর্ণ মণিমাণিক্য হীরকাবলী ঝিলি মিলি জ্বলিতেছে। প্রতি কল্পপাদপ তলে পুষ্প বাটিকার সমপরিমাণ সোপান মণ্ডিত মণি বেদিকা ব্যবধানে ব্যবধানে স্বর্ণ স্তম্ভ শোভিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণপথ। আবার কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ছটায় অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য রাশির ঘটা দেখ! অচল সৌন্দর্য্যে সচল সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ ভঙ্গে যেন অতুল সৌন্দর্য্য সিন্ধু উছলিয়া পড়িতেছে। আহা! ঐ দেখ কিশোরী কুঞ্জ দাসীগণ নানা কার্য্য ব্যপদেশে কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে যাইতেছেন। নানাবিধ সেবোপায়ন হস্তে চপল চরণে নূপুর বাজাইয়া মসৃণ মণি প্রাঙ্গণ তলে মণিপাদপের কোলে কোলে প্রতিবিম্ব খেলাইয়া পরিসর কুঞ্জ পথে ছুটিতেছেন। কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন, কেহ কেহ পরস্পর কার্য্য বিনিময় করিয়া অর্দ্ধপথেই ফিরিতেছেন, কোথাও দুইটি কিশোরী কুসুম প্রফুল্ল সহাস্য মুখে পরস্পর কথা কহিতেছেন। কেহ কথা প্রসঙ্গে উল্লাস তরঙ্গে নিজ সখীর অঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। কেহ কোন প্রতিকূল গামিনী সখীর অঞ্চল ধরিয়া হাসিতে হাসিতে স্বপথে আকর্ষণ করিতেছেন। আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! নীলিম মণি প্রাঙ্গণে যেন বিজুরী লতার চপল বিলাস মধুর মাধুরী তুলিয়া খেলিতেছে।

মধ্যস্থলে ক্রমোচ্চ পদ্মাকৃতি শত দল মণি সোপান শিখরে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত নিকেতন শত স্তম্ভ শত প্রকোষ্ঠ শত দ্বার মণ্ডিত কল্পলতা পরিবৃত অষ্টকোণ শ্রীমণিমন্দির। মরি মরি কতই সুন্দর, কতই মনোহর, যেন ভুবনৈশ্বর্য্যের সার সমষ্টি। নয়ন পালটিতে পারিনা, ঊর্দ্ধ দেখিব কি মধ্য দেখিব, যে

‡ শীকর...অম্বুকণা।
+ বৃত...বেড়া। স্বর্ণময় বৃতি...স্বর্ণের কারুকার্য্যময় গরাদ্র বা রেলিং।

দিকে চাই, সেই দিকেই নয়ন স্তম্ভিত হয়। এক একটী ঠাঁই কল্লান্ত ধরিয়া দেখিলেও দেখার শেষ হয় না। ঐ ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, সম বিষম বাহু অষ্ট কোণ শ্রীমণি মন্দিরের মণি চিত্র ছত্রাকৃতি উন্নত চূড়া গগণতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মুক্তাপ্রাল জড়িত মণি চিত্র সুবৃহৎ হেম কলস, তাহার উপর সুদীর্ঘ স্বর্ণ দণ্ডে স্বর্ণ সূত্র বিচিত্র বিশাল ধ্বজ উড়িতেছে। মন্দির চূড়ে নানা বর্ণ সমুজ্জ্বল মণি মাণিক্য হীরক চিত্রে কত বিচিত্র লতা-পত্র-ফল-পুষ্প জলন্ত জ্যোতিতে ঝলমল করিতেছে। মঠপ্রান্তে ক্রম নিম্নোচ্চ মণিময় স্তর, প্রতি স্তরের স্বর্ণ পত্র সুন্দর ঝালরে মতি, মুক্তা হীরকাদির সুন্দর সাজনী। স্তর নিম্নে মণিময় ভিত্তি গাত্রে স্বর্ণ জালাকৃত সারি সারি সুগোল গবাক্ষ শ্রেণী। প্রতি গবাক্ষের কারুকার্য্য চারু স্তর বেষ্টনে সমুজ্জ্বল হীরক খণ্ড জ্বলিতেছে, যেন মণ্ডলাকার অগণিত দীপমালা জ্বলিয়া দিয়াছে।

গবাক্ষতলে পার্শ্ব গৃহের সমতল ছাত। প্রান্ত ভাগে অষ্টদিকে অষ্টধনুকাকৃতি আবক্ষ সমুন্নত মণিময় মুখবন্দ, সুন্দর মণিচিত্র ক্রম নিম্নোচ্চ স্তর বিন্যস্ত, যেন আটদিকে আট খানি সমুজ্জ্বল ইন্দ্রধনু উদিত হইয়াছে। তাহাতে অবার মণিমাণিক্য হীরকাদি চিত্র লতাপাতা ফুল ফল, স্তরে স্তরে স্থূল মুক্তার ঝালর, তার কোলে কোলে নানাবর্ণ মণি লোলনী, মরি মরি কি অপরূপ সাজনী। আবার সারি সারি কনকময় হংসশ্রেনী সেই বর্দ্ধিতাগ্র মুখবন্ধ খানি মস্তকের উপর ধরিয়া আছে। তাহার তলে স্বর্ণ প্রান্ত নব দুর্ব্বাদল কান্তি বৈদূর্য্য মণি গম্ভীরায় সারি সারি পদ্মরাগ মণি নির্ম্মিত শতদল। অষ্টধনুকাকৃতি অষ্টমুখসাজনীর উপর অষ্টকোণে আটটি মণি মুরুচা। প্রতি মুরুচাশিরে সুন্দর কনক কলস, তাহার উপর স্বর্ণ দণ্ড সুন্দর পতাকা। মুখবন্ধ তলে ভিত্তি গাত্রে হীরক সমুজ্জ্বল মণি স্তর গর্ভিত সারি সারি গবাক্ষগুলি স্বর্ণচিত্র কাচাবরণে আবৃত। তাহার নিম্নে মণিময় কার্ণিশ তলে তরঙ্গিত স্বর্ণ পত্রাকৃত মণ্ডলাকার আলিন্দের সুন্দর ঢালু ছাত, যেন সুমেরু শৃঙ্গের মত শোভা পাইতেছে। ছত্রাগ্রে ভিত্তি গাত্রে স্বর্ণ প্রান্ত নীল মণি গম্ভীরায় অর্দ্ধ শায়িতা স্বর্ণময়ী উলঙ্গ স্ত্রী মূর্ত্তি। তাহার উপর মণি কাঞ্চনময় সরল কার্ণিশ। কার্ণিশাগ্রে ঢেউ দেওয়া স্বর্ণলতায় মতির ঝরণা, তাহাতে নানাবর্ণ মণির লোলক ঝুলিতেছে। কার্ণিশের উপর মুরুচাকৃতি উজ্জ্বল মণিকলস শোভিত স্বর্ণ স্তম্ভ। প্রতি স্তম্ভান্তরালে

স্বর্ণ প্রান্ত শোভিত বৈদূর্য্য মণির গরাছ। তাহার উপর যোড়া যোড়া বক্রপুচ্ছ স্বর্ণ মকর শুণ্ডে শুণ্ডে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রতি শুণ্ডাগ্রে এক এক খণ্ড উজ্জল হীরক জ্বলিতেছে। আলিন্দ ভিত্তির বাহিরে অষ্টকোণ মণ্ডলাকার কল্পলতা বিতান নানাবর্ণ পুষ্প গুচ্ছে সুশোভিত। বিতান প্রান্তে সম বিন্যস্ত পুষ্প স্তবক ঝালরের মত দুলিতেছে। উপরে সমশীর্ষ গুবাক শাখা মরকত মুরুচায় শত চন্দ্র কিরণে ঝলমল করিতেছে। প্রতি গুবাক কাণ্ডে স্তম্ভাকারে কল্পলতা বেড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার গায় গায় নানা বর্ণ ফুলগুলি কতই সুন্দর।

আবার নিম্ন দিকে চাহিয়া দেখ, শোভারাশি নয়নে ধরেনা, যেন শোভার সাগর তরঙ্গে তরঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে। ঐ দেখ উজ্জল নীলমণি প্রাঙ্গণ হইতে পদ্মাকৃতি শতদল জলদঙ্গার সম অরুণ কান্তি মণি সোপান ক্রমোচ্চ ষোড়শ স্তরে লতা বিতান পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। শতদলে শত দ্বার, প্রতি দলকোনে উৎকচ অষ্টদল মরকত মণি আলবালে এক এক ক্রমে শত গুবাক স্তম্ভ বেষ্টিত। প্রতি গুবাক কাণ্ড গাত্রে অনতিস্থূল সুনিবিড় পুষ্পিত কল্পলতা জড়াইয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে যেন এক এক গাছি সুদীর্ঘ স্থূল বনমালা লম্বমান রহিয়াছে। লতা স্তম্ভোপরি স্বর্ণ শলাকা নির্ম্মিত সছিদ্র সুন্দর ছাদ, তাহাতে কল্পলতার নিবিড় ছাউনি, প্রতি ছিদ্র জালে এক একটি পুষ্প স্তবক ঝুলিয়া নামিয়াছে, সুন্দর সমশীর্ষ নানা বর্ণ ফুল গুচ্ছগুলি প্রভাত পবন চালিত চপল সৌন্দর্য্যে বিতানতল আলা করিয়া সুগন্ধ পরাগ উড়াইয়া দুলিতেছে।

বিচিত্র মণিমণ্ডিত পরিসর লতাবিতানতলে সারি সারি মণিমঞ্চ। প্রতি মঞ্চের স্তরে স্তরে পত্র স্তবকাকৃতি সুগঠিত কণক কুণ্ডিকায় কুণ্ডিকায় বিবিধ রঙ্গ সুগন্ধ পুষ্প বৃক্ষ, বিকশিত কুসুমোপরি যোরা যোরা ভ্রমর ভ্রমরী নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে। স্তর শিখরে সুনির্ম্মিত স্বর্ণলতা জড়িত সমুজ্জল মণি পাদপ প্রজ্বলিত দীপতরুর ন্যায় জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে। দুই দুই মঞ্চের ব্যবধানে ফুলময় চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র মণি বেদিকার উপর এক একখানি সুদীর্ঘ স্বর্ণাসন। তাহার তিন দিকে স্তবকাগ্র পুষ্পমাল্য দাম প্রভাত পবনে মৃদু মন্দ দুলিতেছে। সম্মুখে ফুলের ঝালর, সর্ব্বত্র ফুল গন্ধে আমোদিত।

তারপর সুদীর্ঘ শত স্তম্ভ শোভিত অষ্টকোন মণ্ডলাকার সুন্দর আলিন্দ। শত পল * সমুজ্জল সুদীর্ঘ স্বর্ণ স্তম্ভ শিরে স্তরে স্তরে মণি মাণিক্য হীরকাদি খচিত কারুকার্য্য, কত কত লতাপাতা ফুল ফল, কত বিহঙ্গ পতঙ্গ ভুজঙ্গাদির মণিময় প্রতিকৃতি, গুচ্ছ গুচ্ছ বিলোল মতি মুক্তা প্রবাল স্তবকে মণি মাণিক্য হীরক দোলনি। প্রতি স্তম্ভের ব্যবধানে ব্যবধানে † মণিচিত্র স্বর্ণময় চাপাতলে মুক্তা জাল লম্বিত, তাহার মধ্যে মধ্যে সমুজ্জল মাণিক্য লোলক, প্রান্তভাগে স্বর্ণ স্তবকিত হীরকগুচ্ছ দুলিতেছে। উহার ধনুকাকৃতি অর্দ্ধ মণ্ডল তলে সুন্দর সুন্দর মণি মালা মণ্ডিত চক্র স্তবক, ‡ তাহাতে মণ্ডলাকারে মণি দীপাবলী নিজ প্রভায় জ্বলিতেছে। প্রতি স্তম্ভ গাত্রে চারিদিকে চারিটি মণিময় মৃগ মুণ্ডের উপর সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ পুত্তলি, প্রতি পুত্তলিকার হস্তে হস্তে দুই দুই স্বর্ণ পতাকা। ঢালু স্বর্ণ ছাদ তলে বিশাল স্বর্ণ চিত্র চারু চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপ তলে সারি সারি স্বপ্রভা সমুজ্জল মণি দীপ মালা পরিবৃত গুচ্ছ গুচ্ছ মাণিক্য মুক্তা হীরকাদি খচিত চক্র স্তবক লতাকৃতি স্বর্ণ শৃঙ্খলে লম্বিত। মধ্যে মধ্যে হীরক স্তবকিত মাণিক্য গুচ্ছ শোভিত মুক্তামালার মনোজ্ঞ হিল্লোল। নানা বর্ণ মণিচিত্র বিমল আলিন্দতল মণ্ডলে সারি সারি মণিমাণিক্য প্রবাল রজত কাঞ্চন ময় বিবিধাকৃতি রাজাসন, সিংহাসন, হংসাসন, ময়ূরাসন সারসাসন, দোলায়মান মকরাসন। কোন কোন খানি কনক ছত্র, কনক চিত্র শোভিত বিমল গজ দন্ত নির্ম্মিত। কোন কোন খানি স্বর্ণময় রণোন্মত্ত মৃগশৃঙ্গের উপর দুলিতেছে, কোন খানি পদ্মরাগ মণি নির্ম্মিত পদ্মবন মণ্ডিত, কোন কোন খানি মণি কাঞ্চনময় ফণী মণ্ডলে নির্ম্মিত। প্রতি আসনেই স্বর্ণচিত্র সুকোমল তুলি. উপরে সুচারু পুষ্প বিতান; মাল্যদাম, গুচ্ছ, স্তবকরাজি বিরাজিত অতি মনোহর। শত শত স্বর্ণময় চতুষ্পাদিকায় সুন্দর সুন্দর পুষ্পাধার, গন্ধাধার, বারিদান, তাম্বুলদান। প্রতি আসন সম্মুখে স্বর্ণচিত্র পাদপীঠ, পার্শ্বে পার্শ্বে কনকময় পতদ্গ্রহ × সুসজ্জিত।

তাহার পর শত দ্বার পার্শ্ব গৃহ মণ্ডল। শত দ্বারে শত প্রকোষ্ঠ, প্রতি প্রকোষ্ঠ স্তম্ভ চতুষ্টয়াবৃত, চতুর্দ্দিকে চতুষ্পার্শ্ব শোভিত, এক একটি সমচতুষ্কোন বিশাল মণি মণ্ডপাকৃতি। সম্মুখ দ্বার উন্মুক্ত, দুই পার্শ্ব দ্বারে অর্দ্ধাবৃত অন্তস্পট,

*শতপল—হালোর কাটা। † ব্যবধানে— ফুকারে ফুকারে। ‡ চক্রস্তবক— ঝাড়।

× পতদ্গ্রহ পিকদানী।

পশ্চাদ্দ্বার স্বর্ণজালাবৃত শ্রীমণি মন্দির গবাক্ষ। পার্শ্ব গৃহ পরিমণ্ডিত শ্রীমণি মন্দির মসৃণ দলিতাঞ্জন পুঞ্জ কান্তি মর্ম্মর মণি বিনির্ম্মিত। ভিতর বাহির সর্ব্বত্র খর্ব্ব স্থূল স্তম্ভোপরি অর্দ্ধনেত্রাকৃতি সমত্রিকোন বৃত্ত দ্বারমণ্ডল মণ্ডিত। তরঙ্গিত দ্বার শীর্ষ, ভিত্তি, স্তর, তরঙ্গ, দণ্ড, মণ্ডল, অর্দ্ধমণ্ডল, অন্তর্ম্মণ্ডল চাপ, চূর্ণক, চুতুষ্ক, বর্দ্ধক, বলয়, বেষ্টক, যুগ্মবেষ্টক, কর্ণ, কণ্ঠ, কোষ্ট, কোণ, গণ্ডি, গহ্বর, গম্ভারক প্রভৃতি প্রত্যেক স্থপত্য শিল্পই * কৃষ্ণমর্ম্মরোপরি স্বপ্রভা প্রদীপ্ত বিবিধ বর্ণ মণি, মাণিকা, হীরক, মতি, মুক্তা, প্রবাল, রজত, কাঞ্চনাদি নানারত্ন সমুজ্জ্বল কারুকার্য্য খচিত। সুন্দর, অতি সুন্দর, যেন ঘোর কৃষ্ণ মখমলের উপর মণিকাঞ্চনময় কারচুপিকার্য্য করিয়াছে। যেন নবকাদম্বিনী কোলে

* খর্ব্ব স্থূল স্তম্ভ——খিলান বঙ্গরের নিম্নস্থ থাম। অর্দ্ধ নেত্রাকৃতি...সুক্ষ্মাগ্র সমত্রিকোণ বৃত্ত, যাহাকে তেকুটি খিলান বলে। তরঙ্গিত দ্বার শীর্ষ...দ্বারের উপরিস্থিত হালোর কাটা খিলান। ভিত্তি—সমতল ভিত, দেওয়াল। স্তর—থাক কাটা; ভিত্তি গাত্রে বা স্থূল স্তম্ভগাত্রে শিল্পাদি জন্য ক্রমোচ্চ, সুনিম্ন বা ক্রম গভীর থাক্ কাটা স্থান কিম্বা খিলানের গায়ে লাগা ক্রমোচ্চ খিলান। তরঙ্গ—হালোর কাটা। দ্বারের খিলান তলে, স্তম্ভ গাত্রে বা শিল্পাদি জন্য ভিত্তি গাত্রে যে ঢেউ দেওয়া হয়। ইহা অর্দ্ধ চন্দ্র শ্রেণী, কামরাঙ্গা ফলাকৃতি, লতা ও জলতরঙ্গবৎ বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। দণ্ড...উর্দ্ধ রেখা, খারাবিট। খিলানের পার্শ্বে স্তম্ভ শির হইতে চাপ পর্য্যন্ত যে উন্নতাকৃতি ডাঁরা ভিত্তি গাত্রে উর্দ্ধরেখায় দেওয়া হয়। মণ্ডল—ভিত্তি গাত্রে শিল্পাদি জন্য বাদামী বা গোলাকার ঘেরা স্থান। অর্দ্ধমণ্ডল...অর্দ্ধ গোল বা ত্রিকোন বৃত্ত খিলানের কিনারায় যে শিল্পময় স্তর থাকে। অন্তর্ম্মণ্ডল বা গর্ভ মণ্ডল—মণ্ডল বা অর্দ্ধ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি অনুরূপ ক্রম নিম্ন স্তর। চাপ—বিট বা প্রস্থরেখা; বৃত্ত খিলানের অর্দ্ধ মণ্ডলের উপর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ভিত্তি মুখে যে সরল প্রস্থরেখায় অল্পোন্নত বিট দেওয়া হয় কিম্বা স্তম্ভোপরিস্থিত দণ্ডের উপর সংলগ্ন প্রস্থরেখা। চূর্ণক—চুনাট। চতুষ্ক—ভিত্তি গাত্রে শিল্পাদি জন্য চতুস্কোন ঘেরা স্থান। বর্দ্ধক—কার্ণিশ। বলয়—স্তম্ভ গাত্রে শিল্প ও স্তর বিন্যাস জন্য বলয়াকার অল্পোন্নত বেষ্টন। বেষ্টক...বিট। কর্ণ...থামের কান। কণ্ঠ—থামের গলাই। কোষ্ট...শিল্প জন্য ক্ষুদ্রাকৃতি চতুষ্ক ও মণ্ডল। কোণ—সরল রেখাদ্বয়ের সংযোগ স্থল। গণ্ডি—থামের গুড়ি বা চৌকী। গহ্বর...তাক বা কুলঙ্গী। গম্ভীরক—ঘোরা বীটের নালী বা চতুষ্কাদির মধ্যস্থ স্থান। প্রাচীন শিলামন্দির বা চুণের কাটাই কায করা দেবালয়াদিতে এই সকল স্থপত্য শিল্প দেখা যায়।

এ স্থলে কালা মখমলের উপর জরোয়া কারচুপী কাযের মত, কৃষ্ণ বর্ণ উজ্জ্বল মর্ম্মর শিলার উপর সেই রূপ কনকাদি রত্নময় স্বপ্রভা প্রদীপ্ত স্থপতা শিল্প জানিবেন। অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য কিন্তু বর্ণনাতীত বলিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল।

তরঙ্গিত সৌদামিনী রেখা স্থির হইয়া রহিয়াছে। সে শোভাবর্ণনাতীত, কল্পনাতীত, ধারণাতীত। যাহা দেখিতে দেখিতে নয়ন অচল হয়, চরণ অচল হয়, মনোগতি স্তম্ভিত হয়, সর্ব্বান্তঃকরণ কি এক অপূর্ব্ব বিস্ময় রসে ডুবিয়া যায়, তাহার সৌন্দর্য্যসার শিল্পকণার আভাস মাত্র কোন ভাগ্যবান কবিকল্পনায় প্রতিবিম্বিত হইলেও লেখনীমুখে ক্ষরিত হয় না, তাই সিদ্ধ কবিগণও তাহা কবিতাগ্রে আনিতে পারেন নাই। সেই অবর্ণনীয় শিল্প শোভা বর্ণন করিতে বসিলে সে শোভায় মসী প্রক্ষেপ করা হয় মাত্র, কণামাত্রও প্রকাশ করা যায় না। দেখিয়া, আবার পালটিয়া দেখ, অন্যরূপ, ইহাই চিন্তামণির স্বাভাবিক গুণ তাই, ব্রজ সৌন্দর্য্য কোটি কল্পান্তেও নিত্য নূতন। প্রতিক্ষণে, প্রতিজনে, প্রতি নয়নে, নব নব বিকাশ, তাই এই মণি মন্দির শোভা মনোমন্দিরেই রহিল প্রকাশ করিবার ভাষা পাইলাম না।

সুবিশাল দ্বারশত সমাবৃত মণিমন্দিরের চারিদিকে চারি দ্বার উন্মুক্ত, অপর গুলি স্বর্ণ জালাবরুদ্ধ, মণি মাণিক্য হীরকাদি রত্ন শিল্পময় সুন্দর গোলাকৃতি গবাক্ষ মালা পরিমণ্ডিত। সকল গুলিই সম পরিসর, সমপরিমান, সমানাকৃতি। বিশাল শতদ্বার মুখে শত প্রকোষ্ঠ পরিসর পার্শ্ব গৃহ মণ্ডল। চারি দিকের চারি মুক্ত দ্বার সম্মুখে সপল্লব কুম্ভ, ঘট, শ্বেত চামর, বন্দন মালা, পতাকাদি মাঙ্গল্যোপচার শোভিত চারিটি পথ প্রকোষ্ঠ। ইহারই সম মধ্য ভাগে নিভৃত বিলাস মন্দিরের সুন্দর দ্বারাবরণ শোভা পাইতেছে। প্রতিদ্বার প্রকোষ্ঠের উভয় পার্শ্বে সমরেখায় আট আট ও মণি মন্দিরের চারিকোণাগ্রে সমরেখায় আট আট সাকল্যে ষষ্ঠবতি পরিসর প্রকোষ্ঠ মণ্ডল সুন্দর চন্দ্রাতপ, পুষ্পবিতান, ফুল শয্যা মণ্ডিত রত্ন পালঙ্ক, উপাধান, রত্ন ব্যজন, মণিদর্পণ, কনকময় পতদ্‌গ্রহ, ভৃঙ্গার, তাম্বুল সম্পুটক, পুষ্পাধার, গন্ধাধার, বারিদান প্রভৃতি বিলাস সাধন সামগ্রী ও রত্ন চতুষ্পাদিকার উপর বেশ বিধান যোগ্য বিবিধ দ্রব্য পূর্ণ রত্নময় সুন্দর সুন্দর করণ্ডিকা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত শত সূর্য্য সম মণি কিরণে সমুজ্জ্বল।*

* ভৃঙ্গার...ঝারি। সম্পুটক—বাটা। পুষ্পাধার...ফুল চুপ্‌ড়ি। গন্ধাধার...আতরদান বারিদান... গোলাপ পাশ। করণ্ডিকা...ঝাপি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেটারা।

প্রকোষ্ঠ মণ্ডল মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা শ্যামের অলোক সামান্য গোলোক ঐশ্বর্য্য সার বিশাল নিশা বিলাস নিলয় নিভৃত নিকেতন। ঊর্দ্ধ দেশ মণিকাঞ্চন চিত্রিত বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত, তাহার নিম্নে শত শত রত্ন খচিত যন্ত্র ব্যজন দুলিতেছে, প্রান্ত যন্ত্র ব্যজনে অম্লান পুষ্পমালার ঝালর, পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ মণি জালা মুণ্ডিত মণিদীপক সমুজ্জ্বল চক্র স্তবক। শত শত মণি-মুকুর, চিত্র ফলক, রত্নপঞ্চালিকা,† মুক্তাদাম, পতাকা, মণিস্তবক, পুষ্পমালাদি বিবিধ গৃহ সজ্জায় সর্ব্বত্র সুসজ্জিত, অবর্ণনীয় শোভা সম্ভার। গৃহতল অতি বিচিত্র মসৃণ মণিচিত্রে চিত্রিত। চারপার্শ্বের গবাক্ষ তলে অপূর্ব্ব রত্নাসন শ্রেণী, ব্যবধানে ব্যবধানে রত্নময় বিবিধাকৃত চতুষ্পাদিকায় অসংখ্য বিলাস সামগ্রী, রত্নস্তবকাদি সুসজ্জিত। শত শত পুষ্পাধারে আশু প্রফুল্ল কুসুম রাশি, শত শত অঙ্গার ধানিকায় নানা-গন্ধ ধূপ শিখা উঠিতেছে, সহস্র সহস্র দীপাধারে নানাবর্ণ মণি দীপক শত শত সূর্য্য সমকিরণ জাল উদ্গীরণ করিতেছে। সেই প্রভা পরিমণ্ডলে নানারত্নোজ্জ্বল গর্ভ মন্দির ঝলমল করিতেছে।

মধ্য স্থলে সপ্রভা সমুজ্জ্বল বিশাল রত্ন বেদিকা বিচিত্র রত্ন চিত্রে সুচিত্রিত। তাহার উপর অতি মনোহর পুষ্পমণ্ডপ। *

তাহার মধ্য স্থলে স্বর্ণ চিত্র সুকোমল শয্যা মণ্ডিত চারি স্তর রত্নবেদী, উপরে সুচারু পুষ্প বিতান, + চারি পাশে নিবিড় পুষ্পমালার ঝালরে সারি

---

† পঞ্চালিকা...পুত্তলিকা।

* পুষ্পমণ্ডপ যথা; কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়াং।
শরকাণ্ডৈঃ কৃতস্তম্ভৈং চিত্রপুষ্পাদি সংবৃতৈঃ।
পুষ্পৈঃকৃতঃ চতুঃখণ্ডি বিবিধৈর্বেশ্ম ভণ্যতে॥

শরকাণ্ড নির্ম্মিত স্তম্ভ বিচিত্র পুষ্প পল্লবাদি সমাবৃত। বিবিধ পুষ্প নির্ম্মিত চারি চাল মণ্ডপকে পুষ্পগৃহ বা পুষ্পমণ্ডপ কহে।

+ বিতান...চন্দ্রাতপ যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশে—
পার্শ্বেচ স্থূলমুক্তা সিন্ধুবারে কলাপকং।
মধ্যালম্বি নবাম্ভোজশ্চন্দ্রাতপ ইতীর্য্যতে॥

যাহার পার্শ্বভাগে মুক্তাতুল্য সিন্ধুবার পুষ্প সমূহ শোভিত এবং মধ্যভাগে নব পঙ্কজ লম্বিত, তাহাকে চন্দ্রাতপ কহে।

সারি পুষ্পস্তবক। রত্ন বেদিকার উপর সুন্দর 'সোপান' সমন্বিত বিচিত্র রত্ন পালঙ্ক। স্বর্ণাভরণ সমুজ্জ্বল সোপানস্তরের চারি কোণে আট খানি সুন্দর শয্যা মণ্ডিত রত্নাসন। পালঙ্কের বিচিত্র রত্ন হেলানার উপর রত্নস্তম্ভ শিরে স্বর্ণময় ছত্রি। তাহাতে অতি পরিপাটি পুষ্প পল্লবময় উল্লোচ বিতান।* চারিদিকে স্তবকাগ্র পুষ্পমালা লম্বমান। দুই পার্শ্বে রত্নহেলানার বাহিরে সারি সারি মণি দীপক চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ আলোক বিকীরণ করিতেছে। মধ্যস্থলে সুন্দর ফুলময় যন্ত্র ব্যজন দুলিতেছে। সেই অতি বিচিত্র মণিচিত্র বিশাল রত্ন পালঙ্কে বৃন্দাদেবী স্বহস্তে ফুল শয্যা † নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফুলময় শিরোপাধান, পার্শ্বোপাধান, +

---

* উল্লোচ বিতান এক প্রকার চাঁদোয়া যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশে—

সুচিরাপঃ সদৃক্ চিত্র পুষ্প বিন্যাস নির্ম্মিতাঃ।
খণ্ডিতৈঃ কেতকী পত্রৈঃ পর্ণবানলিনং তথা॥

বহুক্ষণ স্থায়ী জল বিন্দুর ন্যায় বিচিত্র পুষ্প বিন্যাস নির্ম্মিত, খণ্ডিত কেতকী পত্রের দ্বারা পত্র বিশিষ্ট এবং ভ্রমর যুক্ত চন্দ্রাতপ বিশেষের নাম উল্লোচ।

† ফুলশয্যা যথা কৃষ্ণ গণোদ্দেশে————

চম্পকাশোক পর্য্যাপ্ত মল্লীগুম্ফিত গেণ্ডুকা।
নবমালী কৃতা তুলী বিস্তীর্ণা শয়নং ভবেৎ॥

পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চম্পক, অশোক, মল্লিকা পুষ্প গ্রথিত গেন্দুক বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর নব মল্লিকা দ্বারা নির্ম্মিত তুলীকে ফুল শয্যা বলে। শ্রীরাধাগোবিন্দের ফুল শয্যা নির্ম্মাণে বৃন্দাদেবীরই অধিকার। যথা অষ্টকালিয়ে—

যমুনা পুলিনে চম্পক কাননে
বিলাস মন্দির সাজে।
বৃন্দা বিধুমুখী বিনোদ বিছানা
করল তাহার মাঝে॥
ফুল্ল কমল দল সুকোমল
তুলীর তুলনা করি।
পালঙ্ক উপরি পাতল সুন্দরী
চৌদিকে ফুলের ঝুরি॥

\+ উপাধান—বালিস।

পুষ্পোপাধান সজ্জিত করিয়াছেন। সেই সুকোমল ফুল শয্যার উপর মরি মরি কি
। রূপম প্রেম সৌন্দর্য্য রাশি হিল্লোলে হিল্লোলে উছলিয়া পড়িতেছে।

(গ্র)

বিরমল রতিরণ বৈঠল দুহুঁ জন,
মোছই দুহু মুখ চন্দ্র।
দুহুঁ জন বদনে, তাম্বূল দুহু দেওল,
বসন ডুলায়ত মন্দ॥
দুঁহু মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই,
দুহুঁ দুহুঁ তনু বিলুঠাই॥
নীল পীত বসনে শোভিত ভেল দুহুঁ তনু,
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রসিক, রমণী রস নাগরী,
তৈছন বিদগধ রাজ॥
কতহুঁ যতন করি বিহি নিরমায়ল,
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকসিত কুসুম শোভিত নব পল্লব,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ (প)

॥ ৭ ॥

সুধা আশে চাঁদের পাশে চকোর চকোরী উড়িয়া উড়িয়া ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া নৃত্য
স সুধা কি? সুধা সেই সুবিমল চাঁদখানির ঢল ঢল ললিত লাবণ্য
চাঁদটি তার সুলভ কি দুর্লভ, সে ভাবনায় অবসর নাই, সেই ললিত

বিচিত্র বসনে ঝাঁপিল তথনে
বান্ধল পাটের জাদে।
পালঙ্ক দুপাশে ফুলের বালিশে
দেয়লি মনের সাধে॥
পদকল্পতরু॥

লাবণ্য রাশি দেখিয়াই সে আপন সুখে নৃত্য করে, আর কিছু চায়না। ইহারই নাম স্বাভাবিকী প্রীতি। স্বভাবে নব মেঘ দেখিয়া ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করে। স্বভাবে কাদম্বিনী কোলে চাতক চাতকিনী নৃত্য করে। স্বভাবে সুধাকর কর পরশনে কুমুদিনী হাঁসি মুখে বিকাশিত হয়। জগতে স্বভাবের সৌন্দর্য্য বড়ই সুন্দর, স্বভাবের প্রীতি বড়ই মাধুর্য্যময়, কিন্তু দুর্ল্লভ, অতি দুর্ল্লভ; মায়িক জগতে উহার পূর্ণ বিকাশ নাইই, সত্বানন্দেও নাই, চিদানন্দেও নাই, আছে কেবল সেখানে সৎ চিৎ ডুবাইয়া প্রেমানন্দ লহরী খেলিতেছে, সেই শ্রীরাধাশ্যামের ব্রজ ধামে। চাঁদ চকোরে মেঘ ময়ুরে যে স্বভাব প্রীতির কণা দেখিয়াছ, তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিবে? ঐ দেখ অলক্ষ্যে প্রতি কক্ষে গবাক্ষে গবাক্ষে নয়ন রাখিয়া শত সহস্র ব্রজ সুন্দরী চিত্তহারা হইয়া চিত্র পুতলীর মত দাঁড়াইয়া আছেন, উহাই সেই স্বভাবের অকৃত্রিম পূর্ণ প্রেম মাধুর্য্য।

নিকুঞ্জ মণি মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বার কক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম কক্ষেই আটটি প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী + এক গবাক্ষে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ঐ যে

+ তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্য পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন॥
প্রিয়সখ্যশ্চ পরম প্রেষ্ঠ সখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার সখী পাঁচ প্রকার। যথা সখী, নিত্য সখী, প্রাণ সখী, প্রিয়সখী, পরম প্রেষ্ঠ সখী। পরম প্রেষ্ঠ সখীকে কোন কোন গ্রন্থে প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীও কহেন।

পরম প্রেষ্ঠ সখ্যস্তু ললিতা স বিশাখিকা।
সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা॥
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগুণাগ্রিমাঃ॥
আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরম কাষ্ঠয়া।
কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তদাধিক্য মিবেক্ষ্যতে॥

ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, এই আটটি শ্রীরাধার পরম প্রেষ্ঠ সখী। ইহাঁদের তুল্য সর্ব্ব গুণসম্পন্না আর কেহ নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণে ইঁহাদের সমান প্রেম পরাকাষ্ঠা। কখন

প্রথমেই কিঞ্চিদূর্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া (১৪ ব ২৭) একটি ভুবন মোহিনী দিব্য ভূষণ বিভূষিত চারু বাহু বল্লরী উত্তান ভাবে গবাক্ষের উপর রাখিয়া অপর হস্তে প্রিয় সখীর কর ধারণ করিয়া আছেন, উনিই শ্রীরাধার সর্ব্ব প্রধানা প্রাণ শ্রেষ্ঠ সখী সুললিতা ললিতা। মরি মরি! কি সুকুমার নব গোরোচনা বিনিন্দিত অঙ্গকান্তি, লাবণ্যভারে অঙ্গে অঙ্গে তপ্তকাঞ্চন দ্যুতি তরঙ্গ খেলিতেছে কিবা নবীন নধর বিম্বাধর আকর্ণ বিস্ফারিত

কখন শ্রীরাধায় কখন কখন শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্য বৎ প্রতীয়মান হইলেও ইঁহাদের উভয়ের প্রতিই সম স্নেহ।

মিথঃ প্রেম গুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তি কারিতা।
অভিসার দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণং॥
নর্ম্মাশ্বাসন নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাট পাটবং।
ছিদ্র সম্বৃতি রেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা।
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ॥
তয়োদ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশ প্রেষণস্তথা।
নায়িকা প্রাণ সংরক্ষ্যা প্রযত্নাদ্যা সখী ক্রিয়া॥

উজ্জ্বল নীলমণি।

নায়ক নায়িকা পরস্পরের নিকট পরস্পরের প্রেম ও গুণাদির উৎকর্ষ কীর্ত্তন অর্থাৎ নায়কের নিকট নায়িকার ও নায়িকার নিকট নায়কের প্রেম ও গুণাদির আধিক্য কীর্ত্তন। ১। নায়িকার প্রতি নায়কের ও নায়কের প্রতি নায়িকার আসক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা। ২। উভয়ের অভিসার অর্থাৎ নায়িকার নিকট নায়ককে আনয়ন এবং নায়কের নিকট নায়িকাকে আনয়ন। ৩। শ্রীকৃষ্ণে সখী সমর্পণ। ৪। পরিহাস। ৫। আশ্বাস দান। ৬। নায়ক নায়িকার বেশ বিন্যাস। ৭। নায়ক নায়িকার মনোগত ভাব উদ্ঘাটন পটুতা। ৮। নায়িকার দোষ গোপন। ৯। পত্যাদি বঞ্চন। ১০। শিক্ষা প্রদান। ১১। উপযুক্ত সময়ে পরস্পরের মিলন সংঘটন। ১২। চামরাদি সেবা। ১৩। নায়ক ও নায়িকাকে তিরস্কার। ১৪। সংবাদ প্রেরণ। ১৫। বিপ্রলম্ভ রসে নায়িকার প্রাণ রক্ষার্থ যত্ন। ১৬। ইত্যাদি সখী কার্য্য।

ইন্দিবরনিন্দি নয়ন কোলে চল চল ভ্রমর কৃষ্ণ কণীনিকা। × কর্ণে দিব্য রত্ন কুণ্ডল গণ্ড প্রান্তে জ্যোতি খেলাইয়া দুলিতেছে। তিলফুল সুন্দর নাসাগ্রে মুক্তার নোলক, দিব্যালঙ্কারে ‡ সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত, অঙ্গজ্যোতি সংকৃত দিব্য ভূষণ জ্যোতি ময়ূর পুচ্ছাভ বিচিত্র ওড়নার সূক্ষ্ম অন্তরাল ভেদ করিয়া ঝলমল করিতেছে। বক্ষে বিচিত্র কনক চিত্র কাঁচলী, রক্তবর্ণ সুচেল বিরচিত ঘাগরার স্বর্ণচিত্র সুন্দর পাইর, পদপ্রান্তে চলচল করিতেছে। চরণে সুন্দর রত্ন মঞ্জীর, তাহাতে ঝিঞ্জির বদ্ধ চারু চরণ পদ্ম চরণ পদ্মে অলিতেছে, পদাঙ্গুলের প্রতি অঙ্গুলিত্রে * সেই ঝিঞ্জির গুলি সংলগ্ন হওয়ায় কতই সুন্দর দেখাইতেছে। মূর্ত্তিখানি যেন স্বভাবতই তেজস্বিনী, তেজস্বিনী অথচ কারুণ্য কোমল তরল তারুণ্য তরঙ্গিণী। স্বভাব বামা প্রখরা। † পিতা বিশোক, মাতা শারদী, পতি ভৈরব। শ্রীরাধাশ্যামের তাম্বুল সেবাধিকারিণী। সর্ব্বাধ্যক্ষা, সকল সখীর শিক্ষয়ত্রী।

ললিতার বাম পার্শ্বে ঐ যে একটি পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভুবন সুন্দরী ললিতার হস্ত ধরিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অপর হস্তে ওড়নার অঞ্চলে প্রেমাশ্রু মার্জ্জন করিতেছেন, উনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম বিশ্বাসপাত্রী বিশাখা। কিবা স্থির বিদ্যুৎ বিনিন্দ্য বর্ণ জ্যোতি। ললিত লাবণ্য-চারু কমল-কোমল কমনীয় কান্তিরাশি যেন অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ খেলিতেছে। বক্ষে স্বর্ণচিত্র রক্তিম কাঁচলী, পরিধান স্বর্ণপ্রান্ত নীলশারীর ঘাগরী, তারাবলী বিচিত্র সুনীল ওড়না ভেদ

× কণীনিকা—নয়নের তারা। ‡ দিব্যালঙ্কার স্বর্গীয় অলঙ্কার।

* অঙ্গুলিত্র এ স্থলে আঙ্গুল চুট্‌কী।

† বাম প্রখরা লক্ষণং উজ্জ্বল নীলমণৌ যথা—

প্রেম সৌভাগ্য সাদ্‌গুণ্যাদাধিক্যাদধিকা সখী।
সমা তৎ সাম্যতো জ্ঞেয়া তল্লঘুত্বাত্তথা লঘুঃ॥
দুলর্ঙ্ঘ্য বাক্য প্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যাতৎ সাম্য মাগতা॥
ললিতাদ্যাস্তু গান্ধর্ব্বা য়ূথেহত্র প্রখরাধিকাঃ।
আপেক্ষিক লঘুশ্চাত্র কথিতা ললিতাদিকাঃ॥
সা লঘু প্রখরা দেধা ভবেদ্বামাথ দক্ষিণা॥

করিয়া বিবিধ ভূষণ কান্তি ঝলমল করিতেছে। অয়ি ময়ি যেন সাক্ষাৎ দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, প্রীতি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বভাব অধিক মধ্যা * পিতার নাম পাবন, মাতা দক্ষিণা, পতি বাহিক। বস্ত্রালঙ্কার সেবাধিকারিণী। শ্রীরাধার সমস্ত গুণগুলিই ইহাঁতে যেন প্রতিবিম্বিত, রূপে, গুণে, বেশে, বয়সে শ্রীরাধার সমান বলিয়াই ব্রজমণ্ডলে ইনি অনুরাধা নামে বিখ্যাতা।

বিশাখার বামপার্শ্বে কিঞ্চিদূন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া (১৩ব ১১মা ২৪দি) ঐ সুকুমারীটির নাম চিত্রা। সুন্দর নব কুঙ্কুমারুণ বর্ণ। কর্ণে মনোহর কুণ্ডল দুলিতেছে। নানাভূষণ বিভূষিত সুগোল অঙ্গকান্তি কাচনিচয় নিন্দিত পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া চিলিমিলি করিতেছে। যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা; স্বভাব অধিক

মান-গ্রহে সদোদযুক্তা তচ্ছৈথিল্যেচ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥
যূথেঽত্র বাম প্রখরা ললিতাদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

সখীগণের মধ্যে যাঁহার প্রেম সৌভাগ্য ও সাদগুণ্য অধিক, তাঁহাকে অধিকা কহে। যাঁহাতে সম অর্থাৎ অধিকও নহে, অল্পও নহে, তাঁহাকে সমা কহে। যাঁহাতে লঘু অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প তাঁহাকে লঘু কহে। যাঁহার বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না সেই গৌরবান্বিতাকে প্রখরা কহে। ঐ রূপ গৌরবের অল্পতা হইলে তাঁহাকে মৃদ্বী কহে। আর যিনি সম গৌরবা তাঁহাকে মধ্যা কহে।

অতএব অধিকা, সমা, লঘু, এই তিন প্রকার সখী আবার প্রখরা, মধ্যা, মৃদ্বী, ভেদে নয় প্রকার হয়। অর্থাৎ অধিক প্রখরা ১। অধিক মধ্যা ২। অধিক মৃদ্বী ৩। সম প্রখরা ৪। সম মধ্যা ৫। সম মৃদ্বী ৬। লঘু প্রখরা ৭। লঘু মধ্যা ৮। লঘু মৃদ্বী ৯।

গান্ধর্ব্বা অর্থাৎ শ্রীরাধার যূথে ললিতাদি কতকগুলি সখী অধিক প্রখরা। শ্রীরাধা অপেক্ষা ললিতাদি সখীদিগকে আপেক্ষিকী লঘু অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত লঘু বলা যায়। অতএব ইহাঁরাই লঘু প্রখরা। এই লঘু প্রখরা সখী আবার বামা-ও দক্ষিণা ভেদে দুই প্রকার। যে সখী আপন যুথেশ্বরীকে মান করাইবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগী হন, মানের শৈথিল্য দেখিলে কোপনা হন, এবং নায়ক যাঁহাকে ভেদ অর্থাৎ বশীভূত করিতে সমর্থ হন না সেই কুটিলা সখীকে বামা কহে। শ্রীরাধার যূথে ললিতাদি কতকগুলি সখীর স্বভাব বাম প্রখরা।

\+ ইয়ন্ত্বধিক মধ্যাহি গৃহমন্ত্রাস্তু যাবটে॥
ধ্যান চন্দ্র পদ্ধতি।
অত্রযুথে বিশাখাদ্যা ভবন্ত্যধিক মধ্যমা॥ উজ্জ্বল নীলমণিঃ॥

স্বভাব অধিক মধ্যা, গৃহ যাবটে। শ্রীরাধার যূথে বিশাখা প্রভৃতি কতকগুলি সখী অধিক মধ্যা। অধিকা ও মধ্যার লক্ষণ ললিতার টীকায় দ্রষ্টব্য॥

মৃদ্বী ‡। পিতা চতুর, মাতা চর্চ্চিকা, পতি পীবর। শ্রীরাধার অভিলষিত বস্ত্র দান সেবা।

ইঁহার বামে ঐ কিঞ্চিদুন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া (১৩ব ১১মা ২৯দি) চারু স্বর্ণ চম্পক বর্ণা চম্পক লতা। পরিধান স্বর্ণ চাতক কান্তি বিচিত্র পরিচ্ছদ। স্বভাব বাম মধ্যা।* পিতা আরাম, মাতা বাটীকা, পতি চণ্ড। রত্নমালা দান ও চামর বীজন সেবা। গুণে প্রায় বিশাখার সমতুল্যা।

চম্পকলতার বামেই সঙ্গীত বিদ্যাগুরু তুঙ্গ বিদ্যা। কি সুন্দর সিত গৌর অঙ্গ জ্যোতি, যেন কুঙ্কুমে চন্দনে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে শত চন্দ্রের কিরণ রাশি মাখাইয়া রাখিয়াছে। পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল যুক্ত বিচিত্র স্বর্ণচিত্র চারু পরিচ্ছদ, তাহার মধ্য দিয়া নানা অলঙ্কার জ্যোতি ঝলমল করিতেছে। বক্ষে স্বর্ণ মুদ্রিত সুচারু কারুকার্য্য খচিত কাঁচলী, তাহার উপর হারাবলী দুলিতেছে। কর্ণে কুণ্ডল, নাশায় মুকুতা, বয়স কিঞ্চদূর্দ্ধ চতুর্দ্দশবর্ষ (১৪ব ৫দি।) মরি মরি! রূপের সীমা নাই, যেন সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মূর্ত্তি। স্বভাব দক্ষিণা প্রখরা।† পিতা পৌষ্কর, মাতা মেধা, পতি বালিস। নৃত্য গীতাদি সেবা।

---

‡ ইয়ন্তধিক মৃদ্বীচ গৃহমস্যাস্ত বাবটে। ধ্যান চন্দ্র পদ্ধতি।

অধিকা মৃদবশ্চাত্র চিত্রা মধুরিকাদয়ঃ। উজ্জ্বল নীলমণিঃ॥

স্বভাব অধিক মৃদ্বী, গৃহ বাবট। শ্রীরাধার যূথে চিত্রা ও মধুরিকাদি সখী অধিক মৃদ্বী। অধিকা মৃদ্বীর লক্ষণ ললিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

* বাম মধ্যা স্বভাবেয়মিতি ধ্যান চন্দ্র পদ্ধতিঃ।

বামা ও মধ্যার লক্ষণ ললিতার টীকা দ্রষ্টব্য॥

† দক্ষিণা প্রখরোদিতা। কৃষ্ণ গণোদ্দেশ।

তুঙ্গবিদ্যাদিকাচাত্র দক্ষিণা প্রখরাভবেৎ।

তত্রৈব দাক্ষিণা লক্ষণং।

অসহ্য মান নির্ব্বন্ধে নায়কেযুক্ত বাদিনী।

সামভিস্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥ উজ্জ্বল নীলমণিঃ।

শ্রীরাধার যূথে তুঙ্গবিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি সখী দক্ষিণা প্রখরা। প্রখরা অর্থাৎ লঘু প্রখরা বামা ও দক্ষিণা ভেদে দুই প্রকার। ললিতার টীকা দ্রষ্টব্য। দক্ষিণা লক্ষণ এই, যিনি নিজ যূথেশ্বরী নায়কের প্রতি মান করিলে অসন্তুষ্ট হন। যিনি নায়ককে অযুক্ত কথা বলেন না এবং মিষ্ট কথায় যাঁহাকে বশীভূত করা যায়, তাঁহাকে দক্ষিণা কহে॥

তুঙ্গবিদ্যার বাম পার্শ্বে ঐ যে ভুবন সুন্দরী বিশুদ্ধ হরিতালবর্ণ রূপে কক্ষতল আলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উনিই নৃত্যোৎসব সুরঙ্গিণী ইন্দুরেখা। সুন্দর স্বর্ণ রঞ্জিত দাড়িম্ব পুষ্পাঙ্গ পরিচ্ছদ, সুচারু স্বর্ণালঙ্কারে তেজস্বতী মূর্ত্তি যেন ঝলমল করিতেছে। কিঞ্চিদূন চতুর্দ্দশ বর্ষ (১৩ ১১ মা ২৭ দি) বয়স; কৈশোর সুলভ চপলতার যেন বিজুরী মালা খেলিতেছে। স্বভাব ললিতার মত বামা প্রখরা, সেই প্রকার ঘার বাঁকাইয়া তেজোজ্বল চাহনী, আবার সেই তেজের সঙ্গে অঙ্গে অপাঙ্গে রসরঙ্গের যেন তরল তরঙ্গ বহিতেছে। মরি মরি যেন মূর্ত্তিমতী বাসন্তী রতি, যেন যেন মলয়ানিল তরলা লবঙ্গলতার ললিত লাবণ্যরাশী ফুলের হাঁসি অঙ্গে মাখিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুন্দরীর পিতা সাগর, মাতা বেলা, পতি দুর্ব্বল, চামর সেবা।

ইহঁার বামে ঐ রস রঙ্গিণী রঙ্গ দেবী। বয়স কিঞ্চিদূন চতুর্দ্দশ বর্ষ। (১৩ ব ১১ মা ২৩ দি) অবয়ব পূর্ণ অথচ বালিকা ভাবটি তাহার সহিত যেন মাখান, যৌবন গরিমা যেন বালিকা মধুরিমার চপল আবরণ খানি ফেলিয়াও ফেলে নাই; যেন নব প্রফুল্ল বেলার মধুর মাধুরী মূর্ত্তিমতী, ফুটিয়াছে তবুও আধফুটন্ত ভাবটি ছাড়ে নাই। বর্ণখানি পদ্মকেশর তুল্য, তাহাতে যেন গলিত কাঞ্চনের ললিত লাবণ্য ঝলকাইতেছে। সেই সোনার অঙ্গে সুন্দর অলঙ্কার রাশি যেন রূপ তরঙ্গে চাঁদের ছলনা, মরি মরি কতই শোভা, আবার পরিধানে তরুণ রবি কর সমুজ্জল জবারুণ পরিচ্ছদ, তাহাতে স্বর্ণ সূত্র বিচিত্র কারুকার্য্য। কাঁচলী কোলে হারাবলী ঝলমল করিতেছে, কণ্ঠে কণ্ঠহার, কর্ণে রত্ন তাড়ঙ্ক, নাসিকায় গজমতির নোলক দুলিতেছে। সুন্দরী এক খানি হস্ত গবাক্ষে রাখিয়া অপর হস্ত মাজায় দিয়া ভঙ্গিম ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন যেন সুশীলা শরৎলক্ষ্মী। স্বভাব চম্পকলতার মত বাম মধ্যা, গুণেও চম্পকলতার প্রায় সমান সমান। পিতার নাম রঙ্গসার, মাতা করুণাময়ী করুণা, পতি ভৈরবের কনিষ্ট বক্রেক্ষণ। চন্দন সেবা।

রঙ্গদেবীর বামে ঐ যে তুল্যাকৃতি আর একটি ভুবনমোহিনী দাঁড়াইয়া আছেন, উনি রঙ্গদেবীর জমজা ভগ্নী কনিষ্ঠা সুদেবী। রূপ গুণ বয়োবেশাদি সমস্তই রঙ্গদেবীরই সমান, কেবল মাত্র আট দণ্ডের ছোট বড়। উভয়ের এতই সৌসাদৃশ্য যেন দর্পণের প্রতিবিম্ব, যেন এক জনেরই দুইটি আকৃতি।

কোন্‌টি রঙ্গদেবী, কোন্‌টি সুদেবী, রূপ দেখিয়া সহসা চেনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণও সময় সময় ভ্রমে পড়িয়া গোপীমণ্ডলী হাসাইয়া থাকেন। বয়স ও বেশ ভূষণাদিও উভয়েরই একপ্রকার, কেবল স্বভাবের বিভিন্নতা ভিন্ন অন্য পার্থক্য কিছুমাত্র নাই; রঙ্গদেবীর স্বভাব বামমধ্যা, সুদেবীর স্বভাব ললিতার মত বাম-প্রখরা, এইমাত্র প্রভেদ। সুন্দর প্রতপ্ত কনককান্তি সুচারু অঙ্গযষ্টি, পরিধান প্রোদ্যৎ প্রবালদ্যুতি স্বর্ণচিত্র চারু-রক্ত-পরিচ্ছদ, তেজস্বতী প্রভাবতীমূর্ত্তি। পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ রঙ্গদেবীর দেবর। জল সেবাধিকারিণী।

এই ললিতাদি আটটি বরিষ্ঠমণ্ডলের পরমপ্রেষ্ঠ সখী। * ইঁহাদের তুল্যই আর আটটি দ্বাদশবর্ষীয়া ভুবনসুন্দরী বালা, ঐ যে পূর্ব্বদ্বার কক্ষের বামপার্শ্বের এক কক্ষে এক গবাক্ষে ভাবভর-ভঙ্গিমায় অচল নয়নে অচল চরণে দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহারা বরমণ্ডলের পরমপ্রেষ্ঠ সখী। § বরিষ্ঠ মণ্ডলের ললিতাদি

* সমাজঃ পরমপ্রেষ্ঠ সখীনাং প্রথমো মতঃ।
বরিষ্ঠঃ সুবরশ্চেতি স সমন্বয় যুগ্ম ভাক্॥
বরিষ্ঠো রসতঃ খ্যাতঃ সদা সচিবতাং গতঃ।
তয়োরেব সমোর্দ্ধোবানাসৌ প্রেমঃ সমাশ্রয়ঃ॥
প্রপন্নঃ সর্ব্বসুহৃদাং পরমাদরণীয়তাং।
অপার গুণরূপাদি মাধুরীভিশ্চ ভূষিতঃ॥

কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।

পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের সমাজই প্রথম। বরিষ্ঠ ও সুবর ইহার দুইটি সমন্বয়। বরিষ্ঠ সমাজ রসে বিখ্যাত, শ্রীরাধার নিত্য সচিবস্বরূপ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের সম্যক্ আশ্রয়, ইঁহাদের সমান বা অধিক আর নাই। ইঁহারা সকল সখীরই পরমাদরণীয়া। অপার গুণরূপমাধুরীতে বিভূষিতা। (ললিতাদি অষ্ট সখী এই বরিষ্ঠ সমাজের পরমপ্রেষ্ঠ সখী।)

§ এতদষ্টক কন্যাভিরষ্টাভিঃ কথিতো বরঃ।
এতা দ্বাদশবর্ষীয়া শ্চলদ্বাণাঃ কলাবতী॥
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাক্ষী রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পমঞ্জরী ফুল্লকলিকাহনঙ্গমঞ্জরী॥ কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।

আটটি পরমশ্রেষ্ঠ সখী কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্যবতী, বয়মণ্ডলের কলাবতী প্রভৃতি আটটি পরমশ্রেষ্ঠ সখী বালিকাসুলভ চপলভাষিণী, সুন্দর সরলতামাখা মাধুরীমতী তরলতায় নৃত্যমানা নবপ্রতিমা।

ঐযে সুন্দর হরিচন্দন নিন্দিত সিতগৌরকান্তি একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালা স্বর্ণরঞ্জিত শুকপক্ষবর্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া গবাক্ষগাত্রে হস্ত দুখানি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহার নাম কলাবতী। পিতা কলাঙ্কুর, মাতা সিদ্ধমতী বা সিন্ধুমতী। বাহিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কপোত ইঁহার স্বামী। ১

ইঁহার দক্ষিণপার্শ্বে ঐযে সরস্বতীর মত শুভ্রবর্ণা * একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালা রূপপ্রভায় কক্ষতল আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উনই বিশাখার কনিষ্ঠা শুভাঙ্গদা। পীবরের কনিষ্ঠ পতত্রী ইঁহার স্বামী। ২

শুভাঙ্গদার দক্ষিণে ঐযে স্বর্ণবর্ণা দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দরী প্রস্ফুটিত অপরাজিতা কুসুমশ্রেণীর মত বিচিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া আছেন, উনি হরিণী গর্ভসম্ভূতা হিরণ্যাক্ষী। ইঁহার সুন্দর দেহখানি যেন সমস্ত সৌন্দর্য্যের আলয়। এক বৃদ্ধ গোপ ইঁহার পতি। ৩

উঁহার পার্শ্বে ঐ মনঃশিলা কান্তি দ্বাদশবর্ষীয়া বালা রত্নলেখা। স্বর্ণরঞ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ সুচারু পরিচ্ছদে কত শোভায় হাট পাতিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইনি শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার সহচারিণী। স্বভাব প্রখরা। ইঁহার পতির নাম কড়ার। পিতা পয়োনিধি, মাতা কুঠারিকা। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকট আসিতে দেখিলে দূর হইতে নেত্র ঘুরাইয়া তর্জ্জন করেন। ৪

ঐযে কর্ণিকার কুসুমবর্ণা একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালা, রত্নলেখার স্কন্ধে ভর দিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া আছেন, উনি কুন্দলতার কনিষ্ঠা শিখাবতী। মরি মরি কিবা তড়িত্তিত্তিরিপক্ষরুচি বিচিত্র বসন ভূষণে রূপের ছটা যেন ফুটিয়া

ইঁহাদের তুল্যই আর অষ্ট নায়িকার সমাজের নাম বয়। ইঁহারা সকলেই দ্বাদশবর্ষীয়া, বালিকাসুলভ চপলভাষিণী। ইঁহাদের নাম কলাবতী ১ শুভাঙ্গদা ২ হিরণ্যাক্ষী ৩ রত্নলেখা ৪ শিখাবতী ৫ কন্দর্পমঞ্জরী ৬ ফুল্লকলিকা ৭ অনঙ্গমঞ্জরী ৮।

* শুভাবদাত বর্ণৈষঃ (কৃঃ গঃ)। শুভাঙ্গদা তড়িদ্বর্ণা (ঐ গ্রন্থান্তরে)।

পড়িতেছে। ইঁহার অপর নাম ধন্যা। পিতা ধেনুধন্য গোপ, মাতা সুশিখা, পতি গরুর বা গড্ডর গোপ। রত্ন-ভূষণ সেবা। ৫

ইঁহার পার্শ্বে ঐযে শুকপক্ষীর ন্যায় শ্যামবর্ণা একটি দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী নানারত্ন খচিত বিচিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া ফুল্লকলিকার অঙ্গে অঙ্গ হেলা দিয়া সুভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহারই নাম কন্দর্পমঞ্জরী। ইঁহার পিতা পুষ্পাকর কৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া অন্য পাত্রে বিবাহ দেন নাই সুতরাং এই কন্যা তিনি মনে মনে কৃষ্ণকেই দান করিয়াছিলেন। মাতার নাম কুরুবিন্দা। ৬

কন্দর্পমঞ্জরীর স্কন্ধে ভর দিয়া ঐযে ইন্দীবর শ্যামা ভুবনমোহিনী ইন্দ্রধনুকের মত বিচিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া রূপে ভুবন মোহিত করিতেছেন উনি শ্রীমল্ল গোপ-দুহিতা ফুল্লকালিকা। বয়স দ্বাদশবর্ষ, শৈশব যৌবন মিশামিশি, রূপরাশি যেন আধফুটন্ত কলিকার মত কত মধুমাখা। নব ইন্দীবর বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, সেই ঘর্ম্ম জলে অলকাকোলে পীত তিলকাবলী বিগলিত হইয়া কতই শোভা দিতেছে, মরি মরি যেন পরাগ পরিব্যাপ্ত নীলনলিনী। মাতার নাম কমলিনী। পতি বিদূর গোপ। ৭

ইঁহার পার্শ্বে ঐ ভুবনসুন্দরীবালা শ্রীরাধার কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। কিবা বসন্তকেতকী বিনিন্দিত তপ্তকাঞ্চণবর্ণ, * অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্মালায় রূপ-রাশি ঝলমল করিতেছে, অথচ সে জ্যোতি যেন কত স্নিগ্ধ, কত অমিয়মাখা। অঙ্গে অঙ্গে মণি-মাণিক্যময় অলঙ্কার রাশি, বক্ষে সুচারু স্বর্ণচিত্র গোলাপী রঙের § কাঁচলী, ইন্দীবর বিনিন্দিত নীল পরিচ্ছদে কত স্বর্ণচিত্র লতাপাতা ফুল, কত রত্নরাজি চিলমিলি খেলিতেছে। বয়স দ্বাদশবর্ষ, ‡ ঈষদুদ্ভিন্ন যৌবন-প্রভা যেন সকল সৌন্দর্য্য পরাভূত করিয়া নিজ সৌকুমার্য্যরাশি ছড়াইয়া

---

* তপ্তকাঞ্চন শুদ্ধাভাং মণিভূষণ ভূষিতাং। (সাধকামৃত চন্দ্রিকা)।

§ শ্বেত রক্তান্তরীয়াং সুরক্ত কঞ্চুলিকান্বিতাং। ঐ

‡ বর্ষাসাধিক বামেন্দু সংবৎসর স্থিতং সদা। ঐ

এই মতে ১১।। বর্ষ বয়, শ্রীরূপগোস্বামীপাদ দ্বাদশবর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার পদানুসরণ করিলাম।

দিতেছে। স্বভাব বামমধ্যা। পতি শ্রীরাধার দেবর দুর্ম্মদ। বেশবিন্যাস সেবা হইলেও ইনি সর্ব্ব সেবাধিশ্বরী। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নন্দিনী * শক্তি। ৮

পুষ্পদ্বার কক্ষের উভয় পার্শ্বের দুইটি প্রকোষ্ঠে এই ষোড়শ পরমপ্রেষ্ঠ সখী শ্রীরাধিকার যূথের + সর্ব্বপ্রধানা যূথেশ্বরী। শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ জন্যে ইঁহাদিগকে সমস্নেহা § বলে। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীললিতা দেবীই সখী, দাসী ও

* ঋক্‌বেদে ব্রাহ্মভাগে রাধিকোপনিষদ যথা—

সন্ধিনীতু ধাম ভূষণ শয্যাসনাদি মিত্রভৃত্যাদিরূপেণ পরিণতা সত্য লোকাবতারণ মানন্দয়িতৃ রূপেণ চেতি।

\+ তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়োস্ত তয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যা মৃগীদশঃ॥
(কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা)।

মোদনো মাদন শ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে।
মোদনো সদ্বয় যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্ত সৌষ্ঠবং।
রাধিকা যূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্ব্বতঃ॥ (উজ্জ্বল)।

সমস্ত যূথেশ্বরী মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা। ইঁহাদের যূথে কোটি কোটি মৃগলোচনা ব্রজসুন্দরী আছেন। ইহার মধ্যে শ্রীরাধার যূথের বিশেষত্ব নিম্নে দেখান হইতেছে।

ভাবের রূঢ়ী বৃত্তিগুলি অনুভাবরূপে যখন কামের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় তাহাকে অধিরূঢ় বলে। মোদন ও মাদন এই দুই প্রকার অধিরূঢ়। যাঁহাদের সুন্দর বয়স সাত্ত্বিকোদ্দীপ্ত + সৌষ্ঠবে শোভিত, সেই স্থানে মোদনের বিকাশ জানিবে। শ্রীরাধিকার যূথ ভিন্ন অন্য যূথে ইহার বিকাশ নাই। ইহাই বিশেষ।

§ তুল্য প্রমাণকং প্রেম বহন্ত্যোপি দ্বয়োরিমাঃ।
রাধায়া বয়মিত্যুচ্চৈ রভিমান মুপাশ্রিতাঃ।
পরমপ্রেষ্ঠ সখ্যশ্চ প্রিয়সখ্যশ্চ তা মতাঃ। (উজ্জ্বল)।

\+ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার যথা স্তম্ভ ১ স্বেদ ২ রোমাঞ্চ ৩ স্বরভেদ ৪ কম্প ৫ বৈবর্ণ্য ৬ অশ্রু ৭ প্রলয় (মূর্চ্ছা) ৮।

দূতী এই ত্রিবিধ পরিজনের সকল যূথেরই সর্ব্বাধ্যক্ষা। খণ্ডিতা রসে § ইঁহার স্বাভাবিকী রতি। কর্পূর ও তাম্বুলসেবা। শ্রীরাধিকার সর্ব্বপ্রকার ভাবই ¶ যেন ইঁহার আশ্রিত, এইজন্য ইনি অনুরাধা নামে বিখ্যাতা। ‡ সন্ধিবিগ্রহে ইঁহার সমান ক্ষমতা। কখন শ্রীকৃষ্ণকে অপরাধী করিয়া শ্রীরাধার পক্ষ সমর্থন করেন, কখন শ্রীরাধিকাকে অপরাধিনী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইয়া তিরস্কার করেন। এই উৎকুঞ্চিত বদনা চণ্ডীকে সকলেই ভয় করেন, সমস্ত সখী ও দূতীগণ সর্ব্বদা আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ইঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। ললিতা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমকলহে গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগেও যেমন সুদক্ষ, প্রতিকার সমাধানেও তেমনি সুযোগ্যা। প্রেমকলহে অভিমানিনী সখীকে প্রতিভাবতী করিয়া মান বাড়াইয়া থাকেন, আবার কলহান্তরিতা দশায় স্বয়ং তটস্থা অর্থাৎ বাহ্যে উদাসীন ভাবে থাকিয়া কৌশলে ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রভৃতি প্রধানা দূতীদ্বারা যথাযোগ্য মিলন করাইয়া দেন। পুষ্পময় ভূষণ, ছত্র, শয্যা, বিতান, মণ্ডপ ও ইন্দ্রজালাদি নির্ম্মাণ এবং হেঁয়ালী রচনায় ললিতা মহাপণ্ডিতা। তাম্বুলাধিকৃতা সখী ও দাসীগণ, মদনোন্মাদিনী ইত্যাদি কিন্নরকিশোরিকাগণ, সখী ও বনদেবীগণ, মালাকার কন্যাগণ, ইঁহার অধ্যক্ষতার অধীনা। সমস্ত পুষ্পিতা-লতা তাম্বুল-লতা ও গুপারি বৃক্ষগুলিরও ললিতাই অধ্যক্ষা। রত্নপ্রভা, রতিকলা প্রভৃতি অষ্ট প্রিয়সখী সর্ব্বদা ইঁহার অনুবর্ত্তিনী।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান প্রেম হইলেও যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীরাধারই বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহারাই পরমশ্রেষ্ঠ সখী ও প্রিয়সখী।

§ উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগভাক্।
ভোগ লক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা।
এষাতু রোষ নিঃশ্বাস তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ॥ উজ্জ্বল।

¶ অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ বৈষ্ণবাচার দর্পণ।
প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া॥ উজ্জ্বল।

‡ অনুরাধাতয়া খ্যাতা নাম লব্ধবতী পরা। কৃষ্ণগণোদ্দেশ।

বিশাখা শ্রীরাধার প্রেম-নর্ম্মসখী, নৃত্যকালে শ্রীরাধিকার সঙ্গে একত্রে নৃত্য করিয়া থাকেন, এইজন্য ইঁহার অপর নাম সর্ব্বতোভদ্রা। ইনি শ্রীরাধার সমবয়সী শ্রীরাধার জন্মক্ষণেই ইঁহারও জন্ম হয়, উভয়ে একাচার গুণব্রতা, বরিষ্ঠ সমাজে দ্বিতীয়া পরমশ্রেষ্ঠ সখী। স্বাধীন ভর্তৃকারসে ¶ ইঁহার স্বাভাবিকী রতি, বস্ত্রালঙ্কার ও কর্পূরাদি সেবা, গৃহ যাবটে। ইনি শ্রীরাধিকাকে যে মন্ত্রণা দেন তাহা অখণ্ডনীয় ও সম্পূর্ণ ফলদ। শ্রীকৃষ্ণের নিকট নর্ম্মকার্য্যে বিশাখাই বিশেষ প্রতিপন্না। ইনি সকল বাক্যের তাৎপর্য্য ও সকলের হৃদয়ভাব অতি সহজে বুঝিতে পারেন, অতি সহজে সকলের বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। কান্দর্পিকোপায়ে সাম দান ভেদ প্রয়োগে ও দূতীকার্য্যে ইঁহার বেশ পাণ্ডিত্য আছে। পত্রভঙ্গ তিলক রচনা, মাল্যগ্রন্থন, চূড়া নির্ম্মাণ, বিচিত্র সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি চিত্রন, বিবিধ প্রকার বিচিত্র সূত্রদ্বারা সূচীকার্য্য ও বুনানি কার্য্য, শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার সামগ্রী সজ্জা, নানাদেশীয় সঙ্গীত ও ধ্রুপদ গানে বিশাখারই বিশেষ দক্ষতা ও বিচক্ষণতা আছে। রঙ্গাবলী প্রভৃতি চিত্রকার্য্য-কুশলা সখীগণের, মালতী মাধবী চন্দ্রলেখাদি বস্ত্রাধিকারিণী প্রিয়সখীগণের এবং বনদেবীগণের অধিকারে থাকিয়া যাঁহারা পুষ্প ও বৃক্ষসমূহে আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সকলের আনন্দবিধান করেন, সেই মাণিক্যাদি সখীগণের বিশাখাদেবীই অধ্যক্ষা।

চম্পকলতা বরিষ্ঠ সমাজে তৃতীয়া। বাসকসজ্জা রসে ‡ ইঁহার ‡ স্বাভাবিকী রতি। রত্নমালা ও চামরবীজন সেবা। দূতীকার্য্যে, তন্ত্রশাস্ত্রে ও ষট্‌কার্য্যে (ঘাটি দিতে) ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। ইনি সকল বিষয়ের আরম্ভ ও সংগ্রহ অতি নিগূঢ়ভাবে করিতে পারেন, বাক্যে ও যুক্তিতে অতি বিচক্ষণা। সদুপায় নির্দ্ধারণে, প্রতিপক্ষাগণের অপকর্ষ সাধনে, ফল পুষ্প মূলাদির সন্ধান ও প্রক্রিয়া বিধিতে বিলক্ষণ পটু। শীঘ্র হস্তে নানাপ্রকার মৃণ্ময় দ্রব্য নির্ম্মাণ, ষড়্‌রসের পরীক্ষা, পাককার্য্য, মিছরি প্রস্তুতের উত্তম প্রক্রিয়া এই সকল কার্য্যে ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। সর্ব্বত্র মিষ্টহস্তা বলিয়া বিখ্যাতা।

¶ স্বায়ত্তাসন্ন দয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্তৃকা।
সলিলারণ্য বিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদি কৃৎ॥ উজ্জ্বল।

‡ স্ব বাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।

চিত্রাদেবী বরিষ্ঠ সমাজে চতুর্থী। অভিসারিকা রসে * ইঁহার স্বাভাবিকী রতি। ইনি সকল কার্য্যই বেশ চতুরতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন এবং সকল কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারেন। শ্রীরাধার অভিসার কার্য্যে, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় এই ছয়প্রকার রাজগুণের প্রথম গুণত্রয়ে (অর্থাৎ কলহান্তরিতার পর নায়ক নায়িকার মিলনসাধনে, গেন্দুক, কন্দু বা জলযুদ্ধে ও পুষ্পাদি সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিকূলে যাত্রাবিষয়ে) সকল প্রকার ইঙ্গিতবিজ্ঞানে নানাদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে, মধু ক্ষীরাদি বস্তু দৃষ্টিমাত্র তাহার দোষগুণ পরিচয়ে, কাচপাত্র নির্ম্মাণে, সর্পমন্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে, স্তম্ভন বশীকরণাদি কার্ম্মণশাস্ত্রে, রোপণ পালনাদি বৃক্ষোপচার-শাস্ত্রে, নানাপ্রকার রস ও পানক সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে, চিত্রাদেবী সুপণ্ডিতা। পেরাধিকারিণী রসালিকাদি অষ্ট প্রিয়সখীর এবং প্রায় কুসুমাদিবিহীন দিব্যৌষধিময় বনস্থলী ও লতাদি যাঁহাদের অধিকৃতা সেই সকল সখী, বনদেবী ও দাসীগণের চিত্রাই অধ্যক্ষা।

তুঙ্গবিদ্যা বরিষ্ঠসমাজে পঞ্চমী। বিপ্রলব্ধা রসে ¶ ইঁহার স্বাভাবিকী রতি। নৃত্যগীতাদি সেবা, গৃহ বাবটে। অষ্টাদশ বিদ্যা ইঁহার আশ্রিতা; সন্ধিকার্য্যে বিশেষ কৌশলবতী, শ্রীকৃষ্ণের অতি বিশ্বাসপাত্রী। রসশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে, নাট্যশাস্ত্রে, নাটিকা, আখ্যায়িকা ও সর্ব্বপ্রকার গান্ধর্ব্ববিদ্যার শিক্ষয়িত্রী। বিশেষতঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে ও বীণা-বাদ্যে ইঁহার তুল্য কেহ নাই। মঞ্জুমেধাদি যে অষ্ট প্রিয়সখী সন্ধিকার্য্যে কৌশলবতী দূতী, সঙ্গীতশালা ও রঙ্গ-

---

সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসক সজ্জিকা॥ উজ্জ্বল।

* অভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাহভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্না তামসী যান যোগ্য বেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিল মণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠী স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥ উজ্জ্বল।

¶ কৃত্বা সঙ্কেত ম প্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত বল্লভে।
ব্যথমানা ন্তরাপ্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥
নির্ব্বেদ চিন্তাখেদাশ্চ মূর্চ্ছা নিঃশ্বসিতাদিভাক্॥ উজ্জ্বল।

শালার অধিকারিণী এবং যে সকল সখী মৃদঙ্গবাদ্যে, চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যায় ও নৃত্যে অধিকারিণী এবং যে সকল জলদেবী বৃন্দাবন মধ্যস্থ জলাধিকারিণী, তুঙ্গবিদ্যা ইঁহাদের সকলের অধ্যক্ষা।

* ইন্দুলেখা বরিষ্ঠসমাজে ষষ্ঠী। প্রোষিত ভর্ত্তৃকারসে * ইঁহার স্বাভাবিকী রতি। ইনি স্বগন্তে অমৃতাশন প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করান এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে থাকিয়া চামর বীজন করেন। নৃত্যরঙ্গ তরঙ্গিণীর নৃত্যকালে কর-চরণ-নখরে পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি খেলাইয়া থাকেন এবং ইঁহার অঙ্গ হইতে স্বভাবতঃ চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হয়, এইজন্যই ইঁহার ইন্দুলেখা নাম হইয়াছে। ইনি নানা আগম ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে, বশীকরণ মন্ত্রে, সামুদ্রিক শাস্ত্রে, হারাদি গ্রন্থনে, দন্তরঞ্জন কার্য্যে, সকল প্রকার রত্ন পরীক্ষায় এবং পট্টডোরী গ্রন্থনে বিশেষ পারদর্শিনী। যাহা ভুজে ধারণ কারণে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ উৎপত্তি হইয়া প্রেম-সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে, সেই সৌভাগ্যযন্ত্র লিখনে ইনি একজন সুপণ্ডিতা। তুঙ্গভদ্রাদি অষ্ট প্রিয়সখী সর্ব্বদা ইঁহার অনুবর্ত্তিনী ও অধীনা। পালিন্দ্রী প্রভৃতি সাধারণী দূতীগণ ইঁহাকেই গোপনীয় বার্ত্তা সকল জানাইয়া থাকেন। অলঙ্কার ও বেশবিধান সামগ্রীর কোষরক্ষায় নিযুক্তা সখী ও দাসীগণের এবং বৃন্দাবনের স্থলাধিকারিণী দেবীগণের ইনিই অধ্যক্ষা।

রঙ্গদেবী বরিষ্ঠসমাজে সপ্তমী। উৎকণ্ঠিতা রসে ‡ স্বাভাবিকী রতি। চন্দন সেবা, গৃহ যাবটে। রঙ্গদেবী শ্রীরাধাকৃষ্ণের অগ্রে কেবল পরিহাস কৌতুহলেই উৎসুকা, সর্ব্বদা উচ্চ হাস্য ও রঙ্গরস-তরঙ্গেই মগ্না। পুষ্পরণে ফাগুরণে বা জলকেলি সময়ে জলযুদ্ধে জয়েচ্ছু প্রতিদ্বন্দ্বীর সময় প্রতীক্ষায় অবস্থান

---

* দূরদেশং গতে প্রেষ্ঠে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
প্রিয় সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্য মস্যাস্তানব জাগরৌ ॥
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যং চিন্তাদয়ো মতাঃ ॥ উজ্জ্বল।

‡ অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকাঽপি যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতাভাব বেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
তস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথু র্হেতু তর্কণং।
অরতির্বাস্প মোক্ষশ্চ ব্যবস্থা কথনাদয়ঃ ॥ উজ্জ্বল।

কার্য্যে,* ইনিই শ্রীরাধিকার মহামন্ত্রী। কৃষ্ণাকর্ষণ মন্ত্রে ইনি তপঃসিদ্ধা। বিচিত্র অঙ্গরাগ ও গন্ধাধিকারিণী কলকণ্ঠী প্রভৃতি অষ্টপ্রিয়সখীর, ধূপাধিকারিণী ও যাঁহারা শীতকালে অঙ্গারধারিণী, গ্রীষ্মে চামর-বীজনকারিণী এবং যাঁহারা আরণ্য ও গৃহপালিত পশ্বাদির অধিকারিণী, রঙ্গদেবী সেই সকল সখী ও দাসী-গণের অধ্যক্ষা।

সুদেবী বরিষ্ঠ সমাজে অষ্টমী। কলহান্তরিতা রসে ‡ ইঁহার স্বাভাবিকী রতি। গৃহ যাবটে। শ্রীরাধার কেশ সংস্কার, নেত্রাভ্যঞ্জন ও পার্শ্বে থাকিয়া অঙ্গ-সম্বাহন (গা টেপা) ইঁহার সেবা। শারিকা ও শুকশিক্ষণ, লাব ও কুক্কুট পক্ষীর যুদ্ধপ্রদর্শন, বহুপ্রকার শাকুন বিদ্যা, § পক্ষী প্রভৃতির শব্দজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আকাশে চন্দ্রোদয়, আকাশে পুষ্পাদি প্রদর্শন, বহ্নিবিদ্যা (আতসবাজী), বিশেষ বিশেষ প্রকার উদ্বর্ত্তন প্রস্তুত, এই সকল কার্য্যের বিশেষ কৌশল সুদেবী অবগত আছেন। গণ্ডুষপ্রক্ষেপ পাত্র, গেণ্ডুক, শয্যা ও আসনাধিকারিণী কাবেরী প্রভৃতি অষ্টপ্রিয়সখী ইঁহার অধীনা ও সমীপবর্ত্তিনী। যে সকল ধূর্ত্তা অনুচরীরূপে নানা বেশ ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষাগণের ভাব জানিবার জন্য বিচরণ করেন এবং আরণ্য ও গৃহপালিত পক্ষীগণ যে সকল সখী, দাসী ও বনদেবীগণের অধিকৃত, সুদেবী তাঁহাদের অধ্যক্ষা। এইরূপ বর-সমাজের অষ্ট পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণও প্রত্যেকে এক একটি যূথেশ্বরী এবং কতক-গুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ও কার্য্যাধিকারিণীগণের অধ্যক্ষা।

এই ষোড়শ পরমপ্রেষ্ঠ সখীর উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বদিকস্থ অপর চতুর্দ্দশকক্ষে

* ষাড়্‌গুণ্যস্তু গুণেতুর্য্যে যুক্তি-বৈশিষ্ট্যমাশ্রিতাঃ। (কৃষ্ণগণোদ্দেশ)।

ষাড়্‌গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি ১, বিগ্রহ ২, যান ৩, আসন ৪, দ্বৈধী ৫, সমাশ্রয় ৬ এই ছয়টি নৃপগুণ। তুর্য্য—চতুর্থ। চতুর্থ গুণ আসন অর্থাৎ শত্রু ও জীগীষুর কাল প্রতীক্ষা। এখানে ইহা পুষ্পগেন্দুক, কন্দু ও জলযুদ্ধে জ্ঞাতব্য।

‡ যা সখীনাং পুরঃ পাদ পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥
অস্যাঃ প্রকোপ সন্তাপ গ্লানি নিঃশ্বাসতাদয়ঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণি)।

§ পক্ষীদ্বারা শুভাশুভ নিরূপক শাস্ত্র যথা কাক-চরিত্রাদি।

গবাক্ষরূপ মন্দিরে ঐ যে দ্বাদশবর্ষীয়া নিরুপমা সুন্দরী প্রিয়সখীগণ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারাও নিজ নিজ যূথেশ্বরী পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের ন্যায় সমস্নেহা সখী।* তবে প্রথম মণ্ডল হইতে এই দ্বিতীয় মণ্ডল প্রেমসম্পদে অপেক্ষাকৃত ন্যূন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধানা অষ্টযূথের চতুঃষষ্ঠী প্রিয় সখীর ‡ কিঞ্চিৎ পরিচয় এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

১। রত্নপ্রভা।	৫। সুমুখী।
২। রতিকলা।	৬। ধনিষ্ঠা।
৩। সুভদ্রা।	৭। কলহংসী।
৪। রতিকা।	৮। কলাপিনী।

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীললিতা দেবীর যূথ। শ্রীরাধাগোবিন্দের তাম্বুল-সেবায় অধিকারিণী। প্রিয়সখী যূথে পরিগণিতা হইলেও দাসী অভিমান। ইঁহাদের মধ্যে রত্নপ্রভা ও রতিকলা গুণ, সৌন্দর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও মাধুরীতে বিখ্যাতা। ১

---

* দ্বিতীয়োঽস্মান্মণ্ডলাদ্ ন্যূন প্রেমাস্পদমণ্ডলাৎ পুনঃ।
সমাসম প্রেমরূপ স্তবর্গোঽয়ং নিগদ্যতে॥
বর্গঃ প্রিয়সখীনাং যঃ সমপ্রেমেত্যসৌ মতঃ॥

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা।

কৃষ্ণে স্বপ্রিয়সখ্যাঞ্চ যস্যাঃ কমপি স্ফুটং।
স্নেহমন্যূনতাধিক্যং সমস্নেহাস্তু ভূরিশঃ॥ উজ্জ্বল।

অত্র বিশেষঃ।

তুল্যপ্রমাণকং প্রেম যদ্যপ্যোপি দ্বয়োরিমাঃ।
রাধায়াবয়মিত্যুচ্চৈ রভিমানমুপাশ্রিতাঃ॥
পরমশ্রেষ্ঠ সখ্যশ্চ প্রিয়সখ্যশ্চ তা মতাঃ॥ উজ্জ্বল।

‡ প্রিয়সখ্য কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা।
কমলা মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী॥
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ॥

চতুঃষষ্ঠী প্রিয়সখীর নাম ও সেবাদি কৃষ্ণগণোদ্দেশাদি দর্পণে লিখিত হইল।

১। মাধবী।	৫। হরিণী।
২। মালতী।	৬। চপলা।
৩। চন্দ্ররেখা।	৭। দামী। (দামিনী)
৪। মঞ্জরী। (কুঞ্জরী)	৮। স্তরভি।

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীবিশাখা দেবীর যূথ। বস্ত্রাধিকারিণী। দাসী অভিমান। ২

১। কুরঙ্গাক্ষী।	৫। চন্দ্রিকা।
২। সুচরিতা।	৬। চন্দ্রতিলকা। (চন্দ্রলতিকা)
৩। মণ্ডনী। (মণ্ডলী)	৭। পঙ্কজাক্ষী। (কন্দুকাক্ষী)
৪। মানকুণ্ডলা। [মণিকুণ্ডলা]	৮। সুমন্দিরা।

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীচম্পকলতার যূথ। দুগ্ধাদি গব্যপাক কার্য্যে ইঁহাদের অধিকার। দাস্যাভিমান। ৩

১। রসালিকা।	৫। রামিণী। [রমিলা]
২। তিলকিনী।	৬। কামনগরী।
৩। শৌরসেনী।	৭। নাগরী।
৪। সুগন্ধিকা।	৮। নাগবেণিকা। [নাগবেলিকা]

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীচিত্রাদেবীর যূথ। পেয়াধিকারিণী। দাস্যাভিমান। ৪

১। মঞ্জুমেধা।	৫। তনুমধ্যা।
২। সুমধুরা।	৬। মধুস্পন্দা। [মধুস্যন্দা]
৩। সুমধ্যা।	৭। গুণচূড়া। [গণচূড়া]
৪। মধুরেক্ষণা।	৮। বরাঙ্গদা। [বরাহ্নদা]

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীতুঙ্গবিদ্যার যূথ। ইঁহারা সন্ধিবিধায়িনী দূতীকার্য্যে কৌশলবতী। সঙ্গীতশালা ও রঙ্গশালার অধিকারিণী। ৫

১। তুঙ্গভদ্রা।	৫। চিত্ররেখা। [চিত্রলেখা]
২ রসোত্তুঙ্গা।	৬। বিচিত্রাঙ্গী।
৩। রঙ্গবাটী।	৭। মোদনী।
৪। সুসঙ্গতা। [সুমঙ্গলা]	৮। মদনালসা।

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীইন্দুলেখার যূথ। অলঙ্কার ও বেশবিধান সামগ্রীর কোষরক্ষাধিকারিণী। দাস্যাভিমান। ৬

১। কলকণ্ঠী।	৫। ইন্দিরা।
২। শশিকলা।	৬। কন্দর্পসুন্দরী।
৩। কমলা।	৭। কামলতা। [কামলতিকা]
৪। মধুরা।	৮। প্রেমমঞ্জরী।

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীরঙ্গদেবীর যূথ। ধূপনকর্ম্মাধিকারিণী। ইঁহারা শীতকালে অঙ্গারধানিকা ধারণ করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে ব্যজন করেন। দাস্যাভিমান। ৭

১। কাবেরী।	৫। হারহীরা।
২। চারুকবরা।	৬। মহাহীরা।
৩। সুকেশী।	৭। হারকণ্ঠী।
৪। মঞ্জুকেশিকা।	৮। মনোহরা।

এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীসুদেবীর যূথ। গণ্ডুষক্ষেপ-পাত্র ধারণ, গেন্দুক, শয্যা, আসনাধিকারিণী। দাস্যাভিমান। ৮

শ্রীমণি-মন্দিরের অগ্নিকোণের অষ্টকক্ষে এবং ঈশান কোণের অষ্টকক্ষে, কলিকা, কেলিসুন্দরী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্রেরেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মাদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নবেণী, মালবতী, কর্পূর-তিলকাদি প্রাণসখীগণ প্রেমপুলকিত দেহে গবাক্ষলগ্ন নয়নে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা শ্রীরাধিকার প্রায় সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। * শ্রীমণি-মন্দিরের নৈঋতকোণস্থিত অষ্টকক্ষে

* প্রাণসখ্যঃ শশিমুখী বাসন্তী লসিকাদয়ঃ।
গতা বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাঃ প্রায়েণৈষাঃ স্বরূপতাং॥ উজ্জ্বল।
প্রাণসখীনাং মতি।
কাদম্বরীং শশিমুখীং চন্দ্ররেখাং প্রিয়ম্বদাং।
রত্নাবলীঃ মধুমতীং নমামি কলভাষিণীং॥ পদ্ধতিপ্রদীপ।
রত্নাজীবিক সাখ্যাতা কলিকা কেলিসুন্দরী।
কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা॥

এবং বায়ুকোণস্থিত অষ্টকক্ষে কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দূরা, চন্দনবতী, কৌমুদী, মুদিতা প্রভৃতি নিত্যসখীগণ ‡ গবাক্ষপথে নয়ন রাখিয়া আজ্ঞাধীনা হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা চন্দ্রকলার ন্যায় শ্রীরাধিকার বনবিহার সঙ্গিনী এবং শ্রীরাধিকার কৃষ্ণসঙ্গ সুখেই সুখিনী। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গসুখে সম্পূর্ণ বিমুখী। শুদ্ধ যুগল-সেবারতি ভিন্ন ইঁহাদের অন্য স্পৃহা কিছুমাত্র নাই। § এই সকল

মদোন্মাদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী।
রত্নবেণী মালবতী কর্পূর তিলকাদয়ঃ॥
এতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ॥ রাধাতন্ত্রং।

‡ নিত্যসখ্যশ্চ কস্তুরী মণিমঞ্জরিকাদয়ঃ। উজ্জ্বল।
নিত্যসখ্যস্তু কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী।
সিন্দূরা চন্দনবতী কৌমুদী মুদিতাদয়ঃ।
কাননাদি গতাস্তস্যা বিহারার্থং কলাইব॥ রাধাতন্ত্রং।

নিত্য সখীনাং নতিঃ।
শ্রীকস্তুরী কৌমুদীঞ্চ মদিরাং সিন্দূরাং শুভাং।
মনোজ্ঞাং চন্দনরতিং নমামি মণি মঞ্জরীং॥ পদ্ধতিপ্রদীপ।

§ সখ্যোনৈব সদাপ্রীতা নায়িকাত্বানপেক্ষিণী।
ভবেন্নিত্য সখী সাতু দ্বিধাত্যন্তিকী লঘু।
আপেক্ষিক লঘূনাঞ্চ মধ্যেহস্তো কাচিদীরিতা॥ উজ্জ্বল।

যাঁহারা নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়া কেবল সখ্যেই প্রীত থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ স্পৃহাশূন্য হইয়া কেবল শ্রীরাধার সখ্যেই প্রীত থাকেন, তাঁহারাই নিত্যসখী। নিত্যসখী দুইপ্রকার, আত্যন্তিকী লঘু।১ আপেক্ষিক লঘুমধ্যে যাঁহারা নায়িকাত্বে আগ্রহশূন্যা তাঁহারা আপেক্ষিকীলঘু।২

আত্যন্তিকী লঘু যথা উজ্জ্বলে—
ত্বয়া যদুপভুজ্যতে মুরজিদঙ্গ সঙ্গে সুখং
তদেব বহু জানতী স্বয়মবাপ্ততঃ শুদ্ধধীঃ।
ময়াকৃত বিলোভনাপ্যধিক চাতুরীচর্য্যয়া
কদাপি মণিমঞ্জরী ন কুরুতেঽভিসার স্পৃহাং॥

গোপসখী এবং নিত্যসখীগণ শ্রীরাধিকার অধিক সেবকী বলিয়া ইঁহাদিগকে অসমস্নেহা মধ্যে সখীস্নেহাধিকা * বলিয়া থাকে।

হে রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গে যে সুখ উপভোগ কর, তদপেক্ষা উহাও সে অধিক বলিয়া জানে। হে সখি! রূপমঞ্জরীর চিত্ত বিশুদ্ধ। যেহেতু আমার প্রলোভন ও চাতুরীচর্য্যায় কিছুতেই উহার মনে অভিসার-স্পৃহা উদ্রিক্ত হইল না।

আপেক্ষিকী লঘু যথা উজ্জ্বলে—

রাধারঙ্গসমুল্লসৎকলা সম্ভারণ প্রক্রিয়া
চাতুর্য্যোত্তরমেব সেবনমহং গোবিন্দ সংপ্রার্থয়ে।
যেনাশেষ বধূজনোদ্ভট মনোরাজ্যপ্রপঞ্চাবধো-
নোৎসুক্যং ভবদঙ্গসঙ্গমরসে প্যালম্বতে মন্মনঃ॥

হে গোবিন্দ! রাধাস্বরূপা সুরতলাস্য রঙ্গভূমিতে তোমার যে সকল শৃঙ্গার বৈদগ্ধ্যাদি প্রয়োগ-প্রকার-চাতুর্য্য, তাহাই প্রধান যে সেবায়, যে সেবা প্রভাবে অশেষ বধূজনের মনোরথ চরমসীমা লাভ করিয়াছে, সেই উজ্জ্বল-রস-প্রধান সেবাই আমি প্রার্থনা করি। তোমার অঙ্গসঙ্গম রস আস্বাদনার্থ আমার মন কিছুমাত্র ঔৎসুক্য অবলম্বন করিতেছে না।

* অসমশ্চ সমশ্চেতি স্নেহসখ্যাঃ স্বপক্ষগাঃ।
কৃষ্ণে যূথাধিপায়াঞ্চ বহন্ত্যো দ্বিবিধা মতাঃ॥ উজ্জ্বল।

স্বপক্ষা সখীগণের অসম ও সম দুইপ্রকার স্নেহ। অসমস্নেহা দুইপ্রকার। কৃষ্ণস্নেহাধিকা ১। সখীস্নেহাধিকা ২।

সখীস্নেহাধিকা যথা উজ্জ্বলে—

তদীয়তাভিমানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্ব্বদাশ্রিতাঃ।
সখ্যামপ্যধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তু তাঃ॥

উদাহরণ যথা উজ্জ্বলে—

বয়মিদমনুভূয় শিক্ষয়াম কুরু চতুরে সহ রাধয়ৈব সখ্যং।
প্রিয় সহচরী যত্র বাঢ়মর্ব্ববতি হরিরপর-প্রমোদলক্ষ্মী॥

আমি স্বয়ং অনুভব করিয়া তোমাকে শিক্ষা দিতেছি। হে চতুরে!

উক্ত নক্ষার-কক্ষের উত্তর পার্শ্বস্থ বোড়শকক্ষে শ্রীরাধার প্রিয় নর্ম্মসখীগণ গবাক্ষলগ্ন নয়নে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা নিত্যসখীরই অন্তর্ভুক্তা; যুগল-সেবারতির বিশুদ্ধতায় ইঁহারা সখ্যাভিমান পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া শ্রীরাধিকার

বাসাতে সখ্য সুদৃঢ় কর। শ্রীরাধার সহিত তোমার প্রণয় সিদ্ধ হইলে হরি-প্রণয়-প্রমোদলক্ষ্মী আপনি তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।

যাঃ পূর্ব্বং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
সখীস্নেহাধিকাজ্ঞেয়া স্তাএবাত্র মনীষিভিঃ॥ উজ্জল।

* শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রিয় নর্ম্মসখীগণে, আমারে গণিয়া লবে তায়॥

প্রিয় নর্ম্মসখী যথা সাধনামৃত চন্দ্রিকায়াং।

অথ কিঞ্চ পার্শ্বস্থাঃ সর্ব্বদা সেবনোৎসুকাঃ।
প্রিয় নর্ম্মসখীঃধ্যায়েৎ কৃষ্ণ দক্ষিণতঃ ক্রমাৎ॥
লবঙ্গমঞ্জরীং রূপমঞ্জরীং রসমঞ্জরীং।
গুণরত্যুত্তরে নাম মঞ্জর্য্যৌ ভদ্রমঞ্জরীং॥
লীলা মঞ্জরিকাঞ্চৈব বিলাস মঞ্জরীং তথা।
বিলাস মঞ্জরীং চান্যাং মঞ্জর্য্যৌ কেলিকুন্দয়োঃ॥
মদনাশোক মঞ্জর্য্যৌ মঞ্জুলালীং সুধামুখীং।
পদ্মমঞ্জরিকামেতাঃ ষোড়শঃ প্রবরামতাঃ॥

তত্রৈব—শ্রীরাধা প্রাণতুল্যা মধুর রসকথা চাতুরীচিত্র দক্ষা
সেবাসম্ভোগিতাশাঃ স্বসুরত বিমুখা রাধিকানন্দ চেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণ করুণাপূর্ণমাধ্বীক সারাঃ
নর্ম্মাল্যো রাধিকায়াঃ মম কুরুতকৃপাং প্রেমসেবোত্তরায়াঃ॥

গোবিন্দলীলামৃতে যথা—

তস্য প্রাস্তাদুপাদায় কঞ্চুলীং রূপমঞ্জরী।
প্রিয় নর্ম্মসখী সখ্যৈ নির্গত্য নিভৃতং দদৌ॥

টীকায়াং যথা—

প্রিয় নর্ম্মসখী রূপমঞ্জরী সখ্যৈ রাধায়ৈ

স্মরণাত্মকলাতে কৃতার্থ হইয়াছেন।† ইঁহাদের অপর নাম মঞ্জরীযূথ ও সেবাপরা সখী। শ্রীরাধিকার ঐকান্তিক স্নেহহেতু ইঁহারাও সখীস্নেহাধিকা। এই প্রধানা-গণের পশ্চাতে যাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহাদের নাম অনুগামঞ্জরী বা মালা। প্রধানাগণের নামানুসারে তাঁহাদের অনুগা যূথের "রূপমালা", "লবঙ্গমালা", "রতিমালা" ইত্যাদি নাম হইয়া থাকে। মালাগণও প্রধানাগণের ন্যায় শ্রীরাধিকার স্নেহাধিকা ও সেবাপরা। যুগল-সেবারত মঞ্জরীগণেই পরিপক্কা। নিম্নে প্রধানা অষ্টমঞ্জরীর বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইল।

ঐ যে প্রথমেই কিঞ্চিদূর্দ্ধ সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া (১৩ব, ৬মা ১দিন) একটি ভুবনসুন্দরী বালা ভাবাবেশ-বিবশদেহে গবাক্ষগাত্রে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উনিই শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী। কি সুন্দর বিদ্যুৎবর্ণ, জ্যোতিমালায় যেন দিক্ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, তাহার উপর বিবিধ রত্নালঙ্কার ঝলমল করি-তেছে। স্বর্ণসূত্র সুচারু নীল পরিচ্ছদে অগণিত তারামালা জ্বলিতেছে। স্বভাব দক্ষিণামৃদ্বী, স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যবতী, অথচ যেন তাহাতে কত কোমলতা মাখা নয়নতায় সুন্দর স্মিতকুসুম-কান্তি—যেন যেন সাক্ষাৎ প্রীতির আকর্ষণীশক্তি মূর্ত্তিমতী। নয়ন দুটির ভাব দেখিয়াছ? শ্রীরাধিকার নয়ন-মাধুরী যেন ঐ নয়নমাধুরী উদ্দীপনা করিয়া দেয়। তাই নয়ন-মাধুরী-গুণে লবঙ্গমঞ্জরী ইঁহার নাম হইয়াছে। লবঙ্গমালা সেবা। শ্রীরাধার নিকট অবস্থিতিকালে ব্যজনসেবা।

---

† তাম্বুলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভিঃ
বৃন্দারণ্য মহেশ্বরী প্রিয়তয়া যাঃ সন্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কুচিতা ভূমিকাঃ
কেলি ভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখা স্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে॥
সাধনামৃতচন্দ্রিকা।

লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী।
গুণমঞ্জরিকা শ্রেষ্ঠা রূপমঞ্জরিকা বরা॥
মঞ্জুলালি মঞ্জরীচ বিলাস মঞ্জরী তথা।
কস্তুরী মঞ্জরিকাদ্যা রাধায়াঃ পরিচারিকাঃ॥
বৈষ্ণবাচার দর্পণং।

শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রমোদ-পাত্রী। পিতা শ্রীরাধার খুড়া রত্নভানু, পতি সুমেধা, শ্বশুরালয় যাবট।

ইঁহার বামে ঐ সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া (১৩ব ৬মা) ভুবনমোহিনীবালা শ্রীরূপমঞ্জরী। কি সুন্দর নব গোরোচনা নিন্দিত স্নিগ্ধবর্ণ ; পরিধান ময়ূর-পুচ্ছাভ চীন চেলি, তাহার স্বর্ণসূত্ররঞ্জিত পাটডগুলিতে যেন বিদ্যুৎপ্রভা খেলিতেছে। বিবিধ অলঙ্কারচ্ছটায় অঙ্গ ঝলমল করিতেছে, রূপমাধুরী ঠিক্ শ্রীরাধিকার মত, তাই বলে রূপমাধুরীগুণে শ্রীরূপ মঞ্জরী। আহা মরি, যেন সাক্ষাৎ সৌকুমার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্বর্ণবর্ণ তাম্বুলসেবা, সকল মঞ্জরীর প্রধানা। নামান্তর রঙ্গণমালিকা, লবঙ্গমালিকা। পিতা শ্রীরাধিকার খুড়া বিভানু (সুভানু), পতি বর্দ্ধন, শ্বশুরালয় যাবট।

শ্রীরূপ মঞ্জরীর বামদিকে ঐ যে কিঞ্চিদূর্দ্ধ ত্রয়োদশবর্ষীয়া (১৩ ব ২ মা) শুদ্ধ হরিতালবর্ণা সুকুমারী বিদ্যুদ্বর্ণ কান্তিমালায় ঝলমল করিতেছেন, যাঁহার স্বর্ণতারাবলী বলিত § বিচিত্র পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া সুচারু স্বর্ণালঙ্কার রাশি জ্যোতি বিকাশ করিতেছে, উনি শ্রীরাধার রতিমাধুরী স্বরূপা শ্রীরতিমঞ্জরী। স্বভাব দক্ষিণামৃদ্বী। শয্যাসেবা, শ্রীরাধার নিকটে স্থিতিকালে পদসেবা। নামান্তর ভানুমতী ও তুলসীমঞ্জরী।

ইঁহার পার্শ্বে ঐ সৌদামিনী সমকান্তি কিঞ্চিদূর্দ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া (১৩ ব, ১ মা, ২৭ দিন) স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা একটি সুন্দরী কিশোরী স্বর্ণচিত্র অবারক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন, উনি শ্রীরাধার গুণমাধুরীর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা।

---

§ বলিত—সুবলনীযুক্ত, সুনির্ম্মিত, সুরচিত। যুক্ত। শোভিত।

মালতী বকুল, বলিত অতি আকুল,
মৌলি মিলিত বনমাল॥

কবিরাজ গোবিন্দদাস।

গণ্ডমণ্ডল, বলিত কুণ্ডল, উড় চূড় শিখণ্ড।

কবিরাজ গোবিন্দদাস।

মৃদুতর মারুত বেল্লিত-পল্লব-বল্লী বলিত শিখণ্ড।

রায় রামানন্দ।

কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী শ্রীগুণমঞ্জরী। স্বভাব দক্ষিণা প্রখরা, পিতা শ্রীরাধার মাতুল ভদ্রকীর্ত্তি, মাতা মেনকা, পতি মণ্ডলিভদ্র। বারি সেবা। শ্রীরাধার নিকট স্থিতিকালে মুকুরসেবা।

আর ঐ যে প্রফুল্ল চম্পককান্তি পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটি কিশোরী গুণমঞ্জরীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া এলভর ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছেন, উনি শ্রীরাধিকার সাক্ষাৎ রসমাধুরীরূপা শ্রীরস মঞ্জরী। কিবা হংসপক্ষ-ধবল-চারু পরিচ্ছদে সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত কারুকার্য্য, সুসূক্ষ্ম কনকাঞ্চিত শ্বেত কঞ্চুলিকা ভেদ করিয়া দাড়িম্ব-কোরকাকৃতি সুচিত্র স্তনমণ্ডলের সৌন্দর্য্যরাশি যেন ফুটিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর সুন্দর স্বর্ণময় সপ্তস্বর হারাবলী, কমনীয় কম্বুকণ্ঠে কনকময় কণ্ঠাভরণ, তাহার নিম্নে বক্ষের অনাবৃত উর্দ্ধপ্রদেশে মৌক্তিক গুচ্ছহার, তাহাতে মণিগর্ভ স্বর্ণপদক বিলম্বিত। প্রতি অঙ্গে অঙ্গে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কাররাশি দেহ-জ্যোতিতে মিশিয়া ঝলমল করিতেছে। আবার সেই অঙ্গজ্যোতি মিলিত ভূষণজ্যোতি স্বর্ণসূত্রে সুচিত্রিত সুসূক্ষ্ম শুভ্র ওড়না ভেদ করিয়া মাধুরী-মধুরিমার তরঙ্গ ছুটাইতেছে। নীবিবন্ধ কৃশিম মুষ্টিমেয় ক্ষীণ কটিতটে কনক-কিঙ্কিণী পরিমণ্ডিত, সুচারু স্বর্ণপুষ্প সুচিত্র অমল ধবল চীন-চেল-বিরচিত ঘাগ্‌রার স্বর্ণপ্রান্ত সুনীল লতাপত্র বিচিত্র পাটভূষণ-চারুচরণোপরি সুন্দর ফেকান দিয়া রহিয়াছে। শিরঃ-সীমন্ত, কবরী, কর্ণ, কণ্ঠ, কর, চরণাদি প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কত কত স্বর্ণাভরণ শোভার হাট পাতিয়া ঝলমল করিতেছে, সুন্দর সুগোল মুকুতা নোলক তাম্বুল-রাগরঞ্জিত রক্তিমাধরের রক্তিমাভা চুরি করিয়া নিশ্বাস পবনে মৃদুমন্দ দুলিতেছে। মরি মরি! অতুলনীয় রূপরাশি; যেন মূর্ত্তিমতী শরৎলক্ষ্মী। স্বভাব দক্ষিণামৃদ্বী। চিত্রসেবা, শ্রীরাধার নিকটে স্থিতিকালে বারিসেবা। পিতা শ্রীরাধার মাতুল মহাকীর্ত্তি, মাতা মৌনা।

ইঁহার বামদিকে ঐ তপ্তহেমবর্ণা রত্নালঙ্কৃতা, স্বর্ণরঞ্জিত কিংশুক কুসুমারুণ পরিচ্ছদ শোভিতা কিঞ্চিদূর্দ্ধ সার্দ্ধত্রয়োদশ (১৩ব, ৬মা, ৭ দিন) বর্ষীয়া বালা শ্রীরাধিকার সাক্ষাৎ লীলা-মাধুরীরূপিণী লীলামঞ্জরী। অপর নাম মঞ্জু-লালীমঞ্জরী বা মঞ্জুলীলামঞ্জরী। স্বভাব বামমধ্যা, বস্ত্রসেবা।

লীলামঞ্জরীর বামে ঐ কিঞ্চিদূর্দ্ধ দ্বাদশ (১২ব, ১মা, ৪দিন) বর্ষীয়া

নবকিশোরী শ্রীবিলাস মঞ্জরী। শ্রীরাধার বিলাস-মাধুরীর মূর্ত্তিমতী ছবি। সুন্দর স্বর্ণকেতকী বর্ণ, স্বর্ণ সুরঞ্জিত ভ্রমরবৃন্দ চারু-পরিচ্ছদে আর মণিময় অলংকার ভারে কমনীয় কান্তি; মরি! যেন শোভাসার-সমষ্টি-মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বভাব বামামৃদ্বী, অঙ্গরাগ ও অঞ্জনসেবা। পিতা শ্রীরাধিকার মাতুল চন্দ্রকীর্ত্তি, মাতা ষষ্ঠী।

ইঁহার বামে ঐ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া শুদ্ধ হেমবর্ণা বালা স্বর্ণসূত্র সুচিত্র কাচবর্ণ * জ্যোতির্ম্ময় পরিচ্ছদে ও মণিময় অলঙ্কার ভারে শোভারাশি ছড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উনি শ্রীরাধিকার অঙ্গগন্ধ-মাধুরীর মূর্ত্তিমতী প্রতিমা কস্তুরী মঞ্জরী। স্বভাব বামামৃদ্বী, চন্দনসেবা।

দক্ষিণদ্বার কক্ষের উভয় পার্শ্বস্থিত ষোড়শকক্ষে গবাক্ষ কোণে বিলাসরস বিমোহিত চিত্তে সখীগণ ‡ দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা অসমস্নেহা মধ্যে কৃষ্ণস্নেহাধিকা § বলিয়া বিখ্যাত। দূতীকার্য্য, ক্রীড়াসাহচর্য্য, সঙ্গীতাদি কলাকৌশল

---

* কাচবর্ণ পরিচ্ছদ—নেতের কাপড় বা তদ্রূপ সচ্ছিদ্র স্বচ্ছ বস্ত্রনির্ম্মিত পরিচ্ছদ।

‡ সখ্যঃ কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। উজ্জ্বল সখীনাং নতি। পদ্ধতিপ্রদীপে যথা—

নমামি গুণমালাং শ্রীধনিষ্ঠাং শুভরূপিণীং।
শ্রীকুন্দলতিকাং কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বিবর্দ্ধিনীং॥

তথাহি শ্রীবৃন্দায়া নতিঃ।

তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহ মুরারির্ব্বিহরতে
সদাপ্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতিজ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমপি বন্দে তব কৃপাং
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষ বিটপীং॥

তদ্বিশেষঃ কৃষ্ণগণোদ্দেশে—

কাননাদি গতাঃ সখ্যো বৃন্দা কুন্দলতাদয়ঃ।
ধনিষ্ঠা গুণমালাদ্যা বল্লবেশ্বরগেহগাঃ॥

§ হরেঃস্নেহাধিকা যথা উজ্জ্বলে—

প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে ইঁহারা শ্রীরাধাশ্যামের লীলারস পুষ্টি করিয়া থাকেন এবং কুঞ্জসংস্কারাদি বিবিধ প্রকারে নিরন্তর প্রেমসেবায় নিযুক্ত আছেন। কয়েকটির বিশেষ পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল।

ঐ যে রত্নাবলী প্রভৃতি কয়েকটি সখী এক গবাক্ষে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহারা বিশাখা দেবীর অধীনে চিত্রকার্য্যে নিযুক্তা। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের লীলামাধুরী অবিকল চিত্রে ফলাইয়া ইঁহারা অঙ্কিত করেন। যখনকার যে ভাব মাধুরী সুন্দর দেখায়, তৎক্ষণাৎ তাহার অবিকল চিত্র ইঁহারা চিত্রিত করিয়া রাখেন।

ইঁহাদের পার্শ্বকক্ষে গন্ধর্ব্বা, কলকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, পিককণ্ঠী, কলাবতী, রসোল্লাসা, গুণতুঙ্গা ও সুবন্ধুরা এই আটটি সখী একত্রে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা বিশাখাকৃত সঙ্গীত গান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। ইঁহাদের পার্শ্বে ঐ যে একটি সুন্দরী বংশী হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উনি বংশীবাদিকাগণের প্রধানা, নাম মাণিকী। উঁহার পার্শ্বে ঐ বীণাযন্ত্রধারিণীর নাম নর্ম্মদা। ইনি তন্ত্রীবাদিকাগণের প্রধানা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকালে উভয়ের গলদেশে একগাছি বিনাসূতার হার দিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরাধিকার নিকটে মরম-সোহাগিনী নাম পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন। নর্ম্মদার পার্শ্বে ঐ সুন্দরীর নাম প্রেমবতী, ইনি মৃদঙ্গ মুরজাদি যন্ত্রবাদ্যকারিণীগণের প্রধানা। ইঁহার পার্শ্বে ঐ সুরাঙ্গনীর নাম কুসুমপেশলা। ইনি কাংস্যতালাদি বাদিকা সখীগণের প্রধানা। ইঁহারা শ্রীবৃন্দাদেবীর নিয়োগমত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রভাতি মঙ্গলসঙ্গীত গান করিবার জন্য নিজ নিজ যূথের সহিত বিবিধ যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

অহং হরেরিতি স্বান্তে গূঢ়ামভিমতিং গতাঃ।
অন্যত্র কাপ্যনাসক্তা স্পষ্টাং যূথেশ্বরীং শ্রিতাং॥
মনাগেবাধিকং স্নেহং বহন্ত্যস্তত্র মাধবে।
তদ্ভাবাদরতাশ্চেমা হরৌ স্নেহাধিকা মতা॥

তত্রৈবান্যত্রে

স্যাঃ পূর্ব্বাঃ সখ্য ইত্যুক্তাস্তাস্তু স্নেহাধিকা হরৌ॥

বামপার্শ্বের প্রথম কক্ষে বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেণা, মুরলী প্রভৃতি * দূতী সখীগণ দাঁড়াইয়া আছেন। কুঞ্জাদি সংস্ক্রিয়া ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইঁহারা অতি বিচক্ষণা। এমন কি শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ইঁহাদের বশীভূত। শ্রীরাধাগোবিন্দে ইঁহারা প্রগাঢ় স্নেহবতী, নানাপ্রকারে নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া শ্রীরাধাশ্যামের মিলন সমাধানই ইঁহাদের কৃতার্থতা। সকলেই গৌরাঙ্গী, বিচিত্র বসন ভূষণে বিভূষিতা কিশোরী, পরমাসুন্দরী। ঐ যিনি সর্ব্বপ্রথমে দাঁড়াইয়া আছেন, উনিই ইঁহাদের সকলের প্রধানা শ্রীবৃন্দাদেবী। কিবা স্বর্ণ-চম্পক-চারু অঙ্গজ্যোতিঃ, তাহা হইতে যেন বিদ্যুৎ-কান্তি স্ফুরিত হইতেছে, পরিধান বন্ধুজীব পুষ্পারুণ স্বর্ণচিত্র সুচারু পরিচ্ছদ, তাহার উপর স্বর্ণসুরঞ্জিত সুনীল দুকুল। গলদেশে, বক্ষে, চারুমুক্তাহার। ফুলময় ভূষণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত। পিতা চন্দ্রভানু, মাতা ফুল্লরা, ভগ্নী মঞ্জরী, পতি মহীপাল। শ্রীবৃন্দাবনেই সর্ব্বদা ইঁহার বাস, শ্রীবৃন্দাবন বনদেবী, শ্রীবৃন্দাবন পরিপালয়ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের লীলাখ্যা মহাশক্তি প্রাদুর্ভাব বিশেষরূপা। ‡

* বৃন্দা বৃন্দারিকা মেণা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদি সংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ কোবিদাঃ॥
বশীকৃত স্থাস্নুচরা দ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ।
গৌরাঙ্গী চিত্রবসনা বৃন্দাতাসু বরীয়সী॥ কৃষ্ণগণোদ্দেশ।

‡ বৃন্দায়া লীলাখ্য মহাশক্তি প্রাদুর্ভাব বিশেষরূপায়াঃ পাদ্মে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধায়া সম্বন্ধীতি (বৃন্দায়া পরিরক্ষিত মিতি আদি বারাহে) [বৃন্দায়াবনং বৃন্দাবনং]। (গোপালতাপনী টীকা)।

বৃন্দাদেবী লীলাখ্য মহাশক্তির প্রাদুর্ভাববিশেষ। এই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় বৃন্দাদেবীকে শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলা-সহকারিণী যোগমায়ারূপিণী বলা হইয়াছে, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে, মহাকাশের ক্ষুদ্রাংশ ঘটাকাশ যেমন আকাশ পদবাচ্য উহাও তদ্রূপ। ইহার বিশেষত্ব কিঞ্চিৎ এখানে দেখান হইল।

যোগমায়া—পরাখ্যা মহাশক্তিঃ। ভাঃ ১০ম ২৯ অ ১ শ্লোক। বৈষ্ণব-তোষিণী টীকা।

যোগমায়াং—স্বীয়াচিন্ত্যচিচ্ছক্তি বৃত্তিং। ভা ১০ম ২৯অ ১শ্লো। টীকা বিশ্বনাথ।

অপর পার্শ্বের প্রথম কক্ষে ঐ যে আটটি কিশোরী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহারা বিগ্রহে আগ্রহবতী অর্থাৎ কলহপ্রিয়া, স্বভাবে প্রখরা। ঐযে প্রথমেই শ্বেতপদ্মকান্তি শ্বেতবসনা সুন্দরী সাক্ষাৎ সরস্বতীর মত দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহার নাম পুণ্ডরিকা। ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে শ্রীকৃষ্ণের পীতবাস ধারণ করিয়া "ধরিয়াছি" "ধরিয়াছি" বলিয়া তর্জ্জন করা ইঁহার স্বভাব, সেই সময় যে কৃষ্ণচন্দ্র বিহসিত মুখে ইঁহাকে অনুনয় করেন, তাহাতেই পুণ্ডরিকা বড় আনন্দবোধ করেন। ১

এই পরাখ্যা চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি তিনভাগে বিভক্ত যথা শ্রী, ভূ, লীলা। এই তিনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তি ও লীলামূর্ত্তি সকল রহিয়াছেন। এই রূপ সমষ্টিভূতা স্বরূপশক্তিরও স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আছে।

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
চরিতামৃত।

লীলাশক্তির বৃত্তিসমূহ হ্লাদিনী বিভাগে অবস্থিত। শ্রীব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদকরী নিকুঞ্জবিলাস রাসবিলাসাদির সুসমাধানার্থই বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীর বিদ্যমানতা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তদর্থই স্বরূপশক্তির অন্তর্গত লীলাশক্তির প্রাদুর্ভাববিশেষ বনদেবী মূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিতা। গোষ্ঠে ও বনে লীলার সর্ব্বাঙ্গিকতা সম্পাদন, সর্ব্বাঙ্গিকী লীলা সংঘটন ও সুরক্ষা বৃন্দাদেবীর কার্য্য নহে, উহা যোগমায়ার কার্য্য। যোগমায়াই সমষ্টিভূতা স্বরূপশক্তি স্বরূপা। তাঁহার লীলাবতাররূপা ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী। (পৌর্ণমাসী নাম্নী যোগমায়া। গোবিন্দলীলামৃত টীকা ২।১।)

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি। অতি নিগূঢ়তমা নিত্যলীলাকে প্রকটা লীলায় লোকলোচনে আনয়ন তাঁহারই শক্তি। লীলা প্রকটন বৃন্দাদেবীর কার্য্য নহে, উহা যাঁহার কার্য্য তিনিই যোগমায়া, তিনিই রূপান্তরে ভগবতী পৌর্ণমাসী। বৃন্দাদি নিখিল লীলাপরিবার তাঁহারই ইচ্ছাধীনা ও আজ্ঞাধীনা।

পত্যভিমানী গোপগণের স্পর্শাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তাগণকে রক্ষা

ঐ ময়ূরকণ্ঠনিভ উজ্জ্বল নীলবর্ণা শ্যামাঙ্গিনীবালা অমল ধবল চারু পরিচ্ছদে শোভা পাইতেছেন, উঁহার নাম গৌরী। কাঠিন্য মাধুর্য্যমিশ্রিত ইঁহার কথাগুলি মিশ্রীর টুক্‌রার মত সুন্দর, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে সিতাখণ্ডী নাম দিয়াছেন। ২

ইঁহার পার্শ্বে যে ভ্রমরের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী বিদ্যুৎকান্তি কমনীয় সুন্দর পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উনি সিতাখণ্ডীর সহোদরা চারুচণ্ডী। ইঁহার বাক্যগুলি চণ্ডত্ব ও মনোহরত্ব উভয় গুণবিশিষ্ট বলিয়া ইঁহাকে চারুচণ্ডী নাম দেওয়া হইয়াছে। ৩

আর ঐ যে শিরীষকুসুমবর্ণা সুন্দরী পীতবসন পরিধান করিয়া আছেন, উঁহার নাম সুদণ্ডিকা। ইনি অতি পটুতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বলরসমাধুর্য্য বিস্তার বর্ণনে অভিসারিকাগণকে প্রলোভিত করিয়া থাকেন। ৪

করা, গোপসুন্দরীগণকে শ্বশ্রূ ননন্দাদির অত্যাচার ও সর্ব্বপ্রকার বাধক ও বিঘ্ন হইতে রক্ষা করা, ভগবানের ও নিত্যলীলা পরিকরগণের স্বরূপজ্ঞান আচ্ছাদন অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি সংঘটন যোগমায়া দ্বারা সংঘটিত হয়, বৃন্দার দ্বারা হয় না। তত্ত্বতঃ বৃন্দাদেবী যেমন যোগমায়ার শক্তিতে অনুপ্রাণিতা, লীলায় তেমনি ভগবতীর শিষ্যা ও তাঁহারই দ্বারা লীলাবিশেষ সমাধানে নিয়োজিতা।

অন্যচ্চ সুবোধিন্যাং যথা ভা ১০ম ২৯অ ১ শ্লো।

যোগমায়াহি যথাস্থিতমেবান্যত্র স্থাপয়তি। যথা সঙ্কর্ষণং লীলার্থং সাপি পূর্ব্বং পরিগৃহীতা ইতি ন অপূর্ব্বং কিঞ্চিৎ। যথা প্রমাণে রক্ষায়াং চ বলভদ্রোপযোগ এবং কার্য্যে যোগমায়য়াঃ। তত্রাপ্যন্তরঙ্গা যোগমায়া। অন্যত্র স্থিতং প্রমাণমন্যত্রাপি যোজয়তি, অন্যত্রস্থিতং চানন্দং অন্যত্র। ইতি।

যোগমায়া যথাস্থিতকে অন্যত্র স্থাপনে সমর্থা। যেমন লীলার্থ সঙ্কর্ষণকে তিনি এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব নহে। যেমন প্রমাণে ও রক্ষায় বলভদ্রের যোগ্যতা, এইরূপ সকল কার্য্যে যোগমায়ার অধিকার। যোগমায়া অন্তরঙ্গা শক্তি। অন্যত্রস্থিত প্রমাণকে যেমন অন্যত্র যোজনা করেন, অন্যত্রস্থিত আনন্দকেও সেইরূপ অন্যত্র যোজনা করেন।

ঐ যে মৃণালধবলা সুন্দরী মৃণালধবল পরিচ্ছদে জ্যোৎস্না পরিমণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিতেছেন, উঁহার নাম অকুণ্ঠিতা। ইনি নিজ সমাজের অর্থাৎ দূতী সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি জন্য পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অপরাধ প্রচার করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াগণকে মানিনী করিয়া থাকেন। ৫

ইঁহার পার্শ্বে ঐ যে কুলীপুষ্প অর্থাৎ কণ্টকারি ফুলের মত মনোহর বর্ণা সুন্দরী দুগ্ধমিশ্র জলবৎ ধবল বসন পরিয়া আছেন, উঁহার নাম কলকণ্ঠী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের চাটুবচন আকাঙ্ক্ষায় শ্রীরাধাকে মানিনী করিয়া বড় আনন্দ পান। ৬

কলকণ্ঠীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ঐ যে গৌরাঙ্গী গৌরবসনা কিশোরী হিরণ্ময়ী প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছেন, উনি ললিতার ধাত্রীকন্যা বামচী। শ্রীকৃষ্ণকে কর্কশ বাক্যে পরিহাস করিতে ইঁহার বড় আনন্দ হয়। ৭

ইঁহার পার্শ্বে ঐ পদ্মারুণবর্ণা পাণ্ডুবসনা সুন্দরীর নাম মেচকা। ইঁহার বক্রবাক্যভঙ্গী যেন শ্রীকৃষ্ণকে দোষী করিবার জন্যই প্রস্তুত থাকে। ৮

পশ্চিমদ্বার কক্ষের উভয় পার্শ্বস্থ ষোড়শকক্ষে গবাক্ষলগ্ন নয়নে বৃন্দাদেবীর অধীনা কুঞ্জদাসীগণ * সেবাবসরে ক্ষণকাল নিজ পিপাসিত নয়নের সার্থকতা করিয়া, আবার নানা কার্য্যব্যপদেশে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ইতঃস্তত গমনাগমন করিতেছেন। কেহ কেহ আসিতেছেন, কেহ কেহ যাইতেছেন, কেহ কেহ ভাববিভোর-ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সকলেই দ্বাদশবর্ষীয়া নবীনা কিশোরী সুন্দর সুন্দর বসনভূষণ বিভূষিতা, চটুলা চারুচপলভাষিণী, রূপলাবণ্যে নিরুপমা নৃত্যমানা নবপ্রতিমা।

কতকগুলি কুঞ্জদাসী বহিরালিন্দে দাঁড়াইয়া কুঞ্জভবন-বিলম্বিত বিশাল যন্ত্রব্যজনগুলির সুদীর্ঘ পট্টডোরী দুই হস্তে ধরিয়া জোরে জোরে আকর্ষণ করিতেছেন। কতকগুলি কুঞ্জদাসী বিবিধ বিলাসসম্ভার বহন করিয়া আনিয়া

* মধ্যাহ্নে জলকেলি অন্তে—

রতন ভবনে কুঞ্জদাসীগণে
ফলমূল আনি কত।
সংস্কার করি থালি ভরি ভরি
রাখিল বিবিধ মত॥

আলিম্প বাজিয়ে রাখিতেছেন। কেহ কেহ উহা হইতে আবশ্যকীয় সেবোপায়ণ লইয়া মঞ্জরীগণের কক্ষে ত্বরিত পদে চলিয়াছেন। আর অনেকগুলি দাসী রাশি রাশি সুগন্ধ ফুল আনিয়া বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পাধারে স্তূপীকৃত করিতেছেন, কেহ কেহ তাহা লইয়া ছোট ছোট পুষ্পাধারে সজ্জিত করিতেছেন। কয়েকটি বিচক্ষণা কুঞ্জদাসী শঙ্কিত নয়নে গোপনোপরি মৃদু পাদচারণে প্রাভাতিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া কাল নিরূপণ কার্য্যে নিবিষ্ট আছেন। অবসন্না যামিনী যামিনীকান্তকে শেষ আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইয়াছেন, প্রিয়াবিরহ-বিধুর চন্দ্রদেব পশ্চিমাকাশ কোণে মলিন মুখে বসিয়া পড়িয়াছেন, জ্যোৎস্নারাশি অমিয় কাশি সম্বরণ করিয়া উষা ভয়ে লুকাইয়াছে, তারামালা প্রায় বিলুপ্ত, কচিৎ ছাড়া ছাড়া পথহারা দুই চারিটি নিষ্প্রভ নক্ষত্র লজ্জায় অস্তাচলে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। আকাশপটে আর সে অন্ধকারের কালিমা নাই, নীলিমার নিবিড়ত্ব নাই, যেন কাল কাল ভাল ভাল না আলোক না অন্ধকার কি এক অস্ফুট প্রস্ফুরণ। প্রদীপ্ত মণিপাদপসমূহ ক্রমেই জ্যোতি সম্বরণ করিতেছে, কিন্তু তখনও নিষ্প্রভ হয় নাই। অদূরে বৃন্দাবন-বিলাস-নিকেতন মণিমণ্ডপাবলির মণিমাণিক্যমণ্ডিত উন্নত চূড়াগুলি অমুজ্জল বিভায় উষার ধূসরালোকে অস্পষ্ট চিত্রপটের মত দেখা যাইতেছে। ঘনপল্লব বিটপাবলি অনিবিড় তিমিররাশি ক্রোড়ে করিয়া উচ্চ মস্তকে উদয়াচলের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ললিত লতাজালজটিল উপবন-কুঞ্জচূড়াগুলি চাঁদনীচিকণচারু বৈভবগর্ব্ব হারাইয়া মলিন বেশ ধরিয়াছে। সুদূর দিগন্ত প্রান্ত নীহার সমাচ্ছন্ন, তুষার পরিমণ্ডিত গোবর্দ্ধন গিরির অভ্রভেদী শিখরমালা ঈষদরুণ অরুণ প্রভায় সমুজ্জল, পূর্ব্বাকাশ প্রকাশিত কিন্তু তখনও প্রাচীদিগঙ্গনার সিন্দুর সুরঞ্জিত সীমন্ত শোভা দেখা দেয় নাই। পূর্ব্বদিকের কল্পলতাবিতানতলে দাঁড়াইলে কুঞ্জপুঞ্জের উপর দিয়া যমুনাপ্রবাহ দেখা যায়, জ্যোৎস্না রাত্রে সে প্রবাহ কতই সুন্দর দেখায়, কিন্তু চাঁদিমা-চপল চারুবিম্ব বিরাজিত তরঙ্গিণীর সে তরঙ্গ শোভা আর নাই, উষা সমাগমে যমুনা যেন নিরাভরণা হইয়া বিষাদিনী বিধবার মত ধবল বাষ্পবসনে অঙ্গ ঢাকা দিয়া লজ্জায় মন্থর গমনে চলিয়াছেন। হা শোভানাশিনি! উষে! এত শীঘ্র তোমায় কে আসিতে বলিয়াছিল? হা যুগল মাধুর্য্য ভঙ্গি!

হা অরুণসহচরি! আদিবশ্যা সখীগণের এ সময় সৌভাগ্য কি তোমার সহিল না? (প্রঃ)*

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ুর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হ'য়ে সাধু পারা রহিলা শুতিয়া॥ (প)

* গ্রন্থকারের নিবেদন—শ্রীগ্রন্থের ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক শ্রীরাধাগোবিন্দের নিশা-বিলাসনিলয়, যমুনাপুলিনস্থিত চম্পক কুঞ্জের বর্ণন। ৭ম গর্ভাঙ্ক সখীগণের রূপ, বেশ, বর্ণ ও সেবাদির বিশেষ বিবৃতি। ইহার কোন স্থানই গ্রন্থকারের কপোল কল্পিত নহে, বহু শাস্ত্র ও পদ্ধতি গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ বলিয়া কোন গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট নাম চিহ্নিত করা হয় নাই। তবে বর্ণনাদি মূলানুকরণে পল্লবিত করা হইয়াছে। উহার স্থানে স্থানে কতকটা স্বানুভবেও নির্ভর আছে, শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবী জানেন, সে অনুভব কতদূর সম্ভব। এই দুই গর্ভাঙ্ক কেবল সাধকজনের স্মরণ মননাদির উদ্দীপন জন্য বিস্তৃত করিলাম। নবীন পাঠকগণ সুদীর্ঘ বর্ণনে বিরক্ত হইবেন না। স্থিরচিত্তে পাঠ করিলে অন্ধকল্পনায় বশীভূত হইতে হইবে না।

॥ ৮ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসাবসানে সেবাবসর বুঝিয়া সেবাপরা মঞ্জরীগণ মৃদুবিহসিত বদনে নূপুর মুখরিত চরণে কুঞ্জভবনে প্রবেশমাত্র, শ্রীরাধা সখীগণের আগমনাশঙ্কায় ত্রস্ত কান্তবক্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলেন। ঈষৎ হাসিয়া মধুরিম ভ্রূভঙ্গিমায় প্রিয় মঞ্জরীগণকে স্বপক্ষপাতিনী করিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে পৃষ্ঠোপাধানে ঠেস্ দিয়া বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের পরস্পর সুমধুর প্রেমালাপ শুনিবার জন্য কপট নিদ্রাভানে শয়ন করিয়া রহিলেন। গো। ২+৩৫—৩৬।

শ্রীরাধিকার সহাস্য নয়নেঙ্গিতে মঞ্জরীগণ শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা জানিয়া নিঃশঙ্কে নিজ নিজ অভিমত ও অধিকৃত প্রেমসেবায় নিবিষ্ট হইলেন। শ্রীরূপ মঞ্জরী কনক-সম্পুটক * হইতে সুবাসিত স্বর্ণবর্ণ তাম্বুলবীটিকা লইয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের মুখে দিলেন। কোন মঞ্জরী স্বর্ণময় পতদ্‌গ্রহ ‡ লইয়া পশ্চাৎদিকে শ্রীরাধিকার নিকটে ধরিলেন। শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী হেমদণ্ড বিচিত্র ব্যজন লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীগুণমঞ্জরী বারিদানে সুন্দর গোলাপজল লইয়া উভয়ের অঙ্গে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী স্বর্ণময় গন্ধাধার লইয়া উভয়ের সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীরসমঞ্জরী সুবাসিত জলে মৃদুল খণ্ডবস্ত্র § ভিজাইয়া উভয়ের শ্রীমুখ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। শ্রীরতিমঞ্জরী অন্যান্য কয়েকটি মঞ্জরীর সহিত শ্রীরাধাশ্যামের পাদসেবন ও অঙ্গসম্বাহন ¶ করিতে লাগিলেন। কোন মঞ্জরী সুকোমল পুষ্প লইয়া উভয়ের উপর ছড়াইয়া দিলেন, কেহ ধূপদানে সুগন্ধ ধূপ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। শ্রীলীলামঞ্জরী মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে উভয়ের বিস্রস্ত বস্ত্রাদি সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। কয়েকটি মঞ্জরী দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রত্নদণ্ড চামর ব্যজন করিতে লাগি-

* সম্পুটক—বাটা, ডিবিয়া।

‡ পতদ্‌গ্রহ—পিক্‌দানী।

§ খণ্ডবস্ত্র—রুমাল।

¶ অঙ্গসম্বাহন—গা টেপা।

লেন। আর আর সকলে বিবিধ সেবোপায়ন হস্তে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। (প) †

এদিকে দুরন্ত প্রভাতকাল সমাগতপ্রায় দেখিয়া সখীগণ সশঙ্কিত মনে ভ্রমরঝঙ্কৃত কুঞ্জনিকেতনের দ্বারকক্ষে একত্রিত হইয়া প্রমোদভরে হাসিতে হাসিতে "তুমি আগে চল" "তুমি আগে চল" বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকা সহাস্যবদনা সখীদিগকে আগতপ্রায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের উরুদেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং সত্বর নিজ উত্তরীয় ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের পীতদুকুলে অঙ্গ ঢাকিয়া সলজ্জ চাহনীতে আড়ে আড়ে সখীদের দিকে চাহিতে চাহিতে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে পূর্ব্ববৎ পৃষ্ঠোপাধানে ঠেস দিয়া বসিলেন।

(গো ৬০—৬২)।

সহচরীগণ দেখি লাজে কমলমুখী
ঝাঁপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ কমল দিঠি অঞ্চলে
হেরই হরি মুখ চাঁদ ॥ (প)

বহুক্ষণ পরে শ্রীরাধিকার সুন্দর সলজ্জ মুখখানি দেখিয়া প্রেমপুলকে সখীগণের অঙ্গ পুলকিত হইল। তাঁহারা পরস্পর অঙ্গ টেপাটিপি করিয়া ভ্রূভঙ্গ ভঙ্গিম নয়নে হাসিতে হাসিতে সেই রতাবসানিক সুন্দর রূপমাধুরী পান করিতে লাগিলেন। মরি মরি! সে রূপরাশি কতই সুন্দর—

মিথো দশনরিক্ষতাধরপুটৌ বিলাসলালসৌ
নখাঙ্কিত কলেবরৌ গলিত পত্রলেখাশ্রিয়ৌ।
শ্লথাম্বর সুকুন্তলৌ ত্রুটিতহার পুষ্পস্রজৌ
মুহুর্ম্মুদিরে পুরঃ সমভিলক্ষ্য তাঃ স্বপ্রিয়ৌ ॥ গো ৬৩

---

† সময়ানুরূপ সেবা—

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন ভেল দুঁহু মুখ চাই ॥
দুঁহুজন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ হেরি রহি গেল ॥ (প)

সখীগণ! এতক্ষণ ত এই বেশ অলক্ষ্যে থাকিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিলে, তবে এ আর নূতন কি? না না ছি! আমাদের রাজনন্দিনীকে তোমরা অমন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া লজ্জা দিওনা। আবার কি? আবার সজ্জা ছাড়িয়া শয্যা লইয়া পড়িলে কেন? কি দেখিয়া সকলে অত গোল করিয়া হাসিতেছ বল দেখি? ও মরি!!

মধ্যেঽচ্যুতাঙ্গ ঘন কুঙ্কুম পঙ্ক দিগ্ধং
রাধাঙ্ঘ্রি যাবক বিচিত্রিত পার্শ্ব যুগ্মম্।
সিন্দূর চন্দন কণাঞ্জন বিন্দু চিত্রং
তল্পং তয়োর্দিশতি কেলি বিশেষমাভ্যাঃ॥ গো ৬৪

মরণ আর কি! এও কি আর নূতন? এতক্ষণত এই রজই অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়াছিলে, তবে আবার এখন হাসির অত ঘটা কেন? না! ছি! তোমরা অমন করিয়া অত হাসিও না, ঐ দেখ, আমাদের রাজকুমারীর মুখখানি লজ্জায় মাটির দিকে ঝুকিয়া নামিয়াছে। বলি, এমন মাধুরীমাখা মুখখানির চেয়ে কি শয্যাতেই এত মধুরিমা পাইলে? তাই তোমাদের প্রাণের প্রাণ প্রিয়সখীকে ফেলিয়া শয্যা দেখিতেই পাগল হইয়াছ? মাধুরী মধুরিমায় সখী বড় না শয্যা বড়?

প্রশ্লিষ্ট পুষ্পোচ্চয় সন্নিবেশাং
তাম্বূলরাগাঞ্জন চিত্রিতাঙ্গীম্।
ব্যক্তিভবৎ কান্তবিলাস চিহ্নাং
শয্যামপশ্যন্ স্বসখীমিবাল্যাঃ॥ গো ৬৫

আহা! সাজে, কাজে, লাজে, শয্যাতে, সখীতে সমান অবস্থা, তাই শয্যাকেও সখীর মত প্রেমনয়নে দেখিতেছ। মরি মরি! কি সাম্যদৃষ্টি!! বলি ওগো সতীকুল কমলিনীগণ! সকালে উঠিয়া এই সাম্যদৃষ্টিতে নিজের লজ্জাতে শয্যাতে একবার মিলাইতে পার নাই? আমরা সব জানিগো সব জানি, এখন সতী সাজিয়া হাসিতে আসিয়াছ! আমরাও এতক্ষণ আমাদের

রাজকুমারীকে তোমাদের মত সতী সাজাইতে পারিতাম, এ সব রাখা কেবল তোমাদেরই নয়ন-সুখসাধন জন্য। যুগলোজ্জ্বলরস-সুরসিকা রাধাগতপ্রাণা সখীগণ! তোমরা ভুবনদুর্লভ নিজ দেহ-সৌভাগ্যরাশি তুচ্ছ করিয়া নিজ প্রিয়সখীর কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসৌভাগ্য শতকোটী প্রাণেরও অধিক করিয়া জান, তাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণে নিজাঙ্গ সমর্পণ হইতে কোটী কোটী গুণিত সুখ শ্রীকৃষ্ণে রাধাঙ্গ সমর্পণ। আবার এই কৃষ্ণভোগাঙ্কমণ্ডিত রতিরণখণ্ডিত সলজ্জ সজ্জায় লজ্জা দিয়া হাসিয়া হাসাইয়া তোমরা আমাদের ব্রজনবনলিনী-মুকুটমণি রাজনন্দিনীকে যে অমিত সুখে সুখী কর, শতবার্ষিকী কৃষ্ণসঙ্গসুখও তাহার নিকট শ্রীরাধা অল্প মনে করেন। আহা! এই গুণেই গুণবতীগণ! তোমরা আমাদের রাজকুমারীর পরার্দ্ধকোটী প্রাণেরও অধিক। তোমাদের এই গুণে যাঁহাদের রতি মতি গতি, তোমাদের কৃপাকটাক্ষ মহিমায় তাঁহাদিগকেও আমাদের গুণবর্গাতুলা সখীপ্রেমাকুলা ভানুরাজবালা প্রিয় নর্ম্মসখীর গণে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করেন। নদী যেমন এক মুখে বাহির হইয়া নানামুখে ধাবিতা হয়, একমূল আশ্রয়ে বৃক্ষ যেমন নানা দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, সমুদ্র যেমন আপন দেহ তরঙ্গিত করিয়া আপন তরঙ্গগুলি লইয়া আপনি খেলা করে, হে সখীগণ তোমরাও সেইরূপ শ্রীরাধারই দেহের বিলাসমাত্র। শ্রীরাধারই প্রেমের বিকাশ মাত্র।

রাধিকা রসের নদী সখীরা পাথার।
রাই প্রেম-কল্পলতা সখী শাখা তার॥
রাধা রসসুধানিধি সখীরা তরঙ্গ।
আপন তরঙ্গ লয়ে আপনি করে রঙ্গ॥
রাই সে পূর্ণিমার চাঁদ সখীগণ তারা।
রাই স্বর্ণচাঁদ সখী জোছনার ধারা॥ ‡

আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! এতক্ষণ উদয়াচলে ঐ সোণার চাঁদখানি আপন কান্তিতেই ঝলমল করিতেছিল; এখন যেন অগণিত তারকামণ্ডলে

মণ্ডিত হইয়া শতগুণ শোভায় মধ্যগগনে টলটল করিতে লাগিল। এতক্ষণ ঐ চাঁদের কিরণরাশি চাঁদের গায়েই জ্বলিতেছিল, এখন যেন শতগুণ অমল ধবল বিভায় ভুবনময় ছড়াইয়া পড়িল। মরি মরি! সখীগণ! তোমাদের ও পরিহাসের হাসি নয়, ভুবনভরা জ্যোৎস্নারাশি। আর আমাদের রাজনন্দিনীর চাঁদমুখখানির ঐ কত লজ্জা মাখা মাখা মধুর ভাব মাধুরীটি যেন সেই জ্যোৎস্না রাশির সুস্নিগ্ধ অমিয় সিঞ্চন। (গ্র)

চারিদিকে সখীর মালা মণ্ডলাকারে শ্রীরাধাশ্যামকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাধার ইঙ্গিত পাইয়া সেবাপরাগণ সসম্ভ্রমে নিজ নিজ সেবা-সখীগণকে দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। অতিশয় প্রেমের সহিত পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ মঞ্জরীগণের প্রেমসেবা অধিকার করিয়া বসিলেন। (প)

শ্রীরাধা কথঞ্চিৎ লজ্জার হাত এড়াইয়া প্রগল্‌ভা ভঙ্গীতে মধুর হাসিয়া কহিলেন "সখীগণ! তোমাদের সখ্য ব্যবহার বেশ বুঝিয়াছি, আর বুঝিয়া কায নাই। ধন্য তোমরা! যাহৌক আবার যে ভাগ্যক্রমে দেখা দিলে, এজন্য তোমাদের গুণে কেনা রহিলাম। ছি ছি! তোমাদের কি মুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না?"

সমস্ত সখীগণই না জানি কি হইয়াছে ভাবিয়া, সবিস্ময়ে শ্রীরাধার মুখ চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণকাল হাস্য করিয়া শ্রীরাধা আবার পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন "আমি কুলললনা, নানাছলে আমাকে বনে আনিলে, শেষে এই বিখ্যাত লম্পটের হাতে দিয়া লুকাইলে?"

"এই অপরাধ!! যাহৌক;" সখীগণের মুখে পুনরায় হাস্যরেখার বিজুলী সঞ্চার হইল। শ্রীরাধা আবার মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আমার যে পূর্ব্ব পুণ্যবল ছিল, তাই সমস্ত রাত্রি এই লম্পটের পার্শ্বে থাকিয়া, ধর্ম্ম রাখিতে পারিয়াছি।"

এইবার সখীমহলে হাস্যের তরঙ্গ ছুটিয়া গেল। হাসির বেগ সামলাইতে না পারিয়া অনেকে অনেকের গায়ে পড়িয়া হাসির ফোয়ারা ছাড়িয়া দিলেন। অনেকে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসির দম বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কেবল শ্রীরাধিকার পক্ষপাতিনী মঞ্জরীগণ সেই নয়নেঙ্গিতের গুণ মানিয়া কহিলেন, "আহা! তা সত্যই বটে।"

শ্রীরাধা কহিলেন "অবিশ্বাস করিও না। এই কামুকরাজ সহস্র গোপীকার

সহিত অবিরত কামক্রীড়ায় বহু রজনী জাগরণ করিয়া ক্লান্ত ছিল, যেমন শুইয়াছে, অমনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

বাক্যের পোষকতা করিয়া মঞ্জরীগণ কহিলেন "সত্য সত্য সত্য; প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি এতে অবিশ্বাস হইতে পারে?"

কিন্তু সখীগণের হাসির তরঙ্গে সব ডুবিয়া গেল। ললিতা কহিলেন, "সখি রাধে! তোমার জগদ্বিখ্যাত সতীত্ব সকলেই জানে, আর ঐ নাগরটিরও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য বেদপ্রসিদ্ধ। তাই আজ তোমাদের এই নির্দ্দোষ সাধুসঙ্গ সখীজনের নয়নরঙ্গ তরঙ্গিত করিতেছে। আবার এই নবীন ব্রহ্মচারীটি এতই স্বধর্মনিষ্ঠ যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ ভয়ে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ বলিয়া নিদ্রাকেও স্পর্শ করেন না। কাযেই ইনি যে তোমার অনঙ্গসঙ্গী * সত্য সত্যই তাহা আমরা বুঝিয়া লইয়াছি।"

বিশাখা কহিলেন "ললিতে! আমি বেশ জানিয়াছি, ইহাদের দুজনেরই ধর্ম্ম, শর্ম্ম ‡ লাভ কামনায় প্রয়াগে কাম্যকূপে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

চিত্রা কহিলেন "শর্ম্ম আবার কি?"

বিশাখা কহিলেন "শর্ম্ম কি তা কর্ম্ম দেখিয়াই বুঝিয়া লওনা? ঐ দেখ উভয়ের শর্ম্ম প্রয়াগলব্ধপুণ্যে অধিক বৃদ্ধি পাইয়া সম্পূর্ণ যোগে পরিণত হইয়াছে। অধরের বৈরাগ্য, মুক্তাহারের নির্গুণত্ব, নয়নের নিরঞ্জনত্ব, এই সবই অচ্যুত যোগসিদ্ধির লক্ষণ। আবার ঐ দেখ অতিমুক্তমালা § পরিসেবিত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাত্মভূতত্ত্ব ¶ সুখানুভূতির জন্য সমাধিযোগে মগ্ন হইয়া যোগাসন (শয্যা) আশ্রয় করিয়াছেন, ইহাও অতি সিদ্ধিরই লক্ষণ। তথাপি সখি! শ্রীরাধারই যোগসিদ্ধি বেশী বেশী দেখিতেছি। ঐ দেখ শ্রীরাধার হৃদয়াম্বর মধ্যে স্বানন্দ-

* ন অঙ্গসঙ্গী—অনঙ্গসঙ্গী। পক্ষে অনঙ্গ—কাম।

‡ "শর্ম্ম শাত সুখানিচ ইত্যমরঃ" শর্ম্ম—সুখ।

§ অতিমুক্ত—মাধবীপুষ্প। পক্ষে আত্যন্তিকী মুক্তিপ্রাপ্তজন। মালা মাল্য। পক্ষে—সমূহ।

¶ আত্মভূ - ব্রহ্মা ও কাম

সুখানুভূতিরূপ চিত্রেন্দুলেখা * জ্যোতি বিকাশ করিতেছে। সেই কিরণেচ্ছেদ-মের তমঃ বিনষ্ট হওয়াতে শ্রীরাধার মনোভবোত্তাপ † শান্তি হইয়াছে বলিয়াই পুনর্ভব ‡ খণ্ডন নিশ্চয়। এ সব দেখিয়াও কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না?"

(ভা ২—৩৭—৪৭)

ও আবার কি গো? ঘুমানো লোকটির মুখখানি যে হাসি হাসি করিতেছে? স্বপন দেখিতেছে না কি? হুঁঃ! ঠাটের ঘুম কি কাট হইয়া পড়িয়া থাকিলে থাকে? না এত হাসির গোলে কারও ঘুম হয়? ঐ যে আবার অঙ্গখানি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলি—অত ঘামিতেছ কেন? ঘুমানো মানুষের গায়ে কি এ সব সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়?

শ্রীকৃষ্ণ হাসিবনা হাসিবনা করিয়াও আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, সশব্দে হাসিয়া ফেলিলেন। কপট নিদ্রা পলাইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিয়াই বিদূষক ভঙ্গিমায় রাধা-নখ-চিহ্নিত নিজ নীলিম বক্ষঃস্থল সখীগণকে দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন "এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ, আমার হৃদয়েও চিত্রেন্দুলেখা রহিয়াছে"।

শ্রীকৃষ্ণের সেই বিদূষক ভঙ্গীতে হাস্যকর ইঙ্গিতে হৃদয় প্রদর্শন দেখিয়া সখীগণ হাসিয়া অস্থির, শ্রীরাধিকাও আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বসনাঞ্চলে চন্দ্রমুখ আচ্ছাদন করিয়া লজ্জাবনত মুখে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মরি মরি! সেই লজ্জামাখা হাসিমাখা সুন্দর মুখখানি কতই সুন্দর! কতই মনোহর!

শ্রীরাধা লজ্জাকুল কুটিল কটাক্ষে অল্প অল্প চাহিয়া কোমল করপল্লবে নিজ নখাঙ্কিত কৃষ্ণবক্ষ আচ্ছাদন করিলেন, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন "নাগর! তোমার বক্ষঃস্থলে যদি চিত্রেন্দুলেখাই স্থান পাইল, তবে ললিতা-

* চিত্রা—ইন্দুলেখা = চিত্রেন্দুলেখা। পক্ষে—চিত্র—ইন্দুলেখা অর্থাৎ নখাঙ্ক।

† মনঃ—ভব—উত্তাপ। পক্ষে মনোভব-উত্তাপ কামসন্তাপ।

‡ পুনর্ভব—নখ। পুনর্জ্জন্ম।

বিশাখাই বা কি দোষ করিল? ঐ সঙ্গে ললিতা বিশাখাকে বক্ষে স্থান দিলে আরও বেশী সুখ হইত।" (ভা ২। ৪৮—৫১)

শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ পরিহাস ভঙ্গীতেই আবার সখীগণকে নিজ বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধার নখ চিহ্নাদি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তোমরা বেশ করিয়া দেখনা, আমি মিথ্যা বলি নাই—

বিধুং প্রযান্তমবেক্ষ্য কান্তং
বিশ্লেষভীতোষসি পশ্যতাল্যঃ।
দিদৃক্ষয়েবাম্বর-চিত্রপটাং
রাধেন্দুলেখা-শতমালিলেখ॥

(গোবিন্দলীলামৃত)।

উষাকালে নিজ কান্ত বিধুকে ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া বিচ্ছেদ ভয়ে পুনশ্চ দেখিবার জন্য নীলাম্বর চিত্রপটে রাধা শত শত ইন্দুলেখা লিখিয়া রাখিয়াছেন।"

হরি হরি! তবে এ রাধা কৃষ্ণকান্তা রাধা নন, চন্দ্রকান্তা রাধা-নক্ষত্র। উহার অপর নাম বিশাখা। তবে বিশাখারই এই কায!

রাধা বিশাখা লইয়া সখীমহলে মহা গণ্ডগোল বাধিল। শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-চঞ্চল নয়ন দুটি দুইপক্ষ ঘুস্ খাইয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া একবার বিশাখাকে দেখাইতে লাগিল, একবার শ্রীরাধাকে দেখাইতে লাগিল, শেষে কিন্তু বিশাখার দলই জয়লাভ করিল। শ্রীরাধার সলজ্জ নয়নই নিজ দোষ ঘাড় পাতিয়া লইয়া রাধাপক্ষপাতিনীদের হারাইয়া দিল।

মরি মরি! কি আনন্দ! কি আনন্দ! যেন সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য তরঙ্গ গড়াইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সেই পরিহাস চটুল নধর ওষ্ঠাধর, তাহাতে যেন মধুর মোহন হাসিতে রাশি রাশি জোছনা খসিতেছে, কথায় কথায় কোমল কোকিল-কলকণ্ঠের লহরী খেলিতেছে, নয়ন নাচিতেছে, কুণ্ডল দুলিতেছে, নব-নীল-ইন্দীবরনিন্দি বিমল কপোল কোলে কি অপরূপ মধুর মাধুরী বিজুরী খেলাইয়া ছুটিতেছে; আহা! কতই সুন্দর! কতই মনোহর! আবার ঐ দেখ শ্রীরাধার সুকুমার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় অবনত, সেই লজ্জাবনত মুখমধুরিমায়

নব নব ভাবতরঙ্গ উছলিয়া পড়িতেছে। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসছলে নানা ভঙ্গীতে নিশা-বিলাস চিহ্নগুলি দেখাইয়া সখীদের হাসাইতেছেন, তাই বদনখানি লজ্জায় অবনত। পাছে আরও কিছু বলিয়া অধিক লজ্জা দেন, এই শঙ্কায় নয়নদুটি চঞ্চল। রাগ করিয়া ঈর্ষাকুটিল বক্র নয়নে প্রাণকান্তের মুখের দিকে চাহিতেছেন, হরি হরি—অমনি সে মুখমাধুরীপানে হৃদয় উল্লাসে ফুলিয়া নয়নে বদনে মধুর মুচাক হাসির ফুল ফুটাইতেছে। সেই ঈষদ হাসির বিশদ ছটা অমল বিমল কপোল কোলে জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া দিতেছে, অমনি হেলাহিল্লোলিত বিলোল আঁখি প্রগাঢ় প্রেমোল্লাস ভরে আধ আধ মুদিয়া আসিতেছে। সেই আধখোলা ঢুলা ঢুলা আঁখিকোলে উল্লাসোৎফুল্ল ঢল ঢল তারা দুটি ক্ষণকাল হাসি-মুখের হাসিতে মিশিয়া হাসিয়া নাচিয়া আবার মানারুণ কুটিল নয়নকোণে চপলা খেলিয়া উদ্বাষ্প-হৃদয়ের প্রেমাশ্রু লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

আহা! অপূর্ব্ব ভাব-শাবল্য * মাধুরী! ভাবে ভাবে মধুর আলাপ, সে আলাপের ভাষা নাই, তাই সে নীরব আলাপ ভাবুকে স্ফুরে, বাবদুকে § স্ফুরেনা। সে আলাপ কর্ণে যায়না, হৃদয়ে হৃদয়ে ঠোঁকা দিয়া হৃদয়ের কথা হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকিয়া দেয়।

ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নীরব নখাঙ্কগুলি কেমন নীরবে নীরবে অমিয়া সিঞ্চন করিয়া অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে কৃষ্ণদেহে, রাধাদেহে, গোপীদেহে, যুগপৎ পুলক কণ্টক উঠাইতেছে। উহার নীরব প্রেমসঙ্গীত নীরবে হৃদয়ে হৃদয়ে কি মধুর রস উদ্দীপন করিতেছে, কে তাহা ভাষা দিয়া প্রকাশ করিবে?

ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-চপল ঠোঁট দুখানি হাসির ছটা গায় মাখিয়া ভঙ্গীভরে হাসিমাখা চোক্ দুটিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া শ্রীরাধার নয়নের উপর ফেলিয়া দিতেছে, আর যেন নীরবে নীরবে বলিতেছে "ছি ছি! অবলার কি এই প্রবলার ব্যবহার"?

* "ভাবানাং শাবল্যেন মিলনেন যা মাধুরী তাং"। টীকা।
ভাবশাবল্য-মাধুরী—নানাভাবের মিলনে যে মাধুরী প্রকাশিত হ

§ বাবদূক—বক্তা। বাবদূকশ্চ বক্তরি ইতি অমরকোষঃ।

রাধার লজ্জাবনত মুখখানি যেন তাহার উত্তরে বলিতেছে, "কেবল তোমারই সুখের জন্য নাথ! তোমার সুখই রাধিকার সর্ব্বস্ব।"।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁকা নয়নদুটি হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া যেন বলিতেছে, "আরও কিছু বলিব নাকি"?

শ্রীরাধার ঈর্ষাকুল-কুটিল কটাক্ষ যেন প্রাণনাথকে শাসাইয়া শাসাইয়া বলিতেছে "থাক থাক লম্পট! আবার সময় পাইলে বুঝিব।"

আবার সখীদের হাসি-ভরা মুখগুলি যেন চারিদিক্ হইতে ভাবের নীরব ভাষায় বলিতেছে, "সতী—শিরোমণি! সতীত্বের বুঝি এই সব চিহ্ন রাখিয়াছ?"

শ্রীরাধার লজ্জানত চঞ্চল নয়ন যেন নীরব উত্তরে বলিতেছে, "সখীগণ! লম্পটের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিও না। ও সব বিলাসচিহ্ন আমার কি অন্য নায়িকার, তাহা কি উহার গায়ে লেখা আছে"?

সত্যই ত? সখীগণ! তোমরা আমাদের রাজকুমারীকে বৃথা লজ্জা দিতেছ কেন? লম্পটদেহে বিলাসচিহ্নের অভাব কি? তোমাদের সনাকই কৃষ্ণের লীলাখেলা আমরা সবই জানি। যে কোটী কোটী নায়িকার মন রাখিয়া বেড়ায়, তাহার অঙ্গের বিলাসচিহ্নের জন্য দায়ী হইতে আমাদের রাজকুমারীর কি দায়? বুঝিলাম এই এক তোমাদের নূতন রঙ্গ দেখা? ঐ সুন্দর মুখখানি নানা ভাবের অমূল্য ভূষণে ভূষিত করিয়া * অতৃপ্ত প্রেম নয়নের সাধ মিটাইতেছ। ধন্য সখীগণ! তোমাদের অনুকূল প্রতিকূল উভয় ভাবের ভিতরেই প্রগাঢ় প্রেমতরঙ্গ খেলা করে। (গো ৬৬—৭০)

* হেলোল্লাসা দরমুকুলিতা বাষ্পসান্দ্রারুণান্তা
লজ্জাশঙ্কাচপলচকিতা ভঙ্গুরেষ্যাভরেণ।
স্মেরস্মেরাদ্দয়িতবদনালোকনোৎফুল্লতারা
রাধাদৃষ্টির্দয়িতনয়নানন্দমুচ্চৈর্ব্যতানীৎ॥

গোবিন্দ লীলামৃত ১—৭০।

শৃঙ্গারভাব জন্য উল্লাসময়, ঈষৎ মুদিত, অশ্রুপূর্ণ, অরুণ-রাগরঞ্জিতপ্রান্ত,

সমুদ্রগামিনী তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-বেগ কখন কোন্ দিকে যায় বুঝা যায় না, কখন জোয়ার বেগে উজান চলে, কখন ভাটার টানে সমুদ্র-মুখে বেগে ধাবিতা হয়। সখীগণের প্রেমতরঙ্গিণীর তরঙ্গ বেগ ফিরিয়া গেল। ললিতা ললিতাধরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি সমস্ত রাত্রি কেবল কুঞ্জে কুঞ্জে লাম্পট্য করিয়া বেড়াও, কাহার নখাঘাতে তোমার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে কে জানে? আমাদের প্রিয়সখী সাধ্বীকুলচক্রবর্ত্তিনী, সমস্ত রাত্রি তোমার মত লম্পটের পার্শ্বে থাকিয়াও নিজ পুণ্যবলে সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, তিনি পরম পুণ্যবতী হইয়া কি জন্য পরপুরুষ স্পর্শ করিবেন?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "জানিলাম সত্যই তোমাদের সখী সাধ্বী বটেন, পুণ্য-বলও যথেষ্ট, একে অবলা তাহাতে আবার নিতান্ত বালিকা, তবুও যে আমাকে পরাজয় করিয়া আমার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, এ সেই পুণ্যফলেরই পরাক্রম।"

বিশাখা কহিলেন—"যাহা স্বচক্ষে দেখি নাই, তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করি?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "তা স্বচক্ষেই দেখনা কেন?" বলিয়াই হাসিতে হাসিতে বলপূর্ব্বক বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বিম্ব-বিনিন্দিত অধরে দশন-চিহ্নের পরীক্ষাটা ভাল করিয়াই দেখাইলেন। গতিক মন্দ বুঝিয়া ললিতা সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অমনি কৃষ্ণ-ভুজ-ভুজঙ্গমপাশ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই সুচিত্রিত পীনোন্নত বক্ষঃস্থলে অচিরেই নখাঙ্কের পরীক্ষাটিও উত্তমরূপে হইয়া গেল। ভা ২—৫২—৫৪।

এইবার বেশ হইয়াছে, আমাদের রাজকুমারী হাসিতেছেন, আর তোমরা কেমন লজ্জামাখা মুখে হাসিয়া কাঁদিয়া গালি পাড়িতেছ। আহা মরি মরি! তোমাদের মুখের ভাবশাবল্যমাধুরী দেখিয়া আমাদের কতই আনন্দ হইতেছে।

লজ্জাচঞ্চল, শঙ্কাচকিত, ঈর্ষাকুটিল, কান্তবদনের হাস্যে হসিত, কান্ত মুখাবলোকনে উৎফুল্ল তারা, শ্রীরাধার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের নয়নের অতিশয় আনন্দবিধান করিতে লাগিল।

অবমর্দ্দিতা ললিতা দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বভাবসুন্দর গর্ব্বোন্নত বঙ্কিম গ্রীবায় দাঁড়াইলেন। কহিলেন "শঠ! লম্পট! তোমার আচরণ বেশ বুঝিলাম। আমরা বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট যেমন প্রিয়সখীকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তুমি তাহার খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছ। দেখ দেখি—

ফুয়ল করবী ধনী বদন বেয়াপ।
রাহু কিয়ে বিধু-মণ্ডল ঝাঁপ॥
চুম্বনে মেটল কুঙ্কুম-রাগ।
কাজর সিন্দুর দূরহি ভাগ॥
জানলি কানু নিঠুর হিয়া তোর।
ঐছন ভাতি করল সখী মোর॥

বিশাখা কৃষ্ণের দিকে কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন, কহিলেন "সখি ললিতে! আমাদেরই বুঝিতে ভুল হইয়াছিল, শিরিষ কুসুম-সুকুমারী প্রিয়সখীর মর্য্যাদা রাখালে কি বুঝিবে? আ—মরি মরি গো! কাণ্ডখানা দেখ দেখি—

বলহিঁ অধর দল দশনে বিদার।
শয়নহিঁ লুঠই টুটল হার॥
নখপদ জরজর উচ কুচ ভার।
টুটলি সব তনু অতনু ভাণ্ডার॥
সুপুরুখ জানি সোঁপলু তোহে রাই।
তাড়লি নিরজনে একলি পাই॥

কি জানি, এ সব কথায় ভিতর ঢুকাই যায়না। এখনি যাহা দেখিবার জন্য নয়নে পলক ছিল না, এখন আবার তাহারই জন্য তিরস্কার! তাই যেন পদকর্ত্তা বলরাম সখীভাবে একপাশে থাকিয়া একটু একটু হাসিয়া বলিতেছেন।

তুহুঁ সতী বৃন্দাবন বাটোয়ার।
বলরাম কহ সখি না বলহ আর॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "মরি মরি! তোমাদের কি সুবিচার! আমার অঙ্গটা দেখিতে কি তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে?

অধরহুঁ রদন মদন শর জরজর
নখর শকতি হিয়া ফোরি।
কঙ্কন খড়গহি তোড়ি সবহুঁ তনু
সরবস লেয়লি মোরি॥

কুন্দ দন্তে অধর দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে ললিতা কহিলেন— "লম্পট! তুমি এখানেই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছ, কি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াই এখানে আসিয়াছ, তাহার ঠিক্ কি?

বিশাখা চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন "আমাদের প্রিয়সখী সতীসাধ্বী পতিব্রতা, তুমি তাহার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইলে লোকে মানিবে কেন হে? চুপ কর, বেশী গোল করিও না।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "ধন্য হৃদয় তোমাদের! কেহ কাহাকে দুঃখের কথা জানাইলে, সমদুঃখিতা দেখাইতে হয়, কিন্তু তোমাদের গোয়ালিনী মহলে এই গুণটা কি আদৌ নাই?"

শুন সহচরি হেরিনু কিয়ে নটচাঁদ।
রস ঔখদ দেই মোহে শান্তায়বি
পুন দেয়সি পরিবাদ॥

ললিতা কহিলেন "পরিবাদ কি আমরাই দিতেছি? তোমার কার্য্যই তোমার গুণ প্রকাশ করিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "কিসে?"

বিশাখা কহিলেন "কিসে, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? আমাদের প্রিয়সখী যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আপনার ধর্ম্ম রাখিয়াছেন, তাহা সত্যই; কারণ আমরা আসিয়া তাঁহাকে জাগরিতাই দেখিয়াছি। আর তুমি যে সমস্ত রাত্রি কুঞ্জে কুঞ্জে মত্তমাতঙ্গের মত ফিরিয়া এখানে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, তাহা সকল সখীই ত স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তবে আর মিথ্যা কি?"

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "হুঁ:, সেও তোমাদের সখীরই গুণ।"

পুন ভুজপাশে বান্ধি হিয়ে তাড়লি
তুহুঁ কুচপর্ব্বত ঘাতে।
রতি মতি রহু দূর বিকল এ কলেবর
ইথে ঘুমলুঁ পরভাতে॥

ললিতা কহিলেন "প্রমাণ ভিন্ন আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "আমার দুর্ব্বল দেহই ইহার প্রমাণ। অধিক কি বলিব"

মুরছলুঁ হেরি তবহুঁ নাহি ছোরল
পুছহ মনোরমা ঠামা।
অমনি
কর দেই রাই নাহ মুখ ঝাঁপল
(হেরব কব বলরামা॥)

শ্রীকৃষ্ণ ললিতা—বিশাখাকে ঘোর বিপক্ষ দেখিয়া বিলোল নয়ন ইঙ্গিতে চিত্রাকে নিজ পক্ষপাতিনী করিলেন। চিত্রা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষসমর্থন করিয়া কহিলেন "বুঝিলাম বুঝিলাম, নাগরের অপরাধ থাকিলে তুমি মুখ চাপিয়া ধরিতে না, সখি! তোমার কাযেই তোমাকে দোষী বলিয়া জানাইয়া দিতেছে। আহা মরি মরি—

দলিতা নলিনী সম মলিন বদন ছবি
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড।
মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল
মরদল মরকত গণ্ড॥
এ সখি! তুহুঁ অতি নিকরুণ দেহ।
হিয় চড়ি কুচভর দেই মরদলি
শিরীষ কুসুম তনু এহ॥

শ্রীকৃষ্ণ উল্লাসে যেন লম্ফ দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ ব্রজের মধ্যে তুমিই একটি যথার্থ সত্যবাদিনী আছ"।

চারিদিকে হাসির একটা তুফান পড়িয়া গেল। রঙ্গপ্রিয়া রঙ্গদেবী রঙ্গভরে হাসির মাত্রাটা কিছু বেশী চড়াইয়া কহিলেন, "দেখ, আজ বুঝি চিত্রার কুঞ্জেই বা আমাদের বাসরসজ্জা করিতে হয়!"

বিশাখা হাসিতে ভরা চোখ্-মুখ্ ঘুরাইয়া কহিলেন, "হইবে কি হইয়াছে তাহার ঠিক্ কি?"

আবার চারিদিকে হাসির রোল উঠিল। চিত্রা রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিলেন, "সত্য কথা বলিব তা কি?"

নীল উতপল দল কোমল উরথল
ফারলি নখ শর হানি।
ইথে অতি বেদন মুদি রহু লোচন
কিয়ে ভেল গদগদ বাণী॥
মনমথ ভূপতি ভীত নাহি মানলি
সখীগণ গৌরব ছোরি।
অমনি
চিত্রা বচনে লাজে ধনী নতমুখী
হেরি বলরাম সুখে ভোরি॥

শ্রীরাধাকে লজ্জায় মুখখানি নামাইতে দেখিয়া, চম্পকলতা চিত্রার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—

সখিহে এ তুয়া কৈছন রীত?
তুয়া বচনে ধনী বেচল নিজ তনু
তুহুঁ পুন কহ বিপরীত!!
স্বামী বরত ছলে কাননে আনলি
একলি প্রিয়সখী মোর।

নলিনী সুকোমল দুলহু সুনাগরি
ভারলি মদ করি কোর ॥

ললিতা কহিলেন, "তাইত ! সব দোষ ঐ চিত্রার।"

বিশাখা কহিলেন "তা না ত কি ?"

রঙ্গপ্রিয়া রঙ্গদেবী আসিয়া চিত্রার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া রঙ্গভরে কহিলেন, "ও মোর সতী !! ডুবিয়া জল খাও, আর লোকের কাছে উপবাস জানাও।"

আবার চারিদিকে হাসির রব উঠিল। চম্পকলতা খুব উৎসাহে ফুলিয়া আবার কহিলেন—

সখী সতী কামিনী নব কুলকামিনী
পরপ্রিয়া স্বপনে না জানি।
এ নব যৌবন অমূল্য রতন ধন
পর ক'রে দেয়লি আনি ॥
তুয়া রসে রসবতী ছোড়ল নিজপতি
গুরুজন ভীত না মানি।
[বলরাম দাস হিয়া অমিয়া নিসিঞ্চব
চম্পকলতা সখী বাণী ॥]

সবই একপক্ষ ! চিত্রা হারি মানিয়া দলে মিশিলেন।

হো হো, গোবিন্দ ! হারিলে ! হারিলে ! চিত্রার অঞ্চল ধরিলে কি হইবে ? এ সভায় ললিতার আশ্রয় ভিন্ন গতি নাই। শ্রীকৃষ্ণের বিলোল নয়ন-দুটি এইবার ললিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। ললিতার হাস্যচপল নয়ন যেন নাচিয়া নাচিয়া বলিল "কেমন ?"—

শ্রীকৃষ্ণের স্থির ঢল ঢল নয়নতারা মোহন হাসির জোছনাধারা ঢালিতে ঢালিতে ললিতার নয়নের আগে দুলিতে লাগিল।

আবার ললিতার হাসিভরা নয়নতারা নীরব ভাষায় বলিল "আমার কি দায় ? চিত্রাকে বল।"

এবার শ্রীকৃষ্ণের কাতর আঁখি কত অনুনয় ভরে সে আঁখিতে ঢলিয়া পড়িল, ললিতার ললিত চাহনী মধুমাখা আশ্বাস দিয়া মৃদু হাসিল—

জানলি কানু গোপতে পরিহারলি
কাতর লোচন ওরে।
ললিতা ছল করি রাইক কর ধরি
ডারল নাহক কোরে॥

ছি! ছি! ছি! এমন কায কি করিতে হয়? এতগুলি সখীর সাক্ষাতে কি ধরিয়া বাঁধিয়া ছল করিয়া একটি পুরুষের কোলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে আছে? শ্রীরাধা উঠিয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু দুষ্ট নাগর বড় শক্ত করিয়া ভুজপাশে বাঁধিয়াছেন, উঠা যায় কি? তা উঠিলে উঠা যায় না ত কিগো, কিন্তু উঠা যায় না। সখীরা হাসিয়া গোল তুলিতেছে, পাছে আবার ধৃষ্ট নাগরের অবাধ্য অধরোষ্ঠ নিজ অভীষ্ট পথে আকৃষ্ট হয়, সে আবার বড় লজ্জা! শ্রীরাধা অবগুণ্ঠনে চন্দ্রমুখখানি ঢাকিলেন।

আকাশ কোলে ঢল ঢল চাঁদখানি হাসিতে হাসিতে জোছনা ছড়ায়, অমন সুখের চাঁদটিকে কি মেঘে ঢাকা সহা যায়? কিন্তু বড় শক্ত কথা, মেঘ তাড়াইতে যে চাঁদ পলায়, আবার চাঁদ ধরিয়া থাকিলেই বা মেঘ তাড়ায় কে? শ্রীকৃষ্ণের চপল আঁখি এবার বিশাখার উপর পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিল।

বুঝিয়া বিশাখা সখী আনন্দে মাতল
মাঝহিঁ বচন বেয়াজে।
"মরি মরি চাঁদমুখ ঘেমেছে ঘেমেছে"
কর ধরি ধনী-মুখ বসন উঘারল
চুম্বই নাগর রাজে॥

ও ছি! তোমাদের কি এই কায? একটি কুলবালাকে সকলে জুটিয়া কি এমনি লজ্জাতেই ফেলিতে হয়? চিনা যায় না—তোমাদের কে আপন কে পর। আবার কাণ্ড দেখ দেখিনি—

চিত্রা বান্ধি তুহুঁক পটাঞ্চলে
কহলি গেহু চন্দ্রবালা।
চলইতে রাই উঠই না পারই
হেরি হাসয়ে সখীমালা॥

হো হো হো হাসির তরঙ্গে কুঞ্জভবন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পরিহাসের কলরবে কে কার কথা শুনে, বেশ বেশ সখীগণ! খুব দিন পাইয়াছ? থাক থাক আমাদেরও এমন দিন আছে। আমাদের রাজকুমারীর একটি কটাক্ষের কত বল এখনি দেখিতে পাইতেছ। ঐ দেখ শ্রীমতীর সহাস্য বক্র নয়নদুটি কান্তের কমল নয়নে পড়িয়া কি প্রাণের কথা বলিতেছে—

ধনী দিঠে পেরল জানি সুনাগর
তোরল গাঁঠিক বন্ধ।
কানুক চুম্বই কানু আলিঙ্গই
হেরি বলরাম আনন্দ॥

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আনন্দের উপর আনন্দতরঙ্গ, হাসির উপর হাসির তরঙ্গ, উল্লাসের উপর উল্লাসের ঢেউ গড়াইয়া পড়িতেছে, বিলাসের উপর বিলাসের তরঙ্গ ছুটিতেছে, যেন নব নলিন বনে মত্তমাতঙ্গ বিহার রঙ্গে উধাও। ঐ যে কল্লোলে কল্লোলে কুলু কুলু বীচি-বিভঙ্গ, হিল্লোলে হিল্লোলে পদ্মবন দুলিতেছে, তরঙ্গভঙ্গে উলিতেছে, মরি মরি! যেন করি-কর-বিক্রীড়নে আকৃষ্ট বিকৃষ্ট নব নলিনীমালার উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত চারু চপল সৌন্দর্য্য রাশি উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। সেই চপল সৌন্দর্য্যে আবার প্রেমমাধুর্য্যের মধুর মাধুরী ঢল ঢল মধুরিমা ঢালিয়া যেন সর্ব্বত্র মধুময় করিয়াছে। তাই বুঝি ইহার নাম মধুর বৃন্দাবন! আহা! মধুর বৃন্দাবনে কি সকলই মধুমাখা! ঐ দেখ—

মধুর সময় রজনী শেষ
শোহই মধুর কানন দেশ

গগণে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল কাঁতিয়া।

মধুর মাধুরী কেলি নিকুঞ্জ
ফুয়ল মধুর কুসুম পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহিঁ মাতিয়া॥

আজু খেলত আনন্দে ভোর।
মধুর যুবতী নব কিশোর॥
মধুর বরজ রঙ্গিণী মেলি।
করত মধুর রভস কেলি॥ ধ্রু

মধুর পবন বহই মন্দ
কূজই কোকিল মধুর ছন্দ
মধুর রসহিঁ শরদ সুভগ
নদই বিহগ পাঁতিয়া।

রবই মধুর শারী কীর
পড়ই ঐছন আমরা গীর
নটই মধুর ময়ুর ময়ুরী
রটই মধুর ভাঁতিয়া॥

মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রস বিলাস
মদন হেরই ধরণী লুটই
বেদন ফুটন ছাতিয়া

মধুর মধুর চরিত রীত
বলরাম চিতে ফুরত নিত
তুহুঁক মধুর চরণ সেবন
ভাবন জনম যাতিয়া ॥ [প] *

ধীরে ধীরে রজনী অবসান পথে চলিয়াছেন, ধীরে ধীরে উষাদেবী উদয়াচলে মস্তক উত্তোলন করিতেছেন, ধীরে ধীরে অন্ধকার রাশি তরুক্রোড়ে লুকাইতেছে, ধীরে ধীরে কুঞ্জবন-বিহঙ্গমগণ প্রাভাতি সঙ্গীতে বন উপবন মাতাইয়া তুলিতেছে, ক্রমেই চারিদিকে প্রভাতলক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণভ্রমর তখনও ব্রজনলিনবনে পদ্মিনী-মুখপদ্ম মধুপানে প্রমত্ত। বৃন্দাদেবী কখন সেই বিলাস-মাধুর্য্যপানে আনন্দ সাগরে ডুবিতেছেন, কখন প্রভাতাশঙ্কায় কম্পিত হইতেছেন। হায় হায়! জ্যোৎস্নার হাসি নিবাইল, উষাভয়ে নিশাদেবী চাঁদ লইয়া পলাইল, ভয়ে ভয়ে তারার মালা একে একে লুকাইয়া পড়িল। কিন্তু কুঞ্জান্তরে যে কৃষ্ণকান্তাগণের অগণিত মুখচন্দ্র জ্যোৎস্নাধারা ঢালিতেছে, একটি চন্দ্র গেল কি থাকিল কে তাহা লক্ষ্য করে। অতএব এ বিলাস ভঙ্গ হইবে কি হইবেনা কে জানিবে? বৃন্দাদেবী ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া রহিলেন।

(ভা ২—৫৫—৫৭)।

হায় হায়! শ্রীরাধাশ্যাম ত প্রেমসুখসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, সখীগণও সেই যুগল বিলাস-মাধুরী-মদিরা পানে প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া গৃহগমন ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে যে রজনী অবসান পথে চলিয়া গেল, জানিয়া শুনিয়া দেখিয়া বৃন্দাদেবী কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, শঙ্কাকুল নয়নে ইঙ্গিতভঙ্গী শারিকার মুখের দিকে চাহিলেন। শারিকা শুভা সে চাহনীর মর্ম্ম-কাহিনী বুঝিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "হায় হায়! পক্ষীজাতি বলিয়া কি আমাদের হৃদয় নাই? না না, বনদেবি! রসালস ভঙ্গ করিয়াছি, বিলাস ভঙ্গ করিতে পারিবনা।" অভিমানে শারিকা বক্ষ ফুলাইয়া পক্ষ এলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই প্রাভাতিক বিলাস অংশটুকু পদকল্পতরু অষ্টকালীয় হইতে সংগৃহীত হইল।

হা শারিকে! শ্রীরাধা যে তোমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া গুরুগঞ্জনা, লোক-লাজ, পতিভয় ভুলিয়া স্বাধীন ভর্ত্তৃকারসে ডুবিয়া গিয়াছেন, তুমি কাঁদিলে পরকীয়া রতির গৌরব রাখিবে কে? ঐ দেখ প্রভাত হইল, কুলবালা কুল-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, লোক হাসাইয়া, কি করিয়া গৃহে যাইবেন? শান্ত হও শারিকে! আপন কর্ত্তব্য পালন কর, অধৈর্য্য হইবার সময় নাই।

গুরুলজ্জা ভর্ত্তৃভীতি লোকহাস নিবারিকা।
শুভাখ্যা সারিকা প্রাহ রাধিকা বোধ-সাধিকা।

গোবিন্দলীলামৃত।

গুরুলজ্জা, পতিভয়, লোকহাস্য নিবারিকা সারিকা শুভা আপন কর্ত্তব্য বুঝিল। বহুকষ্টে হৃদয় কঠিন করিয়া শ্রীরাধিকার বোধসাধিকা সারিকা উচ্চ কণ্ঠে গাইতে লাগিল—

কমল নয়নে চলহে ভবনে
আর যেনে নিশি নাই গো।

নিভৃত নিকুঞ্জে এখনো কেন?
শ্যাম সনে বনে এখনো কেন?

অলখিতে নিজ গৃহে চল রাই
সময় বহিয়া যায় গো।
রাধে!
সময় বহিয়া যায় গো॥

জটিলা জাগিবে এখনি ডাকিবে
পরাণ কাঁপিছে তাই গো।

দুয়ারে আসি ডাকিবে বুড়ি।
বাস্তু পূজ বলি ডাকিবে বুড়ি।

বিষ সম তার বিষম গঞ্জনা
ভুলেছ কি মনে নাই গো।
রাধে!
ভুলেছ কি মনে নাই গো॥
বাথান হইতে দুগ্ধভার সাথে
আয়ান আসিছে ঘরে।
নিকুঞ্জ বিলাসে আছ রঙ্গরসে
দেখে প্রাণ কাঁপে ডরে॥
তারাপতি সহ সারানিশি জাগি
লুকাল তারার মালা।
বল কি সাহসে বিলাস রভসে
ভুলিয়াছ রাজবালা॥
ঐ দেখ শশী মলিন হ'লো।
জোছনার হাসি লুকায়ে গেল॥
পূরব গগণে অরুণ কিরণে
দশদিশ নিরমল গো।
ব্রজবাসী সব চেতন হবে।
রাজপথে বল কেমনে যাবে॥
নিশি হ'লো ভোর কিছু আছে ঘোর
এই বেলা ঘরে চল্ গো।
রাধে!
এই বেলা ঘরে চল্ গো॥

(গো। ৭১—৭৬)।

সকল সুখেরই সীমা আছে, সীমা না থাকিলে বুঝি সুখকে সুখ বলিয়া কাহারও মনে হইত না, তাই বৃন্দার বিধানে বৃন্দাবনের অসীম আনন্দও সীমান্তে পর্য্যবসিত হইয়া স্তম্ভিত হইল। উষাগমে শশি-কিরণের মত সারিকা গানে সহসা সকল মুখেরই হাস্যরেখা বিলীন হইল, তরঙ্গিত প্রেমসিন্ধু শান্ত ভাব ধরিল। অমনি—

রজনী প্রভাত হেরি ভেল আকুল

সহচরীগণ কহ ভাষ।

নিজ গৃহ গমন করণ অব সমুচিত

পুন পূরব অভিলাষ ॥ প

"পুনরায় অভিলাষ পূর্ণ হবে, পুনরায় তোমার পরাণ পুতলী তোমার হাতে আনিয়া দিব।" হায় হায়! প্রাণ কি আর সে প্রবোধ মানে, "তিল আধ বিরহ প্রলয় সম মানত রে", সেই ছুট প্রাণ কি আর সে দীর্ঘকালের মিলন আশ্বাসে আশ্বাসিত হয়? শ্রীরাধাশ্যামের অবসন্ন আঁখিপাখী আঁখিতে আঁখিতে মিশিয়া ছলছল করিতে লাগল।

সখীগণ প্রভাতাশঙ্কায় বড়ই বিচলিত হইয়াছেন, আবার শ্রীরাধার বিলাস-বিগলিত-বেশ তেমনি অসমাপ্তই রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণও ভাবী বিরহে বিভোর, ও'দিকে ক্রমেই অরুণ কিরণ প্রকাশিত হইতেছে। ললিতা বিশুষ্ক মুখে চাহিয়া কহিলেন—

"ধৈরজ ধর—

শুন নাগর কান।

বিরচহ রাইক বেশ বানান ॥"

প্রতিধ্বনির মত সেই সুরে সুর দিয়া বিষাদ-ভগ্নস্বরে বিশাখা কহিলেন, "সুন্দর! আর বিলম্ব করা উচিত নয়, শীঘ্র প্রিয়সখীকে সাজাইয়া দও, কুল-কামিনী এমন বেশে কেমন করিয়া পথে বাহির হইবে, লোকে দেখিলে কি বলিবে? ঐ বিগলিত কবরীভার পূর্ব্বের মত বাঁধিয়া দাও, আবার তেমনি ভাবে—

সিথি রচনা করি দেহ সিন্দুর।
চিবুকহিঁ মৃগমদ রচহ মধুর ॥

শ্রীরাধাকে বিদায়ের সাজ সাজাইবার সময় হইয়াছে, শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণের আকুল নয়ন দুটি অশ্রুভারে ছলছল করিতে লাগিল। ললিতা গদগদ স্বরে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ছি! অত আকুল হইও না; আর সময় নাই, ঐ দেখ রাত্র প্রভাত হইয়া আসিল, ব্রজের লোক উঠিতে না উঠিতে শীঘ্র প্রিয়সখীর যেমন বেশ ছিল তেমনি করিয়া সাজাও, আবার তেমনি করিয়া—

নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়!
পীন পয়োধর চিত্রহ তায় ॥
ঐছে বচন তব শুনইতে পাই।
শেখর বেশ সাজ লেই ধায় ॥

ললিতার ছলছল নয়নে ইঙ্গিতে কুঞ্জদাসীগণ আশু-বিনত বিশঙ্কিত-বিশুষ্ক-মুখে বিবিধ বেশবিন্যাস দ্রব্য আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে কনকমঞ্জরী রতিমঞ্জরীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, উভয়ের নয়নই অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। অঞ্চলে চক্ষুর জল মুছিয়া কনক কহিলেন, "সখি! দেখ দেখ—

চিরণী নিরখি ঘন ঘন পুলকাইত
কাজরে কাঁপয়ে কান।
হরইতে সিন্দুর লোরে মিনায়ল
কি করব বেশ বনান ॥

রতিমঞ্জরীর নয়নে জলধারা বহিল। কহিলেন—

এ সখি! গোঙরিতে মঝু মন ঝুরে।
নিয়রহি গোরা নাহ ভেল ঐছন
কিয়ে জানি হোয়ব দূরে ॥

কনক কহিলেন "সখি! আবার ঐ দেখ—

কাঁচলী নামহি ধৈরজ তেজল
মনহিঁ গহন উনমাদ।
উচ কুচযুগ কর পরশি বনাইতে
কি জানিয়ে করু পরমাদ ॥

রতিমঞ্জরী হাস্য-রোদন মিশ্রিত প্রেমানন্দ গদগদ স্বরে কহিলেন "আ

কিয়ে বিহি রাই প্রেম দেই নিরমল
রসময় নাগর শ্যাম।*

মরি মরি! পীরিতি মূরতি অধিদেবা! আহাহা! কি প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি গো! যেন সাক্ষাৎ প্রেম-প্রীতি যুগল আকৃতি ধরিয়া দেখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদায় মাগে সাজাইবার জন্য ছল ছল নয়নে শ্রীরাধাকে সম্মুখে [illegible]লেন, শ্রীরাধা অমনি অবনত মস্তক শ্রীপাণি জানুর উপর রাখিয়া [illegible] কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নয়নের জল নয়নে নিবারণ করিয়া [illegible] প্রিয়তমার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি প্রেমভরে মুছাইতে মুছাইতে সাজাইতে লাগিলেন। আহা! কি প্রেমমাখা ভাবখানি! এমন [illegible] দেখিয়া কি না কাঁদিয়া থাকা যায়? চারিদিকে সখীগণ নীরবে প্রেম[illegible] মুছিতে মুছিতে বিমুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলকা দেই সীঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥

* কনকমঞ্জরী রতিমঞ্জরী মোহনে
মোহন কর বলরাম ॥

সিন্দুর দেয়ল সীথে
কতহু যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় মঞ্জীর চরণে পরায়লি
উর পর দেয়ল হার।
কর্পূর তাম্বূল বদন ভরি দেয়লি
নিছলি তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহিঁ মৃগমদ বিন্দু।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

অন্য দিকে দুইটি মঞ্জরী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। একজন অপর জনের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন "সখি! আশ্চর্য্য দেখ—

রাইমুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজইতে
বসনহিঁ পুলক আগোর।
নিরখিতে সিন্দুর যতনে নিবারই
নিবার নয়নক লোর॥

দ্বিতীয়া কহিলেন "সখি! কিছুই আশ্চর্য্য নয়, শ্রীরাধাশ্যামের নিরুপম প্রেমের স্বভাবই ঐরূপ।"

এ সখি! চতুর শিরোমণি কান।
নিমজি উনমজি আরতি সায়রে
করল বেশ নিরমাণ॥

প্রথমা কহিলেন "সখি! সত্যই বটে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের সাত্ত্বিক আবেগ দুর্বহ সম্বরণ করিয়া যাইতেছেন। ঐ দেখ"।

অঙ্গইতে লোচন দুনয়ান ছল ছল
করল ঘরম জল চোরি।
কত পরকারহিঁ কাঁপ নিবারল
লিখইতে উচ কুচ যোরি॥

শ্রীরাধা রাসান্তে জলবিহার কালে যে সব অলঙ্কার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ইন্দুরেখার সখী তুঙ্গভদ্রা সেই রত্নময় ভূষণ-পেটিকা আনিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রেমভরে শ্রীরাধিকার এক এক অঙ্গ বার বার দেখিয়া দেখিয়া একে একে সমস্ত অলঙ্কারগুলি পরাইয়া দিলেন। বেশবিধান সমাপ্ত হইল, কুঞ্জ-দাসীগণ ললিতার ইঙ্গিতে সজ্জাপাত্র, রত্নপেটিকা প্রভৃতি সরাইয়া লইলেন। শ্রীরাধা যাবট হইতে অভিসার সময়ে যে মেঘাম্বর * শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বিশাখার সখী মাধবীর নিকটে ছিল। মাধবী সময় বুঝিয়া সেই স্বর্ণসুরঞ্জিত সুন্দর শাড়ীখানি আনিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শাড়ী লইয়া পরাইতে গেলেন, কিন্তু পরাইতে পারিলেন না, অমনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

বসন পরাইতে মুগধল নাগর
থম্বি রহল যব নাহ।
তব দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গদেবী সখী
তঁহি বলরাম মুখ চাহ॥

রঙ্গদেবীর নয়নেঙ্গিতে একটি নবীনা কুঞ্জদাসী অন্যান্য সখীগণের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, অতি সুন্দরভাবে শ্রীরাধাকে শাড়ীখানি পরাইয়া দিলেন। সেই সময় শ্রীরাধার অনাবৃত অঙ্গসৌষ্ঠব মধুরিমা-সখীগণের আবরণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নদুটি স্তম্ভিত করিল। অমনি তাঁহার রোমাঞ্চিত অঙ্গখানি অসাবে অলক্ষ্যে কাঁপিতে লাগিল। বসন পরাইয়া সখীগণ অতি স্নেহে শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে আগোলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আনিলেন। আহা! সেই সুধীর পদচালন, সলজ্জ

* বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরুবিন্দ নিভং তথা।
আদ্যং স্বাঞ্জনমন্ত্রাভং রক্তমন্যং হরেঃ প্রিয়ং॥ কৃষ্ণগণোদ্দেশ।

অঙ্গকুঞ্চন, বিষাদ-বিশুষ্ক অবনত কাঁদ কাঁদ মুখখানি দেখিয়া কাহার হৃদয় স্নেহরসে গলিয়া না যায় গো, সে ভাবটি দেখিলে পাষাণও গলিয়া জল হয়।

বেশ বনায়ি পহিরি পুনঃ শাড়ী।
যব পহু আগে রহলি ধনী ঠারি॥
হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে।
মাতল ধাই ধরল ধনী কোরে॥

অনবরত চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া শ্রীরাধার সুদীর্ঘ নয়নদুটি অরুণবর্ণ হইয়াছে, সেই অরুণ আঁখির আধ আধ কাতরতামাখা কটাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বাজিল, নয়নে ঝর ঝর জলধারা বহিল, অমনি উন্মাদ আলিঙ্গনে শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে ধরিলেন, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল না; যে আলিঙ্গনে হৃদয় জুড়াইত, আজ সে আলিঙ্গনে হৃদয় পোড়াইয়া দিল। হায়রে!—

দারুণ দূর বিহি দুরযশ দেল।
হিয়া মাহা হানল গরলক শেল॥

সে আলিঙ্গনে যেন "দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব" বলিয়া হিয়ায় হিয়ায় গরলমাখা শেল হানিল। যেন দুখানি দেহ দুখানি দেহের উপর দুঃখভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আহা! অমনি শত অবসন্ন ভাবে বিবশ হইয়া—

কোরহি বৈঠলি মুগধিনী রাই।
বসনহিঁ ঝাঁপি রোই শির নাই॥
শিরপরি শির ধরি রোয়ই কান।
কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান॥*

*   *   *   *

বিরহ ব্যাকুলতা হৃদয় ছাপাইয়া উঠিল! শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড় হইতে

* মুরছি গোরা পড়ল ক্ষিতি মাহ। পুন করি কোরে রাই বর নাহ।
লুঠই ধরণী পহুঁ কর উর ভাঙ্গি। কোরি রোয়ত নাহ ধনী নিল কোরি॥

শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও দুই হস্তে হৃদয় ধরিয়া উপাধানের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা নিজের শত দুঃখ সহিতে পারেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের একটি দীর্ঘশ্বাসও তাঁহার বজ্রপাত তুল্য। আহা মরি! সেই প্রাণের প্রাণ আকুল প্রাণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন, শ্রীরাধা দুই বাহু পসারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিলেন, অতি আদরে স্নেহে আলিঙ্গন

মুখ হেরি রোয়ই করই আশোয়াস
ছল ছল দিঠি জল গদ গদ ভাষ ॥*

* * *

সে কাঁদনমাখা আশ্বাস কি আর আশ্বস্ত করিতে পারে! কাঁদন থামাইতে গিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইয়া আরও আকুল করিয়া তুলে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের গলা জড়াইয়া নিজ পটাঞ্চল নয়নের জল মুছাইতে মুছাইতে নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। কাঁদনমাখা মুখে "কেঁদনা কেঁদনা" বলিয়া আরও কাঁদাইতে লাগিলেন। শেষে দুজনেই দুজনার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন।

হায়! হায়! এই কি গৃহে যাইবার অবস্থা! যাহাদের উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, তাহারা পথ হাঁটিয়া যাইবে কি করিয়া! সখীগণ আপন হৃদয় সুস্থির করিয়া আপন নয়নের জল মুছিয়া ভাবের তরঙ্গ অন্যদিকে ফিরাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। উভয় হৃদয়ের ভাবী বিপ্রলম্ভ তরঙ্গ সংঘর্ষের মধ্যে পুনশ্চ সম্ভোগরসের প্রবাহ মুখ খুলিয়া দিলেন। অমনি—

দুঁহুক বেয়াকুল হেরিয়া সহচরী
বহু পরবোধলি তায়।
কত পরিহাস বচনে দুহুঁজনে
বিরহ করল অন্তরায় ॥

রসের রসিকা যারা রসের পরিপাটি তারাই জানে, রসিকার হাতেই রসের কারিকরী, আবার সেই কারিকরীর বাহাদুরী মাধুর্য্যেই আশ্চর্য্য বিকাশ,

* চুম্বি আলাপ শাঁওয়াল শ্যাম। সোহ ধনী সেহ চলব বলরাম ॥ প

তাই এক। মাধুর্য্যে পঞ্চভাবের অভিন্ন সমাবেশ, একা মাধুর্য্যেই পঞ্চরসের অচিন্ অমিয় মিশ্রণ। আবার সেই অচিন্ অভিন্ন মিশ্রণেও কেমন বিভিন্ন সাহচর্য্য, কেমন আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা, স্বভাব যোগে একটির পাশে একটি আপনি আসে, একটির পুষ্টি জন্য অপরটি আপনি প্রস্তুত থাকে। নায়কে নায়িকা, আবার নায়িকাত্বে সখীত্ব, স্বভাব রাজ্যে বুঝি দ্বন্দ্ব বই অনুবন্ধ থাকিতে পারে না, অনুবন্ধ মূলে তাহ দ্বন্দ্বের এতই প্রবল প্রয়োজন, মাধুর্য্যমূলে তাই সখ্য স্বভাব বশে আপনি রস পরিপুষ্টি সাধনে প্রস্তুত। সেই জন্য বলি রসিকার হাতেই রসের কারিকরী। কারিকরীর বাহাদুরী নায়ক নায়িকার হাতে নাই, সে বাহাদুরী রসিকা সখীদের হাতে—

দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর।
রভস সরোবরে দুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পূর॥

প্রবল ঝটিকাগর্জ্জ থামিয়া গেল, তুফানের পর তরঙ্গিনী শান্তভাব ধরিল। ঘনঘটাঘটিত ঘোরান্ধকার আকাশপটে আবার তারাজাল জড়িত উজ্জল চাঁদিমা জোছনার মধুর হাসি ঢালিয়া সেই শান্ত তরঙ্গিনী বক্ষে ছল ছল ছটায় খেলিতে লাগিল। মরি মরি। সে কত সুন্দর! কতই সুখদ! শ্রীরাধাশ্যামের অপ্রাকৃত প্রেমপ্রকৃতিতে সেই প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বটি কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে দেখ—

দুঁহু মুখ দুহুঁ জন চুম্বই পুন পুন
দুহুঁ দোঁহা কোরে আগোরি।
তেজল সরম তরম ধনী বিছুরল
গেহ গমন পুন ভোরি॥
সহচরীগণ সব মনহি বিচারই
কৈছে লেয়ব দুহুঁ বাসে।
তৈখনে নয়ন যুগল ভেল ঢরঢর
কহতহি বলরাম দাসে॥ [প]*

* এই অংশটুক পদকল্পতরু অষ্টকালীয় হইতে সংগৃহীত।

॥ ৭ ॥

শ্রীমণিমন্দিরের চারিদিকের চারি দ্বারপ্রকোষ্ঠে সঙ্গীতকারিণী সখীগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, অপর যাঁহারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সমস্বরে বেণু, বীণা, বংশী, মৃদঙ্গ, করতাল, মধুর তালে বাজিয়া উঠিল, সেই মধুর আলাপে মধুরিমা ঢালিয়া সঙ্গীতকারিণী নবরঙ্গিণীগণ সুমধুর ভৈরব রাগে গাইতে লাগিলেন।

রাধারমণ রমণী মনমোহন
বৃন্দাবন বনদেব।
অভিনব রাস রসিক বর নাগর
নাগরীগণ কৃতসেব ॥

মধুর সঙ্গীত সুধা-লহরী কুঞ্জভবন পূর্ণ করিল, শ্রীরাধিকা রসভরে ঢর ঢর নয়নদুটি শ্রীকৃষ্ণের মুখের উপর রাখিয়া বিভোর হইয়া পড়িলেন। অমনি অচল নয়ন অলভারে ছলছল করিতে লাগিল, প্রেমতরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে কদম্ব কোরকাকৃতি পুলক-কণ্টক উঠিল। আবার সেই আশু-বিচ্ছেদভীতি অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে হৃদয়কক্ষে আকুলতা ঢালিতে লাগিল।

"মত্তকে মদিরা পান করান উত্তম প্রতিকার।" ললিতা দেবী বক্রনয়নে গায়িকাদের দিকে চাহিলেন। সঙ্গীতকারিণীগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া মৃদু হাসিলেন। তখনও মধুর বেণু বীণা বংশী অস্ফুটস্বরে সেই রসমধুরিমা উদ্গীরণ করিতেছিল, মধুর মৃদঙ্গগুলি গভীর তরঙ্গে চতুর্দ্দিকে গর্জ্জিতেছিল, যথাসময়ে গান থামিল। ললিতার দিকে সহাস্য কটাক্ষে চাহিয়া গায়িকারা নটিনী ভঙ্গিমায় অঙ্গ দোলাইয়া গাহিতে লাগিলেন—

ব্রজপতি দম্পতি হৃদয়ানন্দন
নন্দন নব ঘনশ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর পুরট পটাম্বর
রামানুজ গুণধাম ॥

গোবর্দ্ধন ধর ধরণী সুধাকর
মুখরিত মোহন বংশ।
দাম সুদাম সুবল-সখ সুন্দর
চন্দ্রক চারু-বতংশ ॥
কালীয় দমন গমন জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জ রচিত রতিরঙ্গ।
গোবিন্দ দাস হৃদয় মণিমন্দির
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ ॥

কি সুন্দর রস-কারুতা !! নানা ভাবের উদ্দীপনে শ্রীরাধাশ্যাম আত্ম বেশহাবেশ বিস্মৃত হইয়া শান্তভাবে বসিলেন। রসিকা সখীগণ এইবার শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ পিপাসা মিটাইয়া ভৈরবী রাগিণীর কোমল মধুরালাপে গাইতে লাগিলেন—

জয়তি জয় বৃষভানু নন্দিনী
শ্যামমোহিনী রাধিকে।
কনয়া শতবান কান্তি কলেবর
কিরণ জিত কমলাধিকে ॥
সহজই ভঙ্গী বিজুরী কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী বনি বেণী লম্বিত
কবরী মালতী সহিতে ॥

অমিত অমিয় ধারা ঢালিয়া সঙ্গীতলহরী লহরে লহরে কত কত ভাবের [illegible] ে, শ্রীকৃষ্ণের [illegible] প্রথানি সাজাইতেছিল। শ্রীরাধা একমনে সেই শ্যাম-সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। সহসা নয়নে নয়নে সম্মিলন হইল, অমান বদনে

বদনে মধুর হাসির মুক্তারাশি ঝরিল। সঙ্গীতকারিণী সখীগণ সেই সুন্দর ভাব খানি চুম্বিয়া লইয়া গাহিলেন—

খঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন
বদনে কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধহাসি কুন্দ পরকাশি
বিজরী কত শত ঝলকিতে॥

শ্যামের সাধ মিটিল বটে, কিন্তু শ্যাম সোহাগিনীর সুন্দর মুখখানি মধু মাধুরীমাখা লজ্জাসৌন্দর্য্যে অবনত হইতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া গায়িকা সেই সুন্দর মুখের সৌন্দর্য্যরাশি সঙ্গীতে মাখাইয়া উল্লাসভরে নটিনী ভাবে এক পদ আগাইয়া এক পদ পিছাইয়া মৃদঙ্গ তালে নূপুরে তাল দিতে দিতে গাইলেন—

রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
(দাস গোবিন্দ প্রেমসাগরে
সোই চরণ সমাধিয়া)॥

প্রভাতি মঙ্গল সঙ্গীত বিরামে তিনদ্বার দিয়া তিনটি সখী আরতি লইয়া প্রবেশ করিলেন। দুই পার্শ্বদ্বারের দুইটি সখীর হস্তে সুন্দর স্বর্ণ প্রদীপে সঘৃত সুগন্ধ স্থূল পঞ্চবর্ত্তিকা দপ্ দপ্ জ্বলিতেছিল, সম্মুখদ্বারের সখী প্রদীপ্ত সপ্তশলাকা সমন্বিত স্বর্ণময় মঙ্গল থাল দুই হস্তে ধরিয়াছিলেন। তিনেরই দুইপার্শ্বে দুই দুই জন চামরধারিণী সখী সমরেখায় দাঁড়াইয়াছে। আহা! কি সুন্দর সজ্জা! পশ্চাৎ হইতে সঙ্গীতকারিণীগণ মিলিত সুযন্ত্র সহ সুস্বরে গাইতে লাগিলেন—

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি মদনকোটি আরো॥

মৃদঙ্গের গভীর তরঙ্গে সুরঙ্গে দ্রুততালে চপল চরণ চালন করিয়া রঙ্গি

ত্রয় সঙ্গিনীগণ তিন দিক হইতে সমরেখায় দীপমালা নাচাইয়া অগ্রসর হইলেন। আবার ত্রিরাবৃত্ত মানের ত্রিতালে পদত্রয় পশ্চাতে হটিয়া ক্রমশঃ অগ্রগতিতে নৃত্য করিতে করিতে গাইতে লাগিলেন—

সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল নয়না।
অধরবিম্ব মধুরহাস কুন্দকলিক দশনা॥
মণিকুণ্ডল মকরাকৃতি অলকভৃঙ্গ পুঞ্জ।
কেশরক তিলক বনিয়ো সোনে মুড়ি গুঞ্জ॥
নবজলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা শোহে।
লীলা নর সুরকে রূপে জগমন মোহে॥

পশ্চাতে বেণু বীণা বংশী মধুরাস্ফুট সমস্বরে সেই মধুর সঙ্গীত গান করিয়া উল্লাস রসরঙ্গে মৃদঙ্গ-লয়তরঙ্গে মধুরিমা ঢালিয়া কুঞ্জভবন মাতাইয়া তুলিল। তিনদিকে সমরেখায় তিন তিনটি সুন্দরী কুসুমোপরি উড্ডীয়মান প্রজাপতি পতঙ্গপ্রায় ওড়না উড়াইয়া নূপুর মুখর তর তর তর তরল পদে নাচিতে লাগিলেন। সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর নয়নাভিরাম শোভা! আহা মরি! যেন উল্লাস মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিতেছিল, সহসা মৃদঙ্গের ত্রাম্ ত্রাম্ ত্রাম্ সান পাতে সুরঙ্গে লম্ফ দিয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরীগণ কটাক্ষে চপলা খেলাইয়া মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে আবার দীপমালা নাচাইয়া চামর দোলাইয়া ক্রমশঃ অগ্রগমনে ঢেউ দিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে গাইতে লাগিলেন—

রাধামুখ কমল বিমল নিরখি চিত্ত রুঝাড়ে।
কোটি চন্দ্র কোটি ভানু মদন ছবি নিছাড়ে॥

ভাল সুন্দর অতি মনোহর কুবলয় দল নয়না।
অধর অরুণ মুকুতা দশন হাস অমিয়া বয়না॥
শ্রবণ ভূষণ জিনি রবিছবি বেশর যুত নাসা।
[illegible] মৃগমদ তিলক ঝলক খলিত চাচর কেশা॥

জিনি নবঘন নীল বসন গলে গজমতি হার।
ত্রিভুবন মন- মোহিনীরূপ (উদ্ধব বলিহার)॥

সুন্দরীগণ বেদিকার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াই সঙ্গীত বিরাম করিলেন। ললিতাদেবী নটীনী ভঙ্গিমায় ওড়না সংযত করিয়া শ্রীরাধাশ্যামের শ্রীমুখ নিমন্থন জন্য সপ্তশলাকা সমন্বিত মঙ্গল থালা দুই হস্তে ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মরি মরি! কি উল্লাস পরিসীমা! কি শোভা সমষ্টির সম্পূর্ণ আবির্ভাব। অতুলনীয় অবর্ণনীয় সৌষ্ঠব রাশি—

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুঁহুকি।
শ্যাম গোরী ছবি উঠতহিঁ ঝলকি ॥ধ্রু॥
নবঘনে জনু থির বিজুরী বিরাজে।
তাহে মণি আভরণ অঙ্গহি সাজে॥
করে লেই দীপাবলী হেম থালী।
আরতি করতহি ললিতা আলী॥
সবহুঁ সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে।
কোই করতালি দেই কোই বাজাওয়ে॥
কোই কোই সহচরী মনহিঁ হরিখে।
দুহুঁক অঙ্গপর কুসুম বরিখে॥
ইহ রস কহতহিঁ বলরাম দাসে।
দুহুঁ রূপ মাধুরী হেরইতে আশে॥

মনোহর মণিমন্দিরে রত্ন পালঙ্কোপরি শ্রীরাধাগোবিন্দ পরস্পর অঙ্গ অঙ্গ হেলাইয়া বিচিত্র উপাধানে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। প্রফুল্ল ফুলতুল্য অতুল্য রূপরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে মণ্ডলে মণ্ডলে সুরূপা সুবেশা সখীগণ, মঞ্জরীগণ, কুঞ্জদাসীগণ, বনদেবীগণ, উল্লাসে উৎফুল্ল; মঙ্গল শঙ্খধ্বনি সমন্বিত হুলু হুলু হুলু কোমল কামিনিকণ্ঠ-কলনাদে মিলিয়া মধুর স্বরে বেণু বীণা বংশীর মধুর তান, সেই মধুর তানে মধুব্রত চালিয়া সঙ্গী-

কামিনীদের মঙ্গল গান, তার সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গের মধুর বোল, সেই সমবেত স্বরমণ্ডল মিশে কোমল কান্ত পদাবলীর কি অমিয়বর্ষণ, মরি মরি, আনন্দ-হিল্লোলে যেন কুঞ্জগৃহ টলমল করিতেছে। দুই হাতে মঙ্গলময় মঙ্গলথালী ধরিয়া, মৃদুতর মলয়ানিল তরলিত ললিত লবঙ্গলতার ললিত লাস্য ভঙ্গী ভঙ্গিমায় হিলিয়া চলিয়া, ললিতা ললিত চরণ-চালন-চাতুরী-চমৎকারিতা দেখাইয়া নাচিয়া নাচিয়া আরতি করিতেছেন, উলু উলু রবে প্রেমোৎসবে সখীগণ চারিদিক হইতে পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। নবীনা কুঞ্জদাসীগণ আনন্দে উলিয়া থালায় থালায় কুসুম আনিয়া যোগাইতেছেন। সেই উল্লাসে উল্লাস ঢালিয়া গায়িকাগণ গাইতেছেন—

দেখিবি সখি কমল নয়ন, কুঞ্জমে বিরাজেরে।
বামেতে কিশোরী গোরী, অলস অঙ্গ অতি বিভোরি,
হেরি শ্যামর বয়নচন্দ্র, মন্দ মন্দ হাসরে॥

তর তর তর তরল পদবিন্যাসে আগাইয়া আবার সঙ্গীত-তালের হিল্লোলে হিল্লোলে পিছাইয়া পিছাইয়া, মধুর হিলনে দীপমালা নাচাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া ললিতাদেবী আরতি করিতেছেন। তালে তালে তালে রুণুর ঝুণুর নূপুর বাজিতেছে, ফেকান ধরিয়া ঘাগড়ার স্বর্ণরঞ্জিত পাইঙগুলি ঘুরিতেছে, তার উপর ওড়নার চঞ্চল অঞ্চল উড়িতেছে, নিরুপম রূপরাশি, কুসুম সুষম মধুরহাসি, সেই হাসির কোলে গণ্ডস্থলে মণিকুণ্ডলের মধুর দোলনী সৌদামিনী খেলিতেছে, প্রদীপ্ত দীপমালার চপল আলায় মণিময় আভরণগুলি ঝলমল করিতেছে। রূপরাশি নাচিতেছে, বেণু বীণা বংশী মধুরাস্ফুটতানে মধুরিমা ঢালিতেছে। মরি মরি! কি মোহনিয়া অমিয় সিঞ্চন!! শ্রীরাধাশ্যাম রসভরে অলস বিবশদেহে অঙ্গে অঙ্গে ঢলিয়া যেন গলিয়া পড়িতেছেন, তাই যেন উভয়ের বাহুবল্লরী উভয় দেহ জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই অলস অঙ্গের অলস লইয়া রসবিবশ আঁখিপাখী আঁখিতে আঁখিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে, যেন উড়িতে চাহিতেছে, পারিতেছে না। মৃদুমধুর বচনাবলী প্রেমের গদগদ ললিত ভাব গায় মাখিয়া উভয় হৃদয়ের ললিত ভাবরাশি উদ্গীরণ করিতেছে, সেই সুন্দর ভাবরাশি চুমিয়া লইয়া চতুরা গায়িকাগণ গাহিতে লাগিলেন—

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীর, পুছত বাত অতি নিবিড়,
প্রেমতরঙ্গে ঢরকি পড়ত, কমল মধুপ সঙ্গরে ॥
দেখবি সখি কমল নয়ন, কুঞ্জমে বিরাজরে ॥

শারী শুক পিক করত গান, ভমরা ভমরী ধরত তান,
শুনি ধ্বনি ধনী উঠি বৈঠত, চোর চপল যাতরে ॥
দেখবি সখি কমল নয়ন, কুঞ্জমে বিরাজরে ॥

(শ্রীগোপাল ভট্ট আশ, বৃন্দাবন কুঞ্জবাস,
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি, ভুলল মন আপরে ॥).

রত্নপালঙ্কের সুচিত্র সোপান শিরে নৃত্যরঙ্গে সুরঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠিয়া ললিতা দেবী শ্যামচাঁদের সুন্দর মুখ নির্ম্মঞ্ছন করিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের নয়নে নয়ন দিয়া অমিয় হাসির কুসুমরাশি বর্ষণ করিলেন, সুন্দর শ্যামমুখ ঝলমল করিতে লাগিল। অমনি আনন্দোল্লাসে চারিদিক হইতে উলু উলুধ্বনি উঠিল, অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, আনন্দতরঙ্গে তুফান বহিয়া গেল। মধুর হাসিয়া ললিতা দেবী কৃষ্ণ-নির্ম্মাল্য মঙ্গলথাল লইয়া শ্রীরাধার আরতি করিতে লাগিলেন। সেই দীপজ্যোতি সমুজ্জ্বল ঢল ঢল মুখমণ্ডল-মধুরিমা লইয়া গায়িকাগণ গাইলেন—

রাধিকা মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে।
নয়ন যুগল অতি রসাল, বিবিধ রত্ন কণ্ঠমাল,
উমগতি অতি প্রেমবিবশ যৌবন মদ গাজে ॥
রাধিকা মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে ॥

মণি দামিনী লসত দশন
পহিরে গোরী নীলবসন,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর আদি মধুর মধুর বাজে ॥
রাধিকা মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে ॥

নিরখি মুকুন্দ ছবি তরঙ্গ,
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
তাহে কনক-মুকুর অঙ্গ বিবিধ মঞ্জীর বাজে ॥
রাধিকা মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে ॥

যুগলকিশোরের মঙ্গল আরতি সমাপন করিয়া ললিতাদেবী আবার সঙ্গীত রঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া পিছাইয়া আসিলেন। সঙ্গীত বিরাম হইল, মঙ্গলপাত্র-বাহিনী সখীর হস্তে মঙ্গলথাল দিয়া ললিতা ললিতাধরে মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে পঞ্চপ্রদীপ লইলেন। অমনি নটিনী ছন্দে ওড়না ঘুছাইয়া বিশাখাদেবী আর একটি পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। এইবার যুগলের যুগল আরতি, আহা কি মধুর, কি মনোহর!

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর ॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর
নিরখত মুখ বিধু শ্যাম সুগৌর ॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জভবন উজোর।
নিরূপম যুগল মূরতি রনি যোর ॥
গাওত শুক পিক নাচত মোর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়তোর ॥

মরি মরি, কি অমিত সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধু। তায় আবার নব নব ভাবতরঙ্গ উছলিয়া পড়িতেছে। যুগলদিকেই সুন্দর সাত্ত্বিকোদ্দীপ্ত অঙ্গসৌষ্ঠব, যেন

মহাভাব স্বরূপিণীর ভাববিম্বই দর্পণে দর্পণে অনুবিম্বিত হইয়া স্বরূপা সখীমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে। * যেন রাকা রজনীর রজতময় জোছনা ঢালা আকাশ-কোলে অগণিত তারকা মালা, পূর্ণকলা পূর্ণচাঁদে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। না না, সে ত তুলনায় তুলা নয়, তার শোভা আছে সত্য কিন্তু সে শোভা তরঙ্গহীন, নির্জ্জীব; এ সজীব সৌন্দর্য্য-রাশির শোভার ইয়ত্বা নাই। যেন সাক্ষাৎ শোভা-লক্ষ্মী শত শত শত স্বমূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীরাধাশ্যামের অসীম শোভা-সাগরে সাঁতার দিতে আসিয়াছে। যূথে যূথে নবরঙ্গিণীদল সঙ্গিনীরূপে যেন প্রেমতরঙ্গিণী রাধিকার প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া—প্রফুল্ল পদ্মবনের মত উত্তুঙ্গ উল্লাস উন্মাদে উলিয়া পড়িতেছে। কিবা ঢল ঢল মুখমণ্ডল, ছল ছল বিলোল নয়ন-কোলে টল টল তারকা-হিল্লোল—মরি মরি, যেন অগণিত কনক-কমলে যুগল যুগল ভ্রমর-ভ্রান্তি! কান্তি কত কমনীয় অমিয় মাখা, মধুর হাসিতে রাশি রাশি জোছনা খসিতেছে। অনঙ্গ-রঙ্গ-তরঙ্গিত প্রতি অঙ্গ বিপুল পুলকে কণ্টকিত, আবার তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মরি কি সুঠাম ঠমক, কত কত চপলা-চমক-চমৎকৃতি-মিলিত মকরাকৃতি মণিকুণ্ডল আখণ্ডল-ধনু-অনুরঞ্জিত দ্যুতি-মণ্ডলে গণ্ডস্থলে ঝলমল করিতেছে! কিবা চপল-চারু কর-চরণ-চালন-চটুল আভরণ-রণরণি, কন-কন-কন কনক কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি—ঐ আবার সমস্বরে সুতান তানপুরা বাঁধিয়া ভ্রাম্যমান ভ্রমর-ভ্রমরী শ্রুতি-মনোহারী গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জন তুলিয়াছে, তার উপর—স্বরিত উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরলহরী সমন্বিত সমবেত বেণু-বীণা-বংশীর মৃদঙ্গ-মধুর তালে করতালে গ্রাম-ত্রয়ীগত সপ্তস্বর-মূর্চ্ছন-মধুরিমা, আবার সেই মধুরিমায় মূর্ত্তিমতী রাগিণীবধূর মধুর মধুরোন্মেষ, ঐ আবার তার সঙ্গে কলকূল-কূজিত কামিনীকণ্ঠ-কাকলী মিলিল—ঐ না সেই অস্ফুট কলকণ্ঠ প্রস্ফুট পদাবলীতে পরিণত হইল! ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভৈরবী রাগিণীর মিশ্র মধুর তানে গায়িকাগণ গাইতে লাগিলেন—

ভালে বনি রাধামাধব সুন্দর রূপ রাশি রে।

জিনি হেমযুত, মণি মরকত,

ঝলকত কত, শশী রে॥

---

* অধিরূঢ় ভাব। অধিরূঢ় দুই প্রকার, মোদন ও মাদন। এখানে মোদন নামক অধিরূঢ় ভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে যথা—

মোদনঃ সদ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবং।
রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ॥ উজ্জ্বল।

যুগল দীপাবলি লইয়া যুগল কিশোরের যুগলারতিরঙ্গে ললিতা বিশাখা কেমন যুগল ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়াছেন। যেন সোণায় গড়া— সোণায় মোড়া—দুটি সোণার ছবি তৌর্য্যত্রিক তাল-মানে যন্ত্রান্দোলনে দুলিতেছে। যাবক-রাগরঞ্জিত রাঙ্গা রাঙ্গা চালন-চপল চরণতলে যেন যুগল যুগল রক্তোৎপল ওলট পালট খেলিতেছে। তার উপর বিচিত্র ঘাগড়ার স্বর্ণসূত্র-সুচিত্র চওরা পাইর গুলির সৌদামিনী-দ্যুতি-বিকাশ কতই সুন্দর। দুজনের দুখানি হস্ত কোটিতে ন্যস্ত, আর দুখানি হস্তে টলমল রতন দীপমালা দুলিতেছে। দুলিতে দুলিতে কখন উর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নিম্নে নামিতেছে, কখন অগ্রভাগে আসিয়া টল টল করিতেছে। মরি মরি যেন জলন্ত জ্যোতির্ম্ময় পক্ষ-বিস্তার করিয়া দুটি সোণার পাখী প্রডীনোড্ডীনসংডীন গতি-বিক্রীড়নে উল্লাসরাশি ছড়াইয়া দিতেছে। তার পশ্চাতে যেন দুখানি চাঁদের ছটা চারু মূরতি ধরিয়া চিলিমিলি খেলিতেছে। ঐ মৃদুল মৃদঙ্গের মধুর তালে চাঁদমাখা চারু-প্রতিমা-দুখানি চপল চরণে চলিল, নটনরঙ্গ-সুভঙ্গী-ভঙ্গিমায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মানের বিরাম ত্রিতালে ত্রিপদ পশ্চাতে হটিয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে চরণে চরণ দিয়া, একখানি হাত মাথায় তুলিয়া, কি অপূরব রূপের ঘটা চালিয়া দিল। অমনি কুঞ্জভবন ভরিয়া উলু উলু কোমল কামিনী কণ্ঠ-কলধ্বনি উঠিল, সেই মঙ্গল মধুর-ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত কুঞ্জগৃহ মধুর মধুরিমায় ভাসাইয়া গায়িকাগণ আবার গাইতে লাগিলেন—

ইন্দিবর হেম শশধর, ঝলকে দামিনী জলদ উপর,
মার মনোহর, সুখদ সুন্দর, বিজুরী পড়িছে খসি রে॥
নয়নে নয়নে মিলন থোর, সরস হরষ পরশ ভোর,
কমলে কমলে মধুপ যোর, উড়ত পড়ত বাসি রে॥

তাতা তাতা তাতা, থৈ—থৈ—থৈ—সঙ্গীত তালে মৃদঙ্গ গর্জ্জিল। যুগল সখী যুগল দীপমালা সম্মুখে ধরিয়া, দ্রুত-তালে ছয় পদ আগাইয়া, তিন পদ পিছাইয়া, আবার বিবিধ বিনোদ ছাঁদে নাচিতে নাচিতে, বিবিধ বিনোদ ভঙ্গিমায় দীপাবলি নাচাইতে নাচাইতে, ক্রমশঃ অগ্রগমনে চলিতে লাগিলেন। কি সুন্দর, কি মনোহর বিলম্বিত-দ্রুত-মধ্য নটনগতি মাধুরী—ঐ যেন যুগল ময়ূর নাচি-তেছে,—ঐ যেন দুটি খঞ্জন রঞ্জন ছাঁদে নাচিয়া নাচিয়া আগাইতেছে—আবার ঐ যেন যুগল প্রজাপতি-পতঙ্গ তরল তালে তর-তর-তর পক্ষ নাড়িয়া কুসুমোপরি

উড়িয়া পড়িতেছে—ঐ আবার যেন তরঙ্গিণীর তরঙ্গশিরে দুটি কনক কমল ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিয়া চলিতেছে। চারি দিকে হুলুধ্বনি, চারি দিকে শঙ্খধ্বনি, চারি দিকে রাশি রাশি কুসুম বর্ষণ, ঐ আবার কুঞ্জবন ভরিয়া যুগল যুগল শুক-পিক গাইতেছে, যুগল যুগল ময়ূর ময়ূরী নাচিতেছে, যুগল যুগল চকোর চকোরী চাঁদ উপেখী যুগল চাঁদের যুগল মাধুরী পানে বিভোর হইয়াছে। আনন্দের উধাও তরঙ্গ, রঙ্গিণী-যুগল রঙ্গভরে সুরঙ্গ ভঙ্গিমায় মৃদঙ্গ-তাল-তরঙ্গে নটনরঙ্গে লম্ফ দিয়া পালঙ্ক-সোপানে উঠিলেন, সমুজ্জ্বল দীপালোকে যুগল কিশোরের যুগলরূপ ঝলমল করিতে লাগিল। গায়িকাগণ উল্লাসভরে গাইলেন—

ঝলকে দীপিত দীপক জ্যোতি, ঝলকত মণি-মাণিক-মোতি,
ঝলকত দুঁহু অঙ্গ-কাঁতি, মদনক মদ নাশি রে।

নয়নে নয়নে চপলা চমকিল, অমনি অমিয়মাখা মধুর হাসি রাশি রাশি কৌমুদীধারা ছড়াইয়া দিল। রঙ্গিণী যুগল টলমল যুগল দীপাবলি নাচাইয়া, রঙ্গভর ভঙ্গিমায় যুগল কিশোর কিশোরীর মঙ্গল আরতি করিতে লাগিলেন। মরি মরি কি প্রাণোন্মাদিনী শোভাসিন্ধুর সুন্দরতর তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভঙ্গিমা রে—"ঝলকত মুখ শো—ভা উজিয়ারী।" সেই প্রাণোন্মাদিনী শোভায় কত উন্মাদিনী সুধা-ধারা ঢালিয়া দিয়া গায়িকাগণ গাইলেন—

ঝলকত মণি-মকর কুণ্ডল, ঝলকত বিধু-বদন-মণ্ডল,
ঝলকে বিমল যুগল রূপ, চাঁদে চাঁদে মিশামিশি রে॥

মরি মরি কি সুন্দর! ঐ আবার সেই সমুজ্জ্বল যুগল সোণার পাখী পঞ্চদীপ-প্রদীপ্ত পক্ষপুট প্রসারণ করিয়া খগপতি-গতিগঞ্জন রঞ্জন নটন রঙ্গে টলমল দুলিতেছে। যেন—যেন—চাঁদের আগে চাঁদমাখা যুগল চকোর চকোরী, যেন নব জলদপাশে বিজুরী-জড়িত যুগল চাতক-চাতকিনী নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে, পড়িতেছে, ঘুরিতেছে। ঐ আবার তার সঙ্গে সঙ্গে সুরঙ্গে দুটি সোণার ছবি, ছল ছল চপল চাঁদ-ছলনা ছাঁদে নৃত্য করিতেছে। মরি কি—ভঙ্গীভর করলোলনী! কি অনঙ্গ-রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ-দোলনী! কি চারু চপল চরণ-চালন-চাতুরী, কি হাব-হাস্য-বিলাস-লাস্য-মাধুরী, যেন সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী যুগল মূরতি ধরিয়া যুগল কিশোরের যুগলারতি রঙ্গে বিভোর। ঐ মধুর মুরজে তাল মূর্ত্তিমান্, ঐ সমবেত স্বরমণ্ডলে সঙ্গীত-সহচরী রাগিণী মূর্ত্তিমতী, আবার ঐ দেখ বৃন্দাবনে

অপ্রাকৃত নবীন-মদন আজ শত মদন-দমন মোহন মূরতি ধরিয়া বসিয়াছেন, সেই সুষমা-সদন মনোবিনোদন নবীনমদন-বদনবিধু-মাধুরী নয়ন ভরিয়া নিরখিতে যেন অপ্রাকৃতা রতি অনন্ত মূরতি ধরিয়া কুঞ্জভবন পূর্ণ করিয়াছেন। উলুধ্বনির কুলু কুলু কলরবে আনন্দ-কল্লোল উছলিয়া পড়িতেছে। রঙ্গিণীগণ রঙ্গভরে যেন নাচিয়া নাচিয়া কুসুম-বর্ষণ করিতেছেন। নবীনা কুঞ্জকিঙ্করীগণ উদ্দাম উল্লাসে উন্মুক্ত পুষ্পাধার লইয়া, জনে জনে ফুল যোগাইয়া ফিরিতেছেন। প্রেমানন্দে তুমুল তুফান, তার উপরেও উদাত্ত সঙ্গীতের সুধালহরী তুলিয়া সঙ্গীত-কারিণী সখীগণ মধুর স্বরে গাইতে লাগিলেন—

যুবক যুবতী এক সঙ্গ, যৌবন-ভর রূপ-তরঙ্গ,
উনমাদন মদন-রঙ্গ, অমিয়া-সদন হাসি রে।

নয়নে নয়নে নয়ন দিয়া মধুর হাসির চপলা খেলিল, রঙ্গিণীযুগল রঙ্গভরে ত্রিরাবৃত্ত মানের ত্রিতাল-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত পদ-গতি-রঙ্গে নাচিতে নাচিতে মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিলেন। অমনি চতুর্দ্দিকে মুরজ গর্জ্জিল, জোরে জোরে জলদ্ তালে কর-লোলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া—গায়িকাগণ গমকে গাইতে লাগিলেন—

জিনি হেমযুত মহা মরকত—
ঝলকত কত—শশী রে।
রূপে
ঝলকত কত শশী রে।
ভালে বনি রাধামাধব সুন্দর রূপ রাশি রে।
বনি
সুন্দর রূপ রাশি রে॥

তর-তর-তর তরল চরণে চক্রাকৃতি গতি-ভঙ্গিমায় যুগল সখী যুগল দীপাবলি লইয়া, পালঙ্ক-প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মরি মরি—কি বিচিত্র পদগতি, কি অদ্ভুত দ্রুততর চরণ-চালন-চতুরিমা, যেন একখানি জ্যোতির্ম্ময় চক্রভ্রমি মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে; যেন শত শত ললিতা—শত শত বিশাখা—শত শত দীপমালা লইয়া শ্যামচাঁদে বেষ্টন করিয়াছে। কি সুন্দর! কি সুন্দর! যেন ঘূর্ণায়মান্ হিরণ্য-পরিধি-পরিমণ্ডিত মহামারকত-কান্তি। ঐ আবার জ্যোতির্ম্মণ্ডল যেন একস্থানে ঘনীভূত হইল—ঐ যেন দুখানি স্বর্ণ প্রতিমায় পরিণত হইয়া, সম্মুখ

সম্মুখ দাঁড়াইয়া, যুগল পতঙ্গ-নর্ত্তনে তর-তর নাচিতে নাচিতে নির্ম্মাল্য দীপমালায় পরস্পর পরস্পরের বিমল মুখমণ্ডল নির্ম্মঞ্ছন করিতে লাগিল। শত শত কামিনী কণ্ঠে উলুধ্বনি উঠিল, শত শত কমনীয় করে কুসুমরাশি বর্ষিল, সে অসীম শোভা-সৌভাগ্য শত শত নয়নে প্রেমাশ্রুর শত শত ধারা প্রবাহিত করিল।

ললিতা বিশাখা আরতি সমাপণ করিলেন, সঙ্গীত বিরত হইল। মঙ্গল দীপ-বাহিনী সখী দুটি ক্ষিপ্রহস্তে পঞ্চপ্রদীপ গ্রহণ করিলেন। সেবাপরা কুঞ্জদাসীগণ কেহ নৃত্যবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, কেহ গোলাপদান লইয়া গন্ধবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রত্নদণ্ড ব্যজনিকা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস দিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া প্রিয়মঞ্জরীগণ শ্রীরাধাশ্যামের সময়োচিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

দীপ-বাহিনী তিনটী সখী সমরেখায় দীপমালা লইয়া অলসমাখা বিহাগড়া রাগিণীর গড়া'নে গড়া'নে ঢিমাতালে বিরাম সঙ্গীত গাইতে গাইতে অস্তগামী দিনকর-গতি-গমনে পায় পায় পিছাইয়া সঙ্গীতকারিণীগণসহ দ্বারপথে অদৃশ্য হইলেন। প *

(১০)

সঙ্গীত বিরামে আনন্দ-তরঙ্গিত কুঞ্জভবন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইল। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শারিকা শুভা আবার উচ্চকণ্ঠে ফুকারিল—

শঙ্কাপঙ্কাকলিতহৃদয়া শঙ্কতেহস্মা ধবাম্বা
ছিদ্রান্বেষী পতিরতিকটুঃ সার্থনামাভিমন্যুঃ।
রুষ্টাভীক্ষ্ণং পরিবদতি সা হা ননান্দাপি মন্দা
প্রাতর্জাতং তদপি সরলাং কৃষ্ণ নৈনাং জহাসি॥

গোবিন্দলীলামৃত।

শঙ্কাপঙ্কাকুলা শাশুড়ী জটিলা
সদাই সন্দেহ করে।
কটুভাষী অতি ক্রোধের মূরতি
পতি অভিমন্যু ঘরে॥

* এই অংশ পদকল্পতরুর মর্ম্মে লিখিত হইল

সুখ-প্রতিবাদী কুটিলা ননদী
সদা দেয় পরিবাদ।
নিশি পোহাইল প্রভাত হইল
বিধাতা সাধিল বাদ॥
পরিহর হরি কুলের বহুরী
স্বাধীনা নহেত রাধা।
গোপত পীরিতি নহে হেন রীতি
পদে পদে আছে বাধা॥

সহসা পর্ব্বত পতনে যেন শান্ত সাগরাম্বু তরঙ্গিত হইল। আরাত্রিকানন্দে বিভোর হইয়া সকলেই গৃহ গমন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শারিকাবাক্য সহসা সকল হৃদয়ই চমকাইয়া দিল। শ্রীরাধিকার প্রেমাম্বুধি সংক্ষুভিত হইল, নবীন মীনের ন্যায় তাঁহার অচল আঁখি অনিমেষে উদ্বেগভরে ঘুরিতে লাগিল। এক দিকে দুঃসহ কৃষ্ণ-বিরহ, অপর দিকে কুলকামিনীর স্বভাবসিদ্ধ গুরুজন-গঞ্জন-ভয়, শ্রীরাধা চকিতা কুরঙ্গিণীর মত ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া দাড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণও যেন শরাহতের মত সহসা বিত্রস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন, তিনি যে নিজ পীতোত্তরীয় ভ্রমে শ্রীরাধার নীল ওড়না গায় দিয়াছেন, তাহা জানিবার অবসর হইল না। যেন শ্রীরাধার সেই ভয়াকুল পাণ্ডুর বদন, সেই কাতরতামাখা বিরহ বিলোল নয়ন দুটি, তাঁহার হৃদয়ে সহসা শেলাঘাত করিয়াছিল, তাই আপাদমস্তক দেহ খানি থর থর কাঁপিতেছিল। (গো ৭৭—৭৯)

আহা! শ্রীরাধার আর চরণ চলিল না, কাঁদিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদমূলে বসিয়া পড়িলেন; শ্রীকৃষ্ণের কম্পিত দেহখানিও অমনি সেই অবসন্ন দেহের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সোঙরি বিচ্ছেদ খেদে দুহুঁ আকুল
দুঁহু রহ কোরে আগোরি।
দুঁহুক নয়ন নীর দুঁহু তনু ভিগই
রোয়ই মুখে মুখ যোড়ি॥
এ সুখ দরশন বিছু তনু জারব
কহি কহি রোয়ই মুরারি।

ধনি মুখ উলটি পালটি কত হেরই
কত জীউ করত নিছারী॥

রাধার নয়নে দর দর জলধারা বহিল, বর্ষার পদ্মটির মত মুখখানি সেই দরদরিত নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল, নিজ পটাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সোহাগিনী কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও আকুল হৃদয়ে তাঁহার সুকুঞ্চিত দেহখানি জড়াইয়া ধরিলেন। মরি মরি! যেন কোন্ নিঠুর নিয়তি তাঁহাদের দুই জনকে দুই দিকে লইয়া যাইতে বল করিতেছে, তাই দুখানি দেহ দুখানি দেহে জড়াজড়ি করিয়া ধরিয়াছে। হায় হায়! নিরুপায়; প্রতিরোধের শক্তি নাই, যাইতেই হইবে, ঐ কুলবতীর কালস্বরূপ প্রাতঃকাল দ্রুত আসিতেছে, হায় রে! কুলবালাকে আর কি রাখা যায়? তবুও যে ছাড়া যায় না—

মন্দিরে চলব জানি অতি কাতর
আকুল জলধি তরঙ্গ।
কত কত চুম্বন কতহুঁ আলিঙ্গন
ডুবর ভেল দুঁহু অঙ্গ॥

চুম্বন! মনে করিতাম তুমি কতই সুখের, কিন্তু এখন বুঝিলাম, তাহা নয়; তুমি সুখের সময় সুখের শারী, দুঃখের সময় বিষের কাটারী। এই গত নিশায় তোমার পরশে যে মুখে হাসি রাশি ফুটিয়া পড়িয়াছে, এখন সেই পরশে সেই মুখের এ কি ভাবান্তর! মরি মরি! "ঝামর বদন শ্যামমুখ চুম্বনে, প্রাতর ধূষর কাঁতি।" চুম্বন! তুমি কা'ল যে সুখ দিয়াছ, আজ তোমাতে তাহা কই? এখন তুমি হতাশ ভাব মাখা, এখন যেন তোমার পরশ প্রাণের ভিতর হইতে কান্না টানিয়া আনিতেছে।

হা আলিঙ্গন! তোমরই বা সেই উত্তেজনামাখা স্পর্শসুখ কৈ? তুমি যেন এখন কত অবসাদময়, এখন তোমার বন্ধন যেন দেহ গলাইয়া জল করিয়া দিতেছে, এখন যেন তোমার পরশ রসে মিশিয়া যাইতে মন বাসিতেছে, তাইই যেন তোমার পরশে ঐ দুখানি প্রেম-প্রতিমা অবসাদে অবসন্ন, দুর্ব্বল; আহা! যেন নৈরাশ্যভরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

হায়রে! এ দশা দেখিয়া কে বলিবে গৃহে চল, কিন্তু না বলিতেও ত চলে না; ঐ অকরুণ অরুণ উদয়াচল-চূড়ায় রক্তিমা ছড়াইতে লাগিল, কুলবালার

কুললাজে জলাঞ্জলি দিয়া আর কি পরকীয় প্রেমে গা ঢালিয়া থাকা চলে? সখীগণ বড়ই চঞ্চল হইয়াছেন, অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও যেন প্রাণে একটা বেদনা আসিতেছে। উভয় শঙ্কট—কোন্ দিক্ রাখিবেন, কি করিবেন, কি বলিবেন, ঠিক্ হইতেছে না, অথচ সকলেই খুব চঞ্চল হইয়াছেন।

দুঁহু জন চিত রীত হেরি সহচরী
ঘন ঘন গগনহিঁ চায়।
রজনী পোহায়ল সব জন জাগল
সে ডরহিঁ অধিক ডরাই।

এখনও কি নীরবে রবে? হা সখীগণ! তোমরাও কি কেহ কিছু বলিবে না? হায়! হায়! বলিবেই বা কি? এ সময় যাহা বলিবার তাহা বলিতে যে প্রাণ আকুল হয়, কার এমন পাষাণ-গড়া প্রাণ আছে যে বলিবে—তোমরা দুটি বিচ্ছিন্ন হও। হায় রে, একটি বৃন্তে দুটি ফুল ফুটিয়া আছে, একটি টানিতে অপরটিতে আপনি টান পড়ে, একটি নাড়িলে অপরটি আপনি নড়িয়া উঠে। অহো! নির্জীব ফুলেও এত ঘনিষ্ঠতা, এ সজীব ফুল দুটীকে বৃন্তচ্যুত করিবে কে? করিলে যে দারুণ বিরহতাপে দুটিই শুকাইয়া যাইবে। না—না—এ সে ফুল নয়, প্রেমবৃন্তে যে যুগল ফুল ফুটে, সে ফুল বৃন্তচ্যুত হয় না, টানিলে বাড়িয়া চলে, আবার ছাড়া পাইলে যেখানকার ফুল সেই খানেই লাগে। বিরহতাপে সে কোমল ফুল ঝল্‌সে বটে কিন্তু ঝরিয়া পড়ে না, আবার যখন দুটিতে মিলে, অমনি নবরসে ফুলিয়া দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে। তা হউক না কেন গো, ঝরিয়া না হয় নাই পড়িল, ঝল্‌সিয়া যায় ত? এমন দুটি প্রাণভরা আনন্দমাখা ফুল ঝল্‌সাইয়া দিতে কার প্রাণে ব্যথা না হয়? তা বলিয়া উপায় কি? পরকীয়া রতির যত মাধুর্য্য, তত বাধা। সখীগণ আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না, কর্ত্তব্য তাঁহাদিগের মৌন ভঙ্গ করিল।

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান।
আরতি সমাপহ নিশি অবসান॥
অরুণ পুরব দিশে ঈষত প্রকাশ।
তরল তারক হেরি শশধর পাশ॥

দিনমণি-গমনে মলিন দ্বিজরাজ।
কুহু কুহু শবদ সবহুঁ বন মাঝ॥
করকুম্ভে কামিনী বারি বিলাস।
ইথে কি উচিত কুলবতী পতিপাশ॥
শিরে কর ধরি কহ না ভাবিহ আন।
তোমা অনুগত চিত তুমি সে পরাণ॥
(রায় বসন্ত)

পিরিতি আরতি সাগরে—দুখানি চিত্ত ডুবিয়া গিয়াছিল, মনে ছিল না পরকীয়া রতির কত বাধা বিপত্তি, কত জ্বালা জঞ্জাল, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সখীদের কথায় যেন সে লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, অমনি—"কাতর নয়নে, নেহারিতে দুঁহু দোঁহা, উথলল প্রেম তরঙ্গ।" শ্রীকৃষ্ণ সেই উদ্দাম প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত আলিঙ্গনে শ্রীরাধাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন—

সখিহে! তুয়া হিয়া কুলিশ সমান।
রাই বিনা কৈছনে ধরব পরাণ॥
না যাইহ সহচরি! শুন মোর বোল।
অবসান নহে নিশি নহ উতরোল॥
ক্ষণেকে রহিয়া সখি! শুন নিবেদন।
সুবদনি-গত মোর ভেল তনু মন॥

ভাবসিদ্ধ পদকর্ত্তা মঞ্জরীভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সখীরা কিছু বলিতে না বলিতেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাপে বাধা দিয়া কহিলেন—

(রায় বসন্ত কহে) ধৈরজ ধরিবে।
ক্ষণেক কারণে কিয়ে সব ঘুচাইবে॥

হায় হায়, কুলিশ কঠিন ক্রুর আয়ান ক্রোধের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, শাশুড়ী জটিলা অতি জটিল মন, কুটিলা ননদী কুটিলার একশেষ, পাড়ার দুষ্ট লোকগুলাও কুৎসা করিবার জন্য চক্ষু বাহির করিয়াই থাকে, ঐ প্রভাত হইয়া আসিল, সকলে জাগিয়া উঠিবে, আর কি কুলকামিনীর কুললাজ ভাসাইয়া কুঞ্জবাস সাজে? শ্রীরাধা চক্ষুর জল মুছিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দুখানি হস্ত ধরিয়া কহিলেন—

মাধব! হামারি বিদায় পায় তোর।
তোঁহারি প্রেম সঞে পুন আওব,
অব দরশন নাহি মোর॥ (মাধব ঘোষ)

শ্রীরাধার নয়নে আবার দরদর ধারা বহিল। শ্রীকৃষ্ণ ছল ছল অচল নয়ন দুটি শ্রীরাধার সেই জলে ভাসা মুখখানির উপর রাখিয়া আড়ষ্ট হইলেন, মধ্যাহ্ন মল্লিকার মত মুখখানি শুকাইয়া গেল, বলিবার কথা বলা হইল না, চিত্রমূর্ত্তির মত অচেষ্ট অচেতন প্রায় উদাস নয়নে শ্রীরাধার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রাণে সয় কি গো! ওইইত রাধার প্রাণ—শ্রীরাধা চক্ষু মুছিয়া প্রাণনাথের দুখানি হাত আপন জলন্ত বক্ষের উপর ধরিলেন, কহিলেন—

বিধি কুলবতী করি কৈল নিরমান।
ধিক্ ধিক্ পরবশ রমণি-পরাণ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে— (রায় বসন্ত)

শ্রীরাধা আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইল, অসারে অলক্ষ্যে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা তাঁহার নাসাগ্রলম্বিত মুক্তার উপর জমিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অচল নয়নে তখনও পলক পড়ে নাই। ললিতা চক্ষু মুছিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—

দারুণ নগরের লোক কিনা জান তুমি।
ক্ষণেক ধৈরজ ধর এ লালস ক্ষমি॥
কত গুরু গঞ্জনা সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা॥ (রায় বসন্ত)

শ্রীরাধার অন্তরে দুঃখের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, সেই বিষময় লাঞ্ছনা গঞ্জনা সব মনে পড়িল, দুঃখে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া নয়নে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

প্রাণনাথ তোঁহে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুল শীল লাজে তিলাঞ্জলি দিনু॥
না জানি মিলন দোঁহে কি ক্ষণে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল॥

মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল হইল এমনি॥ (রায় বসন্ত)

শ্রীরাধার রোদন জড়িত দুখের কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মে বিন্ধিল। প্রিয়তমাকে কোলে টানিয়া লইয়া নিজ পটাঞ্চলে মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন—

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা।
তুমি আমি একই পরাণ দুই জনা॥
তোমার আমার গতি মূরতি এক ভাব।
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব॥
তুমি মোর ত্রিজগত বিভব বিথার।
পরাণ পুতলী মোর হিয়ে মণিহার॥

মরি মরি! ঐ চাঁদ মুখের মোহিনী মাখা কথাতেইত শত শত কুলবতীর কুলগৌরব ভাসিয়া গিয়াছে গো, ঐ কথাতেই লাঞ্ছনা গঞ্জনা ব্রজকুলকামিনীর অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। শ্রীরাধার সকল দুঃখ দূরে গেল, দুবাহু পসারিয়া প্রাণনাথকে বক্ষে ধরিলেন। কহিলেন—

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
জগতে কি আছে মোর তোমার সমান॥
যেখানে না দেখি বঁধু তুয়া চাঁদমুখ।
পরাণ সহিতে পুরি কি কহিব দুখ॥
আমি কি রহিতে পারি তোমা না দেখিয়ে।
মরম গুমানে মরি বুক বিদরিয়ে॥
অনুমতি দেহ বঁধু মিলিব সকালে—

শ্রীরাধা আর বলিতে পারিলেন না, আবার কাঁদিয়া প্রাণকান্তের বক্ষে মুখ লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আকুল আলিঙ্গনে শ্রীরাধাকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন—

সুন্দরি! না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা, আনে কি আনের ব্যথা,
ভালে হর ভেল আধ অঙ্গ॥

তুহুঁ হাম তনু ভিন, শ্রবণে জীবন ক্ষীণ,
কেমনে ধরিব আমি বুক।
হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি জান,
বিরমহ দেখি চাঁদমুখ॥

বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নে শতধারা ঝরিল। শ্রীরাধা চক্ষু মুছিলেন, যাহার মুখ খানি কিঞ্চিৎ বিরস দেখিলেই প্রাণ ফাটিয়া যায়, সেই প্রাণাধিকের নয়নে জল কি দেখা যায়? আহা! অমনি—"কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ, কতি গেয়ো লোককি ভীত।" শ্রীরাধা উন্মাদিনীর মত প্রাণকান্তকে বক্ষে ধরিলেন, আকুল প্রাণে বসন অঞ্চলে নয়নের জল মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন—

প্রাণনাথ! বোলোনা বোলোনা আর।
সহিতে না পারি তব ইহ দুখ ভার॥
শপথ করিয়া কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ান মণি জীবনের জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেবল তনু ভিন।
পরাণে মরয়ে যেন জল ছাড়া মীন॥
তোমার পিরীতে আমি হইলাম ঋণী।
বিনিমূলে বিকাইনু কি দিব নিছনি॥
কি করিবে গুরু ভয় গৃহের করমূ।
তেজিনু সকল বঁধু কুলের ধরম॥ (রায় বসন্ত)

শ্রীরাধার নয়নে আবার ঝর ঝর ঝরণা বহিল। শ্রীকৃষ্ণও দুই করে মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে আবার কহিলেন—

ওহে নাথ আর মোর না দেখি উপায়।
যাউক তোমার বালাই লইয়া
মনে সাধ আর নাহি ভায়॥
যে তুমি পরাণ ধন, মলিন নয়ান মন,
এ বড়ই বিষম বিষাদ।

পরাণ ঝুরিয়া কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে
কারে ঘটে হেন পরমাদ॥
গৃহে গুরু গঞ্জন, কত নিন্দে বন্ধুজন,
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কে আপন কেবা ভিন, না বুঝয়ে দোষ গুণ
এ দুখ দহনে দহে মোয়॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নয়নের জল মুছাইয়া দিলেন, অনেক কষ্টে দারুণ বেদনা হৃদয়ে সম্বরণ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—

সুন্দরি! স্বরূপহিঁ করবি পয়ান।
যে মোর বচন হিত, তাহে নহে পরতীত,
বুঝি হেন আন অবধান।
তোহারি পিরীতি আশে, তেজি সুখ গৃহ বাসে,
সাধ মোর ভেল বনবাস।
সহজেই তোমা বিনে, উতপত মোর প্রাণে
ধিক্ রহু পর রতি আশ॥
বিশেষে বয়ন সখি, বিরস অধিক দেখি,
হেন নাহি দেখিয়া জুড়াই।
(রায় বসন্ত কয়, হিয়ায় কি হেন সয়,
সজল নয়ান ভেল রাই॥)

শ্রীরাধা সজল নয়নে একবার চাহিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না, অবসাঙ্গে কান্তবক্ষে লুটায়ে পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের স্পন্দন তখন অতি দ্রুত চলিতেছিল। প্রিয়তমার অবসন্ন দেহখানি ভুজলতায় জড়াইয়া ধরিলেন, আবার সেই কাঁপা কাঁপা কোমলকণ্ঠে কহিলেন—

আলো ধনি! সুন্দরি! কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিয়া আছে মধুর মৃদু হাঁসি॥

আনন্দ মন্দির তুমি গোঁয়ান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাশরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর— (রায় বসন্ত)

শ্রীরাধা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার প্রাণ ফাটিতেছিল, কুল শীল লাজ ভয় এতক্ষণও তাঁহাকে ছাড়ে নাই, কিন্তু এইবার তিনি সে সকলে জলাঞ্জলি দিয়া, শেষ পরিণাম ভুলিয়া অকূল প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিলেন। উন্মাদিনী রাই প্রেমোন্মাদে কহিলেন—

শ্যাম বঁধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউ ছারেখার॥
না যাইব ঘরে বঁধু রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদী বচনে॥
তুয়া পায় সোঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন॥
অন্তরে বাহিরে বঁধু তুমি সে আমার।
সব ছাড়ি তোমারে করিনু গলার হার॥

শ্রীরাধা বলিতে পারিলেন না, রুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন, শ্রীকৃষ্ণেরও বাহুবন্ধন শিথিল হইতেছিল, অমনি শ্রীরাধাশ্যামের বিবশ দেহ দুখানি আকস্মিক প্রেমমোহে উপাধানের উপর এলায়ে পড়িল। হতাশ প্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া মঞ্জরী ভাবে একপাশ হইতে ভাবসিদ্ধ পদকর্ত্তা গাইলেন—

রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলে তুমি হইল তাহাই॥

সাধের কুঞ্জভবনে বিষাদের প্রবাহ বহিতেছে, চারিদিকেই বিষাদের বিপুল তরঙ্গ, কুলু কল্লোল হীন নীরব তরঙ্গ নীরবে হৃদয়ে হৃদয়ে আঘাত দিয়া উথলিতেছে, প্রেমমেখলা সখীমালা নীরব, তাঁহাদেরও প্রায় সেইরূপ অবস্থা! হায় হায়—

কিয়ে বিধি লাগল বাদে।
কণ্ঠ গহি গহি সব সখী রোয়ত
হেরইতে দুঁহুক বিষাদে॥ (প) *

(বলরাম দাস)

বৃন্দাদেবীও শুষ্ক নয়নে ছিলেন না। তাঁহার নয়নেও অশ্রুবিন্দুর মুক্তা ঝরণা ঝরিতেছিল। বৃন্দা চক্ষু মুছিলেন, কর্ত্তব্য তাঁহাকে সচেতন করিল, তিনি একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন; তা বিস্ময়ের কথাই বটে—

দেখ দেখ অপরূপ কায।
বিছুরল গেহ গমন সবে বূড়ল
মোহ সরোবর মাঝ॥

(যদুনন্দন)

আহা! প্রেমের মোহিনী শক্তি এইরূপই বটে, হিতাহিত জ্ঞানই যদি থাকিল, তবে প্রেমের মাদকতা কি? নিজের অবস্থার প্রতিই যদি লক্ষ্য রহিল, তবে সে প্রেমে ডুবিল কই, গৃহ পতি গুরুজন ভয়ই যদি চিত্ত বিচলিত করিল, তবে প্রেমে আত্মত্যাগ কোথায়? দুর্জ্জনের কলঙ্ক ঘোষণাই যদি প্রেম সঙ্কুচিত করিল, তবে নিরঙ্কুশ প্রেম কাহার নাম? দেবি! বৃন্দে! প্রেমিক-প্রেমিকার দোষ দেখিও না, প্রেমসহচরীগণেরও দোষ দেখিও না, প্রেমের স্বভাবে যাহা হয়, তাহার জন্য দোষী কে? উপায় কর, পরকীয়া রতির প্রাধান্য রাখ, ব্রজ বিহারের রসমর্য্যাদা রাখ, এ সংযোগে বিয়োগ সংঘটনে তুমিই নেত্রী, তোমার শক্তি ভিন্ন ইহা অন্যের সাধ্যায়ত্ব নহে।

বৃন্দা কি করিবেন, শারী শুক কাঁদিতেছে, তাদের কি আর বাক্‌শক্তি আছে? এবার সেই বৃদ্ধামর্কটি কক্‌খটীর দিকে চাহিলেন। হইলে কি হয় বানর জাতি, ব্রজের বানরও হৃদয়শূন্য নহে, ঐ যে কক্‌খটীর নয়নেও মুক্তা ঝরণার মত অশ্রু ঝরিতেছে। বৃন্দাদেবীর কঠোর আজ্ঞা পালন করিতে কর্কশা কক্‌খটীও কাঁদিয়া আকুল হইল, কহিল "আমি যমুনায় ডুবিয়া মরিব, তবু শ্রীরাধাশ্যামের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিব না।"

* এই অংশ পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত হইল।

বৃন্দা কহিলেন "কক্‌খটি! তুমি কি আজ শ্রীরাধাশ্যামের পরকীয় রস বিলাসের অবসান দেখিতে চাহিতেছ? দেখ দেখি, প্রভাত হইয়া আসিল, শ্রীরাধা গৃহে গমন না করিলে কি অবস্থা ঘটিবে, তুমি কি বৃদ্ধা হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছ না?"

কক্‌খটি অনেক কাঁদিল, অনেক বাদানুবাদ করিল, অবশেষে বৃন্দাদেবীর বাক্য বলে অগত্যা বাধ্য হইল। বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও শক্তি নাই।

বৃন্দাদেবী- সঙ্কেত বচন জানি
কক্‌খটী হোই উনমাদ।
জটীলা শবদ শুনায়ত উচ্চস্বরে
শুনইতে ভেল পরমাদ॥ (যতুনন্দন)

কক্‌খটী মনের দুঃখে উন্মাদিনীর মত বৃক্ষে উঠিল, তারপর লম্ফ দিয়া মণি-মন্দিরের ছাদে নামিয়া গবাক্ষে মুখ দিয়া উচ্চরবে কহিল—

সতীরিমাঃ কৃষ্ণ! কলঙ্কপঙ্কিলাঃ
করোষি নোষস্যপি যজ্জিহাসসি।
ফলং তদস্যাচিরমেব দিৎসতি
ব্রজাদিহৈষা জটিলোপসেদুষী॥ ভাবনামৃত।

ঐ ঐ ঐ জটিলা—ঐ তুঙ্গ মণিমন্দির শিরে বৃদ্ধা বানরী ফুকারিতেছে "হে কৃষ্ণ! তুমি এই সতীগণকে কলঙ্কে ডুবাইতেছ? উষাকাল উপস্থিত দেখিয়াও ছাড়িয়া দিতেছ না, ঐ ঐ ব্রজ হইতে জটিলা আসিয়া শীঘ্রই তাহার ফল দিতেছে।" ব্রজরামাগণ "জটিলা" এই তিনটি অক্ষর শুনিয়াই ভয়ে বিবর্ণ হইলেন, বিলাস-রস-রত্নাকর ক্ষণমাত্র শুকাইয়া গেল। ভা ২+৫৮—৬০

শ্রীরাধাশ্যাম প্রেমবিভ্রমে আপন ভ্রমে পরস্পর পরস্পরের উত্তরীয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অপরিবর্তিতই রহিল, সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর নাই, তাড়াতাড়ি দুজনে দুজনের হাত ধরিয়া কুঞ্জগৃহ ত্যাগ করিলেন। আহা মরি! ইহাতেও কত মাধুরী! শ্রীকৃষ্ণ বাম করে শ্রীরাধার হাত ধরিয়াছেন, দক্ষিণ করে মুরলী, মরি, যেন বিজুরি-জাল-জড়িত নব-জলদছবি সমীর সহায়ে মন্দ মন্দ চলিতেছে। সে চলনেও কত প্রেমামৃত বরষিছে, ঐ দেখ—

পদ আধ চলত খলত পুন ফিরত
কাতরে নেহারই মুখ।
একই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
কতয়ে সে মানিয়ে দুঃখ॥ (রাধামোহন)

সকলেই ত্রস্ত ব্যস্ত, সখীগণ কেহ স্বর্ণ ভৃঙ্গার, কেহ স্বর্ণদণ্ড ব্যজন, কেহ সুমার্জ্জিত দর্পণ, কেহ বিমল বিচিত্র চন্দনাধার, কেহ মণিখচিত তাম্বুলাধার, কেহ স্বর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকা লইয়া, নিজ নিজ সৌভাগ্যগর্ব্বে প্রমোদিত মনে শ্রীরাধাশ্যামকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছেন।

ঐ যে গর্ভিণী-কুচকলিকাকৃতি নীলমণি-কাঞ্চনজড়িত সুন্দর গজদন্ত নির্ম্মিত সিন্দুর সম্পুটক পড়িয়া আছে! একটি অনুগা মঞ্জরী ক্ষিপ্রপদে সকলের অগ্রে সিন্দুরকরণ্ডিকা গ্রহণ করিয়া নিজ ক্ষিপ্রতা গৌরবে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন ভরে শ্রীরাধার মুক্তাহার ছিড়িয়া গিয়াছিল। একটি মঞ্জরী সেই হারভ্রষ্ট বহুমূল্য মুক্তাগুলি কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে ছুটিলেন। গো ৮০—৮৪

জটিলা নামটা ব্রজবালাগণ ব্যাঘ্রগর্জ্জন অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া মনে করেন, নামমাত্র শুনিয়াই সকলে "হায় কি হইবে? কি করিয়া নিভৃতপথে শ্রীরাধাকে গৃহে লইয়া যাইব?" বলিতে বলিতে ভীতিস্খলিত ক্ষিপ্রচরণে কুঞ্জাঙ্গনে আসিলেন।

শ্রীরাধা কুঞ্জপ্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, উষাগমে আকাশ নির্ম্মল, দশদিক্ প্রকাশিত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "হায় হায়! সুখ যামিনী অল্প সময় মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে! আবার কালরাত্রি স্বরূপিণী জটিলা আসিয়া বুঝি আমাদের সকল আশাই নির্ম্মূল করিল। ভা ২+৬১—৬২

ভয়ে শ্রীরাধার হৃদয় কম্পিত হইল, মুখ খানি উষাশশিসম নিষ্প্রভ হইয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

প্রাণনাথ! আজু কি হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানে কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর॥

যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ॥
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিমলোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া—এলাঞা কবরী॥
তোমার গলার বনমালা দেহ মোর গলে।
মোর প্রিয়সখা কইও সুধাইলে গোকুলে॥
(বসু রামানন্দে ভনে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র হরিণে রাই তোমার বসতি॥)

রাধে! ভয় নাই, এখনও গৃহে যাইবার যথেষ্ট সময় আছে। ঐ দেখ, ঊষা প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু অন্ধকার একবারে তিরোহিত হয় নাই। ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশ ঈষদরুণ বিভা ধরিয়াছে মাত্র, এখনও সম্পূর্ণ অরুণিত হয় নাই। প্রভাত হইতেছে মাত্র, এখনও ব্রজজনের শয্যাত্যাগের সময় হয় নাই। সখীগণ অতিভীতা শ্রীরাধিকাকে কথঞ্চিং সান্ত্বনা করিলেন।

জটিলা নাম শুনিয়া সকলেই সসব্যস্তে কুঞ্জগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, কোন কিছু ভুলিয়া আসিয়াছেন কি না দেখিবার অবকাশ পান নাই, কএকটি সখী কএকটী দাসী লইয়া আবার কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিলেন। আহা! সুখময় কুঞ্জভবন তখন বিজন, যেন শূন্যকুঞ্জ নীরবে রোদন করিতেছে। সখীগণ দাসী-গণ প্রেমের সহিত কেহ শ্রীরাধাশ্যামের ছিন্ন ফুলহার লইয়া, কেহ নির্ম্মাল্য চন্দন লইয়া, কেহ চর্ব্বিত তাম্বুলাবশেষ লইয়া, কেহ স্খলিত কুসুম ভূষণ লইয়া, পরস্পর আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাও একটি প্রেমেরই তরঙ্গ রঙ্গ, এ প্রেমের রাজ্যে সর্ব্বত্রই কেবল প্রেমেরই খেলা, প্রেম ভিন্ন এখানে অন্য কিছুই নাই।

ভা ২+৬৩।

রতি মঞ্জরী কেলি বিভ্রংশ কর্ণভূষণ শয্যায় পতিত দেখিয়া তুলিয়া লইলেন, দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া শ্রীমতীজীর কর্ণে পরাইয়া দিলেন।

শয্যার এক প্রান্তে উপাধানপার্শ্বে শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা পড়িয়া ছিল, প্রিয় নর্ম্ম সখী রূপ মঞ্জরী তাহা লইয়া আসিয়া নিভৃতে কল্পবৃক্ষান্তরালে শ্রীরাধাকে পরাইয়া দিলেন।

গুণমঞ্জরী পতদ্‌গ্রহ পাত্র * হস্তে বাহিরে আসিয়া, শ্রীরাধাগোবিন্দের চর্ব্বিত তাম্বুলাবশেষ সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। মঞ্জুলালীমঞ্জরী শ্রীরাধাশ্যামের নির্ম্মাল্য মাল্যচন্দন পরস্পরকে দিতে দিতে বাহিরে আসিলেন।

এই সময় অপর দিকে আর একটি প্রেমবিভ্রমের মধুর অভিনয় হইতেছিল। শ্রীরাধাশ্যামের উত্তরীয় পরিবর্ত্তন অনুভব নাই দেখিয়া, সখীগণ পরস্পর নয়ন ভঙ্গি করিয়া হাসিতেছিলেন। শঙ্খে দুগ্ধ রাখিলে যেমন সহসা চিনা যায় না. স্বর্ণ সূক্ষ্ম চীনচেলও সেইরূপ স্বর্ণ অঙ্গকান্তিতে বিলীন হইয়াছিল। তা হইলেও চিনা যায়নাত কি? কিন্তু চিত্ত যখন অভেদ সমাধিতে অভিভূত থাকে, তখন প্রভেদ বিচার করিবে কে? শ্রীরাধাশ্যাম সখীগণের পরিহাসের হাসিতেও কিছু বুঝিতে পারিলেন না, উৎফুল্ল নয়নে দুজনে দুজনের মুখ চাহিলেন। চারি চক্ষু সেই সুখমাধুরীতেই মোহিত রহিল, তাঁহারা সেই অপার প্রেমসুখে ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল রহিলেন। গো ৮৫—৯১।

গৃহ গমন।

॥ ১১ ॥

শ্রীরাধাশ্যাম উষাকালে একবার যুগলবেশে দাঁড়াইয়া কুঞ্জবনবাসী পশুপাখীর নয়ন-পিপাসা শান্তি করিবেন, এই জন্য নিপুনা কুঞ্জদাসীগণ চম্পককুসুমমণ্ডলের বহিঃপ্রাঙ্গণে কল্পতরুমূল সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। চারু রত্নবেদিকার মধ্যস্থলে জ্যোতির্ম্ময় অষ্টদল পদ্মাসন, তাহার উপর সুরচিত সুন্দর পুষ্পমণ্ডপ, বিচিত্র ফুলময় চন্দ্রাতপ, সপল্লব বন্যপুষ্পস্তবক বন্দনমালায় দুলিতেছে, লম্বিত পুষ্পমাল্যদামে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জন করিতেছে। চারিদিকে নানাবর্ণ পতাকা-মণ্ডল, কণকময় ধ্বজদণ্ডশিরে সমুজ্জ্বল দীপমালার ন্যায় প্রদীপ্ত মণিফলক, সারি সারি স্বর্ণ-ধূপাধারে সুগন্ধ ধূমশিখা সৌরভ রাশি বিকীরণ করিয়া ঊর্দ্ধপথে উঠিতেছে। কল্পপাদপ ক্ষরিত সুধাকণ-নিসিক্ত সুশীতল তলভূমি যেন শ্রীরাধাশ্যামের পাদস্পর্শ-পিপাসিতা হইয়া বক্ষঃ পাতিয়া রহিয়াছে।† ঐ আবার সমস্ত কুঞ্জবন-বিহগাবলী শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল রূপ-মাধুরী নয়ন ভরিয়া

* পিকদানী।

† উপক্রমণিকা ৩৬ পৃষ্ঠা। হরিভক্তিবিলাসধৃত গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত প্রাতর্ধ্যান দ্রষ্টব্য।

দেখিবার লালসায় একত্রিত; বৃক্ষে বৃক্ষে, প্রতি কুঞ্জ-চুড়ে-চুড়ে, আর স্থান নাই। দলে দলে শিখীকুল আকুল নয়নে কুঞ্জ সোপানের দিকে চাহিয়া আছে, আহা! প্রেম রাজ্যের স্থাবর জঙ্গমও কি প্রেমময়! (গ্র)

শ্রীরাধাশ্যাম সখীগণ সহ কুঞ্জতোরণে দর্শন দিলেন। সেই সময় শঙ্কার সহিত ঔৎসুক্যের একটা মহা সমর বাধিল। শঙ্কা শ্রীরাধার বাহুবল্লরী শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ হইতে আকর্ষণ করিতেছিল, অমনি ঔৎসুক্য তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু দ্বারা শ্রীরাধার স্কন্ধ বেষ্ঠন করিল। কুঞ্জ-সীমা মধ্যে শঙ্কার সম্পূর্ণ অধিকার নাই, এখানে ঔৎসুক্যেরই পূর্ণাধিপত্য; কাযেই শঙ্কা পরাজিতা হইল। অগণিত সখীমণ্ডল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্কন্ধে বাম বাহু রাখিয়া যখন মণি-সোপানে নামিতেছিলেন, সে সময় তরিত-জড়িত জলদ-ভ্রমে ময়ূরগণ পক্ষবিস্তার করিয়া কেকা রবে দিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। বাস্তবই সে সময় শ্রীরাধাশ্যামকে বিদ্যুতাবলি সুবলিত ললিত নবীন জঙ্গম মেঘতরু বলিয়াই ভ্রান্তি হইতেছিল। তাই যেন শ্রীরাধার তৃষিতা নয়ন-চাতকী অনিমিখে এক একবার সেই জলদকান্তির উপর অচেষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, আবার এক একবার শঙ্কাকুল চটুল গতিতে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে ঘুরিতেছিল। শ্রীরাধাশ্যাম অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া সেই সুসজ্জিত কল্পতরু-বেদিকায় ক্ষণকাল যুগলবেশে দাঁড়াইলেন, অমনি সমস্ত কুঞ্জবন-বিহঙ্গমগণ সমস্বরে কলগান করিয়া উঠিল। বিসারিত-পুচ্ছ ময়ূর-ময়ূরী মণ্ডলে মণ্ডলে সেই যুগলকিশোরকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিল। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব!! অপূর্ব্ব শোভা!! ইহাকে ময়ূর রাস বলিয়া অভিহিত করিলেই যোগ্য হয়। ঐ অগণিত ময়ূর-মণ্ডলীর বিচিত্র চারু চল-চন্দ্রকাবলি বিস্তারিত, কেমন সারি সারি মণ্ডলাকার রেখায় পর পর ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটির পর আর একটি মণ্ডল, তারপর আর একটি, মরি মরি, যেন এ সৌভাগ্য পাছে ভঙ্গ হয় ভাবিয়া, ময়ূরগণ মণ্ডলে মণ্ডলে পথ আগুলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে। (ভা ২।৭৪—৭৫।)

শ্রীকৃষ্ণের নিশাভিসার-সহচর ব্যাঘ্র-ভ্রমরক * নামে দুইটি কুক্কুর বনপথ দেখিয়া বেগে ফিরিল, নাচিয়া নাচিয়া অগ্রগমনে সঙ্কেত করিতে লাগিল।

---

* ব্যাঘ্রভ্রমরকৌ শ্বানৌ। (কৃষ্ণ গণোদ্দেশ)
কৃষ্ণের ২টী কুকুরের নাম, ব্যাঘ্র ও ভ্রমরক।

চন্দ্রশালিকায় বানর-বানরীগণ উচ্চ গ্রীবায় বনভূমি দেখিতেছিল, তাহারও নীরবে নির্ভয় সঙ্কেত জানাইল। শ্রীকৃষ্ণের সারঙ্গ হরিণ শ্রীরাধার রঙ্গিণী হরিণীর সঙ্গে মুখোমুখী করিয়া বনপথ সঙ্কেতে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল। ময়ূর-রাজ তাণ্ডব সুন্দরী তাণ্ডবীর সহিত মণ্ডল ভঙ্গ করিয়া অগ্রগমনে প্রস্তুত হইল। কুঞ্জবন-বিটপ-বল্লরী শন্ শন্ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নীরবে টপ্ টপ্ অশ্রুপাত করিল, গাছ হইতে ফুল ঝরিল, ফুল হইতে মধু ক্ষরিল, কলকণ্ঠ বিহগকুল ক্ষণকাল আকুল প্রাণে নীরব হইল, সেই নীরব নিকুঞ্জে নীরবে ছল ছল সজল নয়নে শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পরকে বিদায় আলিঙ্গন দিলেন। সখীগণও নীরবে নিজ নিজ পটাঞ্চলে নয়ন জল মুছিলেন। (গ্রঃ)

যুগল কিশোর কিশোরী পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াই কুঞ্জপথে ব্রজগমনে অগ্রসর হইলেন। দুজনেরই অবাধ্য বাহুবল্লরী যেন সেই বন্ধন সুখ আর ছাড়িতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের তৃষিত নয়ন এক একবার শ্রীরাধার মুখচন্দ্র-সুধা-পানে উড়িয়া পড়িতেছিল, আবার জনাগমশঙ্কায় বনপথে ছুটিতেছিল; সেই অবসরে শ্রীরাধার অতৃপ্ত পিপাসিত আঁখি শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র-সুধামাধুরী প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লইতেছিল, আবার কৃষ্ণআঁখির সম-সম্মিলনে লজ্জায় পলাইয়া শঙ্কার পথে গুরু-তুরজন সম গম ভয়ে চমকিত হইতেছিল। তখন অন্ধকার প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল, তবুও সম্পূর্ণ আলোক প্রকাশিত হয় নাই। সেই অস্পষ্ট আলোকান্ধকারে তাঁহারা দূরস্থিত স্থানুকাণ্ডেও জটিলার অপচ্ছায়া ভ্রমে ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হইতেছিলেন। শঙ্কা যেন সর্ব্বত্র জটিলাময়ী মায়া-ভ্রান্তি বিস্তার করিয়া বিভীষিকা দেখাইতেছিল। শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর বাহুবন্ধনে থাকিয়াও আশ্লেষজনিত সুখানুভূতির অবসর পান নাই, কারণ ঐ শঙ্কার মায়া-বিভীষিকা তাঁহাদের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। আবার মদনও ফুলধনুতে পঞ্চবাণ যোজনা করিয়াও সন্ধান করিতে অবসর পায় নাই, কারণ সূর্য্যোদয়ে পদ্ম ফুটিয়া থাকে ইহাই মদন-রাজ্যের একটি স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু সূর্য্যোদয় সম্ভাবনাতেই ব্রজবালাগণের মুখপদ্ম ম্লান দেখিয়া মদন নিজ রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব অনুমানে স্তম্ভিত হইয়াছিল; তাই শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ থাকিয়াও মদন-শরাহত না হইয়া অব্যাহত গমনে কুঞ্জপথে চলিতেছিলেন।

ভা—২+৬৬—৬৮।

শ্রীরাধামাধবের সুধালহরী-লীলায় অবারিত বিঘ্ন সূর্য্য-সারথী অরুণদেব অল্পে অল্পে মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া, ললিতার গালিবর্ষণ সাধ আর মনোমন্দিরে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না, রসনায় আসিয়া বাসনা মিটাইতে প্রস্তুত হইল। কহিলেন "সখি রাধে! যার যে স্বভাব তা কিছুতেই যায় না, রসভঙ্গ-কাতর যুবকযুবতীর দারুণ অভিসম্পাতে কুষ্ঠ হইয়াছে, পা খসিয়া গিয়াছে, তবুও ঐ হতভাগা অরুণ আপনার অকরুণ স্বভাবটা কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।"

শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিলেন, বাস্তবই তখন তিনিও রতিবিলাস-বিঘ্নকর অকরুণ অরুণকে ক্রোধারুণ নয়নে মনে মনে অভিসম্পাত করিতেছিলেন। কহিলেন "সখি! অরুণকে অনূরু বলে কেন জান?"

ললিতা। "উহার উরু নাই বলিয়াই অনূরু বলে।

শ্রীরাধা। "সখি! উরু নাই, তবুও ক্ষণার্দ্ধ অস্ত গিয়াই আবার বিশাল গগণমণ্ডল ঘুরিয়া উদিত হয়, কি জানি বিধাতা উহার উরু সৃষ্টি করিলে বুঝি রাত্রির নামটিও আর থাকিত না।"

ষষ্ঠীদণ্ডের পর পুনরায় অরুণোদয় হয়, প্রেম-বিঘোরে শ্রীরাধা ইহা ক্ষণকাল মনে করিলেন। ললিতা মনে মনে শ্রীরাধার অনুপম কৃষ্ণানুরাগকে ধন্যবাদ দিলেন। মৃদু হাসিয়া কহিলেন "সখি! রজনী কল্পান্ত-স্থায়িনী হইলেও তাহা তোমার পক্ষে ক্ষণকাল বইত নয়।"

শ্রীরাধা নিজ কৃষ্ণানুরাগের ঔৎকর্ষ্য বাখ্যায় লজ্জিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও আবার ঐ কথার মোহিনীতে ব্রজগমন ভুলিলেন, প্রাতরাকাশের রমণীয়তা শ্রীরাধার অনুরাগ রক্তিমায় মিশিয়া তাঁহার অন্তরে কত কত প্রেম-কবিতার লহরী উঠাইল। কহিলেন "প্রিয়ে! পূর্ব্বদিক্ অরুণিত হইল কেন? বল দেখি?"

শ্রীরাধা মৃদু হাসিয়া মুখ অবনত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

ইমং প্রভাতোপগতং সমীক্ষ্য
কান্তেব কান্তান্তরভুক্তকান্তং
পদ্মান্যদিক্সঙ্গকষায়িতাঙ্গং
প্রাচীয়মীর্ষ্যারুণিতেব জাতা॥ গো।

প্রিয়ে! ঐ দেখ, যেমন অন্য নায়িকার ভোগচিহ্নাঙ্কিত-দেহ নিজ কান্তকে প্রভাতকালে আসিতে দেখিয়া, কান্তা মানারুণমুখী হয়। সেইরূপ অন্যদিগ্‌বধূর অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুম রাগে অরুণিত সূর্য্যকে প্রভাতকালে আসিতে দেখিয়া মানিনী প্রাচীদিগ্বধূর বদনখানি অরুণাভা ধরিয়াছে।"

ললিতা। "বিশাখে! শুন্‌লেত ?"

বিশাখা। "তা শুন্‌লাম বই কি, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানেই হাত।"

ললিতা। "সখি! ইহা বিচিত্র নয়? যার যেমন ভাব, তার ভাবনাও সেইরূপ। সতী পূর্ব্বদিগাঙ্গনা অনুরাগ-রঞ্জিত আরক্তিম বদনে স্বামীর আগমন পথে অপেক্ষা করিতেছেন; খণ্ডিতা * চন্দ্রাবলীর মানারুণ বদন যাঁহার হৃদয় যুড়িয়া আছে, তিনি সর্ব্বত্রেই মানের বিভীষিকা দেখিবেন, ইহা আশ্চর্য্য কি ?"

কৃষ্ণ। "সর্পের গতি কখন সরল হয় না। কুটিলান্তঃকরণে! তোমার সখীটি কি মান করিতে জানেন না ?"

ললিতা। "নাগর! আমার সখী এখন অনুরাগের রক্তিমা অঙ্গে মাখিয়া কান্তসঙ্গে রঙ্গে মত্ত, মানিনী নন।"

বলিয়া ললিতা শ্রীরাধার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। শ্রীরাধা লজ্জা মুকুলিত নয়নে মধুর হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধারোপিত বাহুবল্লরী মৃদু আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-ভুজঙ্গমের নিবিড় বন্ধন সে চেষ্টা বিফল করিল। বিশাখা কহিলেন "শঠরাজ! বাচালতায় কি সত্য আবরিত হয়? দেখ, তোমার প্রাচী দিগাঙ্গনা যদি সত্যই মানিনী হন, সে মান তোমার দক্ষিণা † চন্দ্রাবলীর

* খণ্ডিতা লক্ষণং যথা উজ্জ্বলে।

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগভাক্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা।
এষাতু রোষনিঃশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্‌ভবেৎ॥

† দক্ষিণা লক্ষণং যথা উজ্জ্বলে।

অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥

যিনি অধিকক্ষণ মানিনী হইয়া থাকিতে পারেন না। মান করিয়াও কখন নায়ককে অযুক্ত বাক্য বলেন না। এবং মিষ্ট কথায় যাঁহার সহজে মান ভঙ্গ করা যায়; তাঁহাকে দক্ষিণা কহে।

মত ক্ষণিক। সূর্য্যদেব নিকটে আসিলেই আর উহার মানের অরুণিমা থাকে না, অমনি মুখভরা হাসি হাসিয়া কান্তকে আলিঙ্গন করে। আমার প্রিয় সখীর মান সেরূপ ক্ষণিক নয়। §

কথায় কথায় সকলে উপবন সীমা পার হইয়া যমুনার নিকটবর্ত্তী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বুঝিলেন বাক্যভঙ্গিতে ইহারা আমাকে পরাজয় করিল। ভাল এইবার কি করিয়া বাঁকাপথে যাও দেখিব। মৃদু হাসিয়া কহিলেন—

পশ্যোন্মত্তে! দ্বিজেশোঽপ্যখিলজনতমস্তোমহন্তাপি শান্তঃ
কান্তোঽয়ংতে সমস্তাৎ সপদি নিপতিতো বারুণীং সংনিষেব্য।
ইত্থং স্বীয়েনসঙ্গপ্রমুদিতনলিনীহাসসঞ্জাতলজ্জা
শঙ্কে বক্ত্রং পিধত্তে হ্যুষসি কুমুদিনী সংকুচদ্ভির্দলৈঃ স্বৈঃ॥ (গো)

"উন্মত্তে! দেখ তোমার কান্ত দ্বিজরাজ অখিলজনের তমোরাশি বিনাশকারী হইয়াও শান্ত। কিন্তু তিনি হঠাৎ বারুণী সেবন করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই পতিত হইয়াছেন।"

প্রিয়ে! আশঙ্কা হয়, স্বীয় কান্তসঙ্গপ্রমুদিত নলিনীর এই প্রকার শ্লেষ ব্যঞ্জক হাস্য দেখিয়াই উষাকালে কুমুদিনী নিজ সঙ্কুচিত দলে বদন আবরণ করিতেছে।

ললিতা। "বিশাখে! কি বুঝ্‌লে?"

বিশাখা। "প্রভাত প্রকৃতির সরল বর্ণন মাত্র।"

ললিতা। "হুঃ! বাঁকার কথা কি সোজা বুঝিতে হয়? এও সেই চন্দ্রাগত চিত্তের বিলাপ। চন্দ্রাবলীর একটি নাম সোমাভা—অর্থাৎ চন্দ্রকান্তি। শ্রীরাধারও একটি নাম ভানুজা। চন্দ্রকান্তি যাহাদের প্রফুল্লতার হেতু, তাহারা কুমুদিনী স্থানীয়া অর্থাৎ চন্দ্রাপক্ষা। আর ভানুজাদীপ্তি যাহাদের প্রফুল্ল করে, তাহারা নলিনী স্থানীয়া অর্থাৎ রাধাপক্ষা। আবার উভয় দলেরই উনিই নায়ক, কেননা উহাঁতে চন্দ্রত্ব সূর্য্যত্ব দুই সঙ্গত। দেখ—দ্বিজরাজ অর্থে বিধু, উনিও "বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ" এই নামে বিখ্যাত। আবার সূর্য্যের একটি নাম মিত্র, উনিও ঐ মিত্র নামযুক্ত মন্ত্রে নিত্যই শ্রীরাধার সূর্য্য পূজার উপহার গ্রহণ করিয়া

§ দুর্জ্জয় মানঃ।
"নায়কাঙ্গে ভোগচিহ্নে দৃষ্টে সতি দুর্জ্জয়মানঃ।" পদকল্পতরু

থাকেন। অতএব উনিই কুমুদিনীনায়ক বিধু. উনিই নলিনীনায়ক মিত্রদেব, ইহা অসঙ্গত নয়। তমঃ—অন্ধকার ও অজ্ঞান। বারুণী অর্থ মদিরা ও পশ্চিম-দিক্। পূর্ব্বদিকের নাম প্রাচী, আর পশ্চিমদিকের নাম প্রতীচী। এই জন্য পূর্ব্বের বিষয়কে প্রাচ্য আর পশ্চাতের বিষয়কে প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য বলে। চন্দ্রাবলীর সমাজ প্রাচ্য, আর আমাদের সখীর মিলন উহার পর বলিয়া আমাদের সমাজ প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য। সুতরাং এখানে বারুণী অর্থে মদিরা নহে, উহার অর্থ পশ্চিম দিগ্বধূ অর্থাৎ শ্রীরাধা। রাধিকাসঙ্গহেতু পাতিতা—ইহার অর্থ রাধা প্রেমবিবশ। বুঝ্‌লে বিশাখে! পাছে কান্তসঙ্গপ্রমুদিতা রাধাপক্ষীয়া সখার সহাস্যবদন দেখিয়া চন্দ্রাপক্ষীয়াগণ স্বীয় সংকুচিত দলে বদন আবৃত করে, এই শঙ্কায় উহাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত। এ কবিতা তাহারই বিলাপ সঙ্গীত মাত্র।"

বিশাখা। "ধন্য ললিতে! তোমার পাণ্ডিত্য প্রতিভাকে নমস্কার।"

কৃষ্ণ। "কেবলই কি নমস্কার? ললিতার রসনায় সাক্ষাৎ বাগ্দেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে; ইচ্ছা হয়, ললিতার রসনা চূর্ণ করিয়া তোমাদের মূর্খত্ব নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করি।"

বিশাখা। "ঐ রসনা-রস বহুদিন পান করিয়াও যে তোমার মূর্খত্ব গেল না, এই বড় দুঃখ।"

শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন "সে কেবল তোমার রসনারসের দোষ বই কিছুই নয়।"

সখীমণ্ডলী হাসিল, শ্রীরাধাও হাসিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় একটা কোকিল, গাছের উপর হইতে কুহু কুহু ডাকিয়া উঠিল, অমনি দেখাদেখি চারিদিকেই কোকিলগুলা কুহু কুহু কলরবে পুলিন-বন মাতাইয়া তুলিল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

দৃষ্ট্বা তমঃক্ষয়মমী বিধুনাত্মপুষ্টা
নক্তং তমশ্চয়নিভাশ্চকিতাঃ প্রভাতে।
মিত্রং তদাশ্রয়তমা তমসা চরন্তীং
গ্রস্তং কুহূরিতি কুহুং স্বগিরাহ্বয়ন্তি॥ (গো)

রাত্রিকালে চন্দ্রকে অন্ধকার নাশ করিতে দেখিয়াই গাঢ়ান্ধকার-সম-বর্ণ কোকিলগণ আত্মবিনাশ ভয়ে চকিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যালোকে একালীন অন্ধকার বিনাশ দেখিয়া কুহু কুহু রবে কুহু অর্থাৎ অমাবস্যাকে

ডাকিতেছে। কারণ অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র বসতি করেন, সেই সময় রাহু আসিয়া গ্রাস করিলে, এককালে চন্দ্র সূর্য্য উভয়েরই বিনাশ হইবে।

ললিতা। "বিশাখে! অন্য কোকিলের সে ইচ্ছা যত থাক বা না থাক, আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধার প্রাঙ্গণ কোণস্থ কুলগাছের তলে যে কোকিলটা কুহু কুহু রবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল, তাহার যেন অন্ধকার সমাগমের নিলক্ষণ আবশ্যক বটে।"

বিশাখা। "সে আবার কোন্ কোকিল?"

ললিতা। "কেন তা জাননা নাকি?"

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো-
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ জরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধা প্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা সর্ব্বরী॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

কোন সময় কংসদ্বেষী একটা কোকিল শ্রীরাধার প্রাঙ্গণ কোণে কোল বিটপী তলে থাকিয়া কুহু কুহু রবে সঙ্কেত করায়, আমাদের প্রিয়সখী যতবার দ্বার উদ্ঘাটন চেষ্টা করিলেন, তত বারই তাঁহার হাতের শঙ্খবলয়াদির শব্দে জাগরিতা হইয়া বৃদ্ধা জরতী কে কে রবে চিৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে দুঃখিতান্তঃকরণে সমস্ত রাত্রিই সেই কোলি বৃক্ষমূলে জাগিয়া প্রাতঃকালে হতাশ চিত্তে কংসদ্বেষী কোকিলটা পলাইল।

বিশাখা। "হাঁ জানি বটে, সেই কোকিলটার চিৎকারে ঘুম না হওয়ায়, সেটাকে তাড়াইবার জন্য আমাদের প্রিয়সখী ক একবার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্টা জরতী পাছে অন্যভাব মনে করেন ভাবিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।"

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন। "সেই কোকিলটা আবার এখন আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে, পাছে এই অবস্থায় চন্দ্রাবলীর পরিজনগণের চক্ষে পড়িতে হয়, এই ভয়ে তাহার অন্ধকার সমাগম একান্তই প্রার্থনীয় হইয়াছে।"

কৃষ্ণ। "অন্ধকার অভিসারিকাদেরত পরম বন্ধু।"

ললিতা। "অভিসারিকাদের বন্ধু হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিষম শত্রু।"

কৃষ্ণ। "কিসে?"

ললিতা। "আমাদের প্রিয়সখী নৈশ বায়ু সেবনে বাহির হইলেই, তুমি নিজ আন্ধার বরণ আন্ধারে মিশাইয়া অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে কখন আসিয়া আমাদের কদর্থন কর, এই ভয়ে আমরা অন্ধকারকে শত্রু বলিয়াই মনে করি।"

রাধা। "সখি! ললিতে! সত্যই বলিয়াছ।"

শ্রীরাধার মুখচন্দ্রে জ্যোৎস্না খসিল। এই সময়ে কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে অঙ্গে অঙ্গে শ্রীরাধার অঙ্গে মদনাবেশ দেখা দিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুভব করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

বসন্তকান্তসংসর্গজাতানন্দভরাটবী।
কপোতীঘুৎকৃতিমিষাৎ শীৎকরোতীব সোন্মদা॥ (গো)

কান্ত বসন্তসংসর্গ-সুখে আনন্দভরা বনলক্ষ্মী যেন মদনোন্মাদে কপোত ঘূৎকার ছলে শীৎকার প্রকাশ করিতেছেন। গো ১+৯২—১০০

শ্রীরাধা লজ্জায় সংকুচিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ হইতে নিজ বাহু আকর্ষণ করিলেন। সে সময় তাঁহারা কুঞ্জ সীমা ছাড়িয়া ব্রজ সীমায় আসিয়াছেন মাত্র। নিকুঞ্জ সীমায় ঔৎসুক্যের প্রবল অধিকার ছিল কিন্তু ব্রজ সীমায় শঙ্কার নিকট ঔৎসুক্যের পরাজয় হইল। শ্রীরাধাশ্যাম ব্রজ সীমায় আসিয়া শঙ্কা বশতঃ পরস্পর আশ্লিষ্ট ভুজবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ ভাবে চলিতে লাগিলেন।

(ভা ২+৬৯)

শ্রীকৃষ্ণ সন্নিহিত পদ্মবনে এক যোরা ভ্রমর-দম্পতির দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

পশ্চাদনুসরতি চঞ্চল ভৃঙ্গঃ
কৈরবিনীকুলকেলিপিষঙ্গঃ।
নলিনীকোষে নিশি কৃতসঙ্গাং
ভৃঙ্গীং শশিমুখি! কৃতনতিভঙ্গাম্॥ গো

"শশিমুখি! ঐ দেখ, নিশাকালে একটি ভ্রমরী পদ্মকোষে আবদ্ধ হইয়াছিল, প্রভাতে পদ্মের মুদ্রণ ভঙ্গ করিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া, কুমুদিনীগণের সহিত কেলি-বিলাসে পরাগপিঙ্গল-দেহ এক চঞ্চল ভৃঙ্গ তাহার অনুসরণ করিতেছে।"

ললিতা। "বিশাখে! আমাদের প্রিয়সখী যখন ঐরূপ পদ্মকোষ-রুদ্ধা ভ্রমরীর মত রাত্রিকালে মুখরার কুঞ্জে অবরুদ্ধা থাকিতেন, তখন ঐ রকম একটা কুমুদিনীকুল-কেলিপিষঙ্গ ভ্রমর প্রাতঃকালে আসিয়া মুখরার কুঞ্জ প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত।"

কৃষ্ণ। "আহা! সে দিন কি কখন বিস্মৃত হইব?"

রাধা। "চঞ্চল ভ্রমরের চঞ্চল অনুরাগকে কোন কালেই বিশ্বাস নাই।"

কৃষ্ণ। "প্রিয়ে! স্বাধীনভর্তৃকা * অপেক্ষা প্রোষিতভর্তৃকা † রসেই স্ত্রী জাতির অনুরাগ অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঐ দেখ—

কান্তমারাত্তমাশঙ্ক্যারুণাংশুদ্বিগুণারুণম্।
কোকী কোকনদং চঞ্চ্বা চুম্বত্যানন্দবিহ্বলা॥ (গো)

নিশা জনিত দীর্ঘ বিরহের পর চক্রবাকী অরুণ কিরণে দ্বিগুণারুণ কোকনদকে সমাগত কান্ত ভ্রমে চুম্বন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছে।"

বিশাখা। "এ ঘৃতস্নেহ লক্ষণ ‡ চন্দ্রাবলীরই স্বভাব ভূষণ। মধুস্নেহ-মধুরা § আমার প্রিয়সখীতে ইহার গন্ধও নাই।"

* স্বাধীনভর্তৃকা যথা উজ্জ্বলে—
স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্তৃকা।

† প্রোষিতভর্তৃকা যথা উজ্জ্বলে—
দূরদেশং গতে প্রেষ্ঠে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।

‡ স ঘৃতে মধুচেত্যুক্তঃ স্নেহো দ্বেধা স্বরূপতঃ।
তত্র ঘৃত স্নেহো যথা—
আত্যান্তিকাদরময়ঃ স্নেহা ঘৃতমিতীর্য্যতে ইতি।
ভাবান্তরান্বিতো গচ্ছন্ স্বাদোদ্রেক ন তু স্বয়ং।
ঘনীভবেন্নিসর্গাচ্ছীতলাম্মিথ আদরাৎ।
গাঢ়াদরময়স্তেন স্নেহস্ত্যাদ্ ঘৃতবদ্ঘৃতঃ। ইতি
এই ঘৃতস্নেহ চন্দ্রাবলীর স্বভাব। এই অত্যাদরময় স্নেহ শ্রীরাধাললিতাদির অরোচক।
ইতি উজ্জ্বল।

§ অথ মধু স্নেহ লক্ষণং।
মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহোভবেন্মধু। ইতি
স্বয়ং প্রকটমাধুর্য্যো নানারসসমাহৃতিঃ।
মত্ততোষ্মধরঃ স্নেহো মধুনাম্ন্যামুধুচ্যতে। ইতি
ঘৃতস্নেহ তদীয়তাময় অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের। মধুস্নেহ মদীয়তাময় অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার। শ্রীরাধার মধুস্নেহ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ললিতা। "বিশাখে! রতিমাধুর্য্যের তারতম্য বিচার কি রতি-লম্পটে সম্ভব? দেখ নলিনী-রন বিহারী ভ্রমর ধুস্তুর পুষ্পেও পরিভ্রমণ করে।" *

কৃষ্ণ। "শ্বান লাঙ্গুল তুল্য যাহাদের কুটিল মন, † তাহাদের কলুষিত বাক্য কখনই তোমাদের প্রিয়সখীর কর্ণে যায় না।"

রাধা। "নাগর! দীর্ঘ-বিরহ-কাতরা চক্রবাকী কান্তভ্রমে যেখানে অরুণ কিরণে দ্বিগুণারুণ কোকনদ চুম্বন করিতেছে, তাহার প্রিয় চক্রবাকের সেই স্থানেই অনুরাগ তরঙ্গে সাঁতার দেওয়াই স্বাভাবিক। নহিলে এ অনুরাগের অগৌরব হয়।" ‡

কৃষ্ণ। "আহাহা! যেমন সব সহচরী, তেমনি তার অধীশ্বরী। বলি— একটু কি মুখাপেক্ষাও করিতে নাই।"

তুমুল কলরবে চারিদিকে সখীগণ হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীরাধাও মৃদু মধুর

---

* এখানে নায়কের দক্ষিণ লক্ষণ বলা হইল। যথা উজ্জ্বলে—

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্বযোষিতি।
নমুঞ্চত্যন্যচিত্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দক্ষিণঃ।

টীকা—অন্যস্যাং—পরম সদ্‌গুণায়াং। ইতরস্যাং পূর্ব্বযোষিতি অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরে কোন পরমসদ্‌গুণসম্পন্না স্ত্রীতে বদ্ধচিত্ত হইয়াও, ইতরগুণবিশিষ্টা পূর্ব্বস্ত্রীতে আসক্তি ছাড়িতে পারে না। তাহাকে দক্ষিণ কহে।

† এখানে নায়িকার বামালক্ষণ বলা হইল। যথা উজ্জ্বলে।

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥

কথায় কথায় মান, মানশৈথিল্যেও নায়কের প্রতি কোপনার ভাব যায় না, যার মন পাওয়া ভার, অন্তরে কোমলতা কিন্তু বাহিরে কঠিনা, এইরূপ নায়িকাকে বামা কহে। বহু নায়িকা-নিষ্ঠ নায়কে নায়িকার বামাভাব থাকিলেই গৌরবাধিক্য হয়। এইজন্য নায়িকার দাক্ষিণ্যাপেক্ষা বাম্যই অধিক গৌরবের। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে এখানে ব্যাজনিন্দা প্রকাশিত হইয়াছে। নিন্দাছলে স্তুতিকে ব্যাজ নিন্দা কহে।

‡ এখানে নির্হেতু মানে শ্রীরাধার ধীরমধ্যা লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা উজ্জ্বলে—

ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং।

যে নায়িকা অপরাধী কান্তকে সোপহাস বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরা বা ধীরমধ্যা কহে। এখানে নিরপরাধে কৃত্রিম অপরাধ কল্পনা হেতু মানবদাভাস।

হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে প্রেম নয়নে চাহিয়া নীরবে রহিলেন। বাক্যে সখীদের জয় হইল, কার্য্যে কৃষ্ণের জয় হইল, সে হাসি নীরব ভাষায় যেন ইহাই জানাইয়া দিল।

শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-স্মিত বদনে যমুনা পুলিনের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিলেন "কলকণ্ঠি! ঐ দেখ আমার প্রিয় হংসরাজ কলস্বন * আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দে পক্ষ নাড়িতে নাড়িতে যমুনা তটের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।"

রাধা। "আমার তুণ্ডিকেরী?" +

কৃষ্ণ। "সরসিজ মুখি! ঐ দেখ তোমার তুণ্ডিকেরী হংসী পতিভুক্তাবশেষ মৃণাল চঞ্চুপুটে লইয়া তোমার মুখ-পঙ্কজের দিকে এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে মধুরাস্ফুট রবে তটভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া, নিজ পতি কলস্বনেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিতেছে।"

শ্রীরাধা হংস-দম্পতির অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন। কহিলেন "আহা! কি সুন্দর পঙ্কজ সুরভিত মলয়-বায়ু বহিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "যেমন সুগন্ধ তেমনি সুমন্দ হিল্লোল। যেন নবীনা লতা-নট-নন্দিনীকে নৃত্যকলা শিখাইবার জন্য মলয়ানিলও তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতেছে।"

ললিতা কহিলেন "শ্রান্ত পান্থ জনের পথশ্রম দূর করিবার জন্যই যেন ঐ যমুনা-জল-বিহারী গন্ধ-মন্দ-সুশীতল বায়ু জলকণা বহন করিয়া আনিতেছে।"

কস্তুরী মঞ্জরী ‡ পশ্চাৎ হইতে মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোমরা যে যাহাই বলনা, আমি জানি আমাদের সরমণ রমণীশিরোমণির বনবিহার জনিত ঘর্ম্ম-জলাপহরণই এই গন্ধমন্দসুশীতল পুলিন-পবনের নিত্য ব্রত।"

* রাজহংস কলস্বনঃ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণের রাজহংসের নাম কলস্বন।

\+ নিজকুণ্ডচরী তুণ্ডিকেরী নাম মরালিকা। (ঐ)
শ্রীরাধাকুণ্ডে বিচরণকারিণী শ্রীরাধার প্রিয় হংসীর নাম তুণ্ডিকেরী।

‡ কস্তুরী মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির সিদ্ধ নাম। চৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকা।

সুমধুর বাক্য বিলাসে শ্রীরাধাশ্যাম গৃহ-গমন বিস্মৃত হইয়াছেন সখীগণও প্রেমোন্মাদে ভুলিয়া হাস্য পরিহাসে ডুবিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাদেবী ক্রমেই দিবাগম পরিস্ফুট দেখিয়া ভয়ে উন্মনা হইলেন। গো ঃ+১০১—১০৬

নিশাকর ঘরে গেল অরুণ উদয় ভেল
তারাপতি কাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল পদ্মিনী প্রকাশল
পরশ পড়ল কঠিন ॥
দেখিয়া দোঁহার রীতে বৃন্দা বিকল চিতে
আদেশিলা কোকিল কাকলী।
তারা সবে গান করে ভ্রমর ঝঙ্কার পূরে,
কে কা কে কা ময়ূর বিকলি ॥ প

শ্রীরাধাগোবিন্দ পুলিন পথ ছাড়িয়া বনপথে চলিয়াছেন, বৃক্ষের শন্ শন্ শব্দে, পশুপদপাতজনিত শুষ্ক পত্রের মর্ মর্ শব্দে. ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদিগকে আশঙ্কিত করিতেছে; শঙ্কিত নয়ন চঞ্চল গতিতে চারিদিকে ছুটিতেছে, সকল দিকেই দারুণ শঙ্কার বিভীষিকা পদে পদে গতি স্তম্ভিত করিতেছে। আর কি এমন ভাবে এক পথে যাওয়া যায়? তবুও সে দুর্লভ সঙ্গ ভঙ্গ করা যায় না। ঐ উষালোকে দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ পক্ষীগণ প্রভাতি গানে বন আকুল করিয়াছে, খোলা বন-পথে ক্ষণে ক্ষণে জনাগমশঙ্কা কম্পিত করিতেছে, তথাপিও দুটি প্রাণের প্রেমাকর্ষণে দুটি দেহ সকল বাধা বিপত্তি ভুলিয়া এক পথেই চলিতেছিল, কিন্তু আর হইল না; এইবার শ্রীকৃষ্ণকে নন্দীশ্বরের পথ ধরিতে হইবে, শ্রীরাধাকে যাবটের পথ ধরিতে হইবে, এই সেই পথ সন্ধি। অমনি "কাতর অন্তর দুঁহু মুখ হেরি। বদনহি বচন না নিকশয়ে ফেরি ॥" হায় হায়! আর যে চরণ চলিল না, দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে কাতর আঁখির কাতর চাহনী প্রাণোপমা সখীগণকেও কাঁদাইয়া আকুল করিল। সে হৃদয়ভাঙ্গা কাতরতা মাখা মলিন মুখখানি, সে ছল ছল সজল নয়নের অচল চাহনী দেখিয়া স্থাবর জঙ্গমও বিগলিত হইল।

আহা! দুজনের দুখানি পদ দুই পথের দিকে আগাইয়াছে. দুখানি পদ অচল—যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। দুটি দেহ দুই পথের দিকে ফিরিয়াছে,

দুখানি ভঙ্গিমগ্রীবা বঙ্কিমভাবে দুখানি মুখের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। শঙ্কায় শঙ্কায় মলিন মুখ দুখানি অল্পে অল্পে ফিরিতে চাহিতেছে কিন্তু তেরছ তেরছ দুটি নয়ন দুটি নয়নে অচল হইয়া ছল ছল করিতেছে। নীরস বিরস নধর অধর নীরবে নীরবে কাঁপিতেছে কিন্তু প্রাণের কথা শতমুখে বাহির হইবার জন্য যেন হৃদয় ফাটাইতেছে। আহা! প্রাণপ্রদীপ যেন নিভায় নিভায়—কেবল বিমল প্রেমই যেন পুনর্মিলনের প্রতিভূ হইয়া দেহ দুখানির সজীবতা রাখিয়াছে।

ভা ২+১০—১২

সুন্দরী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যাওব,
হিমকর করত পয়ান॥ প

কাঁদিয়া দুখানি দেহ দুখানি দেহকে জড়াইয়া ধরিল, অমনি অবলম্বন হীন লতার মত ওই দুখানি প্রেমমুরতি অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল। কাঁদিয়া সখীরা নয়নে অঞ্চল দিলেন, কাঁদিয়া বনের পাখী শাখায় লুটাইল, বনপশুকুল আকুল প্রাণে কাঁদিয়া অচল পদে দাঁড়াইয়া রহিল, তরুলতাও নীরবে নয়নজল ফেলিয়া কাঁদিল, ফুলকুল ঝরিয়া পড়িল, বনবায়ুরও গতি স্তম্ভিত হইল। সেই সময় সহসা বন কম্পিত করিয়া—

কক্খটী বানরী তরুপর থারি।
জটিলা গমন কথা কহয়ে ফুকারী॥ প

বৃন্দার ইঙ্গিতে সময় বুঝিয়া বৃদ্ধা মর্কটী কক্খটী বৃক্ষের উপর হইতে ফুকারিল

রক্তাম্বরা সতাং বন্দ্যা প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী।
উর্দ্ধপসর্পদর্কাংশুজটিলেয়মুপস্থিতা॥ * গো

---

* অরুণাকাশরূপ রক্তাম্বরধারিণী উর্দ্ধপ্রসারিত সূর্য্যকিরণরূপ জটাজালে জটিলা সাধুজনের বন্দনীয়া প্রাতঃসন্ধ্যা যেন তপস্বিনীর ন্যায় উপস্থিত হইলেন।

এখানে শ্লোকার্থ না বুঝিয়া কেবল জটিলা শব্দটি শুনিয়াই, সকলে জটিলাগমন শঙ্কায় ভীত হইলেন। ইহার ভাবার্থ এই কৃষ্ণসঙ্গসুখবিঘ্নকারিণী জটিলা নামটি। তাঁহাদের এতই ভয়ের বস্তু। কৃষ্ণসঙ্গসুখ ভঙ্গাপেক্ষা অধিক ভয়ের বস্তু গোপীদের অন্য আর কিছু নাই।

মর্কটীর বিকট চীৎকারে বন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই শতমুখী প্রতিধ্বনি শতমুখে বন কাঁপাইয়া গর্জ্জিল

———কিকরহ রাধাকান

তুরিতহিঁ করহ পয়ান।

রাইরে না দেখি ঘরে, জটিলা লগুর করে

বনে আসি করয়ে সন্ধান ॥ প

প্রেম পিপাসা অতৃপ্তই রহিল, জটিলা-নাম শুনিয়াই শ্রীরাধাশ্যাম ক্ষণমাত্র ভয়ে সশঙ্কচিত্তে দুর্গম বনে লুকাইলেন, সখীগণও ভয়ে চমকিতা হইয়া এখানে ওখানে লুকাইয়া পড়িলেন। গো ১+১০৭—১১০।

হেরিয়ে হরিণী যেন ঐছন রমণীগণ

চকিত নয়নে ঘন চায়।

নাগর নাগরী পাশে শেখর দাঁড়ায়ে হাসে

ভয় নাই সবারে বুঝায় ॥ প

সকলে সশঙ্কে এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কথঞ্চিৎ সাহসে পথে বাহির হইলেন। যাইতেই হইবে আর উপায় নাই, শ্রীরাধাশ্যাম সজলনয়নে বিদায় সঙ্কেত জানাইয়া পরস্পরের দিকে চাহিলেন, আবার দুখানি পদ দুই পথে আগাইল—

কতহুঁ যতনে দুঁহু নিজ নিজ মন্দিরে

বিমনহিঁ করত পয়ান।

দুহুঁক নয়ানে গল, প্রেম বিচ্ছেদ জল

দারুণ দৈব বিহান ॥ প

ওকি প্রেমিক প্রেমিকা? না, সাক্ষাৎ প্রেমই ঐ যুগল মূর্ত্তি ধরিয়াছে!! বিহান হইয়াছে—হউক, জটিলা আসিয়াছে—আসুক, যা যা ঘটিবার সবই ঘটুক, তা বলিয়া কি প্রেম প্রেমের স্বভাব ছারিতে পারে? ঐ দেখ—

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।

পুন ফিরি চুম্বয়ে দুহুঁ মুখ হেরি ॥

দুহুঁজন নয়নে গলয়ে জল ধার।

রোই রোই সখীগণ চলই না পার ॥

ক্ষেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল আভরণ ভার॥
নূপুর আভরণ আচরে নেল।
হুঁহু অতি কাতর দুঁহু পথে গেল॥ প

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সঙ্গ ছাড়া হইয়া বিভিন্ন পথে চলিয়াছেন। বামদিকে চন্দ্রাবলীর পরিজনগণের অন্বেষণ, সম্মুখে প্রবীণ ব্রজবাসীজনের সাক্ষাৎকার শঙ্কা, পশ্চাতে জটিলাগমন ভয়, তাঁহার চঞ্চল নয়ন চঞ্চল গতিতে এক একবার এদিক্ ওদিক্ ছুটিতেছে, আবার ভয়াকুলিতচিত্তা প্রিয়তমা শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত মনে দক্ষিণ দিকের বনান্তরালে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিতে চাহিতে চলিতেছেন।

গো ১+১১১।

পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়
নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায়॥ প

রাধাবিরহবিধুর রাধাকান্তে একান্তে বনপ্রান্তে পাইয়া অপার বিরহব্যথাই যেন অনুরাগিণী রমণীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনে তাঁহার পথরোধ করিতেছিল, ক্ষণে ক্ষণে নয়নের জলে অন্ধ হইয়া তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইতেছিল। ভা ২+৭৩

জটিলাভয়ে যূথভ্রষ্টা হইয়া সখীগণ ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বনান্তরালে অপর পথে ঐ আমাদের রাজনন্দিনী শ্রীরাধা। আহা। একে কৃষ্ণবিরহে চরণ অবশ, তাহাতে আবার গুরু উরু-নিতম্ব-স্তনভারে মন্থরগমনা, তথাপি জটিলা ভয়ে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে যথা সাধ্য দ্রুত চলিতে চেষ্টা করিতেছেন। ঐ কবরী এলাইয়া পড়িল; দুই হস্তে কেশপাশ বন্ধন করিতে যাইতেছেন, অমনি বসন খসিল; কেশ-বন্ধন রাখিয়া বসন কশিতে যাইতেছেন, ঐ আবার ওড়না উড়িয়া পড়িল। দারুণ জটিলাভয়, শ্রীরাধা এক হস্তে কেশ-ভার, অন্য হস্তে গলিত বসন-গ্রন্থি ধরিয়া আলু থালু বেশে চলিতেছেন; ওড়না লুটাইতেছে, তাহাও বসনগ্রন্থির সহিত চাপিয়া ধরিয়াছেন, সম্বরণের অবসর নাই; পশ্চাতে জটিলা আসিতেছেন কি না পুনঃ পুনঃ গ্রীবা ভঙ্গিমায় দেখিতে দেখিতে স্খলিতপদে দ্রুত মন্থরে গমন করিতেছেন। সঙ্গে প্রিয় নর্ম্ম-

রূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী শ্রীরাধার গমন-পথের দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে সতর্ক

লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন; পাছে প্রিয়সখী দুষ্টজন-নয়নপথে পতিত হন এই ভয়ে তাঁহাদেরও হৃদয় কাঁপিতেছিল। গো ১+১১২—১১৪

একে নবনীত সুকুমারী রাজবালা, তাহাতে আশু কৃষ্ণবিরহের তীব্র জ্বালা, আবার এই দারুণ পথশ্রম-ক্লেশে ক্লান্ত দেহ, শ্রীরাধা আর এমন ভাবে কতদূর যাইবেন; অবশাঙ্গে রূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর স্কন্ধে বাহু অবলম্বন দিয়া অতি কষ্টে স্খলিত পদপাতে গমন করিতে লাগিলেন। জটিলা-ভয় কথঞ্চিৎ তিরোহিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তখন তাঁহার পদনখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ যেন কৃষ্ণবিরহের তীব্র শরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। শ্রীরাধা আর মনোবেদনা মনে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সখি! প্রাণনাথের দারুণ বিরহে আমার ত প্রাণ যাইতেছেই. এ অবস্থায় আর ব্রজে লইয়া গিয়া কি করিবে?"

রূপ-রতি শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। দুঃখে অভিমানে শ্রীরাধার হৃদয় ফাটিতেছিল, সে আশ্বাস তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। কহিলেন, "সখি! একে ত প্রাণবল্লভের সঙ্গসুখে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, বিধি আমার পরম শত্রু; তোমরা আমার প্রাণের অধিক প্রিয় মরমী-সখী, তবে কেন আমাকে আবার সেই শ্বশ্রূগৃহান্ধকূপে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ? সখিরে! আমায় ছাড়িয়া তোমরা চলিয়া যাও, আমি বনবাসিনী, বনে বনে বেড়াইব, গৃহধর্ম্মে আমার কায নাই।"

শ্রীরাধা কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীরাধার প্রৌঢ়প্রেম * ঘনীভূত হইয়া মহাভাবাবেশে † তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে লাগিল, সুখরজনীর অতীত ঘটনাবলী বিস্মৃতিতলে ডুবিয়া গেল, অনুরাগ আবার যেন পূর্ব্বরাগে আসিয়া পড়িল, বিলাস আবার লালসায় আসিল, তিনি ভাবের ঘোরে ভুলিয়া ভাবের স্বপনে ডুবিয়া পড়িলেন। আলাপ—প্রলাপে আসিয়া পশ্চাদ্গামিনী সখীদ্বয়কে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। সেই সময় ললিতা প্রভৃতি পরম-প্রেষ্ঠসখীগণ দ্রুতগমনে তাঁহাদের সঙ্গ

---

* প্রৌঢ়প্রেমা স যত্র স্যাদ্বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা।

† ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ।

প্রৌঢ়ারতির গাঢ়ত্বই মহাভাব দশা প্রাপ্ত হয়। যথা—

"আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।"

লইলেন, শ্রীরাধা সেই প্রলাপ ঘোরেই কহিলেন "ললিতে! তুমি আমাকে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ সুধাসাগরে ডুবাইবার আশা দিয়া এইমাত্র গৃহ হইতে আনিলে, আবার এখনই কেন গৃহে লইয়া যাইতেছ? কই আমার সে আশা ত পূর্ণ করিলে না?"

প্রশ্ন মাত্রেই ললিতা শ্রীরাধার মহাভাবাবেশ বুঝিলেন, কহিলেন "সখি! বেশ স্মরণ করিয়া দেখ।"

শ্রীরাধা কহিলেন "সখি! এখনই যাহাকে অস্তাচলে যাইতে দেখিলাম, সেই সূর্য্যই যে আবার এখনই উদয়াচলে আরোহন করিতেছেন? আজকে কি তবে রাত্রি হয় নাই?"

ললিতা। "সখি! কৃষ্ণ-ভোগাঙ্কিত নিজ দেহের দিকে লক্ষ্য কর, তোমার দেহই ইহার উত্তর দিবে।"

রাধা। "হায়! আমার যে চক্ষু শ্যামসুন্দরের সেই ভুবনসুন্দর রূপ-মাধুর্য্যামৃতের লেশ মাত্রও পান করিতে পারল না, সে নয়নকে ধিক্। আমার যে কর্ণ তাহার সুমধুর বচনামৃতে বঞ্চিত, সে কর্ণে ধিক্। আমার যে রসনা সেই রসরাজের রসনামৃত-রস মাধুরীর আস্বাদ পাইল না, সে রসনায় ধিক্।"

শ্রীরাধা কাঁদিয়া নয়নে অঞ্চল দিলেন। ললিতা ললিত করে চক্ষুর জল মুছিয়া মুছাইয়া কহিলেন, "সখি! আজকে রজনী যোগ যে শুভ সংযোগ তোমাকে কুলধর্ম রহিত পথে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃতসার সমূহ উপভোগ করাইয়া ছিল, এক্ষণে বিয়োগ-পথে আসিয়া তাহাই তোমার কালকূট স্বরূপ হইয়াছে।"

গভীর মহাভাব সাগরে ডুবিয়া যাহার চিত্ত হারাইয়াছে, সে চিত্তে আর শুনিবার বা বুঝিবার কি আছে? শ্রীরাধা সখীদের কথার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, আপন ভাবের ঘোরেই ভাবের স্বপ্নে মগ্ন রহিলেন। সখীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে গৃহের দিকে লইয়া চলিলেন।

ভা ২+৭৪—৮০।

চলইতে হেরল নিকটহি গেহ।
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ॥
আপাদ মস্তক সব বসনে বেঢ়াপি।
অলপে অলপে চলে পদ যুগ চাপি॥

নিজ নিজ মন্দিরে আয়লি দেখি।
গুরুজন গৃহে পুন সচকিতে পেখি॥
তুরিতহিঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে।
বৈঠল সুন্দরী আপনক শেজে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরবঁ বলরাম দাস॥ প

প্রেমতরুর এক বৃন্তে দুটি ফুল অনুরাগ বাতাসে উল্লাসে উল্লাসে নাচিতেছিল, এখন সে উল্লাস বাতাস প্রখর ঝড়গতি ধরিয়া দুটি ফুল দুই দিকে উড়াইয়া ফেলিল। আহা! এখন তাহার একটি নন্দীশ্বরে, একটি যাবটে জটিলা ঘরে প্রখর বিরহ তাপে দগ্ধ হইতেছে। হায়রে লীলা বৈচিত্র্য!!

কংহুঁ দুলহ সঙ্গ ভেল বিচ্ছেদ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ॥
ঝর ঝর লোচনে শশিমুখী রোই।
অলখিতে আওল লখই না কোই॥
সহচরীগণ মেলি শেজ বিছাই।
অলসে অবশ ধনি শুতলি তাই॥
অন্তরে গরগর শ্যামর লেহ।
সখীগণ সচতুরে চললি নিজ গেহ॥
সবজন পূরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবি শেখর রস মরিযাদ। প

শ্রীরাধাগোবিন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে গুরুজন ভয়পূর্ণ নিজ নিজ ভবন সমীপে আসিয়া, গুরুজনের গৃহদ্বারের দিকে অতি চঞ্চল নয়নে চাহিতে চাহিতে সতর্কে পদযুগ চাপিয়া অঙ্গণ পার হইলেন। কোন ভয়ের কারণ না থাকিলেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে নিজ নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অলসাকুল চিত্তে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিলেন, কুঞ্জবিলাস বিস্তার-নিপুনা সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণ শোভনা সখীগণও অলক্ষিত-পথে নিজ নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

গো ১+১১৫—১১৬

ঐ শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সেবাপরাগণ কেহ শ্রীরাধার পদ প্রক্ষালন, কেহ সম্মার্জ্জন, কেহ শয্যা সংস্কার, কেহ ব্যজন বীজন, তাম্বুলার্পণ ও চরণসেবনে কৃতার্থ হইয়া নিজ নিজ বিশ্রাম স্থানে চলিলেন। "দূরহি দূরে নেহারি সো সেবন মঝু মন করত হুতাশ। সো মহা সেবন কবহু মোহে মিলব রামপ্রসন্ন করু আশ॥

রতি বিলাস নাশিনি উষে! যাও যাও ক্ষণেক রহিয়া রহিয়া যাও। ঐ যে অবসন্ন কনক-দেহ-লতাটি আলু থালু অলসে শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ, তারপর যদি যাইতে মন হয় যাইও। তা তুমি যাইবে, তোমার স্নিগ্ধতা অতি ক্ষণস্থায়ী, অরুণ-সঙ্গ-দোষে তোমার সকরুণ স্বভাব অকরুণ হইয়াছে, কারও মুখ দেখিয়া তোমার দুঃখ নাই। তবুও বিনয় করি, ক্ষণেক রহিয়া রহিয়া যাও, আমাদের অলসাকুলা রাজবালাকে একটু ঘুমাইতে সময় দাও।

নিঁদে নিদাওলি বালা।
নিশি বাসর জাগি ভেল দুর্ব্বলা॥
তরিত লতাবলী রামা।
রতিরণ ছরমে ঘরমে ভেল শ্যামা॥
অলসহিঁ অঙ্গ অথির।
সম্বরণ নাহি করু পীতম চীর॥
মন সিধি সাধলি রাধা।
আওল অলখিতে না পড়ল বাধা॥
কহ কবি শেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়?

হে দেবি! হে নিজজনানুকূলে! দয়া করিয়া আমার এই একটি প্রার্থনা পূর্ণ কর, যেন একদিনও এই সময়ে তোমার শয়ন-গৃহের আলিন্দে বসিয়া, অলসে ঢুলিয়া, উল্লাসে দুলিয়া, তোমার অপূর্ব্ব পালঙ্ক লম্বিত যন্ত্র-ব্যজনের পট্টডোরী গ্রহণের অধিকারিণী দাসী হইতে পাই। আর যে সকল রাগানুগীয় ভক্তজন এই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দলীলামৃতে ডুবিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন, আমি যেন তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়া না হই।

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ কুঞ্জনিশান্তকেলিরচনং নামায়মাদির্গতঃ ॥

গোবিন্দলীলামৃত।

ইতি শ্রীরাধাগোবিন্দলীলামৃত প্রথম খণ্ডে নিশান্তলীলা সম্পূর্ণা

শ্রীকৃষ্ণার্পণে শুভমস্তু।

উপসংহার।

শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ প্রথম খণ্ড নিশান্তলীলা শ্রীশ্রীভক্ত ও ভগবৎ কৃপায় সম্পূর্ণ হইল। ইহা সাধকের সর্বস্বধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণপদ্ধতি শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত গ্রন্থদ্বয়ের মিশ্রানুবাদ ও মর্ম্মানুবাদ। উভয় গ্রন্থের কোন একটী শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধও ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই, ভাবলীলার সামঞ্জস্য ও পর্য্যায় রক্ষার জন্য উভয় গ্রন্থের শ্লোকাবলির মর্ম্মানুবাদ ওতঃপ্রোতভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে মাত্র। এবং শ্লোক সংখ্যার পর্য্যায় নির্ণয় জন্য প্রত্যেক প্যারার নিম্নে গ্রন্থের ও শ্লোকাঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এক চিহ্নের পর হইতে অপর চিহ্ন পর্য্যন্ত এক গ্রন্থের বিষয় জানিবেন এবং পর পর শ্লোকাঙ্ক মিলাইলেও বুঝিতে পারিবেন মূলের কোন একটি ক্ষুদ্রাংশও বাদ না দিয়া কিরূপ অভিনিবেশ সহকারে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। মর্ম্মানুবাদ সৌকর্য্যার্থ বা লালিত্য রক্ষ্যানুরোধে কোন স্থান সংক্ষিপ্ত কোন স্থান ভাবার্থে পল্লবিত করা হইয়াছে। পদকল্পতরুগ্রন্থে প্রাচীন সিদ্ধ-কবিগণ যে অষ্টকালীয় পদকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পদাবলীর মর্ম্ম ও কোন কোন পদ যথাসঙ্গত স্থানে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া পৃথক চিহ্ন দেওয়া

হইয়াছে। কোন কোন বিশেষ পরিচয়, প্রমাণ ও বর্ণনাদি স্থলে ভাবোদ্দীপন ও স্মরণসুখার্থ শাস্ত্রোক্ত ধ্যানাদির মর্ম্ম, সিদ্ধপ্রবাদ ও সিদ্ধোপদেশ সংক্ষেপে গ্রন্থকারোক্তি চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে; ইহার কোন একটি অংশও গ্রন্থকারের অনুমান প্রসূত নহে। অন্য গ্রন্থাদির উদ্ধৃত পদ্য বা শ্লোকের নিম্নে সেই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত পদ ও পদ্যগুলি প্রায়ই প্রাচীন, যেখানে গ্রন্থকাররচিত পদ বা পদ্য আছে, তাহাতে পাছে কাহারও মহাজন কৃত বলিয়া ভ্রান্তি হয় এজন্য তাহার শেষে ‡ এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি লিখিত হইল। অন্যান্য বক্তব্য বিষয় ভূমিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

"গো—" গোবিন্দলীলামৃত।

"ভা " কৃষ্ণভাবনামৃত।

"প " পদকল্পতরু।

"গ্র—" গ্রন্থকারোক্তি।

যদুনন্দন" যদুনন্দনকৃত পদ্য গোবিন্দলীলা[illegible]।

১+১ । ১ম অধ্যায় ১ অবধি ৫ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

১৫৫ ১৫৮ পৃষ্ঠা ও ১৫৯ পৃষ্ঠার পদে চিহ্ন দিতে ভুল হইয়াছে, উহা স্বরচিত।